হরির সহিত সঙ্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহার বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহাকে বিয়োগ বলে। এই বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কৃশতা, জাগর্য্যা, আলম্বশূন্যতা, অধৈর্য্য, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি এই দশটী দশা হয়। ইহার মধ্যে একটী মাত্রের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

"মধুমদনমযাতে জীবনে ত্ব্যাকস্মাৎ
প্রচুরবিরহতাপৈধর্ব্বস্তহৃৎপঙ্কজায়াৎ।
ব্রজমভিপরিতন্তে দাসকাসারপঙ্ক্তৌ
ন কিল বসতিমার্ত্তাঃ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি হংসাঃ॥"

হে কৃষ্ণ! জীবনস্বরূপ তুমি বৃন্দাবন হইতে গমন করায় ব্রজভূমির চতুর্দ্দিকস্থ তোমার দাসরূপ সরোবরশ্রেণীর অকস্মাৎ প্রবল বিরহানল দ্বারা হৃৎপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, প্রাণহংসসমূহ আর্ত্ত হইয়া আর তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

যোগ—"কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধি স্তুষ্টিস্থিতিরিতি ত্রিধা॥"

কৃষ্ণসহ মিলনকে যোগ বলে। ঐ যোগ সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে তিন প্রকার। উৎকণ্ঠিতাবস্থায় কৃষ্ণপ্রাপ্তিকে সিদ্ধি, বিচ্ছেদের পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে তুষ্টি এবং শ্রীকৃষ্ণসহ একত্র বাসকে স্থিতি কহে।

গৌরব প্রীতিতেও এইরূপ সকল ভাব হইয়া থাকে। গৌরব প্রীতির বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন তাঁহার লালনীয় সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কুমারগণ।

"উভয়েষাং সদারাধ্যধিয়ৈব ভজতামপি।
সেবকানামিহৈশ্বর্য্যং জ্ঞানস্যৈব প্রধানতা।
লাল্যানাস্তু স্বসম্বন্ধস্ফূর্ত্তিরেব সমন্ততঃ।
ব্রজস্থানাং পরৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যধিয়ামপি।
অস্ত্যেব বল্লবাধীশপুত্রত্বৈশ্বর্য্যবেদনং॥"

সম্ভ্রম, প্রীতি ও গৌরবপ্রীতিশালী দ্বারকাস্থ দাসগণের মধ্যে যাঁহারা নিরন্তর আরাধ্য বুদ্ধিতে সেবন করেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রধানতা, আর যাঁহারা লাল্য তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় সম্বন্ধস্ফূর্ত্তি হয়। ব্রজস্থ ঐ দুই প্রকার দাসভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও গোপরাজনন্দন বলিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে।

সখ্য-প্রেম।

এই সখ্য রসে দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন। ব্রজস্থ দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও অন্যস্থানস্থ দ্বিভুজ কৃষ্ণভেদে আলম্বন দুই প্রকার। বয়স্যগণও পুরসম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধীভেদে দুই প্রকার। অর্জ্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরসম্বন্ধি সখা। এই সখাগণের মধ্যে অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুনের সখ্য-প্রেম যথা—

"পর্য্যঙ্কে মহতি মুরারিহক্ষয়ন্তে নিঃশঙ্কপ্রণয়নিসৃষ্টপূর্ব্বকায়ঃ।
উদ্দীপ্রস্মরনর্ম্মকর্ম্মঠোঽয়ং গাণ্ডীবী স্মিতবদনাম্বুজো ব্যরাজীৎ॥"

ব্রজসম্বন্ধি সখা। যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসহ বিহার করেন, যাঁহাদের জীবন কৃষ্ণগত এবং ক্ষণমাত্র কৃষ্ণের অদর্শনে দুঃখিত হন, তাঁহারাই ব্রজস্থ সখা। ইঁহারাই সকল সখা হইতে শ্রেষ্ঠ।

ব্রজবয়স্যগণের প্রেম,—

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥"
(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ হরি বিজ্ঞজনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আশ্রয় পরম দেবতা এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন। সেই ভগবানের সহিত গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন অবশ্যই বোধ হইতেছে, ঐ সকল বালকের পুণ্যপুঞ্জ ছিল।

বয়স্যদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম,—

"সহচরনিকুরম্বং ভ্রাতরার্য্য! প্রবিষ্টং
দ্রুতমঘজঠরান্তঃ কোটরে প্রেক্ষ্যমাণঃ।
স্খলদশিশিরবাষ্প-ক্ষালিতক্ষামগণ্ডঃ
ক্ষণমহমবসীদন্ শূন্যচিত্তস্তদাসং॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে কহিলেন, হে আর্য্য! হে ভ্রাতঃ! সহচরসমূহকে অঘাসুরের জঠরকোটরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া নয়নস্খলিত উষ্ণাশ্রু আমার গণ্ডদেশকে ক্ষালন করিয়া ক্ষীণ করিয়াছিল, তাই আমি ক্ষণকাল শূন্যচিত্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই গোকুলস্থ সখারও আবার চারিটী ভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্ম্ম-সখা।

সুহৃৎসখাগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বয়সে জ্যেষ্ঠ ও বাৎসল্য গন্ধিযুক্ত, ইঁহারা অস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় এবং বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। ইঁহাদিগের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র শ্রেষ্ঠ। বলভদ্রের প্রেম যথা—

"জনিতিথিরিতি পুত্রপ্রেমসংবীতয়াহং
স্নপয়িতুমিহ সদ্মন্যম্বয়া স্থাপিতোঽস্মি।
ইতি সুবল! গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং
ফণিপতিহ্রদকচ্ছে নাদ্য গচ্ছেঃ কদাপি॥"

বলরাম বলিলেন,—সুবল! তুমি আমার এই কথা কৃষ্ণকে বল যে "অদ্য তাঁহার জন্মতিথি, এজন্য তাঁহার জননীর গৃহিত

আমি তাঁহাকে মান করাইবার জন্য গৃহে রহিয়াছি, তিনি যেন কদাচ আর কালির হ্রদের দিকে গমন না করেন।"

যাঁহারা বয়সে কিঞ্চিন্ন্যূন, দাস্যগন্ধযুক্ত, সখ্য-প্রেমশালী, তাঁহারাই সখা নামে অভিহিত।

বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মকরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সখা। এই সখাদিগের মধ্যে দেবপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ। দেবপ্রস্থের সখ্য প্রেম যথা—

"শ্রীদাম্নঃ পৃথুলাং সুহৃদ্ভুজশিরো বিন্যস্য বিশ্রামিনং
দাম্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধহৃদয়ং শয্যাবিরাজদ্বপুঃ।
অধ্যে সুন্দরি! কন্দরস্থ পদয়োঃ সম্বাহনেন প্রিয়ং
দেবপ্রস্থ ইতঃ কৃতী সুখয়তি প্রেম্ণা ব্রজেন্দ্রাত্মজং॥"

কোন সন্দেশহারিকা দূতী শ্রীরাধাকে কহিলেন, সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতগুহায় শ্রীদামের বৃহদ্ভুজোপরি মস্তক বিন্যাস করিয়া দাম নামক সখার বাম বাহু হৃদয়ে আবদ্ধপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং দেবপ্রস্থনামক সখা প্রেমের সহিত তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়া সেই প্রিয়তমকে সুখ প্রদান করিতেছেন।

প্রিয়সখা—'বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।' তুল্যবয়স এবং কেবল সখ্যাশ্রয়ী সখাদিগকে প্রিয়সখা বলা যায়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীদামের প্রেম যথা—

"ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর যামুনতটে কস্মাদকস্মাদ্গতো
দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোঽসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।
ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ং
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি॥"

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—অহে কঠোর! তুমি অকস্মাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যমুনাতটে গমন করিয়াছিলে? অদৃষ্ট বশতঃ পুনরায় যদি দেখিতে পাইলাম, তবে এখন আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সন্তুষ্ট কর। সত্যই বলিতেছি, তোমার অল্পমাত্র অদর্শনে কি ধেনুগণ, কি সখাগণ, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট অচিরকাল মধ্যেই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

প্রিয়-নর্ম্মসখা।—সুহৃৎ, সখা, ও প্রিয়সখা হইতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারাই প্রিয়-নর্ম্মসখা। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত এবং উজ্জ্বল নামক সখাগণ প্রিয়-নর্ম্মসখা। ইঁহাদিগের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই সর্ব্বপ্রধান। সুবলের সখ্যপ্রেম—

"ব্রজগোষ্ঠ্যামখিলেঙ্গিতেষু বিশারদায়ামপি মাধবস্য।
অবৈদগ্ধ্যা সুবলেন সার্দ্ধং সংজ্ঞাময়ী কাপি বভূব বার্ত্তা॥"

ব্রজগোষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইঙ্গিতজ্ঞানে বিশারদ হইলেও সুবলের সহিত তাঁহার হস্ত দ্বারা কোন অর্থসূচক সংজ্ঞাময়ী যে কোন বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

উজ্জ্বলের সখ্যপ্রেম—

"শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং
দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি
কা বা মৃগাক্ষি ন গোপবৃষং কিশোরী॥"

মানবতী শ্রীরাধা কোন সখীকে বলিলেন, সখি! এই উজ্জ্বল দূত হইয়া সমাগত হইয়াছেন, আমি কি প্রকারে মান রক্ষা করিতে সমর্থ হই। উজ্জ্বল নিকটে মিলিত হইলে কোন্ গোপকিশোরী লজ্জাবতী, কুলবতী এবং পতিব্রতা হইয়াও গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে কামনা না করে?

শ্রীকৃষ্ণের বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম্ম, বিক্রম, গুণ, প্রেষ্ঠজন এবং রাজা, দেবতা ও অবতারাদির চেষ্টার অনুকরণ প্রভৃতি সখ্যরসের উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, স্কন্ধে আরোহণ, স্কন্ধে বহন, পরস্পর যষ্টিক্রীড়া, পর্য্যঙ্ক, আসন ও দোলায় একত্র শয়ন ও উপবেশন, পরিহাস এবং জলাশয়ে বিহারাদি এই রসের অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই রসে এই ত্রিংশটী ব্যভিচারী ভাব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা ও ধৃতি অমিলনাবস্থায় এবং মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মৃতি ও দৈন্য মিলন অবস্থায় প্রকাশ পায় না। এই সখ্য রসে রতি, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বাৎসল্য-প্রেম।

এই বাৎসল্য-রসে বিভূষ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার গুরুগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ—

"নবকুবলয়দামশ্যামলং কোমলাঙ্গং
বিচলদলককৃষ্ণ-ক্রান্তনেত্রাম্বুজাঙ্কং।
ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী
ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা॥"

নূতন নীলকমলসদৃশ শ্যামবর্ণ, কোমলাঙ্গ, বিচলিত চূর্ণকুন্তলরূপ ভ্রমরদ্বারা নয়ন-কমলের প্রান্ত ভাগ আক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণকে, ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া যশোদাদেবী স্তন-দুগ্ধ দ্বারা সিক্তাঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত,

মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, মান্যব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে মানদ এবং দাতা এই গুলি ইহার বিভাব। যশোদা, নন্দ, রোহিণী, যাহাদিগের পুত্রগণকে ব্রহ্মা হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী ও তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন গুরুগণ। ইহাদের মধ্যে যশোদা ও নন্দ শ্রেষ্ঠ। শ্রীযশোদার বাৎসল্য-প্রেম—

"তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরেস্তর্জনগবশী
সবাপাক্ষী রক্ষাতিলকমলিকে কারয়তি চ।
ধ্রুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্মণমসৌ
যশোদা মূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী॥"

প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে গদ্গদ স্বরে মন্ত্রন্যাস, ললাটে সাশ্রুনয়নে রক্ষাতিলকরচনা এবং পয়ঃপূর্ণ পয়োধরা হইয়া বালকের বাহুমূলে মহৌষধ বন্ধন করিয়া পুত্রবাৎসল্যসমূহ যেন মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক যশোদারূপে স্ফুরিত হইতেছে।

নন্দের বাৎসল্য-প্রেম—

"অবলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং স্খলদঙ্ঘ্রিং প্রসরন্তমঙ্গনে।
উরসি স্রবদশ্রুনির্ঝরো বুবুধে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ॥"

স্বীয় করাঙ্গুলি অবলম্বনপূর্ব্বক অঙ্গনে স্খলিতপদে ভ্রমণকারী পুত্রকে দেখিয়া নন্দ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে আনন্দাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়াছিল।

কৌমারাদি বয়স, রূপ ও বেশ, শৈশবচাপল্য-জল্পিত, ঈষৎ হাস্য এবং লীলাদি ইহাতে উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, হস্ত দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাকরণ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ প্রদান ইত্যাদি অনুভাব।

হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, অপস্মৃতি, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব।

অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমশূন্যা রতি হয়, তাহাকে বাৎসল্য বলে, এ স্থলে সেই বাৎসল্যই স্থায়ী ভাব। যশোদার এই বাৎসল্য রতি স্বভাবতঃই বৃদ্ধিশীলা হইলেও প্রেমের বিলাস প্রেম, স্নেহ ও অনুরাগের ন্যায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে। নন্দের বাৎসল্য রতি যথা—

"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥"

(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! উদারবুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে গ্রহণপূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন। যশোদার বাৎসল্যরতি যথা—

"বিনিন্দন্ত্যপ্রতিপালিতাদ্য মুরলীনিস্বানশুশ্রূষয়া
ভূয়ঃ প্রস্রববর্ষিণী দ্বিগুণিতোৎকণ্ঠা প্রদোষোদয়ে।
গেহাদঙ্গনমঙ্গনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশস্ত্যাকুলা
গোবিন্দস্য মুহুর্ব্রজেশগৃহিণী পন্থানমালোকয়তে॥"

নন্দগেহিনী অদ্য মুরলীর রব শ্রবণমানসে কর্ণদ্বয় বিন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রদোষকালে ঐ মুরলীরব পুনঃ শ্রবণার্থ দ্বিগুণতর উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হওয়ায় স্তন হইতে দুগ্ধ মোচন করিতে করিতে গৃহ হইতে অঙ্গন ও অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে বারংবার গোবিন্দের পথের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যশোদার প্রেমবৎ ভাব যথা—

"প্রেক্ষ্য তত্র মুনিরাজমণ্ডলৈঃ স্তূয়মানমপি মুক্তসম্ভ্রমা।
কৃষ্ণমঙ্কতটিগোকুলেশ্বরী প্রস্নুতা কুরুভুবি ন্যবীবিশৎ॥"

কুরুক্ষেত্রে মুনিগণ ও নৃপতিবর্গ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন বুঝিয়াও প্রস্নুতস্তনী যশোদা সেই স্থানেই সঙ্কোচ পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ক্রোড়ে বসাইয়াছিলেন।

যশোদার স্নেহবৎ ভাব যথা—

"পীযূষপ্লাবিভিঃ স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈর্জাহ্নবী।
কালিন্দী চ বিলোচনাঞ্জননিভৈর্জাতাশ্রুধারামলৈঃ।
আরাস্বস্থমবেদিমধ্যপতিতয়োঃ স্নিগ্ধা তয়োঃ সঙ্গমে
মুকাসি ব্রজরাজ্ঞি তৎসুতমুখপ্রেক্ষাং স্ফুটং বাঞ্ছসি॥"

সূর্য্যোপরাগচ্ছলে স্বপুত্রদর্শনোৎকণ্ঠায় গমনকারিণী যশোদার প্রতি কোন পূর্ব্বপরিচিতা তপস্বিনী কহিলেন,—

হে ব্রজেশ্বরি! তোমার স্তনপর্ব্বত হইতে নিপতিত ক্ষীরপূর জাহ্নবীকে এবং নয়নপদ্মসঞ্জাত অঞ্জনসংযোগে শ্যামবর্ণ জলরাশি যমুনাকে উৎপাদিত করিয়াছে, এখন মধ্যবেদিতে (প্রয়াগে বা কটিদেশে) নিপতিত সেই গঙ্গাযমুনায় তুমি আপ্লুতা হইয়াছ, তাহাতেই বুঝি তুমি নিশ্চয় পুত্রমুখ দর্শন কামনা করিতেছ। যশোদার রাগবৎ ভাব যথা—

"তুষারতি তুষানলোঽপ্যুপরি তত্র যন্নিষ্ঠিতি-
স্তবাননমবেক্ষতে যদি মুকুন্দগোষ্ঠেশ্বরী।
সুধাম্বুধিরপি স্ফুটং বিকটকালকূটায়তে
স্থিতা যদি ন তত্র তে বদনপদ্মমুদীক্ষতে॥"

হে মুকুন্দ!, গোষ্ঠেশ্বরী যদি তুষানলের উপরে অবস্থিত হইয়া তোমার মুখপদ্ম দেখিতে পান, তাহা হইলে ঐ তুষানল তাঁহার সম্বন্ধে তুষারসদৃশ হয়। আর যদি তিনি সুধাসমুদ্রের উপরে থাকিয়াও তোমার মুখপদ্ম না দেখিতে পান, তবে অমৃতসাগরও তাঁহার সম্বন্ধে কালকূটসদৃশ হইয়া থাকে।

এই বাৎসল্য রসেও যোগে উৎকণ্ঠা ও বিয়োগে চিন্তা, বিষাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং বাৎসল্য হইতে আবার মধুররস সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কারণ—

"আকাশের গুণ যৈছে পর পর ভূতে।
এক দুই গণনায় পঞ্চ পৃথিবীতে॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

যেমন আকাশের একটীমাত্র গুণ শব্দ। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী গুণ, অনলের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী গুণ জলের আবার রস একটী বেশী অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। পৃথিবীর মধ্যে এই চারিগুণ ত আছে, আবার তাহাতে গন্ধনামক আরও একটী গুণ আছে; সুতরাং পৃথিবীই অধিক গুণশালিনী, তদ্রূপ শান্তের গুণ দাস্যে আছে, শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে আছে; শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে আছে, আবার এই চারিগুণই মধুররসে বর্ত্তমান। সুতরাং পৃথিবীর ন্যায় মধুর রস অধিক গুণশালী। অতএব মধুর প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মধুর প্রেম।

নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধীয় প্রেমকে মধুর প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের যে প্রেম, সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ। সাধারণ নায়ক নায়িকার যে প্রেম, তাহা কামজ মোহমাত্র। ব্রজরামাগণের প্রেমকে কেহ কেহ কাম নামে অভিহিত করেন, তাহা সত্য, নহে। শাস্ত্রে আছে—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।"

গোপীদিগের প্রেমই কাম নামে কথিত হয়। এই মধুর প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীবর্গ আলম্বন বিভাব, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয় আলম্বন এবং প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

এই মধুর রসে মুরলীধ্বনি আদি উদ্দীপন বিভাব। কটাক্ষ ও ঈষদ্ধাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়, এই গুলি সাত্ত্বিকভাব।

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ এই একত্রিশটী ব্যভি-চারিভাব। মধুররতি স্থায়ীভাব।

"সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মধুররতি সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থাভেদে ত্রিবিধ। মথুরায় কুব্জাদির সাধারণী রতি, দ্বারকায় মহিষী-দিগের সমঞ্জসা রতি এবং গোকুলবাসিনীদিগের সমর্থা রতি।

"সামান্যভাবেন স্বসুখতাৎপর্য্যরতিঃ সাধারণী।"

সামান্যভাবে নিজ সুখতাৎপর্য্যযুক্ত রতিকেই সাধারণী রতি বলা যায়। "কৃষ্ণস্য নিজস্য চ সুখতাৎপর্য্যরতিঃ পত্নীভাবময়ী সমঞ্জসা।" শ্রীকৃষ্ণেরও নিজের সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট পত্নীভাব-ময়ী রতিকেই সমঞ্জসা রতি বলা যায়। "কেবলকৃষ্ণসুখতাৎ-পর্য্যরতিঃ পরাকাষ্ঠাময়ী সমর্থা।" কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎ-পর্য্যান্বিতা রতিকেই সমর্থা রতি বলা যায়।

"ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাং॥" (উজ্জ্বলনীল°)

এই রতি প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে মহাভাব মুক্তপুরুষ ও শ্রেষ্ঠভক্তদিগেরও অন্বেষণীয়।

এই রতির গাঢ়ত্বকে প্রেম বলে। ইহার পরিণত অবস্থাই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব। যেমন ইক্ষুবীজ; ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা এবং সিতোপলা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি একই ইক্ষুবীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাই অবস্থা-ভেদে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে। যথা—

"রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানঃ গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো ভাবঃ সিতোপলাবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ)

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতি-শয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলেন।

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহা ধ্বংসরহিত, এইরূপ যে যুবকযুবতীদিগের ভাব তাহাকেই প্রেম বলে।

স্নেহ।—ইহার পরে এই প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে চিত্তকে দ্রবীভূত করে, এই অবস্থাকে স্নেহ বলে।

"আরোহন্তী পরামবধিং চিদ্দীপদীপনী।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে॥"

"অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু।
আলাপে বিলোকে চ শ্রবণাদৌ চ স ক্রমাৎ॥"

এই স্নেহ উদিত হইলে কি আলাপ, কি অবলোকন, কি দর্শন-শ্রবণ-স্মরণ কিছুতেই তৃপ্তিবোধ হয় না।

এই স্নেহ আবার ঘৃত ও মধু স্নেহভেদে দুই প্রকার।

"ঘৃতস্নেহোঽতিশয়াদরময়ঃ ঘৃতস্নেহশ্চ
আদরময়ো ভাবান্তরমিশ্রিত এব স্বদতে যথা ঘৃতম্।" (কিরণ)

চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে যে স্নেহ, তাহার নাম ঘৃতস্নেহ। যে স্নেহ অতিশয় আদরময়, যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়া বোধ না হইয়া অন্যদীয় বলিয়া বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরতা বস্তন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে, তাদৃশ ঘৃতের ন্যায় স্নেহকেই ঘৃতস্নেহ বলা যায়।

"শ্রীরাধাদৌ মদীয়তাভাবেন মধুস্নেহ আদরশূন্যঃ অতএব স্বরসো যথা মধু।"

যে স্নেহ আদরশূন্য, যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়াই বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরতা বস্তন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে না; বরং যাহা স্বতঃই মধুর, তাদৃশ মধুর ন্যায় স্নেহকেই মধুস্নেহ বলা যায়। এই স্নেহ শ্রীরাধিকাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মান—"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

এই মান উদাত্ত ও ললিত ভেদে দ্বিবিধ।

"স্নেহাধিক্যেন ভদ্রাভদ্রহেতুনা বা রোষেণ বা হেতুনা বিনৈব বা কৌটিল্যং মানঃ।"

স্নেহের আধিক্য হেতু সকারণে বা অকারণে যে কৌটিল্য তাহারই নাম মান। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে প্রায়ই উদাত্ত অর্থাৎ দাক্ষিণ্যযুক্তমান দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরাধাদিতে সর্ব্বদাই ললিত অর্থাৎ কৌটিল্যযুক্ত মান দেখা যায়।

প্রণয়।—"মনোদেহেন্দ্রিয়ৈরৈক্যভাবনাময়ো বিশ্রম্ভঃ প্রণয়ঃ সখ্যং মৈত্রঞ্চ।"

কান্ত দেহাদির সহিত নিজ দেহাদির ঐক্য ভাবনাময় সম্ভ্রমবর্জ্জিত বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের নামই প্রণয়। ঐ প্রণয় বিনয়ান্বিত হইলে তাহাকে মৈত্র প্রণয় এবং ভয়বর্জ্জিত স্ববশতাময় হইলে সখ্য-প্রণয় বলা যায়।

রাগ।—"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যখন দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ আবার নীলিমা ও রক্তিমাভেদে দ্বিবিধ।

"চন্দ্রাবল্যাদৌ নীলরাগঃ স্বগতভাবাবরণঃ। তত্রৈব শ্যামরাগোঽপি প্রায়ো ভদ্রাদৌ চিরসাধ্যরূপঃ। শ্রীরাধাদৌ তু মঞ্জিষ্ঠারাগোঽন্যানপেক্ষো ভাবাবরণশূন্যঃ। তথৈব শ্যামলাদৌ কুসুম্ভরাগঃ সুখসাধ্যত্বাৎ কিঞ্চিদন্যাপেক্ষঃ। পাত্রকাদ্‌গুণাৎ স্থিতিঃ। (চক্রবর্ত্তী।)

যে রাগের ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই, অথচ যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া আত্মগতভাবকে আবরণ করে, তাহাকেই নীলিমারাগ বলা যায়। আর যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না এবং যাহা অন্যকেও অপেক্ষা করে না, অথচ যাহা স্বীয় কান্তি দ্বারা সদাই বৃদ্ধিশীল ও ভাবাবরণশূন্য হয়, তাহাকেই রক্তিমা রাগ বলা যায়। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে ভাবাবরণযুক্ত নীলরাগ। এই নীলরাগ যখন চিরসাধ্য হয়, তখন তাহাকে শ্যামরাগ বলা যায়। ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণের শ্যামরাগ। শ্রীরাধা প্রভৃতির রক্তিমারাগেরই অন্তর্গত মঞ্জিষ্ঠা রাগ। মঞ্জিষ্ঠারাগের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, উহা ভাবাবরণশূন্য ও অনন্যাপেক্ষ। শ্যামলাদি গোপীগণেরও রক্তিম রাগ। তবে তাঁহাদের রক্তিমরাগ কুসুম্ভনামক রক্তিম রাগ। ঐ রাগ সুখসাধ্য বলিয়া কিঞ্চিৎ অন্যাপেক্ষ।

অনুরাগ।—'সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥'

যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সদাই অনুভূত হয়েন এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়েন, তাহারই নাম অনুরাগ। তদবস্থায় অপ্রাণী বা নিকৃষ্ট প্রাণীতেও জন্মলালসা-প্রেমবৈচিত্র্য বিচ্ছেদের অবস্থাতেও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া হয়।

ভাব।—'অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে।'

এই ভাব দ্বারকাস্থ মহিষীদিগের পক্ষেও অতি দুর্লভ। ইহা কেবল গোকুলস্থা গোপীদিগেরই একমাত্র সংবেদ্য। ব্রজদেবীর ভাবকেই মহাভাব বলে। এই মহাভাব আবার রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। রূঢ়ভাবের লক্ষণ যথা—

"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।
নিমেষাসহতাসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়নং।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতে ত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ।
আদ্য শব্দাদিহ প্রোক্তা কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা।
সম্ভোগভেদে বিস্পষ্টা সা পুরস্তাৎ প্রচক্ষ্যতে॥"

যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখের পীড়া শঙ্কায় নিমেষমাত্রকালও তাঁহার অদর্শন সহ্য হয় না, তাহারই নাম রূঢ় মহাভাব।

অধিরূঢ় যথা—যে অবস্থায় কোটিব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখই তদ্দর্শনাদি জন্য সুখের নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় এবং যে অবস্থায় তদদর্শনাদি জন্য দুঃখকে সর্পবৃশ্চিকাদি দংশন জন্য দুঃখ হইতেও অত্যন্ত অধিক বোধ হয়, সেই অবস্থার নামই অধিরূঢ় মহাভাব।

"মোদনো মাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে।"

এই অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদনভেদে দ্বিবিধ।

যাহাতে স্বীয় সাত্ত্বিকভাব সকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রেয়সীবর্গেরও ক্ষোভাতিশয় জন্মে, তাহারই নাম মোদন। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকার যূথেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র দেখা যায় না। এই মোদনই আবার বিচ্ছেদ অবস্থায় মাদন নাম ধারণ করেন। মাদনের উদয়ে পট্টমহিষীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবিরহতাপ-জন্য মূর্চ্ছা হয়। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ উৎপাদন করে এবং তরুলতাকেও রোদন করাইয়া থাকে। এই মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতে প্রায়ই উদিত হয়। দিব্যোন্মাদ এই মাদনেরই বৃত্তিভেদ। তদবস্থায় উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অবস্থা সকল দেখা যায়। এই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় অনন্তভাবের উদ্‌গম হয়। তখন বনমালাতে ঈর্ষা, পুলিন্দজাতিতেও শ্লাঘা এবং তমালস্পর্শিনী মালতীর সৌভাগ্যবর্ণনাদি বিবিধ ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। এই মাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই উদিত হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না। ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ইহা হইতে আর অধিক হইতে পারে না। (প্রেমতত্ত্ব বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

প্রেমকিশোর দাস, উত্তরপশ্চিমবাসী জনৈক কবি। ইনি ভাগবতপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া যান।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বঙ্গদেশের একজন নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ কবি। খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেকেই এই মহাত্মার ছাত্র।

১৭২৭ শকে ২রা বৈশাখ পূর্ণিমারাত্রে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শাকযাঢ়া (শাকনাড়া) গ্রামে প্রেমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ। প্রেমচাঁদ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রেমচাঁদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম কএকখানি ন্যায়গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার বৃদ্ধ-পিতামহ নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননও একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। এই নৃসিংহই নাকি প্রেমচাঁদের জন্মিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'প্রেমচাঁদ একজন মহাপুরুষ হইবেন।' এই নৃসিংহের নিকটই প্রেমচন্দ্র প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হইতে না হইতেই নৃসিংহের মৃত্যু হয়।

নৃসিংহের মৃত্যুর পর প্রেমচন্দ্র প্রথমে তাঁহার মাতুলালয় রঘুবাটীগ্রামে আসিয়া ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ১৩।১৪ বর্ষ বয়সের সময় তিনি নিজ গ্রামে আসিলেন, এখানে এই অল্প বয়সেই বাগ্‌দেবীর করুণা লাভ করিলেন। তিনি অতি মধুর ও সুললিত কবিতা লিখিতে লাগিলেন। তৎকালে রাঢ় ও বঙ্গের সর্ব্বত্রই তর্জ্জা ও কবির বড়ই আদর ছিল। আসরে বসিয়াই গান বাঁধিয়া উত্তর দেওয়া হইত। প্রেমচাঁদ এইরূপ কোন দলে গিয়া সত্বর উত্তর বাঁধিয়া দিতেন। তাঁহারই গান অনেক সময় জয়লাভ করিত। তাহাতে বালকের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হইত। শুনা যায়, অনেক সময় দলের লোকেরা গভীর রাত্রিতে তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে কাঁধে লইয়া গ্রামান্তরে ছুটিত ও গাছতলায় বসাইয়া গান বাঁধিয়া লইত। এই সময় প্রেমচাঁদ শাকনাড়ার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছুয়াড় গ্রামে জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে অলঙ্কার শিখিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার গুরুও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই ছুয়াড় গ্রামে আসিয়াও তিনি তর্জ্জার দল ভুলেন নাই। এ সময় তিনি অনেক গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহার একটী নমুনা দিতেছি—

"অপযশ কেন গাও অকারণ?
যদি সে সেরূপ রমণী, কামিনী কুলশিরোমণি,
অতুল মানিনী;—
আগে ছিল মুনিসুতা, হলো দ্রুপদ-দুহিতা,
দেবতারূপিণী;
নহে কাম-চপলতা, তার তপ-সফলতা,
দেববরে পঞ্চ পতির বরণ।"

তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে ১৮।১৯ বর্ষের সময় প্রেমচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের সহিত তাঁহার অধ্যয়নেও অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুই বর্ষ পরেই ১৭৪৮ শকে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজ নাথুরাম শাস্ত্রী, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতরত্নে বিভূষিত ছিল। উইলসন্ (H. H. Wilson) সাহেব তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। উপযুক্ত পণ্ডিতের অধ্যাপনাগুণে ও উইলসনসাহেবের স্নেহে প্রেমচন্দ্র সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হয় ও তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করেন। এই বর্ষে নাথুরাম শাস্ত্রী ছয়মাসের জন্য অবকাশ লইলে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে অনেকে তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবান্ প্রেমচন্দ্রের শত্রুপক্ষের সকল চেষ্টা বিফল হইল, বরং পরবর্ষে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অল্পকাল পরেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের সহিত প্রেমচন্দ্রের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, উভয়েরই তখন বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, উভয়ের যত্নে

১৮৩০ খৃঃ অব্দে সংবাদপ্রভাকর বাহির হয়। এই সংবাদ-প্রভাকরের মুখপাতের শিরোভাগে "সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।" ইত্যাদি যে দুইটী শ্লোক আছে, তাহা প্রেমচাঁদের শ্রীকরনিঃসৃত। ইহার পর গৌরী-শঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদভাস্কর' নামে যে সংবাদ-পত্র বাহির করেন, তাহারও শিরোভাগে প্রেমচন্দ্র-রচিত 'ধ্বান্তবোধসন্দোহ-কিং চিররসে মৌনস্ত নাস্ত্যঙ্কপো' ইত্যাদি শ্লোক স্থান লাভ করিয়াছে। এই উভয় পত্রেই প্রেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বঙ্গভাষার সেবা করিতেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ই বি কাউএল সাহেবের আদেশে প্রেমচন্দ্র ব্যাখ্যা সহ অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহারই কিছু দিন পরে তিনি স্বরচিত ব্যাখ্যা সহ মুরারিমিশ্রের অনর্ঘরাঘব নাটক, উত্তররামচরিত ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং নৈষধচরিতের পূর্ব্বার্দ্ধ টীকাসহ প্রকাশ করেন। কাব্যাদর্শের টীকায় তিনি যে কবিত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। ■ ছাড়া তিনি শালিবাহনচরিত, নানার্থসংগ্রহ নামে অভিধান ও একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এসিয়াটিক সোসাইটীর তৎকালীন সভাপতি জেম্‌স্ প্রিন্‌-সেপ্ সাহেবকেও তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধারকল্পে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, এজন্য প্রিন্‌সেপ ও উইলসন উভয় মহোদয়ই প্রেমচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন।

৫৭ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রেমচন্দ্র হঠাৎ সংসারে বীতরাগ হইলেন। সৌভাগ্যগুণে তাঁহার সাধুসঙ্গও লাভ হইয়াছিল। তিনি কলেজ হইতে বিদায় লইয়া ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে কাশীবাসী হইলেন। এখানে তিনি যে কয়বর্ষ জীবিত ছিলেন, জ্ঞানানু-শীলন, যোগসাধন ও বিদ্যাদানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ এপ্রেল তিনি ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রেমটোলি, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী একখানি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৪°২৪´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৫´১৭´´। পূর্ব্বকালে এই নগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানীরূপে পরিচিত ছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড় নগরে আগ-মনকালে এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আগমন জন্য এই স্থানে প্রতি আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে একটী ধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে।

প্রেমদাস, ১ একজন মনঃশিক্ষা-রচয়িতা। মনঃশিক্ষার স্থানে স্থানে ইনি প্রেমানন্দ বলিয়াও আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন।

২ স্বনামখ্যাত একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু, পদসমুদ্র প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার মধুমাখা বহুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদগুলি ব্যতীত প্রেমদাসের একখানি মৌলিক গ্রন্থ আছে, গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের আদরের ধন, ইহার নাম বংশীশিক্ষা। শ্রীমহাপ্রভু বংশীবদন ঠাকুরকে যে সকল কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন, বংশীবদনের পুত্র পৌত্রাদি হইতে সেই সকলের সংগ্রহ ও উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বংশী-বদন ঠাকুরের জীবনীও কথিত হইয়াছে।

প্রেমদাসের আর একখানি গ্রন্থ আছে, সেখানি কবিকর্ণপূর-কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদবিশেষ। স্বাধীন অনু-বাদ, অনেক নূতন কথা অতিরিক্ত সংযোজিত করায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

"ষোল শত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে,
প্রেমদাস করিল লিখন।" (চৈ° চ° দী°)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ ১৬৩০ শকে সমাপ্ত হয়। বংশী-শিক্ষা গ্রন্থ ১৬৩৮ শকে রচিত হয়। যথা—

"শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে ॥
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন ॥ (বংশীশিক্ষা)

কবির প্রকৃত নাম প্রেমদাস নহে, প্রেমদাস তাহার গুরুদত্ত নাম। তাহার প্রকৃত নাম—শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি—সিদ্ধান্ত বাগীশ।

"কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ ॥" (বংশী শিক্ষা)

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার আপন বংশ পরিচয় লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নতালিকাটী প্রস্তুত করা গেল।

"কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংশ"

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র।
|
শ্রীমুকুন্দানন্দ মিশ্র।
|
শ্রীগঙ্গারাম মিশ্র।
|
শ্রীগোবিন্দরাম | শ্রীরাধাচরণ | শ্রীপুরুষোত্তম (প্রেমদাস) | তিন পুত্র শিশুকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহার ১৬

ষোল বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী তখন শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী। গোস্বামী প্রেমদাসকে বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, তাহাকে গোবিন্দের পাত্রকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেখানে তিনি কএক বৎসর ছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনয়ন করেন। বাড়ী আসিয়া প্রেমদাস শান্তিপুরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি নবদ্বীপে যান। নবদ্বীপে গিয়া রাত্রিকালে তিনি মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করেন। তখনই তাহার চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে ইচ্ছা হয়, তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উৎপত্তি।

এই বর্ণনাপাঠে বোধ হয় যে, ইহার পূর্ব্বে রচনাকার্য্যে তাহার ইচ্ছা ছিল না এবং তাহার অবসরও ছিল না, তিনি সেবাকার্য্যে তখন ব্যাপৃত। চারি বৎসরে দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়। পদগুলি বোধ হয় ইহার পর বিরচিত।

প্রেমদাস আপন বাসগ্রামের নাম এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কুলনগর গ্রামে গৃহাশ্রম কৈলা।"

কোন জিলায় "কুল" গ্রাম ছিল লিখেন নাই।

প্রেমদেবী, একজন হিন্দুসাম্রাজ্ঞী মুসলমান-অধিকারের পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

প্রেমধর শর্ম্মা, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি রাক্ষসকাব্য টীকা রচনা করেন।

প্রেমনাথ, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলায় কালুয়া গ্রামবাসী জনৈক পণ্ডিত। এই ব্রাহ্মণসন্তান আলী অকবর খাঁ মহম্মদীর সভায় ১৭৭০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় প্রশ্নোত্তরখণ্ড অনুবাদ করেন।

প্রেমনারায়ণ (পুং) কোচবিহারের একজন রাজা। [কোচবিহার দেখ।]

প্রেমনিধি, আগ্রানিবাসী জনৈক সাধু। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবারসে মত্ত থাকিতেন। মুসলমান অধিকারে আগ্রা সহর যবনসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, পাছে যবনস্পর্শে জল নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি প্রত্যহ গভীর নিশিতে জলানয়নার্থ যমুনায় যাইতেন। প্রবাদ, একদা রাত্রিযোগে মেঘ ও বর্ষাপাতে অশোকতল ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভক্ত প্রেমনিধি পথ না পাইলে, জলাভাবে কষ্ট পাইবে ভাবিয়া স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার মশালধার হইয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন।

পাড়ার স্ত্রীপুরুষে প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার গৃহে শ্রীভাগবত পাঠ শুনিতে যাইত। দুষ্টলোকে মিথ্যা রটনা করিয়া বাদশাহকে সংবাদ দিল যে, প্রেমনিধি পরস্ত্রী ঘরে ধরিয়া রাখে। সম্রাট্ শুনিয়া তাঁহাকে "পঞ্জতখানায়" আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে স্বপ্নে তাঁহার প্রতি দেবপ্রভাব জানিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। (ভক্তমাল)

প্রেমনিধি পন্থ, এক বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম উমাপতি। ইনি অন্তর্যাগরত্ন, কাম্যদীপদানপদ্ধতি, মৃতদানপদ্ধতি, সুদর্শনা নামে তন্ত্ররাজটীকা, দীপদানরত্ন, প্রয়োগরত্নাকর, প্রয়োগরত্নক্রোড়, প্রয়োগরত্নসংস্কার, বহির্যাগরত্ন, ভক্তব্রতসন্তোষক, ভক্তিতরঙ্গিণী, মল্লাদর্শ, লবণদানরত্ন, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রটীকা, শব্দার্থচিন্তামণি নামে শারদাতিলকটীকা এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে শব্দপ্রকাশ ও তাহার টীকা রচনা করেন।

প্রেমনিধি শর্ম্মা, মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইন্দ্রপতির পুত্র। ইনি পৃথ্বীপ্রেমোদয় ও ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবোধিনী নামে স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রেমপাতন (ক্লী) প্রেম্নঃ স্নেহস্য পাতনং যস্মাৎ, প্রেম্না পাতনং যস্যেতি বা। ১ রোদন। ২ নেত্রজল। ৩ অনুপলক্ষিত নেত্রজল।

প্রেমবন্ধ (পুং) প্রেম্নঃ বন্ধঃ ৬তৎ। গাঢ়ানুরাগ।

প্রেমবৎ (ত্রি) প্রেম-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। প্রেমযুক্ত।

প্রেমভক্তি (স্ত্রী) প্রেম্ন ভক্তিঃ। স্নেহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা, অতিশয় প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবার নাম প্রেমভক্তি।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংপ্লুতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈরিতি—
প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্তেশ্মাহাত্ম্যতঃ পরম্।
সিদ্ধমেব যতোভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতম্॥"
(হরিভক্তিবিলাস ২১ বি°)

বিষ্ণুর প্রতি যে অতিশয় মমতা, তাহা প্রেমসংপ্লুত হইলে প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তি হইতেও অধিক। [বিশেষ বিবরণ প্রেম ও ভক্তি শব্দ দেখ।]

প্রেমরাজ, গাথাকোষটীকা ও কর্পূরমঞ্জরীটীকারচয়িতা।

প্রেমামৃত (ক্লী) প্রেম এব অমৃতং। প্রেমরূপ সুধা।

প্রেমালিঙ্গন (ক্লী) প্রেম্না বদালিঙ্গনং। স্নেহভাবে আলিঙ্গন। ২ নায়ক নায়িকার আলিঙ্গন বিশেষ। (কামশাস্ত্র)

প্রেমিন্ (ত্রি) প্রেম অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ প্রেমযুক্ত। ২ স্নেহবিশিষ্ট। প্রণয়ী, অনুরক্ত।

প্রেমীয়মান, দিল্লীবাসী জনৈক মুসলমান-সন্তান। তিনি 'অনেকার্থ' ও নামমালা নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট অভিধান গ্রন্থ রচনা করেন। জন্ম ১৭৪১ খৃঃ অব্দ।

প্রেয়স্ (পুং) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রিয়ঃ প্রিয় ঈয়সুন্, প্রাদেশঃ। ১ পতি। পর্য্যায়—দয়িত, কান্ত, প্রাণেশ, বল্লভ, প্রিয়, হৃদয়েশ, প্রাণসম, প্রেষ্ঠ, প্রণয়ী। (হেম) (ত্রি) ২ প্রিয়। (জটাধর)

প্রেয়সী (স্ত্রী) প্রেয়স্-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ প্রিয়তমা, নারী।

পর্য্যায়—দয়িতা, কান্তা, প্রাণেশা, বল্লভা, প্রিয়া, হৃদয়েশা, প্রাণসমা, প্রেষ্ঠা, প্রণয়িনী। (হেম)

প্রেয়স্তা (স্ত্রী) প্রেয়সো ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রিয়তা, প্রেমত্ব।
"পিত্রোঃ প্রেয়স্তয়োদ্ভূতা তারুণ্যাদিমনেন চ।
রাজপুত্রী যথাবস্তু গণয়ামাস নৈব তম্॥" (রাজতর° ৩।৪৫১)

প্রেরক (ত্রি) প্র-ঈর-ণ্বুল্। প্রযোজক, প্রবৃত্ত্যনুকূল ব্যাপার-সাধক।

প্রেরণ (ক্লী) প্র-ঈর-ণিচ্-ল্যুট্। প্রেষণ, চলিত পাঠান। ভৃত্যাদির কার্য্যাদিতে নিয়োগ।
"দিক্চাপলে বৎসিমবৎসলত্বং বৎপ্রেরণাচ্ছত্রশীক্তবত্যা।"(নৈষধ ৩।৫৫)

প্রেরণা (স্ত্রী) প্র-ঈর-ণিচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্। চোদনা।
"হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ।" (মেঘদূত ৭০)
২ কল্পভাবনা, বিধি। (বর্ষদীপ)

প্রেরণীয় (ত্রি) প্র-ঈর-অনীয়র্। প্রেষণীয়, প্রেরণযোগ্য, যাহা পাঠাইবার উপযুক্ত।

প্রেরিত (ত্রি) প্র-ঈর-ক্ত। প্রেষিত, যাহা পাঠান হইয়াছে।
"নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা প্রিয়ায়ৈ প্রেরিতং মনঃ।
মনস্তত্রৈব রমতে হতাঃ পাণিনিনা বয়ম্॥" (উদ্ভট)

প্রেরিতৃ (ত্রি) প্র-ঈর-তৃচ্। প্রেরক, প্রেরণকারী।

প্রেঙ্খন্ (পুং) প্রকর্ষেণ ঈর্ত্তে প্র-ঈর গতৌ (প্র-ঈর-শদো-রুট্চ। উণ্ ৪।১১৬) ইতি কনিপ্, তুড়াগমশ্চ। সমুদ্র।

প্রেঙ্খণী (স্ত্রী) প্রেঙ্খন্ (বনোরচ। পা ৪।১।৭) ইতি ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ। নদী।

প্রেষ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রেষতি। লোট্ প্রেষতু। লিট্ পিপ্রেষ। লুঙ্ অপ্রৈষীৎ। ণিচ্ প্রেষয়তি, লুঙ্ অপিপ্রেষৎ।

প্রেষ (পুং) প্র-ঈষ-ঘঞ্। ১ প্রেষণ। ২ পীড়ন, পীড়া।

প্রেষক (ত্রি) প্র-ঈষ-ণ্বুল্। প্রেরক।

প্রেষণ (ক্লী) প্রেষ-ভাবে ল্যুট্। প্রেরণ, নিয়োগ।
"জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥" (চাণক্য)
প্রেষ-ণিচ্ যুচ্ টাপ্। প্রেষণা, প্রেরণা।

প্রেষয়িতৃ (ত্রি) প্রেষ-ণিচ্-তৃচ্। প্রেষয়ক, প্রেরক, প্রেরণকারী।

প্রেষিত (ত্রি) প্রেষ-ক্ত। প্রেরিত, পর্য্যায়—প্রহাপিত, প্রতিশিষ্ট, প্রতিহত। (হেম)
"প্রেষিতোঽহং মহাভাগ! দক্ষেণ ত্বাং বিবক্ষয়া।
কথিতং প্রেকৃপা যচ্চ তদ্ব্রবীমি মহামতে!॥" (দেবীভাগ° ১।১১।৪৬)

প্রেষিতব্য (ত্রি) প্রেষ-তব্য। প্রেরণীয়, প্রেষণযোগ্য, যাহা পাঠাইবার উপযুক্ত।

প্রেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন প্রিয় ইতি ইষ্ঠন্, প্রাদেশঃ। অতিশয় প্রিয়, প্রিয়তম।
"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।"(ভাগ° ১০ রাসপঞ্চা°)
স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রেয়সী ৷৩ ভার্য্যা। (শব্দচ°)

প্রেষ্য (ত্রি) প্র-ঈষ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ প্রেরণীয়, নিয়োজ্য, পাঠাইবার যোগ্য। ২ দাস।
"প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।"
(মনু ৩।১৫৩)
ভাবে-যৎ। ৩ প্রেরণ।

প্রেষ্যকর (ত্রি) প্রেষ্যং করোতি কৃ-ট। নিয়োগকারক, যাহারা নিয়োগ করেন। (ভারত দ্রোণপ° ২৩ অ°)

প্রেষ্যতা (স্ত্রী) প্রেষ্যস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রেষ্যত্ব, প্রেষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রৈষ (পুং) প্র-ইষ-ঘঞ্ (প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষৈষ্যেষু। পা ৬।১।৮৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ। ১ ক্লেশ। ২ মর্দ্দন। ৩ উন্মাদ। ৪ প্রেষণ। (মেদিনী) প্রপূর্ব্বক উঢ়, ঊঢ়ি, এষ ও এষ্য এই সকল শব্দের গুণ না হইয়া গুণের অপবাদে বৃদ্ধি হয়, যথা— প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়, ইত্যাদি।

প্রেহিকটা (স্ত্রী) প্রেহিকট ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং°। কটসম্বোধনক প্রাগমনার্থ ক্রিয়ানিয়োগ।

প্রেহিকর্দ্দমা (স্ত্রী) প্রেহি কর্দ্দম ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং°। কর্দ্দমসম্বোধনক প্রাগমননিয়োগ।

প্রেহিদ্বিতীয়া (স্ত্রী) দ্বিতীয়সম্বোধনক প্রাগমন-নিয়োগ।

প্রেহিবাণিজা (স্ত্রী) বাণিজসম্বোধনক প্রাগমননিয়োগ।

প্রৈয় (ক্লী) প্রিয়স্য ভাবঃ পৃথ্বাদিত্বাদিমনিচো ভাবে অণ্। প্রিয়ত্ব, স্নেহ।

প্রৈয়ব্রত (ত্রি) প্রিয়ব্রতস্যেদং অণ্। বৈবস্বত মনুর পুত্র, প্রিয়ব্রত-সম্বন্ধী। অপত্যার্থে ইঞ্। প্রৈয়ব্রতি, প্রিয়ব্রতের অপত্য।

প্রৈষ্য (পুং) প্র-ইষ-কর্ম্মণি ণ্যৎ, প্র+এষ্য ততো বৃদ্ধিঃ। প্রৈষ্য, দাস। "অজয্যং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্।
বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃ॥" (কুমার ৬।৫৮)
(ক্লী) ২ প্রেষ্যের ভাব, দাসকর্ম্ম।
"সবাদিরক্ষকান্ পুত্রান্ ভার্য্যাং কর্ম্মকরীং নিজাম্।
তস্য কৃত্বা গৃহাভ্যর্ণে প্রৈষ্যং কুর্ব্বন্ বাস সঃ॥" (কথাসরিৎসা° ৩০।৯৫)

প্রোক্ত (ত্রি) প্রকর্ষেণ উচ্যতে স্মেতি ক্ত। কথিত, প্রকর্ষরূপে উক্ত। (ক্লী) ২ কথন।

প্রোক্ষণ (ক্লী) প্র-উক্ষ-সেচনে ল্যুট্। যজ্ঞার্থ পশুহনন। যজ্ঞস্থলে পশুহননের পূর্ব্বে মন্ত্রদ্বারা পশুকে প্রোক্ষণ করিয়া অর্থাৎ তাহার গাত্রে জল দিয়া পরে হনন করিতে হয়।

"য ইমে ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা মন্ত্রা বৈ প্রোক্ষণে গবাম্।
এতে প্রমাণং ভবন্ত উতাহো নেতি বাসব!॥" (ভাগ° ৯।৬।৮)

২ শ্রাদ্ধাদিতে উচিত সংস্কার। (ভাগ° ৯।৬।৮) ৩ বধ। ৪ সেচন।

"অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে॥" (মনু ৫।১১৮)

৫ উত্তান হস্তদ্বারা জলাদি সেচন, অভ্যুক্ষণ। প্রোক্ষ্যতেঽনয়া করণে ল্যুট্ ঙীপ্। প্রোক্ষণী, প্রোক্ষণ-সাধন জল।

"অসঞ্চরে প্রোক্ষণীর্নিধায়" (কাত্যা° শ্রৌ° ২।৩৪০) 'যাভি-রদ্ভির্হবিঃ পুরোডাশানাঞ্চ প্রোক্ষণং কৃতং তাঃ প্রোক্ষণ্যঃ' (কর্ক)

প্রোক্ষণীয় (ত্রি) প্র-উক্ষ-অনীয়র্। প্রোক্ষণযোগ্য।

প্রোক্ষিত (ত্রি) প্র-উক্ষ-ক্ত। ১ নিহত। ২ সিক্ত। (মেদিনী) ৩ যজ্ঞার্থ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত মাংসাদি। প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই।

"ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃৎ ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জয়েৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আরণ্যক মৃগাদিপশুর প্রোক্ষণ আবশ্যক নাই অর্থাৎ বন্যপশু অযজ্ঞীয় হইলেও তাহা ভোজন করা যাইতে পারে।

"আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্ব্বশো মৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রোক্ষিতব্য (ত্রি) প্র-উক্ষ-তব্য। প্রোক্ষণযোগ্য, যাহা প্রোক্ষণের উপযুক্ত। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১৭)

প্রোচ্চৈস্ (অব্য) অত্যন্ত উচ্চ।

প্রোজ্জাসন (ক্লী) প্র-উদ্-জস-ণিচ্-ল্যুট্। মারণ। (হেম)

প্রোজ্ঝিত (ত্রি) প্র-উজ্ঝ-কর্ম্মণি-ক্ত। ত্যক্ত, প্রকর্ষরূপে ত্যক্ত।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।"
(ভাগ° ১।১।২)

প্রোঞ্ছন (ক্লী) প্র-উঞ্ছ-ল্যুট্। প্রমার্জ্জন, লোপন, মার্জ্জন, চলিত মোছা। "প্রোঞ্ছনৈর্বামপাদেন দরিদ্রো ভবতি ধ্রুবম্।
বৈরিনাশকরং প্রোক্তং কবচং বজ্রকারিণম্॥" (রুদ্রযামল)

প্রোড়রাজ, কাকতীয়-বংশীয় বরঙ্গুলের জনৈক অধিপতি। সূর্য্যবংশীয় বেতরাজ ত্রিভুবনমল্লের পুত্র ও রুদ্রদেবের পিতা। খৃষ্টীয় ১১১০ হইতে ১১৬২ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তদীয় কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে অনামে স্থাপিত জগতিকেশরী-তটাকই প্রসিদ্ধ। তিনি পশ্চিমচালুক্যরাজ ৩য় তৈলপের রাজ্য অধিকার করিয়া ১ম তৈল নাম ধারণ করেন।

প্রোষ্ঠ (পুং) প্রকর্ষেণ অষ্ঠতে নিষ্ঠীবনাদিকং প্রাপ্নোতীতি প্র-অঠি-গতৌ-অচ্। পতদ্‌গ্রহ, নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদান, যাহাতে থু প্রভৃতি ফেলা যায়।

'আচমনকঃ প্রোষ্ঠঃ কটকোলঃ পতদ্‌গ্রহঃ।' (হারাবলী)

প্রোত (ক্লী) প্র-বেঞ্-স্যূতৌ-ক্ত বস্ত্রাদিবাৎ সম্প্রসারণং। ১ বস্ত্র। (জটাধর) (ত্রি) ২ খচিত। (মেদিনী) ৩ ন্যস্ত।

"প্রোতং বিধাতুমিব চেতসি রাগসূত্রং রোমাঙ্কুরৈর্নিচয়ং প্রকুরীচকার॥"
(শ্রীকণ্ঠচরিত ১৫।২৫)

৪ গ্রথিত। (হেম) ৫ গ্রথিত, বদ্ধ। ৬ অন্তর্বিদ্ধ, ৭ গর্ত্ত-নিহিত, পোতা।

প্রোৎকট (ত্রি) ১ প্রকৃষ্টরূপে উৎকট, অতিশয় উৎকট। ২ প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ ভৃত্য। (শক্তত্ত্ব ১।৫৬।১৯)

প্রোৎকণ্ঠ (ত্রি) ১ উন্নত কণ্ঠ। ২ মুক্তকণ্ঠ, যে গলা ছাড়িয়া সঙ্গীতাদি করে। "যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি" (ভাগ° ৭।৭।৩৪)

প্রোত্তান (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে উত্তান।

"সংবৃতনির্ম্মেধনিভঃ প্রোত্তানকরাশ্চ দাতারঃ।" (বরাহবৃ° ৬৮।৩৯)
যাহার করতল প্রোত্তান হয়, তিনি দাতা হইয়া থাকেন।

প্রোত্তুঙ্গ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে উত্তুঙ্গ, অত্যুন্নত।

প্রোতোৎসাদন (ক্লী) প্রোতেঽস্যতে সতি প্রোতানাং বস্ত্রাণাং বা উৎসাদনং উত্তোলনং উচ্চালনং বা যত্র। ১ বস্ত্রকুটির। ২ ছত্র। (ত্রিকা°)

প্রোৎফল (পুং) প্রকর্ষেণ উৎফলতীতি প্র-উৎ-ফল-অচ্। বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—সিংহলাঙ্গুল, হস্তী, ছটা, পিঞ্জা। তাম্রবৃক্ষ। (শব্দমালা)

প্রোৎফুল্ল (ত্রি) প্রকর্ষেণ উৎফুল্লং প্র-উৎ-ফুল্ল-বিকাশে কর্ত্তরি-অচ্ বা। বিকসিত।

"যে বর্দ্ধিতা করিকপোলমদেন ভৃঙ্গাঃ
প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীকৃতাশাঃ।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাদ্গময়ন্তি কালং
নিম্বেষু চার্কতরুষু করীলকেষু॥" (ভামিনীবিলাস)

প্রোৎসাহ (পুং) প্র-উৎ-সহ-ঘঞ্। অতিশয় উৎসাহ।

প্রোৎসাহন (ক্লী) প্রকর্ষেণ উৎসাহনং। ১ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অতিশয় যত্ন-সম্পাদন। ২ নাট্যালঙ্কারভেদ।

"প্রোৎসাহনং স্যাদুৎসাহ-গিরা কস্যাপি যোজনং।"(সাহিত্যদ° ৬।৪৯১)
উৎসাহ বাক্যদ্বারা কার্য্যে নিয়োগ করার নাম প্রোৎসাহন। যথা—

"বালব্রাত্রিকন্যামেষং প্রীতিং কিং বিচিকিৎসসি।
অচ্ছিন্নং তবং যাতু তাত! তাড়য় তাড়কাম্॥" (সাহিত্যদ° ৬)

এইস্থলে উৎসাহ বাক্যদ্বারা কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রয়োগ করায় এই অলঙ্কার হইল।

প্রোৎসাহিত (ত্রি) প্রোৎসাহ-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ উৎসাহযুক্ত। ২ উত্তেজিত। ৩ প্রবর্দ্ধিত।

প্রোথ, ১ পরিপূর্ণতা। ২ সামর্থ্য। ভ্বাদি, উভ, সক° সেট্। লট্ প্রোথতি-তে। লোট্ প্রোথতু-তাং। লিট্-পুপ্রোথ, পুপ্রোথে, লুঙ্ অপ্রোথীৎ অপ্রোথিষ্ট। ণিচ্ প্রোথয়তি-তে। লুঙ্ অপুপ্রোথৎ-ত। লিট্ প্রোথয়াঞ্চকার, চক্রে।

প্রোথ (পুং) প্রোথতে ইতি প্রোথ পর্য্যাপ্তৌ (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ, বা পুড় গতৌ (তিথ পৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্, নিপাতনাৎ গুণঃ। ১ কটী। (মেদিনী) ২ শাটক। (ত্রিকা°) ৩ স্ত্রীগর্ভ (বিশ্ব) ৪ গর্ত্ত। ৫ ভীষণ। ৬ কিক্। ৭ অশ্বমুখ। (সংক্ষিপ্তসা° উণ্) (ত্রি) ৮ অধ্বগ। ৯ প্রথিত। ১০ স্থাপিত। (উজ্জ্বল) ১১ হল এবং শূকরের মুখ।

‘প্রোথমিত্থ্যাসতে প্রাটৈর্ঝর্ণশূকরয়োর্ম্মুখে।’ (হলায়ুধ)

১২ অশ্বঘোণা, অশ্বের নাসিকা। ১৩ পথিক।

‘প্রোথোঽশ্বগোঽশ্বঘোণায়াং কটীস্ত্রী গর্ত্তয়োরপি।’ (বিশ্ব)

প্রোথথ (পুং) প্রোথ-বাহুলকাৎ অথ। অশ্বমুখনির্গত ফেন শব্দ। (ঋক্ ১০।৯৪।৬)

প্রোথিত (ত্রি) প্রোথ-ক্ত। ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা।

প্রোথিন্ (ত্রি) অশ্ব।

প্রোদ্গীর্ণ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে উদ্গারিত। উদ্বমন। যাহা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে।

প্রোদ্ঘোষণা (স্ত্রী) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা।

প্রোদ্দত্তুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৭৮ বর্গ মাইল। এখানে প্রধানতঃ নীল ও তূলার চাষ হইয়া থাকে। পেন্নার ও কুন্দের নদীতীরে ধান্ত ও অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৪°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৫´২০´´ পূঃ, এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ এবং আজনের প্রকৃতির উদ্দেশে নির্ম্মিত তিনটী প্রাচীন মন্দির ও কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। নীলই এখানকার প্রধান ব্যবসা।

প্রোদ্দাম (ত্রি) অসীম, বহুল, বৃহৎ।

প্রোদ্বোধ (পুং) ১ জাগরণ। ২ প্রকৃষ্টজ্ঞান।

প্রোন্মাথিন্ (ত্রি) প্রধ্বংসকারী।

প্রোম (ব্রহ্ম পো) নিম্নব্রহ্মের পেগুবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ইরাবতী নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমে অক্ষা° ১৮°২২´ হইতে ১৯°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪°৪৪´ হইতে ৯৫°৫৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় থয়েৎ-ম্যও, পূর্ব্বে পেগু-যোমা পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে হেনজাদা ও থরাবতী এবং পশ্চিমে আরাকান গিরিশ্রেণী। ভূপরিমাণ ২৮৮৭ বর্গ-মাইল।

ইরাবতী নদী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হওয়ায় জেলাটী সম্পূর্ণরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় পার্শ্বই বনমালায় সমাচ্ছন্ন এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালানিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত মা-বিন্ নামক শাখাই উল্লেখ-যোগ্য। ঐ সকল জলধারার পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে অল্প পরিমাণে চাষবাসও হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে প্রোমরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত অলৌকিক গল্পসমূহ বিজড়িত থাকায় প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। ব্রহ্ম ঐতি-হাসিকগণ বলেন যে, গৌতমবুদ্ধ প্রোমরাজ্য দর্শনে আইসেন এবং নিজধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান। তিনি সমুদ্রবক্ষে গোময় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ‘এক সময়ে (১০১ বর্ষ পরে) ঐ স্থানে থ-রে-খেত্র (শ্রীক্ষেত্র) নগর সমুদ্ভূত হইবে এবং সেই সময়ে ঐ মহানগরীতে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেক।’ বাস্তবিকই বর্ত্তমান প্রোম নগরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে ঐ মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষসমূহের নিদর্শন প্যাগোডা প্রভৃতি আজিও ধান্যক্ষেত্র ও জলাজমির স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ‘থ-রে-খেত্র নগরের চারিধারে প্রায় ২০ ক্রোশ পরিধিযুক্ত প্রাচীর ছিল এবং তাহার মধ্যে মধ্যে ৩২টী বৃহৎ ও ২৩টী ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বার ছিল।’ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে ঐ নগর পরিত্যক্ত হওয়ায় শ্মশানে পরিণত হয়।

ফর্বেস সাহেব (Captain C. D. F. Forbes) লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মের ইতিহাসানুসারে জানা যায়, প্রোমরাজবংশ ৪৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ১০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ রাজবংশের তৃতীয় রাজার রাজত্ব সময়ে ভারতেতিহাসেও দুইটী প্রধান ঘটনা ঘটে। প্রথমটী ৩২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাবীর আলেকজান্দার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ এবং দ্বিতীয়টী সম্রাট্ অশোকের রাজ্যশাসন সময়ে অর্হৎ মোগ্গলি-পুত্তের অধি-নায়কতায় ৩০৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তৃতীয় মহাবৌদ্ধসভ্য।[১]

অতঃপর খৃষ্ট ৯০ পূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী সময় হইতেই বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত এখানকার ঐতিহাসিক যুগ নির্ণীত হইতেছে। ঐ সময়ে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ দেশ-ভাষায় লিখিত হয়। তালপত্রে লিখিত ব্রহ্মের রাজেতিহাসে

(১) মহাপ্রতিভাশালী বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের প্রতিভা নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ব্রহ্মরাজেতিহাসেও যে সেই মহতী কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আলোচনা দ্বারা অশোকের যে কাল নির্ণীত হইয়াছে, প্রোম ইতিহাসবর্ণিত তৎসমসাময়িক কালের সামঞ্জস্য হইতেছে। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

ঐ ঘটনা ভে-প রাজার ১৭শ বর্ষে সংঘটিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। ঐ রাজা পূর্ব্বে বৌদ্ধমঠে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা অপুত্রক হওয়ায় এই বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রাজার সিংহাসনারোহণকাল ১০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের কোন সময়ে হইবে। ইনিই শ্রীক্ষেত্র-রাজবংশের ১১শ রাজা।

ঐ ভে-প রাজবংশ প্রায় ২০২ বৎসর কাল (অর্থাৎ প্রায় ৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) থ-রে-খেত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন। অতঃপর গৃহবিবাদে এই রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইলে আরাকানবাসী কন্-রন্ জাতীয়েরা থ-রে-খেত্র আক্রমণ করে। ঐ সময়ে থু-প-ঞ রাজা ছিলেন।

বৈদেশিকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই রাজভ্রাতুষ্পুত্র থ-মুন-থ-বিৎ প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্বে তোঙ-ঙ্গু নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু কন্-রণেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলে তিনি ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়া উত্তরে মিপুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে তথা হইতে ইরাবতী পার হইয়া ১০৮ খৃষ্টাব্দে নিম্ন পগানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ত-গৌঙবংশীয় জনৈক রাজকুমার তাঁহার বিপদে ও রাজ্যস্থাপনে সহায়তা করায় তিনি তাঁহাকে রাজ্য ও নিজ কন্যা অর্পণ করিয়া যান।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৬শ শতাব্দের আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে থান্ জাতীয়ের আধিপত্য বিস্তার হয়, তবে একবারমাত্র ১৩৭৫ খৃঃ অব্দে ত-গৌঙ রাজ-বংশধরেরা স্বরাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া লন; কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

১৪০৪ খৃষ্টাব্দে পেগুর তলৈঙ্গরাজ রজা-দি-রিৎ ব্রহ্ম আক্রমণ করেন, সেই সময়ে এই প্রোমরাজ্য কতক পরিমাণে উৎসাদিত হইয়াছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে থানসর্দ্দার মিন্ তারা থেতী তোঙ-ঙ্গুর সিংহাসনে অধিরোহণ এবং চারিবর্ষ পর (১৫৩৪ খৃঃ অব্দে) তিনি উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রমণে পেগুরাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। তলৈঙ্গরাজ রাজ্য হারাইয়া প্রোমে পলাইয়া আইলেন, পরে আবা ও আরাকান-পতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ১৫৪২ খৃঃ অব্দে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। মিন-তারা পর্ত্তুগীজ-দস্যুর সাহায্যে ১৫৫০ খৃঃ অব্দে নিহত হন। তিনি সামান্য সর্দ্দার হইতে ২০ বর্ষের মধ্যে একচ্ছত্রাধিপতি হইয়াছিলেন। পেগু, তেনেসেরিম ও পগান পর্য্যন্ত সমুদায় উত্তর ব্রহ্ম তাঁহার করতলগত ছিল। শ্যাম ও ব্রহ্মপতি তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন।

মিন-তারার মৃত্যুতে তদীয় সেনাপতি বুরিন্ নৌঙ্গসোন-দ্যা-দ্য-গিন রাজ্যাধিকার করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তারে চেষ্টাবান্ হইলেন। প্রোম, তৌঙ-ঙ্গু প্রভৃতি প্রদেশের শাসন-কর্ত্তারা স্বাধীন হইতে প্রয়াস পাইলে তিনি কঠোরভাবে তাঁহাদিগকে দমন করেন এবং নিজ ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে ঐ সকল স্থান ভাগ করিয়া দেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বুরিণের মৃত্যু ঘটিলে রাজ্য মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে। রাজধানী তৌঙ-ঙ্গুতে লইয়া যাওয়া হয়। নৌ-ঙ্গং-মিন্-তারা নামক তাঁহার একটী পুত্র আবা নগরীতে রাজ্য স্থাপন করেন।

আবা নগরে এই দ্বিতীয় রাজবংশ প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দকাল রাজত্ব করেন। অতঃপর পেগুরাজের আক্রমণে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। আবা-রাজের প্রেরিত কর্ম্মচারি-গণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তলৈঙ্গেরা বিদ্রোহী হয় এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা স্থাপনে সফল হইয়া তাঁহারা আপনাদের ২য় রাজা বিন্না-দলের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ্য বিলুণ্ঠিত করিয়া আবা নগর অধিকার করে ও রাজাকে বন্দীভাবে পেগু নগরে লইয়া আইসে। সামন্ত সকলে তলৈঙ্গের বশ্যতা স্বীকার করিলেও মুৎ-সো-বোর অধিপতি পেগুরাজের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন নাই। তিনি নিজ শৌর্য্য বীর্য্যে ব্রহ্মবাসীকে মাতাইয়া তলৈঙ্গদিগকে আবা নগর ও সমগ্র উত্তরব্রহ্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই সময় তিনি অলোঙ্-মিন্-তারা-গী বা অলোঙ্ পায়া নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।[১]

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আবার তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি পেগুরাজ্য জয় করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন।

এই সময় হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-ব্রহ্ম-যুদ্ধের অবসানে লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক পেগুর অধিকার পর্য্যন্ত প্রোম ব্রহ্ম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রোম ব্যতীত জেলার মধ্যে খে-সৌঙ, প-দৌঙ ও পৌন-দে প্রভৃতি কএকটী প্রধান নগর আছে। জেলার মধ্যে প্রোম নগরের খে-সন-ঙ ও উহার ৭ ক্রোশ দক্ষিণের খে-নাট্-ঙ পাগোদাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমটী পর্ব্বতের উপরে ১১০২৫ বর্গফুট স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহার উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট। ঐ পাগোদার চতুষ্পার্শ্বে ৮৩টী মন্দিরের প্রত্যেকটীতে এক একটী গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বাপর রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণের যত্নে এই পাগোদার সংস্কার হইয়াছে ও প্রত্যেক মন্দিরই সোনালি করা আছে। খে-নাট্ পাগোদাও

(১) ইংরাজ ইতিহাসে ইনিই আলোম্প্রা (Alompra) নামে খ্যাত।

ঐরূপ উচ্চ স্থানে স্থাপিত। উক্ত দুইটী মন্দিরের সম্মুখে প্রতি বৎসরে একটী করিয়া মেলা হয়।* এখানে রেশম ও চাউল প্রচুর উৎপন্ন হয়।

২ পেগু বিভাগের প্রোম জেলার রাজধানী ও নগর। ইরাবতী নদীর বামকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ১৮°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১৫´ পূঃ। নগরটীতে ন-বিন, ব-বেঃ, বিন-স্থ, পে-স্থ, শান-ব প্রভৃতি কয়টী বিভাগ আছে। উহা মিউনিসিপালিটীর অধীন। বিন-স্থর উত্তরে বিখ্যাত শে-সান্-ব প্যাগোদা। প্রবাদ 'সাত থান সোণার উপর একটী মরকত বাক্সের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের তিনটী চুল রাখিয়া তাহার উপর এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ন-বিন বিভাগে মৎস্যের বহু কারবার আছে। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ইরাবতী উপত্যকার ষ্টেট্ রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন ও আদালত গৃহাদি বিদ্যমান আছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভীষণ অগ্নিতে নগরটী একবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে প্রোমনগর রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। থ-রে-খেত্র (শ্রীক্ষেত্র) নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের শেষভাগে থ-রে-খেত্র পরিত্যক্ত হইলে পর প্রোম কিছুদিনের জন্য আবা ও কতক সময়ের জন্য পেগুর শাসনাধীনে থাকে। আবার কিছুকাল স্বাধীনও ছিল। আলোম্পারার অধিকার ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ব্রহ্মরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। অতঃপর ভারতের বড়লাট ডালহৌসী কর্ত্তৃক উহা ভারত-রাজ্যের সীমাভুক্ত হয়।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বেল সাহেব (Sir Arcbibald Campbell) সসৈন্যে প্রোমে অভিযান করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যান্দাবুর সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজ সেনা, প্রোম ও ইরাবতীর উপত্যকা-দেশ পরিত্যাগ করে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ২য় ব্রহ্মযুদ্ধে কমাণ্ডার টার্লেটন প্রোম অধিকার করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে কিছুকাল যুদ্ধের পর ব্রহ্মসেনানী মহাবন্দুলা আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের সেনামণ্ডলী থ-যা-মন হইতে থয়েৎ-ম্যোতে আসিয়া অবস্থান করিতেছে।

প্রোস্তুণ (স্ত্রী) প্রকৃষ্টরূপে পূরণ।

প্রোর্ণুনবিষু (ত্রি) প্র-ঊর্ণু-অ আচ্ছাদনে সন্-উ। আচ্ছাদনাভিলাষী। "বানরঃ প্রোর্ণুনবিষুঃ পত্রৈরস্কো বিনিদ্যতে।
তং প্রোর্ণুনুষুরুপটৈঃ স বৃক্ষৈরাবব্রে কপিঃ॥" (ভট্টি ৯।৩৬)

প্রোষ (পুং) প্রষ-দাহে ভাবে ঘঞ্। সন্তাপ। (রাজনি°)

* তালপত্রে লিখিত রাজমালার (Chronicles) লিখিত আছে যে থ-রে-খেত্রের অধিষ্ঠাতা দুত্ত যৌঙ্গের মহিষী সন্দ-দে-বীই এই মন্দিরের নির্ম্মাতা।

প্রোষক (পুং) দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯ অঃ)

প্রোষিত (ত্রি) বস-ক্ত, ইট্, সম্প্রসারণং, প্রকর্ষেণ উষিতঃ। প্রবাসগত, যে বিদেশে থাকে।

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রোষিতভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) প্রোষিতো বিদেশগতো ভর্ত্তা যস্যাঃ, সমাসান্তকপ্ প্রত্যয়ঃ। বিদেশস্থপতিকা, যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। ইহার লক্ষণ—

"নানাকার্য্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ।
সা মনোভবদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥" (সা° ৩।১১৮)

নানা প্রকার কার্য্যবশতঃ যাহার পতি দূরদেশে গমন করে, সেই কন্দর্পপীড়িতা নারীকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। প্রোষিতভর্ত্তৃকা রমণীরা হাস্য, পরগৃহে গমন, সমাজোৎসবদর্শন, ক্রীড়া ও শরীরসংস্কার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

"হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্।
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥" (চিন্তামণি)

যাহার পতি বিদেশে গিয়াছে, তাহার পরপুরুষের সহিত আলাপ, কেশাদির সংস্কার এবং সকল প্রকার প্রমোদজনক বিষয় পরিত্যাগ করা বিধেয়।

রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীদিগের ক্রমে দশ প্রকার অনঙ্গদশা অর্থাৎ পতিবিষয়ক চেষ্টা হইয়া থাকে। যথা—১ পত্যভিলাষ, ২ পতিচিন্তা, ৩ স্মৃতি, ৪ গুণোৎকীর্ত্তন, ৫ উদ্বেগ, ৬ বিলাপ, ৭ উন্মাদ, ৮ ব্যাধি, ৯ জড়তা, ১০ মৃত্যু। স্ত্রীদিগের পতি বিদেশ যাইলে প্রথমে তদ্বিষয়ে অতিশয় অভিলাষ হয়, তৎপরে চিন্তা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি শেষে তাহার এই জন্য মৃত্যুও হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন রসমঞ্জরীতে এই প্রোষিতভর্ত্তৃকা—মুগ্ধাপ্রোষিতভর্ত্তৃকা, মধ্যাপ্রোষিতভর্ত্তৃকা, প্রগল্ভাপ্রোষিতভর্ত্তৃকা, পরকীয়াপ্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে।*

* "মুগ্ধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা—
দূরং দীর্ঘতরং যদ্যপি সখীবর্গায় নো ভাষতে
শৈবালৈঃ শয়নং সৃজত্যপি পুনঃ শেতে ন বা লজ্জয়া।
কণ্ঠে গদ্গদবাচমঞ্চতি দৃশা ধত্তে ন বাষ্পোদকং
সন্তাপং সহতে যথূরূমুখী জ্ঞাতেন চেতোভুবঃ॥
মধ্যা প্রোষিতভর্ত্তৃকা—
বাসন্তেষ বপুষো মলয়ংজনেষ হৃদয় নৈব জননস্ত ৫ প্রস্তকাণী।
বাচালকূজস্থলে স্মরতো নবদ্বয়াদিকং ভবতি তৎসখি। কিয়িযাবম্।
প্রগল্ভা প্রোষিতভর্ত্তৃকা—
যামা বামাভূষণময়ী যৌবিকী হারযষ্টিঃ
কালীহারাৎ এসরতি দ্বয়ো দূষকঃ প্রবিষ্টেন।

"পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতভর্তৃকা তাহে কবিগণ কহে॥" (রসমঞ্জরী)

রসমঞ্জরীর মতে—এই প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা দুই প্রকার—প্রোষিতভর্তৃকা ও প্রোষ্যৎভর্তৃকা। যে সকল স্ত্রীর পতি বিদেশে আছে, তাহারা প্রোষিতভর্তৃকা এবং যাহাদের পতি বিদেশে যাইবে, তাহারা প্রোষ্যৎভর্তৃকা। লক্ষণ—

"যার কাছে আসে পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিতভর্তৃকা মধ্যে তাহার গণন॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্টনায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রোষিতভর্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥" (ভারতচন্দ্র)

প্রোষিতভার্য্যানায়ক (পুং) প্রোষিতা ভার্য্যা যস্য প্রোষিতভার্য্যঃ তাদৃশঃ নায়কঃ কর্ম্মধা°। নায়কভেদ, যাহার পত্নী বিদেশে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভার্য্যানায়ক কহে। ইহার লক্ষণ—

"কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা,
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু, ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু,
লাগে থেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব॥"(রসম°)

প্রোষ্যৎপত্নীনায়ক (পুং) নায়কবিশেষ, যাহার পত্নী বিদেশে যাইবে, তাদৃশ নায়ককে প্রোষ্যৎপত্নীকনায়ক কহে। লক্ষণ—

"যদি যাবে আমা ছাড়া, প্রাণ কেন লও কাড়্যা
আপন উদ্বেগ হেতু অধি দয়্যা যাবে গো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ,
থেতে শুতে অনুক্ষণ মনতাপ পাবে গো॥
প্রবোধ করিয়া তার ঠেকিবে দারুণ দায়,
এমত হইবে ব্যক্ত সখিং হারায়ে গো॥"(ভারত-রসম°)

প্রোষ্ঠ (পুং) প্রকৃষ্ট ওষ্ঠোঽস্যেতি (ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা। পা ৬।১।৯৪) ইত্যত্র বার্ত্তিকোক্ত্যা সাধুঃ। প্রোষ্ঠিবৎস্য, পুঁটী মাছ। (অমরটীকা রায়মু°)। ২ দক্ষিণদিকস্থ জনপদ।

"বৃন্দকা কোষকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সমবেগবশাস্তথা।" (ভারত ৬।৯।৬১)

৩ গো, গাভী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

প্রোষ্ঠপদ (পুং) প্রোষ্ঠো গোস্তস্যেব পাদৌ যস্য সঃ (সুপ্রাত-সুশ্বসুদিবেতি। পা ৫।৪।১২০) ইতি অচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ, প্রোষ্ঠপদো নক্ষত্রবিশেষস্তদ্যুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে অণ্, পক্ষে ন বৃদ্ধিঃ। ১ ভাদ্রমাস। ২ নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র।

"শুক্রঃ প্রোষ্ঠপদে পূর্ব্বে সমারুহ্য বিরোচতে।" (ভা° ৬।৩।১৪)

(ত্রি) ৩ সোত্তুলা পদযুক্ত।

প্রোষ্ঠপদা (স্ত্রী) প্রোষ্ঠো গোস্তস্যেব পাদা যাসাং অতো বহু-ব্রীহাবচ্ পদ্যাবচ্চ নিপাতিতঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র, উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্র। পর্য্যায়—ভাদ্রপদা। (অমর)

প্রোষ্ঠপদী (স্ত্রী) প্রোষ্ঠপদাভির্যুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভাদ্রী পূর্ণিমা।

"প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রোষ্ঠপাদ (ত্রি) প্রোষ্ঠপাদ (সন্ধিবেলেতি। পা ৪।৩।১৬) ইত্যণ্। (যে প্রোষ্ঠপদানাং। পা ৭।৩।১৮) ইতি উত্তরপদস্যা-চামাদেরচো বৃদ্ধিঃ। প্রোষ্ঠপদাতে জাত, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রজাত। ২ মানবক।

প্রোষ্ঠিল, জনৈক জৈনাচার্য্য। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত দ্বাদশাঙ্গে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মহাবীরের মৃত্যুর পর ১৭২ বৎসর গত হইলে পর তিনি ১৯ বর্ষ কাল আচার্য্যরূপে পরিচিত ছিলেন। (সরস্বতীগচ্ছপট্টাবলী)

প্রোষ্ঠী (পুং স্ত্রী) প্রোষ্ঠমাসিকোদয়োঽস্ত্যেতি জাতেস্ত্রিতি বা ঙীষ্। মৎস্যভেদ, পুঁটীমাছ। (Cyprinus sophore) পর্য্যায়—শফরী, শফর, শ্বেতকোল। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, স্বাদু, শুক্রকারক, কফবাতনাশক, স্নিগ্ধ, মুখ ও কণ্ঠরোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠ। (রাজনি°)

প্রোষ্ণ (ত্রি) অত্যন্ত উষ্ণ, গরম।

প্রোষ্য (অব্য) প্র-বস-ল্যপ্। বিদেশ গমন করিয়া।

প্রোহ (পুং) প্রোহন্তে বিতর্কান্তে বিষয়াকুলিতৈরিতি প্র-উহ ঘঞ্। ১ হস্তিচরণ। ২ পর্ব্ব। ৩ গজচরণ পর্ব্ব। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৪ নিপুণ। ৫ তর্ক।

অন্যদুত্রাসঃ কিমপি রমণী বিবাদে ॥ রবেতি
জ্বালাপুঃ বাষ্পোরহঃ বলয়ং পাণিমূলং প্রয়াতি।
পরকীয়া প্রোষিতভর্তৃকা—
বক্তঃ পত্রলবং দধাতি তদপি ত্রাসংজ্ঞা গূহতে
সখ্যোমর্ম্মগতয়া ন চ তথা সংস্পৃশ্যতে পাণিনা।
কাতুর্ব্বাতি মৃতভবন্ত যদসা প্রত্যূষতঃ শীতলে
বাসঃ কিন্তু ন মুচ্যতে হৃদয়ংকতুঃ কুহূকীদৃশা।
সামান্য বনিতা প্রোষিতভর্তৃকা—
বিরহবিলসিতস্মরঃস্তেন বিজ্ঞায় কাম্ভঃ
পুনরপি বহু তস্মাদেতো যে দাতচীতি।
মণিচমিচয়মকোর্মাত বাম্পোদবিন্দু
বহতি ৪ পুষ্যোবিদারকেশেশনিবী॥" (রসমঞ্জরী)

'প্রোহো নিপুণতর্কে ভাদ্রপদাঙ্ঘ্রি পর্বণোরপি।' (হেম)

প্রোহকটা (স্ত্রী) প্রোহকটা ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং সমাসঃ। কটসম্বোধনক প্রকৃষ্ট উহার্থ নির্দেশক্রিয়া।

প্রোহকর্দমা (স্ত্রী) প্রোহঃ কর্দম ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং সমাসঃ। কর্দমসম্বোধনক উহনির্দেশক্রিয়া।

প্রোহণ (স্ত্রী) প্র-উহ-ল্যুট্। প্রোহ, তর্ক।

প্রোহপদি (অব্য°) প্রোহৌ পাদৌ যত্র গ্রহণে ক্রিয়া° সমাসঃ ইচ্ ততঃ পদ্ভাবঃ। প্রকর্ষরূপে দুই পাদ দ্বারা গ্রহণ।

প্রৌঢ় (ত্রি) প্রোহ্যতে স্মেতি, প্র-বহ-ক্ত, সম্প্রসারণং ততো বৃদ্ধিঃ। ১ বর্দ্ধিত, পর্য্যায়—প্রবৃদ্ধ, এধিত।

"বৃৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।"(মেঘদূত ২৭)

২ প্রগল্ভ। ৩ নিপুণ। ৪ প্রকর্ষরূপে উঢ়, যথাবিধি বিবাহিত। ৫ প্রবীণ। যৌবনের পর বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা। ৬ যুবা। ৭ চত্বারিংশৎবর্ণযুক্ত মন্ত্র।

"যোড়শার্ণো যুবা প্রৌঢ়শ্চত্বারিংশদ্ভিরিষ্যতে।" (তন্ত্রসার°)

প্রৌঢ়ত্ব (ক্লী) প্রৌঢ়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রৌঢ়ের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রৌঢ়াবস্থা।

প্রৌঢ়পাদ (পুং) প্রৌঢ়ঃ পাদো যস্য। আসনারোপিত পাদতল, আসনের উপরিভাগে পাদতলদ্বয় সংযোগপূর্ব্বক উপবিষ্ট, চলিত উবু হইয়া বসা। এইরূপ ভাবে উপবেশন করিয়া স্নান, আচমন, হোম, ভোজন, দেবতার্চ্চন, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ প্রভৃতি কিছুই করিতে নাই।

"আসনারূঢ়পাদস্তু জান্বোর্জঙ্ঘয়োস্তথা।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে॥
স্নানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্॥"(আহ্নিকতত্ত্বধৃত কা°)

বস্ত্রাদিদ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘাদ্বয় দৃঢ়বন্ধনপূর্ব্বক উপবিষ্ট।

প্রৌঢ়া (স্ত্রী) প্রৌঢ়-টাপ্। নায়িকাভেদ। পর্য্যায়—চিরিণ্টী, সুবয়াঃ, শ্যামা, মধ্যবয়াঃ। (রাজনি°) বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা এই চারিপ্রকার নায়িকা

"বালা তু তরুণী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ভবতি নায়িকা।
গুণযোগেন রন্তব্যা নারী বশ্যা ভবেত্তদা॥" (রতিম°)

৩০ বৎসরের পর ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের প্রৌঢ়াবস্থা। এই প্রৌঢ়ানায়িকা সকল প্রেমদানাদি দ্বারা বশীভূত হয়। প্রৌঢ়া স্ত্রীসংসর্গ করিলে বৃদ্ধত্ব হয়।

'আষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চপঞ্চাশতা প্রৌঢ়া ভবেদ্ বৃদ্ধা ততঃ পরম্॥'

অাসাং বশ্যকারণং—

ফলতাম্বূলাদিভির্বালা তরুণী রতিযোগতঃ।
প্রেমদানাদিভিঃ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা চ দৃঢ়তাড়নাৎ॥

তথা রমণে দোষঃ—

বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণদা ভবেৎ॥" (রতিমঞ্জরী)

ভাবপ্রকাশের মতে ৩০ হইতে ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের প্রৌঢ়াবস্থা। বর্ষা ও বসন্তকালে এই প্রৌঢ়া স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে প্রশস্তা ও হিতকারিণী, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে প্রৌঢ়া স্ত্রীসেবনে শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

"নিদাঘশরদোর্বালা হিতা বিষয়িণী মতা।
তরুণী শীতসময়ে প্রৌঢ়া বর্ষাবসন্তয়োঃ॥
নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলম্।
তরুণী হ্রাসয়েচ্ছক্তিং প্রৌঢ়া কুর্য্যাজ্জরাং দ্রুতম্॥" (ভাবপ্র°)

মুগ্ধাদি ত্রিবিধের অন্তর্গত প্রগল্ভা নায়িকা। রসমঞ্জরীতে ইহার প্রৌঢ়া খণ্ডিতা, প্রৌঢ়াকলহান্তরিতা, প্রৌঢ়া উৎকণ্ঠিতা, প্রৌঢ়াবাসকসজ্জা, প্রৌঢ়াভিসারিকা ও প্রৌঢ়াপ্রবৎস্যৎপতিকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে।*

প্রৌঢ়ি (স্ত্রী) প্র-বহ-ক্তিন্, সম্প্রসারণং প্রাদূহেতি বৃদ্ধিঃ। সামর্থ্য।

---

* "প্রৌঢ়া খণ্ডিতা যথা—
সাসূয়োক্তি বিলক্ষপক্ষ্মলদৃশঃ পাদাম্বুজালক্তক-
রাজিরাজমানীকৃতমুখী চিত্রায়িতেবাভবৎ।
কুঞ্চ সোৎকণ্ঠী যথা কুক্ষতী মিথ্যাসতোক্তাবৃশঃ
প্রাতর্দর্শনকাঞ্চনাম্বুজমালাবর্ণমাদর্শবৎ।

প্রৌঢ়া কলহান্তরিতা যথা—
অকরোঃ কিমু লোচনশোণিমানং কিমকার্ষীঃ করপল্লবে বিরোধম্।
কলহং কিমধাঃ কুচা রসজ্ঞে হিতমর্থং ন বিবিক্ষি দৈবদুষ্টাঃ॥

প্রৌঢ়া উৎকণ্ঠিতা যথা—
আকর্ণিকুম্ভসবিমুখিতসাগমযোগ্যাকুঞ্চমধিবিধি শিক্ষিতমিব প্রবীণ।
পুষ্পাণি কিম বনলীনবশাঙ্কিতায়ো দায়োঘরঃ কথঞ্চিৎ ন সমাজগাম।

প্রৌঢ়া বাসকসজ্জা—
কৃতং বপুষি ভূষণং চিকুরধোরণী ধূপিতা
কৃতা শয়নসন্নিধৌ মধুকরীটিকাসম্ভৃতিঃ।
অকারি হরিণীদৃশা ভবনদেহলী দেহলিকা
ক্ষণং বদনকেতকী মৃদুকবাধিভৃঙ্গৈর্দিনম্।

প্রৌঢ়া অভিসারিকা যথা—
অলঙ্ঘ্যনিজমালতীমধুরমধ্যমালাবৃদ্ধা গতেষ।
অথ কথয় কথং সহেত পন্থং যদি ন নিশায় মনোরথো রথঃ স্যাৎ।

প্রৌঢ়া প্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
নাথঃ মুঞ্চতি মুক্তবাস্যপি বহুত্যাগে বিয়োগজ্বর-
জ্বালানাং বিবিক্তাঙ্গবিবর্ত্তনকে পুষ্পাণি সদাং বদ।
তাবৎ নং মুদয়ং পতিরমুখকং বরমুক্তিদীরতে
তং প্রাণনায় যাদৃশ বা কিমু বিধ্বামাধিকী মুদ্রদম্॥" (রসমঞ্জরী)

পর্য্যায় উৎসাহ, প্রগল্ভতা, অভিযোগ, উদ্যোগ, উদ্যম, কিয়-দেতিকা, অধ্যবসায়, ঊর্জ্জ। (হেম)

"যথা যথা চ দম্পত্যোঃ প্রৌঢ়িং পরিচয়ো যযৌ।
তয়োস্তথা তথা প্রেম নবীভাবমিবাযযৌ॥" (কথাসরিৎ ৪।৬৩)

প্রৌণ (ত্রি) প্র-ঊন্ অপনয়নে-অচ্। ১ নিপুণ। ২ প্রকর্ষরূপে অপনায়ক। (মেদি)

প্রৌষ্ঠ (পুং) প্রকৃষ্ট ওষ্ঠোংস্ত বা বাহু° বৃদ্ধিঃ। মৎস্যভেদ, পুটী মাছ। [প্রোষ্ঠ ও শফরী শব্দ দেখ।]

প্রৌষ্ঠপদ (পুং) প্রোষ্ঠৌ গোরুত্তৈব পাদা যাসামিতি প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্রবিশেষাঃ, তদ্যুক্তা পৌর্ণমাসী, প্রৌষ্ঠপদ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ইতি অণ্ ঙীপ্। সোহস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি (পা ৪।২।২১) ইতি অণ্। ভাদ্রমাস। এই মাসে যিনি একাহার করিয়া থাকেন, তিনি সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

"প্রৌষ্ঠপদন্তু যো মাসমেকাহারো ভবেন্নরঃ।
ধনাঢ্যং স্ফীতমচলমৈশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে॥" (ভা° ১৩।১০৬।২৮)

(ত্রি) ২ প্রোষ্ঠপদাতে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদ এবং পূর্ব্বভাদ্র নক্ষত্রে জাত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ প্রৌষ্ঠপদী, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা।

প্রৌষ্ঠপদিক (ত্রি) প্রৌষ্ঠপদা দেবতাস্য (মহারাজ প্রোষ্ঠপদাভ্যাং ঠঞ্। পা ৪।২।৩৫) ইতি ঠঞ্। ভাদ্রমাস।

প্রৌষ্ঠিক (ত্রি) উত্তম ওষ্ঠযুক্ত।

প্রৌহ (পুং) প্র-ঊহ-ক, প্রদুহেতি বৃদ্ধিঃ। প্রকর্ষরূপে ঊহ।

প্লক (পুং) প্র-কৈ-ক, রস্য ল। স্ত্রীদিগের অধোহসনভেদ।

"প্র তে কশপ্লকৌ দৃশন্।" (ঋক্ ৮।৪৪।১৯)

'কশপ্লকৌ কশশ্চ প্লকশ্চ কশপ্লকৌ কশভিরাহননকর্ম্ম কশপ্লকাবুক্তে অধে যাদৃশন' (সায়ণ) স্ত্রীদিগের এই অঙ্গ দেখিতে নাই।

প্লক্ষ, গমন। ভ্বাদি উভয়পদী, সক° সেট্। লট্ প্লক্ষতি-তে। লোট্ প্লক্ষতু-তাং। লিট্ পপ্লক্ষ, পপ্লক্ষে। লুঙ্ অপ্লক্ষীৎ, অপ্লক্ষিষ্ট।

প্লক্ষ (পুং) প্লক্ষ্যতে ভক্ষ্যতে বিহগাদিভিরিতি প্লক্ষ-কর্ম্মণি ঘঞ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত পাকুড়, পাকাঁড়ট। (Thespesia populnea Syn. Hibiscus populnee, or Ficus infectoria) পর্কটী বৃক্ষ। হিন্দী পাকড়ী, পখর, গজদণ্ড, গহোয়া, তৈলঙ্গ-গঙ্গরাবৃক্ষ, তামিল—পোরিশয়াবি। সংস্কৃতপর্য্যায়—জটী, পর্কটী, পর্কটি, প্লক্ষ, দ্বীক্ষা, জটি, কপীতন, ক্ষীরী, সুপার্শ্ব, কমণ্ডলু, শৃঙ্গী, অবরোহশাখী, গর্দ্দভাণ্ড, কপীতক, দৃঢ়প্ররোহ, প্লবক, প্লবঙ্গ, মহাবল, এই সকল বৃহৎ প্লক্ষের পর্য্যায়। ক্ষুদ্র প্লক্ষের পর্য্যায়—প্লক্ষ, সুশীত, শীতবীর্য্যক, পুণ্ড্র, মহাবরোহ, ক্ষুদ্রপর্ণ, পিপ্পরি, ভিদুর, মঙ্গলচ্ছায়। ইহার গুণ—কটু, কষায়, শিশির, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপনাশক। (রাজনি°) ব্রণ, যোনিদোষ, দাহ, পিত্ত, কফ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র°) ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটী দ্বীপ। প্লক্ষদ্বীপ।

ভাগবতে লিখিত আছে,—দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃত প্লক্ষ দ্বীপে লবণসাগর পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই লবণসাগর লক্ষযোজন বিস্তৃত এবং এই দ্বীপে একটী প্রকাণ্ড প্লক্ষ বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষ জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও বিস্তৃত। ঐ প্লক্ষবৃক্ষ হইতেই ঐ দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। ঐ প্লক্ষবৃক্ষ হিরণ্ময় এবং ঐ বৃক্ষে সপ্তজিহ্ব অগ্নি স্বয়ং অবস্থিত আছেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সাত বর্ষের নামে যাহাদের নাম, তাহাদিগকে ঐ সাতবর্ষ সমর্পণ করিয়া নিজে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। উক্ত সপ্তবর্ষের নাম যথা—শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে ৭টী নদী ও ৭টী বর্ষ পর্ব্বত আছে। এখানে প্রসিদ্ধ সপ্তগিরির নাম যথা—মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ হিরণ্যষ্ঠীব এবং মেঘমাল। সপ্ত নদীর নাম যথা—অরুণা, নৃমণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা, ও সত্যম্ভরা। এই সকল নদীর জল অতি পবিত্র এবং পাপক্ষয়কর। এই সকল নদীর জলস্পর্শে রজস্তমোগুণরহিত হইয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে চারিজন সহস্র বৎসর পরমায়ুলাভ করেন। ইঁহারা আত্মবিদ্যালাভ করিয়া দেবতার সদৃশ হইয়া অবস্থান করেন। (ভাগ° ৫।২০ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—জম্বুদ্বীপ যেরূপ লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ প্লক্ষদ্বীপও লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে। জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন, কিন্তু প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার ইহার দ্বিগুণ। প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাতপুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়, তদনন্তর শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ধ্রুব। প্রথমে শান্তভয় বর্ষ, পরে শিশিরবর্ষ, সুখোদয় বর্ষ, আনন্দ বর্ষ, শিব বর্ষ, ক্ষেমক বর্ষ, এবং ধ্রুব বর্ষ। এই দ্বীপে ৭টী প্রধান পর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম—গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা এবং বৈভ্রাজ। এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত প্রজা সকল নিরন্তর সুখে অবস্থান করে। এই সকল পর্ব্বতের উপর পবিত্র জনপদ সকল আছে। এই স্থানে লোকের পরমায়ু ৫ হাজার বৎসর। এখানে আধিব্যাধিজনিত দুঃখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন কেবল আনন্দ। এই সকল বর্ষে সমুদ্রগামিনী প্রধানা ৭টী নদী আছে। ইহাদের নাম অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা। এই সকল বর্ষে বহুতর পর্ব্বত ও নদী থাকিলেও অপ্রধান বলিয়া তাহা উল্লিখিত হইল না। জনপদবাসী লোক

সকল ঐ সকল নদীর জল ব্যবহার করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে। এই সকল স্থানে যুগাবস্থা নাই, সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগ সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম আছে, যথা—ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও অপরিগ্রহ। এই সকল বর্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় যাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষের ন্যায় এইখানে মহান্ একটী প্লক্ষবৃক্ষ আছে। এজন্য ইহার নাম প্লক্ষদ্বীপ। এই বৃক্ষে জগৎস্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। (বিষ্ণুপু° ২।৪ অঃ)

কূর্ম্মপুরাণের ভুবনকোষে ■ অধ্যায়ে এই প্লক্ষদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

"জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
সংবেষ্টয়িত্বা ক্ষারোদং প্লক্ষদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ॥" (৪৬ অঃ)

প্লক্ষকীয় (ত্রি) প্লক্ষাদ্যূরদেশাদি নড়াদিত্বাৎ ছ। প্লক্ষের সমীপস্থান, প্লক্ষদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থান।

প্লক্ষজাতা (স্ত্রী) প্লক্ষাৎ তৎসমীপস্থপ্রস্রবণাৎ জাতা। সরস্বতী নদী। (ভারত ১।১৭ অঃ)

প্লক্ষতীর্থ (ক্লী) প্লক্ষসমীপস্থং তীর্থং মধ্যপদলোপি°। তীর্থভেদ। (হরিব° ২৬।অঃ)

প্লক্ষপ্রস্রবণ (ক্লী) প্লক্ষস্য সমীপস্থং প্রস্রবণং। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান। (ভারত শল্যপ° ৫০ অঃ)

প্লক্ষরাজ (পুং) প্লক্ষাণাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। সোমতীর্থস্থিত প্লক্ষবৃক্ষ। (ভারত শল্যপ° ৪৪ অঃ) ২ সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান।

প্লক্ষাদি (পুং) প্লক্ষ আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা—প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু, রুরু, কর্কন্ধু, বৃহতী। (পাণিনি)

প্লক্ষাদেবী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী। (মহা° বন ৮৪।৬)

প্লক্ষাবতরণ (ক্লী) অবতরত্যস্মাৎ অব-তৃ-অপাদানে ল্যুট্। প্লক্ষঃ-তন্নিকটস্থিতপ্রস্রবণরূপমবতরণং। সরস্বতী নদীর অবতরণস্থান, প্লক্ষপ্রস্রবণ। (ভারত বনপ° ৮৯ অঃ)

প্লতি (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ১০।৬৩।১৭)

প্লব, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ প্লবতে। লোট্ প্লবতাং। লিট্ পপ্লবে। লুঙ্ অপ্লবিষ্ট।

প্লব (ক্লী) প্লবতে ইতি প্লু-অচ্। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক। (ভাবপ্র°) ২ গন্ধতৃণ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ প্লুতগ, প্লুতগতিযুক্ত। প্লু-অপ্। ৪ প্লবন। (হরিব° ১২২।১০১) প্লূয়তেঽনেনেতি করণে অপ্। ৫ ভেলা, চলিত ভেলা।

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"
(মুণ্ডকোপনি° ১।২।৭)

প্লবতে গচ্ছতীতি প্লু-অচ্। ৬ ভেক। ৭ অবি। ৮ শ্বপচ, চণ্ডাল। ৯ কপি। ১০ জলকাক।

'প্লবঃ স্যাৎ প্লবনে ভেলে ভেকেঽবৌ শ্বপচে কপৌ।
জলকাকে চ কুলকে প্রবণে শব্দ টীক্রমে॥
কারণ্ডবাখ্যবিহগে পক্ষে প্রতিপত্তৌ পুমান্।
কৈবর্ত্তমুস্তকে গন্ধতৃণেঽপি স্যান্নপুংসকম্॥' (মেদিনী)

১১ কুলক। ১২ প্রবণ। ১৩ শব্দটীক্রম। ১৪ কারণ্ডব পক্ষী। ১৫ পক্ষ। ১৬ প্রতিপত্তি। ১৭ প্রেরণ। ১৮ শত্রু। (শব্দরত্না°) ১৯ জলান্তর। (হেম) ২০ পলব, চলিত পোলো। (ত্রিকা°), ২১ জলকুক্কুট।

"বলবিষ্কং প্লবং হংসং চক্রাহ্বং গ্রামকুক্কুটম্।" (মনু ৫।১২)

২২ বকবিশেষ। (রামা° ২।১০৩।৪৩), ২৩ জলচর পক্ষিমাত্র। ভাবপ্রকাশমতে হংস, সারস, কারণ্ডব, বক, ক্রৌঞ্চ, সরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব এবং বলাকাদি জলচর পক্ষীকে প্লব কহে। ইহারা জলে প্লবন অর্থাৎ ভাসিয়া থাকে, এজন্য ইহাদের নাম প্লব হইয়াছে। ইহাদের মাংসগুণ—পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাতশ্লেষ্মনাশক, বল এবং শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতমতে—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কুরর, কাদম্ব, কারণ্ডব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা, পুণ্ডরীক, প্লব, শরারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্গু, উৎক্রোশ, কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুষ্করশায়ী, কাকোনাল, কাম্বু, কুক্কুটিকা, মেঘরাব ও শ্বেতচরণ প্রভৃতি পক্ষী প্লবনামে অভিহিত। ইহারা জলে লাফাইয়া ও ভাসিয়া যায় বলিয়া ইহাদের নাম প্লব হইয়াছে। এই সকল পক্ষী সংঘাতচারী, অর্থাৎ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। ইহাদের মাংসগুণ রক্তপিত্তের নাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুশমনকারী, মলমূত্রের বর্দ্ধক, রসে ও পাকে মধুর।

২২ আম। ২৩ গোপালকরঞ্জ। (সুশ্রুতটি° ১১ অঃ)

প্লবক (পুং) প্লবতে ইবেতি প্লু-অচ্, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ খড়্গ ধারাদিতে নর্ত্তক, নর্ত্তক। পর্য্যায়—কেনক, কেকল, নর্ত্তু, কেলিকোষ, কলাযন্ত্র। (শব্দরত্না°) ২ চণ্ডাল। ৩ সত্ত্বরপোপজীবী। "গায়না নর্ত্তকাশ্চৈব প্লবকা বাদকাস্তথা। কথকা যোধকাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্॥ (ভা° ১৩।২৩।১৫)

৪ ভেক। ৫ প্লক্ষ। (রাজনি°)

প্লবগ (পুং) প্লবেন প্লুতগত্যা গচ্ছতীতি গমন্(অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ইতি-ড। ১ বানর।

"স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ॥" (রঘু° ১২।৭০)

২ ভেক। ৩ সূর্য্যসারথি। (মেদিনী) ৪ প্লবপক্ষী। (শব্দরত্না°) ৫ শিরীষবৃক্ষ। (রাজনি°)

প্লবগতি (পুং) প্লবেন গতির্যস্য। ভেক। (স্ত্রী) প্লবস্য ভেকস্য গতিঃ। ২ ভেকাদির গতি। ৩ প্লুতগতি।

প্লবঙ্গ (পুং) প্লবেন প্লুতগত্যা গচ্ছতীতি গম-(গমশ্চ। পা ৩।২।৪৭) ইতি খচ্ 'খচ্চ ডিদ্বা বাচ্যঃ' ইতি ডিৎ ডিত্বাৎ টের্লোপঃ, মুমাগমঃ। ১ বানর। "প্লবঙ্গা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।

সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ বাতুলম্ গহনে তব॥" (রামা° ২।৫১৩)

২ মৃগ। (শব্দচ°) ৩ প্লক্ষবৃক্ষ। (রাজনি°)

প্লবঙ্গম (পুং) প্লবেন গচ্ছতীতি গম (গমশ্চ। পা ৩।২।৪৭) ১ ভেক। ২ বানর। (ত্রি) ৩ প্লুতগতিযুক্ত।

প্লবন (ত্রি) প্লবতে ইতি প্লু-ল্যু। ১ প্রবণ, ক্রমনিম্নভূম্যাদি। "প্রাগুদক্ প্লবনাং ভূমিং কারয়েৎ যত্নতোনবঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

প্লু-ল্যুট্। (স্ত্রী) ২ জলোপরিগতি, প্লব, জলে ভাসিয়া যাওয়া।

"শয়নঞ্চাসনং বাপি নোদ্বেহাপি প্রবোক্তব্যম্।

নাধ্যাত্তপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনম্॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৭ অঃ)

প্লববৎ (ত্রি) প্লব-মতুপ্-মস্য ব। প্লবযুক্ত।

প্লবিক (ত্রি) প্লবেন তরতি ঠন্। প্লবদ্বারা তরণকারী। যিনি প্লবদ্বারা নদী প্রভৃতি পার হইতে পারেন।

প্লবিতৃ (ত্রি) প্লব-তৃচ্। প্লবদ্বারা তরণকারী।

প্লাক্ষ (স্ত্রী) প্লক্ষস্য ফলং (প্লক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬৪) ইত্যণ্‌বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ফলে ন লুক্। প্লক্ষ বৃক্ষের ফল। ২ প্লক্ষের বিকার। ৩ প্লক্ষসমূহ। ৪ প্লক্ষের ভাব। ৫ প্লক্ষের হিতকর। (ত্রি) ৬ প্লক্ষসম্বন্ধী। "নৈয়গ্রোধ ঔদুম্বর আশ্বত্থ প্লাক্ষ ইতীধ্মো ভবত্যেতে বৈ" (তৈত্তিরীয় স° ৩।৪।৮।৪)

প্লাক্ষকি (পুং) প্লক্ষতর, প্লক্ষের গোত্রাপত্য।

প্লাক্ষায়ণ (পুং) প্লাক্ষির গোত্রাপত্য। (তৈত্তি° প্রাতি° ১।৫।৯২)

প্লাক্ষি (পুং) প্লক্ষের গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) প্লাক্ষী (তৈত্তি° ১।৭।২)

প্লাযোগি (পুং) প্রয়োগনাম্নঃ রাজ্ঞঃ পুত্রঃ ইঞ্ বেদে রূপং লঃ। প্রয়োগনামক রাজার পুত্র। (ঋক্ ৮।১।৩৩)

প্লাব (পুং) পরিপূর্ণতা। "তস্যাম্বুভিস্চ কাংস্যানাং ভক্তিঃ প্লাবপ্রবস্থ চ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১৮)

প্লাবন (স্ত্রী) প্লু-ণিচ্-ল্যুট্। দ্রবদ্রব্যের ঊর্দ্ধপ্রাপণ, চলিত উথলন। "তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।

তন্মাত্রমুক্ তং শুদ্ধেৎ কঠিনঞ্চ পয়োদধি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ মজ্জন, বহুতর জলসংযোগ। করণে-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্লাবনী, ভূতদিগের ধারণাভেদ।

"ভক্ষণী প্লাবনী চৈব শোষণী তাপনী তথা।

মোচনী চ ভবন্ত্যেতাঃ ভূতানাং প্রাণধারণাঃ॥"(কাশীখ° ৪৪ অঃ)

প্লাবিত (ত্রি) প্লু-ণিচ্-ক্ত। জলাদিময় স্থানাদি, যে সকল স্থান জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

"সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।

সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্॥" (গঙ্গাবাক্যা°)

প্লাব্য (ত্রি) প্লু-ণ্যৎ। প্লাবন যোগ্য। (বৃহৎস° ২৪।৮)

প্লাশি (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ অশ্নাতি ভুক্তভক্ষ্যমত্র প্র-অশ-করণে-ই, বেদে রূপং ন। শিশ্নমূলস্থ নাড়ী। (শুক্লযজু° ২৫।৭)

প্লাশুক (ত্রি) প্রকর্ষেণ আশু কায়তি কৈ-ক, বেদে রূপং-ন। প্রকর্ষরূপে আশুপচ্যমান (ব্রীহি)। "প্লাশুকানাং ব্রীহীণাং সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা" (শতপথব্রা° ৫।৩।৩।২) 'প্লাশুকানাং প্রকর্ষেণ আশু শীঘ্রং পচ্যমানানাং' (ভাষ্য)

প্লাশুচিৎ (অব্য) শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

প্লিনি (প্লিনে) পূর্ণনাম কায়াস্ প্লিনিয়াস্ সিকাণ্ডাস্ (Caius Plinius Secundus)। একজন জগদ্বিখ্যাত রোমক-পণ্ডিত। তাঁহার অভ্যুদয়ে প্লিনি-বংশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি সাধারণের নিকট 'দি এল্ডার' নামে পরিচিত[১]। যৌবন কালে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। অতঃপর শকুনশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ তিনি বিদ্যালয়ে (College of augurs) প্রবেশ লাভ করেন। জর্ম্মাণ যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শেষ করিয়া তিনি স্মৃতিশাস্ত্র (Jurisprudence) অভ্যাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ভেস্‌পিসিয়ানের আদেশে তিনি স্পেন-রাজ্যের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তথায় দিবাভাগে রাজকার্য্য সমাধান করিয়া রাত্রিযোগে পাঠাভ্যাস করিতেন। তাঁহার স্পেন-শাসন সাধুতা ও নিরপেক্ষতায় পূর্ণ। একদা নৌসেনাপতিরূপে তিনি নেপল্‌স্ উপসাগরতীরবর্ত্তী মিসেনিয়ম্ নগর সম্মুখে অর্ণবপোতমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে ভিসুভিয়াস্ পর্ব্বত হইতে মেঘবৎ ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছে দেখিয়া তৎকারণ-নির্দ্দেশের জন্য তিনি সমুদ্রপথে পর্ব্বতপদতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গন্ধ লাভায় গন্ধকগন্ধে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়াছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'জগতেতিহাস' (Natural History) নামক গ্রন্থখানি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ। উহা একখানি মহাকোষ স্বরূপ ও ৩৭টী

(১) তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র 'প্লিনি দি ইয়ঙ্গার'কে তিনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই বালকও পালক-পিতার ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি ১৪শ বর্ষে গ্রীকভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। রোম-সম্রাট্ ট্রাজানের রাজ্যাভিষেক সময়ে তদীয় কীর্ত্তিবর্ণনা করিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহা সাহিত্য-জগতে 'Panegyric on Trajan' নামে প্রসিদ্ধ। রাজানুগ্রহে তিনি পন্টাস্ ও বিথিনিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। জন্ম ৬২ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু ১১৬ খৃষ্টাব্দ।

খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার শেষ ৬ষ্ঠ ভাগ তাঁহার মৃত্যুর দুইবর্ষ পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। ঐ পুস্তক খানিতে তিনি জ্যোতিষ, জলবায়ুতত্ত্ব (Meteorology), পৃথ্বীতত্ত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, কৃষিবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ধাতুবিদ্যা (Mineralogy), ভাস্কর-বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। পেরিপ্লাসের ভৌগোলিক বর্ণনার সহিত তাঁহার ভূগোলের অনেক মিল পাওয়া যায়। জন্ম ২৩ খৃষ্টাব্দ ; মৃত্যু ৭৯ খৃঃ অঃ।

প্লিহ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্লেহতি। লোট্ প্লেহতু। লিট্ পিপ্লেহ। লুঙ্ অপ্লেহীৎ।

প্লিহন্ (পুং) প্লেহতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি প্লিহ-কনিন্। প্লীহরোগ। [প্লীহন্ দেখ।]

প্লী, গতি। ক্র্যাদি° পর° সক° অনিট্। লট্ প্লীনাতি। লোট্ প্লীনাতু। লুঙ্ অপ্লৈষীৎ। এই ধাতু কবিকল্পদ্রুমে নাই। কিন্তু ধাতুপাঠে পাঠান্তরে এই ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়।

প্লীহঘ্ন (পুং) প্লীহানং হন্তীতি হন-টক্। বৃক্ষবিশেষ। চলিত রোহড়া। পর্য্যায়—রোহী, রোহিতক, প্লীহশত্রু, দাড়িমপুষ্পক, মাংসবজন, রক্তবৈরী, চলচ্ছদ, রৌহিতেয়, রোহিত, রোহীতক, রোহী। (শব্দরত্না°)

প্লীহন্ (প্লীহা) (পুং) প্লিহন্ (শ্বন্নুক্ষন্পূষন্প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। কুক্ষিবামপার্শ্বস্থিত মাংসখণ্ড। চলিত পিলা, পিলে। পর্য্যায় গুল্ম, প্লিহন্।

"শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ।
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ॥" (ভাবপ্র°)

প্লীহা শরীরের একটী অবয়ব, ইহা হৃদয়ের অধোদেশে রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। রক্তবাহি শিরাসকলের প্লীহাই মূল। ইহা সকলেরই শরীরে বিদ্যমান আছে। শারীরিক নিয়ম অপালনে অথবা জ্বরাদিতে ইহা বর্দ্ধিত হয়। উহা বর্দ্ধিত হইলে রোগ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই প্লীহরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

প্লীহরোগের নিদান—বিদাহী দ্রব্য অর্থাৎ কুলখকলায় ও সর্ষপশাকাদি এবং অভিষ্যন্দী (মাহিষদধি প্রভৃতি) দ্রব্য সেবনকারী মানবগণের রক্ত ও কফ অত্যন্ত দূষিত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হয়। প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে তখন উহা রোগ মধ্যে পরিগণিত হয়। প্লীহা উদরের বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। এই রোগ হইলে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ, অবসন্ন, অল্প জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বল হ্রাস হয় এবং শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উপদ্রব সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা চারিপ্রকার রক্ত, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ।

রক্তজ প্লীহার ক্লান্তি, ভ্রম, বিদাহ, বিবর্ণতা, শরীরের গুরুত্ব, মোহ এবং উদরের রক্তবর্ণতা হয়। পৈত্তিক প্লীহার জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ এবং দৈহিক পীতবর্ণতা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ প্লীহাতে অতিশয় বেদনা, প্লীহা স্থূলাকার, কঠিন ও গুরুতর হয় এবং ইহাতে রোগীর অরুচি হইয়া থাকে। বাতজ প্লীহারোগে সর্ব্বদা কোষ্ঠবদ্ধতা, এবং উদাবর্ত্তরোগ হইয়া থাকে এবং প্লীহাতে সর্ব্বদাই বেদনা অনুভব হয়। প্লীহারোগে এই সকল লক্ষণ হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

জ্বররোগ অধিকদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিতে থাকিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে, অথবা ম্যালেরিয়া-দূষিত স্থানে বাস করিলে, বা মধুরদ্রিব্যাদি আহার জন্য রক্ত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর, কোন দ্রুতযানাদিতে গমন বা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিলেও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। উদরের বামপার্শ্বে ঊর্দ্ধদিকে প্লীহা অবস্থিত থাকে। অবিকৃত অবস্থায় হস্তদ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কুক্ষির বামপার্শ্বে হস্তদ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। এই রোগে সর্ব্বদাই মৃদুজ্বর এবং প্রত্যহ কোনও সময়ে সেই জ্বরের বৃদ্ধি অথবা একদিন অন্তর কম্প দিয়া অধিক জ্বর প্রকাশিত হয়। আরও প্লীহার স্থানে বেদনা, কামড়ানি, বা জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লমূত্র বা রক্তবর্ণমূত্র, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, পিপাসা, বমন, মুখবৈরস্য, চক্ষু, হস্তাঙ্গুলি ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের রক্তহীনতা, অন্ধকারদর্শন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে।

কষ্ট সাধ্য প্লীহার লক্ষণ।—প্লীহা অধিক বর্দ্ধিত হইয়া রোগ কষ্টসাধ্য হইলে নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, অথবা রক্তবমন, রক্তভেদ, উদরাময়, দন্তমূলে ক্ষত, পদদ্বয় ও চক্ষুদ্বয়ে অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ এবং পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা অতি অল্প। প্লীহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধি সাধন করিলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। ইহা কেবল বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্লীহরোগের দোষনিরূপণ।—প্লীহরোগে মলবদ্ধতা, বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও বেদনা অধিক থাকিলে তাহাতে বায়ুর আধিক্য, প্লীহা অতিশয় কঠিন, শরীরের গুরুত্ব ও অরুচি থাকিলে শ্লেষ্মার আধিক্য বুঝিতে হইবে। রক্তের আধিক্য থাকিলে পিত্তাধিক্যের লক্ষণসমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃষ্ণা হইয়া থাকে। তিন দোষেরই আধিক্য থাকিলে মিলিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

ইহার চিকিৎসা।—প্লীহারোগে যাহাতে প্রথমে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তাহারই উপায় বিধান আবশ্যক

পুরাতন গুড় ও হরীতকীচূর্ণ অথবা বিটলবণ ও কটী-তকীচূর্ণ সমভাগে রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা বিবেচনা করিয়া গরমজলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ উভয়রোগই অচিরে আরোগ্য হয়। পিপুল প্লীহা-রোগের একটী উত্তম ঔষধ। দুই বা তিনটী পিপুল জলে বাটিয়া তাহা সেবন বা পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলেও প্লীহা প্রশমিত হয়। হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র লেবুর রসে মাড়িয়া দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় সেবনে উপকার দর্শে। যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল ও দন্তী এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসব অনুপানের সহিত সেবনে এই রোগ অচিরে আরোগ্য হয়। চিতামূল পেষণ করিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে, এ বটিকা তিনটি পাকাকলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইবে। লশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী ভক্ষণ এবং গোমূত্র পান করিলেও প্লীহরোগ প্রশমিত হয়। চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপাতা অথবা ধাইফুল চূর্ণ, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন হিতকর। শরপুঙ্খবটিকা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে প্লীহার উপশম হয়। শঙ্খনাভির চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, গোড়ালেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে অতি প্রকাণ্ড প্লীহা সারিয়া যায়। সমুদ্রজাত বিড়ঙ্কতম প্লীহরোগনাশক। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃতাদি বিনষ্ট হয়। রোহিত (ময়না) ও হরীতকীর কাথসহ পিপুলচূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন প্লীহরোগে হিতকর। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক ছালের কাথ প্লীহরোগে বিশেষ উপকারী।

উৎকৃষ্ট পাকা আমের রস মধুসহযোগে পান করিলে নিশ্চয় প্লীহা প্রশমিত হয়। শিমুল পুষ্প সুসিদ্ধ করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে উহা রাইসর্ষপচূর্ণ সহযোগে ভক্ষণ করিলে প্লীহা নষ্ট হয়। যোয়ান, চিতা, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল, দন্তী এবং পিপ্পলী এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উষ্ণজল কিংবা দধির মাত বা মাংসরস অথবা আসবসহ যথামাত্রায় সেবন করিলে ইহা আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° প্লীহরোগা°)

ইহা ভিন্ন যমানিকাদিচূর্ণ, মাণকাদিগুড়িকা, বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ, অভয়ালবণ, গুড়পিপ্পলীঘৃত, পিপ্পলীঘৃত, চিত্রকঘৃত, রোহিতকঘৃত, মহারোহিতকঘৃত, প্লীহারিরস, বাসুকিভূষণরস, বিদ্যাধররস, প্লীহাম্ব, প্লীহান্তকরস, লোকনাথ-রস, বৃহল্লোকনাথরস, রোহিতকলৌহ, যকৃৎপ্লীহারিলৌহ, যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহ, রোহিতকাদ্যচূর্ণ, মহাদ্রাবক বস, মহা-দ্রাবক, শঙ্খদ্রাবক, শঙ্খদ্রাবকরস, মহাশঙ্খদ্রাবক ও রোহিতকা-রিষ্ট এই সকল ঔষধ প্লীহা ও যকৃৎরোগে বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃতাধি°)

চিকিৎসক রোগীর বলাবল ও ধাতু বিবেচনা করিয়া এই সকল ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। প্লীহরোগের সহিত জ্বর প্রবল থাকিলে বা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিলে এই সমস্ত ঔষধমধ্যে যে সকল ঔষধ জ্বরের উপকারক, সেই ঔষধ এবং প্লীহা রোগের ঔষধ মিলিতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে প্লীহার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া কেবল জ্বরের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। জ্বরের প্রকোপ কমিলে পুনরায় প্লীহার ঔষধ সেবন করান বিধি।

জীর্ণ প্লীহরোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে তাহা আরোগ্য হওয়া কঠিন। উদরাময় হইলে পুটপাকের বিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি গ্রাহক ঔষধ বিশেষ উপকারক। রক্তামাশয়, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি পীড়া ইহার সহিত থাকিলে সেই সেই রোগনাশক ঔষধ মিশ্রিতভাবে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহরোগীর প্রায়ই হইলে দুশ্চি-কিৎস্য হইয়া উঠে। প্লীহরোগীর মুখে ক্ষত হইলে খদিরাদিবটিকা জলের সহিত গুলিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে হইবে এবং বাবলাছাল, বকুলছাল, আমছাল, গাবছাল ও পেয়ারার পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলদ্বারা কবল করিলে মুখক্ষতের বিশেষ উপকার হয়।

প্লীহাতে বেদনা থাকিলে বন-আদা বাটিয়া তাহাতে প্রলেপ এবং গোমূত্র গরম করিয়া অথবা গরমজলের সেঁক দিবে; অগ্ন্যতাপ দিয়া ফ্লানেল উপরে বাঁধিলেও উপকার হয়।

প্লীহরোগীর পথ্যাপথ্য—জ্বররোগে যে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ প্লীহাতেও সে সকল দ্রব্য বিশেষ অনিষ্টপ্রদ। ইহাতে কেবল দুগ্ধ না খাইয়া তাহার সহিত ২।৪টা পিপুল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। এই রোগে সকল প্রকার ভাজা পোড়া দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য-ভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুনাদি একেবারে নিষিদ্ধ।

ডাক্তারি-মতে প্লীহা শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রবিশেষ (spleen),—উদরগহ্বরের বামকুক্ষি মধ্যে পাকাশয়ের প্রশস্ত অংশের উপরে অবস্থিত। ইহার আকৃতি পিষ্টকের ন্যায় ও বর্ণ ঘোর বেগুনে; রক্তের ন্যূনাধিক্যানুসারে ইহারও আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধাবস্থায় ইহার আয়তন ও ভার কমিয়া যায় এবং সবিরাম ও কম্পজ্বরে উহা বৃদ্ধি পায়।

সাধারণতঃ মানবমাত্রেরই একটী প্লীহা আছে, কখন কখন ক্ষুদ্রাকার অতিরিক্ত প্লীহাও দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র প্লীহার মূল ভাগ প্লীহার নিম্নাংশে সংযুক্ত থাকে। উহার আয়তন মটর কলাই হইতে আখরোটের ন্যায়ও হইতে পারে।

প্লীহার প্রকৃতকার্য্য আজও ঠিক অবধারিত হয় নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভুক্ত দ্রব্যের অণ্ডলাল পরিপাক-কালে প্লীহা মধ্যে সঞ্চিত হয়। সেই সময় প্লীহার কলেবর বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই ঐ রস শোণিতে শোষিত হইলে প্লীহা পূর্ব্বাবস্থায় কমিয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত প্লীহা হইতেই রক্তের শ্বেত ও লালকণিকাসকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জ্বররোগে সাধারণতঃ ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহাতে রক্তাধিক্য, প্রদাহ, স্ফোটক ও বিবর্দ্ধনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্লীহার রক্তাধিক্য (Congestion) প্রবল ও অপ্রবলভেদে দুই প্রকার। ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরে প্লীহার প্রবল রক্তাধিক্য হয়। কখন কখন টাইফস্, সূতিকাবস্থায়, বসন্ত, বিসর্প ও পাই-মিয়া প্রভৃতি রোগেও রক্তাধিক্য হইতে দেখা যায়। আঘাত প্রভৃতিও ইহার অন্যতম কারণ। যকৃতধমনীতে রক্ত সঞ্চা-লনের অবরুদ্ধতা এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসীয় পুরাতন রোগসমূহই অপ্রবলরক্তাধিক্যের হেতু বলা যায়।

এই সময় প্লীহা আয়তনে বৃহৎ, কৃষ্ণাভ, আরক্ত, স্বাভাবিক অপেক্ষা ভারী এবং উহার ক্যাপ্সিউল (Capsule) মসৃণ ও বিস্তৃত হয়। পেশীর বিধানসমূহ কোমল, কোন কোন স্থানে তাহা তরল বা কলের শাঁসের ন্যায় নরম বোধ হয়। ছেদন করিলে উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লালরক্ত বিনির্গত হইয়া থাকে। প্রদাহ অধিক দিবস থাকিলে, প্লীহা বৃহৎ ও কঠিন হইয়া যায়। প্লীহা-স্থানে সামান্য বেদনা, স্পর্শে অধিক যন্ত্রণা ও রক্তাল্পতার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। প্লীহাস্থানে গরম জলের সেক, ব্লিষ্টার বা মাষ্টার্ড-প্লাষ্টার আরক্তকরণে প্রয়োগ বিধেয়। আভ্যন্তরিক লবণ-যুক্ত মৃদু বিরেচকও উপকারী। যকৃৎক্রিয়ার অবরুদ্ধতা থাকিলে তদনুরূপ চিকিৎসা প্রয়োজন।

পাইমিয়া ও সেপ্টিসিমিয়া পীড়া, আঘাত, ম্যালেরিয়া স্থানে বাস এবং শৈত্য সংলগ্ন হেতু, প্লীহার প্রদাহ (Splenitis or Hæmorrhagic Infarction) উৎপন্ন হয়। রোগ প্রকাশ পাইলে অনেকগুলি শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে। প্লীহাতে সর্ব্বদা আবেলাই আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য উহারই চতুষ্পার্শ্বে হিমরেজিক ইনফার্ক্ট দেখা যায়। ইনফার্ক্টগুলি কীলাকৃতি, উহাদের মধ্যস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও পার্শ্বদেশে রক্তাধিক্য থাকে। আবে-লাই বিযাক্ত হইলে প্রদাহ জন্মে। কখন আবেলাই চূর্ণপক্কতায় পরিণত হয়, এইরূপে শোষিত বা অপক্কতায় পরিণত না হইলে তাহার উত্তেজনায় স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী পেরিটোনিয়মে প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া ও শৈত্যজনিত প্রদাহে প্লীহা বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং স্পর্শে কোমল বোধ হয়। রক্তাধিক্য হইতে প্রদাহ পৃথক্ করা সুকঠিন। স্ফোটক থাকিলে জানা যায় যে প্রদাহ হইয়াছে।

আবেলাই দ্বারা স্থানিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে সামান্য বেদনা অনুভূত হয়। স্ফোটক হইলে অত্যন্ত বেদনা, শীত, কম্পজ্বর, বমন ও দুর্ব্বলতা এবং স্ফোটক অভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইলে মূর্চ্ছা ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্ফোটক বহির্দিকেও প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু তৎকালে তন্মধ্যে ফ্লক্‌চুয়েশন্ অনুভূত হয়।

স্ফোটক অবধারিত হইলে এস্পিরেটার দ্বারা পূয নির্গম করিবে। কুইনাইন, সুরা ও বলকারক আহার দিবে। স্ফোটক হইলে রোগের ভাবী ফল বড়ই অশুভ জানিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় রোগ আরোগ্য হওয়া সুকঠিন।

প্লীহার বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the Spleen) দৈহিক কোষসমূহ রক্তস্রোতদ্বারা অপসারিত না হইয়া প্লীহা মধ্যে অবরুদ্ধ হইলে প্লীহা বিবর্দ্ধিত হয়। এই পীড়ায় বিবিধ স্থান ও অন্ত্রের লিম্ফাটিকগ্লিণ্ডস বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য শ্বেতরক্ত-কণিকা দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা নিয়-মিতরূপে লোহিতকণিকায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এতদ্বারা রক্তাল্পতার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

প্লীহাতে বহুকালব্যাপী বা বারংবার রক্তাধিক্য (Conjes-tion), ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানে বাস, পুনঃ পুনঃ সবিরাম জ্বর ও যকৃতধমনীতে রক্তস্রোতে রক্তাধিক্যই প্লীহা-বিবৃদ্ধির প্রধানতম কারণ।

এই সময় প্লীহা বৃহদাকার ও প্রায় ৮।৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়। সময় সময় ইহার অগ্রপার্শ্বে স্পর্শদ্বারা খাজ অনুভূত হইয়া থাকে। কর্ত্তিত অংশ দেখিতে শুভ্র ও বন্ধুর এবং রক্তস্রাবের চিহ্নসম্বলিত। প্লীহা প্রদেশ লোষ্ট্রাকার ও স্থানে স্থানে নিকটবর্ত্তী পৈশিক বিধানের সহিত সংযুক্ত। রক্ত তরল ও শ্বেত-রক্তকণিকাযুক্ত এবং রক্তে জলীয়ভাগ বৃদ্ধি পায়।

রোগী ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া আইসে। মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ ও কণ্ঠনালিকা রক্তশূন্য; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল; মূত্র অল্প ও লোহিতাভ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, প্লীহাস্থানে ভার ও বেদনাবিশিষ্ট উপস্থিত হয়। পীড়া তরুণ হইলে জ্বরের বিরাম দেখা যায় না। রোগ কঠিন হইলে রোগীর বর্ণ মৃত্তিকাবৎ

নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, চর্ম্মের নিম্নে স্বল্পরক্ত চিহ্ন-বিগলিত মুখক্ষত (Cancrum Oris) অক্ষিপল্লব ও পদের স্ফীততা এবং সময় সময় সার্ব্বাঙ্গিক শোথ দৃষ্টিগোচর হয়। বিবর্দ্ধিত প্লীহার চাপবশতঃ শ্বাস, কৃচ্ছ্র, কাশি, ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য ও বমন উপস্থিত হইতে পারে।

প্লীহা বৃহৎ হইলে উদরের বামপার্শ্বস্থ দক্ষিণদিক্ ও নাভি পর্য্যন্ত স্থান উচ্চ বোধ হয়; স্পর্শে একটী অগ্রধার পাতলা ও খাঁজযুক্ত অর্ব্বুদ অনুভূত হয় এবং কখন কখন তন্মধ্যে ফ্লাক্‌চুয়েসন্ পাওয়া যায়। প্রাতিঘাতিক শব্দ মলপর্ভ (Dull) এবং তাহা নিম্নে নাভি ও ঊর্দ্ধে ৫ম পঞ্জর্কা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে পারে। পার্শ্বপরিবর্ত্তনে প্লীহা কিঞ্চিৎ স্থানান্তরিত এবং দীর্ঘনিশ্বাসে নিম্নগামী হইয়া থাকে। প্লীহা স্থানে কখন কখন একটী মর্ম্মরধ্বনি শুনা যায়, উহাকে স্প্লীনিক্ মর্ম্মর (Spleenic Murmur) কহে।

নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, পাণ্ডুরোগ, উদরাময়, আমাশয়, শোথ ও ক্যানক্রমোরিস্ প্রভৃতি ইহার উপসর্গ। রোগ আরোগ্য না হইলে দুর্ব্বলতা, শোথ, আমাশয়, রক্তস্রাব ও কখন কখন অচৈতন্য হইয়া মৃত্যু ঘটে।

নিম্নলিখিত কএকটী পীড়ার সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে;—পাকাশয়ের কার্ডিয়েক ছিদ্রে কর্কটরোগ, যকৃতের বামভাগের বা বামমূত্রযন্ত্রের বিবর্দ্ধন, অন্ত্রাবরকে কোন অর্ব্বুদ এবং রক্তে শ্বেতকণাধিক্য (Leucocythemia)। ব্যাধি তরুণ হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু প্লীহার অধিক বিবর্দ্ধন ও রোগ পুরাতন হইলে পীড়া সুকঠিন হইয়া পড়ে।

বায়ু পরিবর্ত্তন, কুইনাইন, আর্সেনিক ও লৌহঘটিত ঔষধ সকল সেবন বিধেয়। অন্যান্য ঔষধের মধ্যে আইওডিডস্, ব্রোমাইডস্ ও ক্লুরাইডস্ বিশেষ কার্য্যকারী। আহারার্থ লঘুপাক ও বলকারক দ্রব্যাদিতে প্লীহার উপরে ব্লিষ্টার এবং টিংচার বা অয়েন্টেম্ আইওডিন্ লেপন আবশ্যক। পুরাতন প্লীহার উপর অয়েন্টেম্ হাইড্রার্জিরাই বিনাইওডিড্ মর্দ্দনে প্লীহা খর্ব্ব হইতে পারে, কিন্তু দুইবারের অধিক মর্দ্দন বিধেয় নহে। এলোপ্যাথিক মতে স্প্লীন-মিক্শ্চার—

℞ কুইনিসালফাস্	...	...	২ গ্রেণ
এসিড্ সালফিউরিক ডিল্ ...		...	৬ ফোঁটা
ফেরি সলফ্	...	...	১ গ্রেণ
মেগনিসিয়া সলফাস্	...	...	॥০ ড্রাম
টিং জিঞ্জার	...	...	১০ ফোঁটা
জল	...	...	১ ঔন্স

জ্বরমধ্যে দিবসে এক মাত্রা ২।৩ বার।

যকৃতের কঞ্জেশ্চান থাকিলে লিভারের উপর নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিল লেপনের পর ফোমেণ্ট করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

℞ কুইনি মিউরিএট	...	...	৩ গ্রেণ
এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল	...	...	৬ ফোঁটা
টিং নিউসিস্ ভমিসি	...	...	৫ ফোঁটা
ইং কলম্বা	...	...	১ ঔন্স

দিবসে ২।৩ বার।

পুরাতন প্লীহায় সামান্য জ্বর থাকিলে—

℞ পোটাশি ব্রোমাইড	...	...	৫ গ্রেণ
টিং সিনকোনা কম্পা	...	...	২০ ফোঁটা
টিং জেনসিএন কম্পা	...	...	২০ ফোঁটা
টিং ডিজিটেলিস্	...	...	২ ফোঁটা
ইন্‌ফিউজন্ সার্পেণ্টারি	...	...	১ ঔন্স

এক মাত্রা দিবসে ৩ বার।

℞ লাইকর এমন্ ক্লুরাইড	...	...	৫ ফোঁটা
একোয়া মেন্থপিপ্	...	...	১ ঔন্স

আহারান্তে ১ মাত্রা দিবসে ২ বার।

প্লীহার এমিলয়েড্ অপকৃষ্টতা, উপদংশ, কর্কট, টিউবার্কেল ও হাইডেটিড প্রভৃতি রোগ হয়ে, তদ্দ্বারাও প্লীহার বিবর্দ্ধন ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্লীহাকর্ণ (স্ত্রি) কর্ণদেশজাত রোগবিশেষ।

প্লীহার্ণবরস (পুং) প্লীহরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, ও বিষ প্রত্যেকে ৮ তোলা, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেকে চারিতোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান শেফালিকাপত্রের রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে জ্বর, মন্দাগ্নি, কাশ, শ্বাস, বমি, ভ্রম ও সকলপ্রকার প্লীহা আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহারোগাধি°)

প্লীহান্তকরস (পুং) অন্তয়তীতি অন্তকঃ প্লীহায়াঃ অন্তকঃ। প্লীহারোগোক্ত একটী ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—তাম্র, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারা, গন্ধক, বংশলোচন, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, কটুকী, নন্দীমূল, বোবামূল, সৈন্ধব, ভেউড়ী ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য এরণ্ড-তৈলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান রোগীর বলাবল দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধ পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি রোগেও হিতকর।

(ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

প্লীহারি (পুং) প্লীহায়াঃ অরিঃ শত্রুস্তন্নাশকত্বাৎ। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ প্লীহনাশকবটিকৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—

হরিতাল দুই তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, তাম্র ৫ তোলা, অভ্র চারি তোলা, মৃগচর্ম্মভস্ম ও লেবুর মূলচূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান মধু ও চিতাচূর্ণ। এই ঔষধ সেবনে অসাধ্য প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্যরোগ নাশ হয়। এই ঔষধ প্লীহারি-রস নামে অভিহিত।

অন্যবিধ প্লীহারিরস—ইহার প্রস্তুত প্রণালী লৌহ চারিতোলা, তাম্র ২ তোলা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলা, মৃগচর্ম্ম-ভস্ম ৮ তোলা, পাতিলেবুর মূল ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৯ রতি বটিকা করিতে হইবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

প্লীহাশত্রু (পুং) প্লীহায়াঃ শত্রুঃ। প্লীহশত্রু, প্লীহারক।

প্লীহাশার্দ্দূলরস (পুং) প্লীহায়াঃ শার্দ্দূলইব রসঃ। প্লীহরোগ-নাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক ও ত্রিকটু প্রত্যেকটী সমভাগ, সমুদায়ের সমান তাম্রভস্ম ; মনঃশিলা, কড়ি, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রহেণা, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, চিতা ও জয়পাল, প্রত্যেকে পারার সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ী, চিতা, আদা ও ধুতুর রসে ভাবনা দিয়া একরতিপ্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান মধু ও পিপুল্। রোগীর বলাবল অনুসারে একটী বা দুইটী করিয়া বটিকা সেবনে প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, গুল্ম, আমাশয়, উদরী, শোথ, বিসূচি, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি রোগ অচিরে প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহারোগা°)

প্লীহোদর (ক্লী) উদররোগভেদ। যাহারা বিদাহী ও অভিষ্যন্দ-জনক দ্রব্যভোজনে অনুরক্ত, তাহাদিগের রক্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া প্লীহা বৃদ্ধি করে। ইহাকে প্লীহোদর কহে। এই প্লীহা বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে রোগী অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে। (সুশ্রুত নি° ৭ অ°) [উদররোগ ও প্লীহন্ শব্দ দেখ]

প্লীহোদরিন্ (ত্রি) প্লীহোদর অস্ত্যর্থে ইনি। প্লীহোদর-রোগগ্রস্ত।

প্লু, সর্পণ, উৎপ্লুত্য গতি, লম্ফ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ প্লবতে। লোট্ প্লবতাং। লিট্ পুপ্লুবে। লুট্ প্লোতা। লৃট্ প্লোষ্যতে। লুঙ্-অপ্লোষ্ট, অপ্লোষাতাং অপ্লোষত। সন্ পুপ্লূষতে। যঙ্ পোপ্লূয়তে। যঙ্লুক্ পোপ্লোতি। ণিচ্ প্লাবয়তি। লুঙ্ অপুপ্লবৎ, অপিপ্লবৎ। সন্ পুপ্লাবয়িষতি, পিপ্লাবয়িষতি।

প্লুক্ষি, (পুং) প্লোষতি দহতীতি প্লুষ দাহে (প্লুষিকুষিশুষিভ্যঃ ক্সিঃ। উণ্ ৩।১৫৫) ইতি ক্সি। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ স্নেহ। ৩ গৃহদাহ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ°)

প্লুত (ক্লী) প্লু-ক্ত। অশ্বগতিবিশেষ, অতিশীঘ্র লম্ফদ্বারা গতি, অশ্বগণ অতিবেগে লাফাইয়া লাফাইয়া যাইলে এই গতি হয়।

"অথ যঃ পুচ্ছমুত্তোল্যশ্বঃ পতেৎবিশদো ধ্বনিঃ।
অশ্বৈকবংশাদ্যতে কশ্চিৎ তদশ্বপ্লুত উচ্যতে ॥" (অশ্ববৈ° ৩।১৩২)

২ তির্য্যক্ গতি। (পুং) প্লুতঃ প্লুতবৎ গতি রস্যাস্তীতি প্লুত-অচ্। ৩ ত্রিমাত্র বর্ণ, ত্রিমাত্র কালযাত্রা উচ্চার্য্যবর্ণ, ত্রিমাত্র যাত্রা যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাকে প্লুত কহে। তিনটী অবর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয়, তাহাকে প্লুত বা ত্রিমাত্র কাল বলা যায়।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥" (প্রাচীনকা°)

যাহার মাত্রা একটী, তাহা হ্রস্ব, দ্বিমাত্র দীর্ঘ এবং যাহা ত্রিমাত্র তাহাই প্লুত। পাণিনিতে কোন্ স্থানে কোন্ শব্দ প্লুত হইবে এবং কোথায় বা হইবে না, ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন, দূরাহ্বান, গান ও রোদন এই সকল স্থলে প্লুতস্বর হইবে।

"দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।" (দুর্গাদাসধৃত বচন)

(ত্রি) প্লু-ক্ত। ৪ ঝম্পগতিযুক্ত।

"বামাবমন্তরং কৃষ্ণ প্লুতোবৈ বীর্য্যবাংস্ততঃ।
তাভ্যামেব প্লুতাভ্যাঞ্চ চরণেভ্যাঞ্চিতো গিরিঃ ॥" (হরিব° ৯৮।৮৩)

৫ প্লাবিত। (বৃহৎস° ৫।৪৪) ৬ সিক্ত। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৩৫) ৭ ব্যাপ্ত। (ভাগ° ৩।২।১৪)

প্লুতগতি (স্ত্রী) প্লুতা গতিঃ কর্ম্মধা°। প্লুতগমন। (ত্রি) প্লুতা গতির্যস্য। ২ প্লুতগমনযুক্ত।

প্লুতার্ক, একজন গ্রীকজীবনীলেখক ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। ৫০ খৃষ্টাব্দে বিওটিয়ার অন্তর্গত চিরোনিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ডেল্‌ফির আমেনিয়াস-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন, অতঃপর রোম মহানগরীতে যাইয়া বাস করিয়া-ছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে কতক-গুলি বক্তৃতা করেন এবং সুকান, ইহুমার প্লিনি ও মার্শান প্রভৃতির সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে বিখ্যজীবনী (Lives of illustrious men) ও নীতি গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীনকালে যুরোপখণ্ডের নরবলির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

প্লুতি (স্ত্রী) প্লু ভাবে-ক্তিন্। প্লবন, উৎপ্লুত্য গমন। লাফাইয়া লাফাইয়া চলা। ২ ত্রিমাত্রযাত্রা উচ্চারণ।

প্লুষ, দাহ। ২ অপমাবন। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ প্লোষতি। লোট্ প্লোষতু। লিট্ পুপ্লোষ। লুঙ্ অপ্লোষীৎ।

প্লুষ, দাহ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্,। লট্ প্লুষ্যতি। লোট্ প্লুষ্যতু। লিট্ পুপ্লোষ। লুঙ্ অপ্লুষৎ।

প্লুষ্, ১ সেক। ২ পূর্তি। ৩ স্নেহ। পূর্তি ও সেকার্থে সক° স্নেহার্থে অ° ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ প্লুষ্ণাতি। লোট্ প্লুষ্ণাতু। লুঙ্ অপ্লোষীৎ।

প্লুষ (পুং) দহন।

প্লুষি (পুং) প্লুষ বাহুলকাৎ কি। ১ বহ্নতুল্য কুণ্ডযুক্ত খগভেদ। (শুক্লযজু° ২৪।২৯) ২ দাহক সর্পভেদ। (ঋক্ ১।১৯১।১) ৩ অল্প পরিমাণ পুত্তিকাদি। (শত° ব্রা° ১৪।৪।১।২৪)

প্লুষ্ট (ত্রি) প্লুষ-ক্ত (বস্য বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ইতি-ইট্‌ন্। ১ দগ্ধ, জলদান।

"পটুতরবনদাহাৎ প্লুষ্টশষ্পপ্ররোহাঃ
পরুষপবনবেগাৎ ক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ॥" (ঋতুস° ১।২২)

সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যত্র বিবর্ণং প্লুষ্যতেঽতিমাত্রং তৎপ্লুষ্টং।" (সুশ্রু° সূ° ১২ অ°)

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে যে বিবর্ণতা হয়, তাহাকে প্লুষ্ট কহে।

প্লুস, ১ দাহ। ২ বিভাগ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক সেট্। লট্ প্লুস্যতি। লোট্ প্লোসতু। লিট্ পুপ্লোস। লুঙ্ অপ্লুসৎ অপ্লোসীৎ।

প্লেঙ্খ (পুং) প্র-ঈঙ্খ-ঘঞ্, বেদে রস্য ল। প্রেঙ্খন, প্রকৃষ্ট গমন। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।৮।৫)

প্লেতো (প্লেটো) গ্রীকদেশীয় একজন বিখ্যাত দার্শনিক, আরবদিগের নিকট 'ইফ্লাতুন্' নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম অরিষ্টোন ও মাতার নাম পেরি ক্টিওনি। ৪২৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মে মাসে আথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি হইতে আটাইশ বর্ষ পর্য্যন্ত ইনি সক্রেতিস্ (সুক্রাত) নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময় ইনি সক্রেতিসের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি মিসর, ইটালী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া আবার আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া এখানকার পরিষদে (Academy) অধ্যয়ন করেন। নব ডিওনিসিয়াস্ ইহাকে আপন সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রথমে প্লেতো সেই রাজার নিকট যথেষ্ট আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি কাহারও মন যোগাইয়া চলিবার পাত্র ছিলেন না। বড়ই স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তাহা কিন্তু কঠোরহৃদয় ডিওনিসিয়াসের ভাল লাগিত না। এই কারণেই প্লেতো বন্দী হইয়া ক্রীতদাসরূপে কিরিনি (Cyrene)-বাসী আনিকেরেসের নিকট বিক্রীত হইলেন। আনিকেরেস প্লেতোর গুণে মুগ্ধ হইয়া মুক্তিদান করেন। ইহার পর প্লেতো জন্মভূমে ফিরিয়া আপনার দর্শনতত্ত্ব প্রচারে মনোযোগী হন। ইহার উপদেশগুলি গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। তাহাতে গুরু সক্রেতিসই বক্তা। এই উপদেশ মধ্যে অনেক বৈদান্তিক ভাবমিশ্রিত। প্লেতোর আদি নাম আরিষ্টোক্লিস্, কিন্তু ইহার প্রশস্ত ললাট ছিল বলিয়া 'প্লেতো' নামে খ্যাত হন। ৮২ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ৩৪৮ খৃ পূর্ব্বাব্দে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দার্শনিক আরিষ্টটল ইহারই ছাত্র।

প্লেব, সেবন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° সেট্। লট্ প্লেবতে। লোট্ প্লেবতাং। অপ্লেবিষ্ট। লিট্ পিপ্লেবে।

প্লোত (স্ত্রী) প্র-বৈ-ক্ত, সম্প্রসারণং রস্য ল। সুশ্রুতোক্ত শস্ত্র কর্ম্মোপকরণভেদ। [শস্ত্রকর্ম্ম দেখ] ২ পিত্তবিকারবিশেষ। (চরক)

প্লোষ (পুং) প্লুষ-ভাবে-ঘঞ্। দাহ। ভাবে ল্যুট্ (স্ত্রী) প্লোষণ, দাহ।

প্সা, ভক্ষণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক° অনিট্। প্সাতি। লোট্ প্সাতু। লিট্ পপ্সৌ। লঙ্ অপ্সাসীৎ। নিঘণ্টুতে এই ধাতু গত্যর্থক।

প্সা (স্ত্রী) প্সা-ভাবে-অঙ্। ভক্ষণ। (ত্রিকা°)

প্সাত (ত্রি) প্সা কর্ম্মণি ক্ত। ভক্ষিত। (অমর)

প্সান (স্ত্রী) প্সা-ভাবে ল্যুট্। ভোজন। (হেম)

প্সু (পুং) প্সা-বাহুলকাৎ কু। রূপ। (নিঘণ্টু)

প্সুর (ত্রি) প্সু-"বাহু" অস্ত্যর্থে র। রূপযুক্ত, রূপবান্।

"অতিপ্সুরঃ প্রবায়তি" (ঋক্ ১০।২৬।৩)

'প্সুরো রূপবান্ স অভাগানভিলক্ষ্য প্রবায়তি গিরুতি।
তথা সোহস্মাকং অশ্বং গোষ্ঠং চ প্রবায়তি।
আভিমুখ্যেন গিরুতি। অস্মভ্যং হিরণ্য পশ্বাদিকং দদাতি।' (সায়ণ)

ফ

ফ, ফকার। পবর্গের দ্বিতীয়বর্ণ। দ্বাবিংশতিতম ব্যঞ্জন-বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন। এই বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বাগ্র ও ওষ্ঠের সহিত স্পর্শ হয়। এই জন্য ইহার স্পর্শবর্ণতা। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। এই শব্দ মহাপ্রাণ মধ্যে পরিগণিত। ইহার তত্ত্ব—

"ফকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! রক্তবিদ্যুল্লতোপমম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদা ত্রিগুণসংযুতম্।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা ॥" (কামধেনুতন্ত্র ৫ প)

ফকার রক্তবিদ্যুল্লতাসদৃশ, চতুর্ব্বর্গপ্রদ, পঞ্চদেবস্বরূপ, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ এবং আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত ও ত্রিগুণ সহিত। এই বর্ণের লিখন প্রকার তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"বক্রা বামগতা রেখা ততোঽধঃ সঙ্গতা ভবেৎ।
তস্মাদূর্দ্ধগতা ভূত্বা দক্ষযাবত্তা কুণ্ডলী ॥
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ কুণ্ডলী ব্রহ্মরূপিণী।
মাত্রা বামাদ্দক্ষিণতঃ ক্রমশঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

প্রথমে বামদিকে একটী বক্র রেখা করিয়া তাহা হইতে নিম্নদিকে সঙ্গত করিয়া দিতে হইবে, পরে তাহা হইতে ঊর্দ্ধগত হইয়া দক্ষিণদিকে কুণ্ডলী এবং বাম হইতে দক্ষিণদিকে মাত্রা টানিয়া দিলে 'ফ' এই বর্ণ লিখিত হইয়া থাকে। ইহার কুণ্ডলী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপিণী। ইহার বাচক শব্দ—সখী, দুর্গিণী, ধূম্রা, বামপার্শ্ব, জনার্দ্দন, জয়া, পাদ, শিখা, রৌদ্রী, ফেৎকার, শাখিনীপ্রিয়, উমা, বিহঙ্গ, কাল, কুব্জিনী, প্রিয়পাবক, প্রলয়াগ্নি, নীলপাদ, অক্ষর, পশুপতি, শশী, ফূৎকার, যামিনী, ব্যক্তা, পাবন, মোহবর্দ্ধন, নিষ্ফলবাক্, অহঙ্কার, প্রয়াগ, গ্রামণী ও ফল এই সকল শব্দ 'ফ' শব্দের বাচক।

(নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

"প্রলয়াম্বুদবর্ণাভাং সদজিহ্বাং চতুর্ভুজাম্।
তত্ত্বাম্বরপ্রদাং নিত্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা ফকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥" (বর্ণোদ্ধার°)

এইরূপে ধ্যান করিয়া ফকার দশবার জপ করিতে হয়। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণজাত বামপার্শ্বে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগে দুঃখ লাভ হইয়া থাকে।

"মোক্ষঃ সৌখ্যং মুক্তং সুখভয়মরণক্লেশদুঃখং পবর্গঃ।"

(বৃত্তরত্না° টীকা)

ফ (স্ত্রী) ফল অপব্যবহারে ড। ১ রুক্ষোক্তি, কটুকথন। ২ ফুৎকৃতি। ৩ নিষ্ফল ভাষণ। (মেদিনী) (পুং) ৪ যজ্ঞসাধন। ৫ স্নান। ৬ ঝঞ্ঝাবাত। (মেদিনী) ৭ বর্দ্ধক। ৮ জৃম্ভানিস্কার। ৯ স্ফুট। ১০ ফললাভ। (বিশ্ব) ১১ মুগ্ধবোধোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। "হসোঽন্তঃ ফঃ" (মুগ্ধবোধব্যা°)

ফকৎ (আরবী) কেবল, মাত্র।

ফকা (দেশজ) ঠকা, অকৃতকার্য্য হওয়া।

ফকির, মুসলমান ভিক্ষুসম্প্রদায়। আরবী ফকর্ ও পারস্য দরবেশ। ভিক্ষুকবৃত্তিতেই ইহারা জীবনধারণ করেন। ফকিরদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। ভারতবর্ষে ঐরূপ দশটী মাত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। জলালউদ্দীন্ মুলাবি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। য়ুরোপীয় তুরস্কের মধ্যে প্রায় ৬০টী বিভিন্ন শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কনস্তান্তিনোপলের বাক্তাসীগণ নিরীশ্বরবাদী, তাহারা মহম্মদকেও মানে না বা তৎপ্রণোদিত কোরাণ শাস্ত্রেও বিশ্বাস রাখে না। সকলেই সুফি এবং আলীপ্রবর্ত্তিত সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত। তথাকার প্রায় দরবেশগণ শারীরিক কষ্টকেই মোক্ষলাভের প্রধান উপায় বলিয়া জানে। ভারতবর্ষে একশ্রেণীর ফকির আছে, তাহারা সর্ব্বদাই মুসলমান তীর্থে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রায় অনেকেই সুদূর পশ্চিম হাজেরিয়ারাজ্যে গমন করিয়া তুর্কসন্ন্যাসী গুলবাবার পবিত্র দেবা দর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সিংহল প্রভৃতি স্থানের তীর্থক্ষেত্রেও তাহাদের গমনাগমন আছে। সাধারণতঃ ভারতবাসী ফকিরগণ ধর্ম্মপ্রভাবহীন ও নীচ বলিয়া গণ্য। তাহারা সকলেই প্রায় 'বে-সেরা' হইয়া পড়িয়াছেন অর্থাৎ কেহই মহম্মদের উপদেশ মানিয়া কার্য্য করেন না। যাঁহারা এখনও 'বাসেরা' আছে অর্থাৎ ধর্ম্ম মানিয়া চলেন, তাঁহারা 'সালিক' নামে পরিচিত।

ফকিরগণ সাধারণতঃ কবরস্থানে, আস্তানায় অথবা তাকিয়াতে স্ব স্ব বাস নিরূপণ করিয়া থাকে। কাদ্রিয়া বা বানাবাগণ আপনাদিগকে বোগ্দাদনিবাসী সৈয়দআবদুল কাদেরজিলানির ধর্ম্মশিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। চিস্তিগণ বন্দনাবাজকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া জানে। এখনও কুলবর্গায় ঐ মহাত্মার

পবিত্রক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। উঁহারা সকলেই সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতারিয়াগণ আবদুল্লহুতার-ই নামের শিষ্য ও মতাবলম্বী। তবকাতিয়া বা মাদারিয়াগণ শাহ মাদারের শিষ্য। ইহারা বাম-মাদি ক্রীড়ানুগামী। মলঙ্গাগণ শাহ মাদারের পাদাম্বুধ্যাত জামন যতির শিষ্য। রফাই বা গুর্জমারগণ সৈয়দ আহমদ ফকির রফাইর শিষ্য। ইহাদের ঈশ্বরে এরূপ বিশ্বাস যে, তাহারা নিজ নিজ হাত কাটিয়া পুনরায় জোড়া দিতে পারে। এই বিশ্বাসবলেই ইহারা স্বইচ্ছায় নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ছেদন করিয়া থাকে। জালালিয়াগণ সৈয়দ জালাল-উদ্দীন্ বোখারির শিষ্য। সোহাগিয়াগণ মুসা সোহাগের অনুচর। ইহারা সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং গীত বাদ্য ও নৃত্যাদি দ্বারা সময়াতিপাত করে। নক্সবন্দীয়াগণ নক্সবন্দীবাসী বহা উদ্দীনের শিষ্য, ইহারা হস্তে আলোক লইয়া রাত্রিযোগে ভিক্ষা করিয়া থাকে। বেওয়া শিয়ারীগণ সাধারণতঃ শ্বেতবস্ত্র দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করে। মহরমের সময় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ফকিরের সাজ করিয়া বেড়ায়।

ফকির, একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়। কিছুদিন হইল গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ফকির নামে একটী উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় লোক আছে। অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দুর ভাগ অতি অল্প। হিন্দু ফকিরেরা সকলেই গৃহী, মুসলমানদিগের মধ্যেও উদাসীনের ভাগ অতি অল্প।

ইহারা ঘোষপাড়ার মতের অনুরূপ মতাবলম্বী। ইহারা (এই সম্প্রদায়ী মুসলমানেরা) ছদ্মবেশী কর্ত্তাভজা। স্বজাতীয় লোকের মনোরঞ্জনার্থ ইহারা কেবল ফকিরের বেশধারণ করে মাত্র। ইহারা পীর পয়গম্বর প্রভৃতি কিছুই মানে না। ‘নয়নে দেখিনি যারে, কিরূপে সাধিব তারে’ ইহাই তাহাদের মূল কথা। ইহাদের আরও একটী সাম্প্রদায়িক সতর্কতার কথা আছে, ‘আপন মরম কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনারে হইবে সাবধান।’ ইহাদের ধর্ম্মচর্য্যার জন্য কএকটী গান প্রচলিত আছে, তাহাই ইহারা সর্ব্বদা গাহিয়া থাকে। ঐ গানগুলিতে তাহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত। নিম্নে তিনটী গীতের প্রথমাংশের কএকটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

১। "আগে সত্যধর্ম্ম যাজন কর আমার মন।
ওরে সত্য মানুষ দেখবি যদি, সত্য বল মন নিরবধি,
ত্যাজ্য কর অসত্যবাদী, তবে মিলবে প্রেম-রতন।
দিনে দিনে দিন ফুরাল, এলো কাল।
কোন দিন তোরে হবে যেতে, বল দেখি কে যাবে সাথে,
তখন ছুটবেরে বিষম জঞ্জাল।
তখন জান্‌তে পারবি তোর কর্ম্মফল।
ও তোর কোন্ দিন দেহ যাবে পড়ে,
তীর্থযাত্রা সকল ছেড়ে, ঠিক দিয়ে থাক বসে পিঁড়ে,
মিথ্যা তোর তীর্থভ্রমণ।"

২। "কর গুরুতত্ত্ব সার, ওরে মন আমার,
গুরু বিনে পারে যেতে পারবে না।
ভাবিয়ে অন্তরে ঘাট গুরু যারে,
লয়ে যাবে পারে ফেলে যাবে না॥
যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে,
ভাব মন তাঁরে, যদি যাবে পারে।
সুমতি হইয়া, গুরুকে লইয়া
আনন্দিত হয়ে থাক রসনা।
গুরু বাক্য ঐক্য কর, সাধু শাস্ত্রমত,
তবে যাবে পার, ভাব কি অসার,
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদয়েতে কর ঐক্য
সুস্থভাবে শান্ত হয়ে থাক না।"

৩। "মানুষ এই সত্য মানুষ, মানুষ বই আর কিছু নাইরে মানুষ,
মনের মন মনস্ প্রাপ্তি বস্তু পাওয়া যায় এই মানুষের ঠাঁই।
চিত্তমের সে ধন, তারে কর সমূহ যতন,
তবে সে মিলিবে রতন, ওহে সাধুভাই।"

সেরিং সাহেবও একশ্রেণীর হিন্দু ফকিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইহারা সাধারণ গোঁসাই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা অনেকে মূর্খ ও দেবতা-বিশেষের উপাসক। ইহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানবান্, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মঠমধ্যে ধ্যানধারণায় কাল কাটায়। সকলেই তীর্থযাত্রা ও ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করে। স্ফটিকাদির মালা বক্ষে ধারণ এবং অপর একটী মালায় হস্তে নাম জপ করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। তাহারা কপালে, নাসিকায়, হস্তদ্বয়ে ও বক্ষদেশে তিলক দিয়া থাকে।

ফকির, বিলগ্রামবাসী মুসলমান কবি মীর নবাবজীস আলীর উপাধি। ইনি ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন।

ফকির, মীর সামসুদ্দীন্, দিল্লীনিবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইনি ‘মফতুন’ নামেই বিশেষ পরিচিত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়া বাস করেন। তথায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জলমগ্ন হওয়ায় তদীয় প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তাঁহার রচিত কবিতাদির মধ্যে একখানি ‘দিবান’ ও তাম্রব্যবসায়ীর পুত্র রামচাঁদের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত ‘তসবীর মুহব্বৎ’ নামক মস্‌নবী খানিই প্রসিদ্ধ।

(১) Mr. Sherring's *Hindu Tribes and Castes.*

ফকিরআলীবেগ, বুলন্দসহরের শাসনকর্তা, সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকালে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ফকিরগঞ্জ, বাঙ্গালার দিনাজপুরের অন্তর্গত একটী বাণিজ্যস্থান ও গণ্ডগ্রাম। এখানে চাউল, দেশীয় পাটের-চট ও পাট প্রভৃতির বিস্তর কারবার আছে।

ফকিরহাট, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী থানা ও গণ্ডগ্রাম। এখানে চাউল, সুপারি, নারিকেল ও চিনি-প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। সুন্দরবনের মধ্যে এই স্থান সর্ব্বোচ্চ। খর্জ্জুর রস হইতে এখানে প্রচুর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়।

২৪ পরগণার সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, অক্ষা° ২২°২৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°৭´১৫´´ পূঃ।

ফকিরাণ, মুসলমান সাধু বা ফকিরদিগের ভরণপোষণার্থ প্রদত্ত নিষ্কর ভূম্যাদি।

ফকীর (আরবী) ১ সন্ন্যাসী। ২ ভিক্ষুক। ৩ দরিদ্র, নিঃস্ব। মুসলমান ভিখারিদিগকে ফকীর কহে।

ফকীরী (আরবী) ফকীরের কার্য্য।

ফক্ক, ১ অসদাচার। ২ মন্দগতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক সেট্। লট্ ফক্কতি। লোট্ ফক্কতু। লিট্ পফক্ক। লুঙ্ অফক্কীৎ। লৃট্ ফক্কিষ্যতি। লুট্ ফক্কিতা। ণিচ্ ফক্কয়তি। লুঙ্ অপফক্কৎ। সন্ পিফক্কিষতি।

ফক্ক, শূরসেনের অনৈক রাজা।

ফক্কিকা (স্ত্রী) ফক 'ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ণ্বুল্ বক্তব্যঃ' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। ১ অসদ্ব্যবহার, ফাকি, পর্য্যায় চোদ্য, দেশ্য, পূর্ব্বপক্ষ। (শব্দরত্না°) সভাস্থলে শাস্ত্রের দুরূহস্থল সকল বিচারের জন্য যে পূর্ব্বপক্ষ করা হয়, তাহাকে ফক্কিকা কহে। যাহারা সেই বিষয়ের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন, তাহারা ঐ ফাকীর দোষ দেখাইয়া প্রকৃত উত্তর বলিয়া দেন। কূটপ্রশ্ন।

"ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমাকুণ্ডলনামবাপিতা।"

(নৈষধ ২।৯৫) ২ ন্যায়সম্মত ব্যাখ্যা।

"শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।

বিবরীক্রিয়তে সম্যক্ দ্বিতীয়মণিফক্কিকা॥"

(অনুমান টীকারম্ভে মথুরানাথ)

ফক্কা (দেশজ) নির্ধন, গরীব।

ফখর (আরবী) খ্যাতি, গৌরব।

ফখরি, হিরাটবাসী একজন মুসলমান গ্রন্থকার। মৌলানা সুলতান মহম্মদ আমীরীর পুত্র। তিনি প্রাচীনকবিগণের জীবনী অবলম্বনে 'জবাহির উল আজাএব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শাহ হসন্ অর্গানের রাজত্বকালে সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়াছিলেন। তুহফৎ উল-হাবিব নামে তাঁহার আর একখানি গজল সংগ্রহও পাওয়া যায়। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

ফখরউদ্দীন আবু মহম্মদ-বিন্ আলী আজ্জেলে, একজন ধার্ম্মিক মুসলমান পণ্ডিত। তিনি তাবাইন্ উল-হকাএক নামে 'কঞ্জউল দকাএক' নামক পুস্তকের একখানি টীকা রচনা করেন। উহাতে তিনি সুফী মত খণ্ডন করিয়া হানফি মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানি ভারতবাসী মুসলমানগণের অতি প্রিয়বস্তু। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

ফখরউদ্দীন্ জুনান, (মালিক) সুলতান গয়াস্ উদ্দীন্ তোগলক শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার রাজ্যারোহণের পর তিনি দিল্লীর যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মহম্মদ শাহ তোগলক ১ম নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। [মহম্মদ শাহ তোগলক দেখ।]

ফখর উদ্দীন্ মালিক, বাঙ্গালার একজন মুসলমান রাজা।

ফখর উদ্দীন্ মৌলানা, দিল্লীবাসী অনৈক মুসলমান কবি। নিজাম উল্ হকের পুত্র। নিজাম উল্ অকাএদ ও রিসালা মার্জ্জিয়া নামক গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত ইহার রচিত আরও কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার কাব্যোপাধি সৈয়া উব হুযায়া। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। দিল্লীর কুতবুদ্দীন্ বখতিয়ার কাকির দর্গার বাহুদেশে ইহার কবর আছে। মুসলমান-সমাজে ইনি ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ফখর উদ্দীন্ সুলতান, বাঙ্গালার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামের (সোণার গাঁও) মুসলমান অধিপতি। ইনি ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষণাবতীর মুসলমানরাজ সামসুদ্দীন কর্ত্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হন এবং তদ্রাজ্য লক্ষণাবতীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফখরউদ্দৌলা, একজন উন্নতমনা মুসলমান শাসনকর্তা (১৭৩৫ খৃঃ) দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তিনি পাটনার শাসনভার লাভ করেন।

ফখরপুর, অযোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। সরযু, তকোশা, ঘর্ঘরা প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত। ভূপরিমাণ ৩৮৩ বর্গ মাইল। এই সম্পত্তির বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী কপূরথলার মহারাজ। লাহোররাজ রণজিৎসিংহের খ্যাতনামা পৌত্রদ্বয় সর্দার ফতেসিংহ ও রণজ্যোতিসিংহ চাহলারিরাজকে এইহা দান করেন। তৃতীয় রাজা বিদ্রোহী হইলে এই স্থান কাড়িয়া লইয়া কপূরথলার রাজাকে দান করা হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ২৭° ২৫´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩১´ ৪১´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে এই স্থান আহীরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্রাট্ অকবর এই গ্রামকে

উক্ত পরগণার সদর মনোনীত করিয়া এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। রাজস্বসংগ্রহের জন্যও এখানে একটী তহশীল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ ও ধনাগার তহশীলদারের অধীনে ছিল। * পরে উহা বুন্দীরাজের ইলাকাভুক্ত হওয়ায় দুর্গ জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফগওয়াড়া, কপূরথলা রাজ্যের একটী নগর।

ফগ্‌ফুর (পারসী) জনৈক চীনসম্রাট্।

ফগুন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ফগু, পঞ্জাবের অন্তর্গত কেঁউথল-রাজের অধিকৃত একটী স্থান। সিমলা পর্ব্বত হইতে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে কোটগড় যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২১´ পূঃ। এই সুরম্য স্থান ইংরাজগণের অতি প্রিয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ হাজার ফিট্ উচ্চ। সিমলার ইংরাজ অধিবাসী ও বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের জন্য এখানে গবর্মেণ্টের একটী বিশ্রামবাটিকা আছে। পর্ব্বতের ঢালুপ্রদেশস্থ বন পুড়াইয়া তথায় আলুর চাষ হইতেছে।

ফঙ্গ (দেশজ) কোন কাজের নয়, বৃথা।

ফঙ্গমানি (দেশজ) তুচ্ছ, সামান্য, নীচ।

ফঙ্গবেনে (দেশজ) ক্ষণস্থায়ী। যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ফচকিয়া (দেশজ) যে ছোকরা বৃথা হাসে।

ফজল উল্লাখাঁ, মহিসুররাজ হায়দার আলীর বিখ্যাত সেনাপতি। ইনি ১৭৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সদাশিবগড়, ধারবার প্রভৃতি স্থানে কএকবার মহারাষ্ট্রসেনাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন।

[মহারাষ্ট্র দেখ।]

২ সম্রাট্ বাবরের সভাস্থ একজন আমীর। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ইঁহার একটী মসজিদ্ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফজল হক, একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি খৈরাবাদবাসী ফজল ইমামের পুত্র। পিতার ন্যায় তিনিও অনেক গদ্য পদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি সাধারণের আদরণীয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি দাক্ষার বিদ্রোহী নবাবের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জেনারল পেপিয়ারের বিপক্ষে নরোদ যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ফজলগাজী, বাঙ্গালার বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইনি ভাওয়ালবাসী ছিলেন। [বারভূঁয়া দেখ।]

ফজিহৎ (আরবী) দুর্নাম।

ফঞ্জিকা (স্ত্রী) ভনক্তি রোগানিতি ভঞ্জ আমর্দ্দনে ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ভস্য ফ, টাপি অতইত্বং। ১ ব্রাহ্মণযষ্টিকা।

"নিৰ্গুণ্ডী ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ।" (রসেন্দ্রসারস°)

'ফঞ্জিকা ব্রাহ্মণযষ্টিকা' (তট্টীকা) ২ সেবতাড়। ৩ মুরালতা। (শব্দচ°) ৪ দন্তিবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফঞ্জিপত্রিকা (স্ত্রী) ভনক্তি রোগানিতি ভঞ্জি পৃষোদরাদিত্বাৎ ভস্য ফঃ, ফঞ্জি রোগহারকং পত্রং যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অতো ইত্বং। আখুপর্ণী। (রত্নমালা)

ফঞ্জী (স্ত্রী) ভঞ্জ-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ভস্য ফ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভার্গী, বামুনহাটী। ইহার গুণ দুর্জ্জর ও বাতনাশক।

"বৎসাদনী তথা ফঞ্জী তৈলপর্ণী তু সিংহিকা।

চক্রমর্দ্দক ইত্যন্যো দুর্জ্জরা বাতকোপনাঃ॥" (হারীত ১।১০ অ)

ইহার পত্র কফনাশক। ২ বৃক্ষান্তরবিশেষ। (রাজনি°) ৩ হস্তিবৃক্ষ। ৪ যোজনবল্লী। (বৈদ্যকনি°)

ফঞ্জীকর (পুং) পর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

ফঞ্জ্যাদিপঞ্চক (পুং) পর্ণী আদি করিয়া পাঁচপ্রকার শাক, পর্ণী, জীবনী, পথ্যা, তর্কারী ও চুক্রক এই পাঁচপ্রকার শাক। ইহাদের গুণ বাতহারক, গ্রাহক, দীপন, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, পথ্য, গ্রাহক ও বলকর। (রাজনি°)

ফট্ (অব্য) ১ অনুকরণশব্দ। ২ অস্ত্রবীজ, তন্ত্রোক্ত অস্ত্রনামক মন্ত্রভেদ। এই ■ শান্তিকুম্ভক্ষালন, অর্ঘ্যপাত্রক্ষালন, অর্ঘ্যজলধারা পুষ্পোপকরণের অভ্যুক্ষণ, অন্তরীক্ষগত বিঘ্নোৎসারণ, বিকিরক্ষেপণ, গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন, অঘমর্ষণ, পাপপুরুষতাড়ন, করাঙ্গন্যাস, নৈবেদ্যপ্রোক্ষণ, হোমাগ্নির ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগ, হোমাগ্নির আবাহন, তদগ্নিপ্রোক্ষণ প্রভৃতিতে এই 'ফট্' মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"সবিসর্গং ফডন্তং তৎ সর্ব্ববিঘ্ন বিনির্দ্দিশেৎ।" (ভাগ° ৬।৮।১০)

(ত্রি) ৩ বিশীর্ণাদি। "উপরি প্লুতা জলেন হতোঽসৌ ফট্" (শুক্লযজুঃ ৭।৩) 'ফট্ বিশীর্ণো ভবতু' (বেদদীপ)

ফট (পুং স্ত্রী) ফট্ বিকসনে পচাদ্যচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ফণা। ২ দন্ত। ৩ কিতব। (মেদিনী)

ফটক (আরবী) ১ প্রবেশদ্বার। ২ কারাগার।

ফটকবন্দী (আরবী) কারারুদ্ধ।

ফটকা (দেশজ) ১ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। ২ ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। ৩ উত্তরফল।

ফটকিরি, ধবাযক্ষারজ খনিজ পদার্থ বিশেষ (Alumen বা Alum), ভারতের অন্তর্গত বিহার, সিন্ধু, কচ্ছ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এই দ্রব্য সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। মদনা বা অন্যান্য ধাতুর

* বিটীশগবর্মেণ্ট প্রকাশ যে সিপাহীদের সিংহাসনচ্যুত রাজা জোয়ী সিং ও যোয়ী ডোয়ী বলল কর্তৃক বীণাবার দণ্ড হইয়াছিল।

সংযোগ হেতু ইহা লাল, কাল, হলদে বা সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। বিভিন্নস্থানে ইহার বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে,—হিন্দি—ফিট-কারী, বাঙ্গালা—ফটকিরি, সংস্কৃত—স্ফটিকারী, আরব—শিব্, জাজ, পারস্য—জাক্, জাকে-সফেদ ; মহারাষ্ট্র—ফট্‌কী, তুরি, পটক্রি, তামিল—পটিকারম, তেলগু—পটিকরাম, মলয়ালম্—পটিকারম্, ব্রহ্ম—কিও থিন্।

পর্ব্বতের মধ্যস্থিত কোন কোন স্থানে মৃত্তিকাসংলগ্ন অবস্থায় ফটকিরি দেখা যায়। উহা কাল বা কৃষ্ণধূসরবর্ণের আঁইসের মত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে অধিপ্রস্তরসমষ্টীয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। উহাতে সাব্-নাম্মুলিটিক সংস্থানে (Sub-nummulitic group) সঞ্চিত ফট্‌কিরিযুক্ত কৃত্রিম ধাতু (Pseudo breccia) বিমিশ্রিত আছে।

ঐরূপে মিশ্রিত ফট্‌কিরিসংযুক্ত মৃত্তিকা বাহিরে ফেলিয়া রাখা হয়, পরে চৌকা করিয়া বিছাইয়া তদুপরে জলসিঞ্চন করা হইয়া থাকে। ১২।১৩ দিন পরে দ্রবীভূত হইয়া উহা গন্ধকিত-ফটকিরিযুক্ত (Sulphate of alumina) সমতল স্ফটিক ধাতুখণ্ডে (Crystalline plate) রূপান্তরিত হয়। উহাই ফটকিরির বীজ বা ফটকারি-কা-বিন্ বা তুরি নামে প্রসিদ্ধ। ঐ তুরির ১৫ ভাগে ছয় ভাগ সল্টপটাশ (Salt-potash) মিলাইয়া গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইতে হয় ; কিন্তু সল্টপটাশ গলিবার পূর্ব্বেই দ্রবীভূত ফট্‌কিরির জল একটী মৃন্ময় পাত্রে ঢালিয়া দেয়। প্রায় দুই দিবসের মধ্যেই উহা স্ফটিকাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ঐ অপমল পদার্থকে দ্রবীভূত করণের জন্য পুনরায় অগ্নিতে জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে। অবশেষে উহা মৃত্তিকা-প্রোথিত মট্‌কার মধ্যে ঢালিয়া রাখিলে চারিদিনে দৃঢ় স্ফটিক দানায় পরিণত হয়।

পঞ্জাবের লবণ নামক পর্ব্বতমালার শৈলজ আঁইস হইতে, তথাকার কালাবাগ ও কাটকি নামক স্থানে রক্তাভ বা পাটল ফটকিরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড বা চীনদেশজাত ফটকিরি অপেক্ষা কচ্ছদেশোৎপন্ন ফটকিরিই উত্তম। কালাবাগের ফট-কিরির ক্ষারাংশ হইতে সোডা পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডদেশজ ফটকিরিতে পটাশ থাকে। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, নীল প্রভৃতি রঙ পাকা করিবার জন্য উহাতে ফটকিরি মিশান দেওয়া হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে, ইহার গুণ ধারক, রক্তরোধক ও পচন-নিবারক। নিস্তেজ উদরাময়, কফনীল প্রদরাদি, রক্তস্রাব, শিশু-দিগের বিসূচিকা, ওদরিক ছর্দি, জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব, হাঁপকাশি, (Bronchorrhœa) প্রভৃতি রোগে ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহার করা যায়। শিরশ্লেষ্মিক অক্ষিরোগ (Catarrhal opthalmia) পক্ষমূলে ক্ষত প্রভৃতি চক্ষুরোগে, শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa), প্রমেহ (Gonorrhœa), অসৃগ্দর (Menorrhagia), অন্ত্রাংশ বা জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus of the uteri and rectum) এবং অন্যান্য ক্ষতরোগে জলমিশ্রিত ফট-কিরির দ্বারা ধাবন বিশেষ উপকারজনক। গরমজলে ফটকিরি-গুঁড়া ফুটাইয়া ৪।৫ দিন মুখ ধুইলে জিহ্বা ও মুখবিবরের ঘা আরোগ্য হয়। ফটকিরি গুঁড়া ও আইডোফরম্ মিলাইয়া বিস্ফোটকাদিতে লাগাইলে সহজে ঘা শুকাইয়া আইসে।

ফটকিরি জলের কুলকুচা করিলে দন্তক্ষত ও গলার মধ্যে জল ঘড়ঘড়াইলে গলক্ষত দোষাদি নষ্ট হয়। ফটকিরি পুড়াইয়া গুঁড়া করিয়া নাস লইলে নাসাস্রাব নিবারিত হয়, কখন কখন ঐ গুঁড়া বৃশ্চিকদংশনস্থানে প্রলেপ দেওয়ায় উপকার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শিশুর নাভিরজ্জু-কর্ত্তনের পর যদি নাভি পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে পোড়া ফটকিরি-গুঁড়া দিলে শীঘ্র সারিয়া যায়। পূর্ব্বাহ্নে গর্ভস্রাবের পক্ষে ইহা একটী সহজ ও শীতল ঔষধ। ইহার প্রয়োগেও রক্তস্রাব কম হয়।

প্রয়োগপ্রণালী—প্রথমে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রে আখরোট বা বড় মার্ব্বেলের মত আকারের একটী থলি নির্ম্মাণ করিবে। পরে তন্মধ্যে উত্তমরূপে চূর্ণ ফটকিরি পুরিবে। সেলাই দ্বারা থলির মুখ আবদ্ধ করিয়া ঐ থলি জরায়ুমুখে (Os uteri) লাগাইয়া দিবে। উহা টানিয়া বাহির করিবার জন্য যেন থলির পথে সূতা বিলম্বিত থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন যাতনা অনুভূত ■ হইলে আরও ২৫ ঘণ্টা কাল রাখিয়া সরাইয়া লইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ডেব্রিস্ (Debris) নির্গত হইয়া পড়িবে। বাবুলের কাথের সহিত ফটকিরি মিশাইয়া রক্তার্শরোগে পিচকারী দিলে উপকার দর্শে। পোড়া ফটকিরি-গুঁড়ায় লেবুর রস মিশাইয়া চক্ষে দিলে যোজকত্বগোষ-রোগ নাশ হয়। হাঁপকাশে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ ফট্‌কিরি দিবসে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে। উদরাময় ও রক্তার্শরোগে ইহার পাঁচ গ্রেণ পরিমাণ সেবনবিধি। সপূয যোজকত্ব-শোথ (Purulent opthalmia ও Conjunctivities) প্রভৃতি চক্ষুরোগে গোলাপজলে ৪ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার্য্য।

ফটা (স্ত্রী) ফট-ক্রিয়াঃ টাপ্। ১ ফণা, সর্পের ফণা।

"নির্ব্বিষেণাপি সর্পেণ কর্ত্তব্যা মহতী ফটা।
বিষং ভবতি ■ বাপ্ত ফটাটোপো ভয়ঙ্করঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ১।৮৩)

২ দম্ভ। ৩ কিতব। (হেম)

ফটকী (স্ত্রী) স্ফটিকারী, ফট্‌কিরী।

ফটিক (দেশজ) স্ফটিক। [স্ফটিক দেখ।]

ফটিকারী (স্ত্রী) (Alumen, Alum) খনিজাত ক্ষারবিশেষ। চলিত ফট্‌কিরি। হিন্দী—ফিটুকিরী, তৈলঙ্গ—পটিকুরাম।

তামিল—পড়িকারম। দাক্ষিণাত্য—ফটকী, গুর্জর—ফর্করী, বম্বে—ফটকী। ইহার গুণ সংগ্রাহী, সঙ্কোচক, অপূতিকর, বালবিষ্ঠী, উদরাময় ও নানারক্তস্রাবে হিতকর। কটু, মিষ্ট ও কষায় এবং প্রদরয়োগ, মেহকৃচ্ছ্র, বমন ও শোষনাশক।

"ফটী চ কটুকা স্নিগ্ধা কষায়া প্রদরাপহা।
মেহকৃচ্ছ্রবমীশোষ-দোষঘ্নী দৃঢ়রঞ্জনা॥" (রাজনি°)

[ফটকিরি দেখ।]

ফটোগ্রাফী (Photography) চিত্রবিদ্যাবিশেষ। আজকাল এই চিত্রবিদ্যার প্রভাবে আমরা মনুষ্যমাত্রের প্রতিকৃতি, পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবমূর্ত্তি এবং দেবমন্দিরাদি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার প্রতিচ্ছবি মুহূর্ত্তমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারি। ইহা হস্তসাধ্য চিত্রশিল্প হইতে স্বতন্ত্র। [চিত্রবিদ্যা দেখ।]

এই কলাবিদ্যা সাহায্যে যে সমুদায় চিত্র উঠান যায়, তাহা 'ফটোগ্রাফ' নামে খ্যাত। কিরূপে প্রতিবিম্বিত চিত্র দর্শনমাত্রেই আধারে প্রতিফলিত হয়, তৎ সমুদয়ের আলোচনায় এই বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মির শক্তি প্রভাবে কোন কোন বস্তুতে রাসায়নিক বিপর্য্যয় ঘটে। সূর্য্যালোকের এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল শক্তি (Actinic influence) থাকাতেই, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত আধার বিশেষে, সেই আলোকচালিতপ্রতিকৃতিসমূহ প্রতিভাত হইয়া বিকাশ পায়। এই তত্ত্বের বিশেষ অনুশীলনই ফটোগ্রাফীর উন্নতির প্রধানতম কারণ।

আলোকসাহায্যে ছবি আঁকিতে বা লিখিতে পারি বলিয়াই উহাকে কলাবিদ্যায় অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জীবিত বা মৃত, খনিজ, উদ্ভিদ্ ও জীব প্রভৃতি জাগতিক পদার্থসমূহে আলোকের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া আমরা অনুসন্ধিৎসু হই, ইহাই উক্ত বিদ্যার বৈজ্ঞানিক লক্ষণ।

এক্ষণে ফটোগ্রাফী বিদ্যা একটী সৌখিন কলায় পরিণত হইয়াছে। আমার মনস্তুষ্টিকর চিত্রসমূহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমাকে ফটোগ্রাফ-চিত্রকরের শরণ লইতে হয়। এইরূপ আবশ্যক বোধে অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যা আদরের সহিত অভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বকালে সিলে (Scheele), রিটার (Ritter), সিবেক (Seebeck), বার্থোলেট (Bertholiet), বেকারেল (Bequerel), ওয়ালেস্টন (Wollaston), ডেভি (Sir Humphrey-Davy), ওয়েজউড (Thomas Wedgwood), ইয়ং (T. Young) ও হর্সেল (Two Herschels) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া গিয়াছেন। এই কলাবিদ্যায় অনুকূলদৃষ্টির বিশেষ কারণ এই যে, ইহার অনুশীলনদ্বারা রসায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা (Physics)-বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং আমাদের শিল্পনৈপুণ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কার্য্য-দক্ষতাও বিকাশ পাইয়াছে। অভ্যস্ত কার্য্যের পরিপক্কতানুসারে যখন ঐ বিকাশগুলি ক্রমশঃ পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়, তখন উহা হইতে দৃষ্টিবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অনেক সম্পাদ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয় এবং শেষে একটী আনন্দের উপাদান হইয়া উঠে।

কিরূপে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যত্নে ও উৎসাহে এই বিদ্যার উদ্ভব ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।[১]

প্রথমে 'কেমেরা অব্‌স্কিউরা' (Camera Obscura) নামক চিত্রপ্রদর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। পদুয়াবাসী ব্যাপ্তিস্তা পোর্টা (Baptista Porta) নামক জনৈক ব্যক্তি (১৫৮৯ খৃঃ অব্দে) ইহার গঠনাদি নিরূপণ করিয়া যান[২]। সার হাম্‌ফ্রে ডেভি, ওয়েজউড প্রভৃতি উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া 'Camera obscura' যন্ত্রের দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ঐ প্রতিফলিত চিত্রটী 'সেন্সেটিভ পেপারের'* উপর অতি ক্ষীণভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্ররূপে প্রকাশ পায়। পর্য্যায়িক আলোচনায় ঐ বস্তুটী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত-পক্ষে উহাই ফটোগ্রাফাদির উৎপত্তির মূলকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পোর্টার কেমেরাটী নলাকার ও অন্তর্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। উহার একমুখে একখানি মুকুর (Lens), তদ্দ্বারাই তিনি অপর মুখস্থ সাদা জমির সহিত আলোকের অধিশ্রয়ণ (Focus) ঠিক করিয়া লইতেন। পরে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে জন ডোলাণ্ড কর্ত্তৃক বর্ণবিহীন মুকুর (Achromatic lens) আবিষ্কৃত হওয়ায় একটী পরিষ্কার চিত্রসংগ্রহণের উপযোগিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতঃপর কেমেরার যন্ত্রাদি ও আকৃতিক পরিবর্ত্তনে ফ্রবল অবজেক্টিভ লেন্সের ব্যবহারে সূক্ষ্ম অধিশ্রয়ণ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এইরূপ অনুশীলন-বলেই চিত্রগ্রহণের জন্য বক্স (Box camera) হইতে বেলো (Bellows camera), পরে ষ্টেরোস্কোপিক (Stereoscopic) ও অসবর্ণস্ কপিং কেমেরা ও টেবল (Osborne's Copying Camera and Table) প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে।

(১) রবার্ট হাণ্ট লিখিত *"Researches on light"* ও *"Treatise on Photography"* এবং এবে মোইনো (Abbe Moigno) প্রণীত Repertoire d' optique Moderne নামক গ্রন্থে ফটোগ্রাফীর বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

(২) ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে রোজার বেকন, ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে আল্‌হাজেন ও ১৫০০ খৃষ্টাব্দে লিওনার্ডো দা ভিন্‌সি এতদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(*) রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত কাগজ বিশেষ। উহার উপরে চিত্র জমাইয়া তুলিতে হয়।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে পেটিট্ লক্ষ্য করেন যে, দ্রবীভূত নাইট্রেট অব পটাশ, মিউরিএট অব এমোনিয়া অন্ধকার অপেক্ষা আলোকেই শীঘ্র শীঘ্র স্ফটিকাকার ধারণ করে। অতঃপর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সুইডেনবাসী রাসায়নিক শিলে দেখিলেন যে, দ্রব নাইট্রেট অব্ সিল্ভার একখণ্ড খড়িতে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলে উহা কাল হইয়া যায়। সাধারণ বেঞ্জলে পতিত সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলনেও ঐরূপ বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে। আরও দেখা গিয়াছে যে ত্রিশিরা কাচ-যন্ত্র হইতে বক্রভাবে নিপতিত সূর্য্যরশ্মির নীল ও বেগুণি আলোকে ক্লোরাইড অব্ সিল্ভার (luna cornua or horn-silver) মাখান কাগজ কাল হয়। সেনিবায়ারও (Senebier) পরীক্ষা দ্বারা এই আলোক-শক্তি-নিরূপণে কৃতকার্য্য হন। অতঃপর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট রামফোর্ড (Count Rumford) তাপকেই পরিবর্ত্তনের কারণ জানিয়া একটী প্রবন্ধ লিখেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মিঃ হরাপ্ (Mr. Harrup) তদীয় ভ্রান্তমত নিরাকরণ করিয়া 'সল্টস্ অব্ মার্কারির' একমাত্র আলোকেই রূপান্তরপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন করিয়া যান।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রিটার কাচ-প্রতিফলিত বিভিন্ন বর্ণের সৌর-প্রতিবিম্বে আলোকমালার অবস্থান সপ্রমাণ করিয়া ক্লোরাইড অব সিল্ভারের বর্ণান্তর নিরূপণ করেন। এই অনুসন্ধানে এম্ এম্ বেরার্ড, সিবেক, বার্থোলেট, সর্ ডবলু হর্সেল, সর্ এচ্ এনল্ফিল্ড, ওয়ালেষ্টন, ডেভি প্রভৃতির চিত্তাকর্ষণ করে। তাঁহারাও পরীক্ষা দ্বারা জীবদেহের উপর আলোকের এই বিশিষ্ট শক্তির প্রভাব স্থির করিয়া যান।

প্রাচীনকালে ফটোগ্রাফী বিদ্যার ভিত্তিস্থাপনে বহু-লব্ধ ব্যাপৃত হইয়াছিল। প্রিষ্ট্লে, সেনিবায়ার, ইঞ্জেনহউজ্, ডি কণ্ডোলে, সসার ও রিটার প্রভৃতি মনীষিগণ উদ্ভিদাদির উপর আলোক-শক্তির প্রভাবনির্ণয়েও তদ্রূপ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

রিটার ও ওয়ালেষ্টনের পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে টমাস ওয়েজউড ও সর্ হাম্ফ্রে ডেভি ফটোগ্রাফী বিদ্যার উন্নতিকল্পে বিস্তর আলোচনা করেন[৩]। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট অব্ সিল্ভারের প্রলেপে প্রস্তুত কাগজ, চর্ম্ম, কাচ বা পত্রাদির উপর (Sensitive surface) সূর্য্যালোকে আলোকিত প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের পূর্ণ চিত্র কেমেরা অবস্কিউরা ও সৌর অনুবীক্ষণ (Solar microscope) যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ছবিগুলি অতিশয় ক্ষীণ ও অল্পক্ষণস্থায়ী হইত[৪]। ওয়েজউড্ সাহেব ঐ ছবি স্থায়ীকরণের কোন চেষ্টা করেন নাই। ডেভি সাহেব উক্ত প্রথার অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রস্তুত কাগজ প্রভৃতি জমিতে সৌরানুবীক্ষণ-সাহায্যে স্বচ্ছন্দে চিত্রাদি উঠাইতে পারা যায়। এইরূপে ক্রমে ফটোগ্রাফী বিদ্যার মূল উপায় নির্দ্ধারিত হয়। হাম্ফ্রে সাহেব আরও দেখিয়াছেন যে, নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার অপেক্ষা মিউরিএট্ অব্ সিল্ভার শীঘ্র পরিবর্ত্তনশীল, এমন কি উষালোকেও উহা শীঘ্র শীঘ্র সাদা হইতে ঈষৎ বেগুনি রঙে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রেটে ঐ রূপ স্থলে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, এক্ষণে দিবালোকে প্রতিভাসিত চিত্রের অনালোকিত অংশে বর্ণের অবিকাশ ব্যতীত এই সুকুমার বিদ্যার আর কিছু বাকি থাকে নাই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সোণতীরবর্ত্তী চালোন্‌বাসী ফরাসী পণ্ডিত যুসেঁর নিপ্সে (Joseph Nicephore Niepce) সূর্য্যালোক-সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম চিরস্থায়ী চিত্র তুলিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। তিনি এই প্রথাকে হেলিওগ্রাফী (Heliography) বলিতেন[৫]। তিনি প্রথমে লেভেণ্ডার তৈলে পীচ (Asphaltum) গলাইয়া রূপা বা কাচের থালার উপর মাখাইয়া রাখিতেন। পরে ঐ পাত্র শুষ্ক অথচ অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লইতেন। ঐ বার্ণিসযুক্ত পাত্র সহজেই চিত্রগ্রহণে সমর্থ হইত। ঐ প্লেট ৪।৩ ঘণ্টাকাল কেমেরা মধ্যে রাখিলে, তাহাতে একটী ক্ষীণ চিত্র প্রতিভাত হয়। পরে তিনি ঐ চিত্রযুক্ত প্লেট বাহির করিয়া পুনরায় নেপ্থা ও লেভেণ্ডার তৈলের সাহায্যে তাহার পূর্ণ বিকাশ (Developed) করিয়া দিতেন। পুনরায় তৈলসিক্ত হওয়াতে চিত্রের অনালোকিত অংশ (অর্থাৎ ছবি উঠাইবার কালে যেখানে সূর্য্যকর স্পর্শ করে নাই) গলিয়া উঠিয়া যায়, কেবল ছবি মাত্র পড়িয়া থাকে। পরে তাহাতে এন্‌গ্রেভারস্ এসিড্ (Engraver's acid) প্রয়োগ করিয়া ঐ চিত্রপট তিনি পরিস্ফুট করিয়া লইতেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা যে প্রথার উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—"আলোক-

(৩) গ্রেট বৃটেনের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পত্রিকায় 'An account of a method of copying paintings upon glass and of making Profiles by the agency of light upon Nitrate of silver, with observations by Davy' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রস্তুত কাগজাদির উপর যে প্রতিমূর্ত্তির ছায়া পতিত হইত, সেইস্থান সাদা ও অপরাংশ কাল হইয়া যাইত। ছবি উঠাইয়া অন্ধকার-স্থানে রাখা আবশ্যক। ছায়াযুক্ত স্থানে উহা পরীক্ষা করা উচিত, সময় সময় আবশ্যকমতে উহা আলোকে আনাও যায়। সামান্য আলোকে উহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অধিকক্ষণ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় আলোক মধ্যে রাখিলে উহা বিকার প্রাপ্ত হয়।

(৫) সূর্য্যালোকসাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তর-ফলকের উপর উৎকোলিত চিত্র; উহা ফটোগ্রাফীর অন্যরূপ।

সংযোগে তৈলাক্ত চিত্র-তলি (Bituminous surface) এরূপ দৃঢ় হইয়া যায় যে, ঐ রূপাবরিত অংশকে দ্রব করিবার শক্তি ঐ তৈলবৎ পদার্থ থাকে না, বরং ঐ প্লেটের অনালোকিত অর্থাৎ ছবিশূন্য অংশেই তাহার ঐ দ্রাবক শক্তির অল্পে অল্পে বিকাশ হয়। এইরূপে যখন ঐ ধাতব পাত্রের ছবিশূন্য স্থানের তৈলবৎ পদার্থ (Bitumen) অপসারিত হয়, তখন সহজে একোয়া-ফর্টিস্ (Aqua fortis) দ্বারা ঐ প্লেটের প্রতিমূর্ত্তি নকল করিয়া লওয়া যায়।' প্রকৃতরূপে এতদ্বারাই ফটো এন্‌গ্রেভিং ও ফটোলিথোগ্রাফী প্রভৃতি চিত্রকার্য্যের উদ্ভব, এরূপ স্বীকার করা যায়।* এইরূপ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত পীচের (Asphaltum) সূর্য্যালোক-সহস্থান কখনই দ্রব হয় না, ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রথম স্তবক। অতঃপর তিনি রৌপ্য ও তাম্রপাত্রের উপর লবণ ও ফস্‌ফরাস্ মাখাইয়া-চিত্রোত্তোলন-যোগ্য জমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চিত্রকর মুসের ডেগুয়েরে (M. Louis Jacques Mande Daguarre) সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ে এই চিত্র-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা-সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং এই ব্রতে উভয় পরীক্ষকই অংশীদার হইয়াছিলেন। পরীক্ষাকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নিপ্‌সের মৃত্যু হয়[১]। অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, রূপার পাতে কিরূপে শীঘ্র শীঘ্র চিরস্থায়ী পরিস্ফুট চিত্র আলোকবলে উঠাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইবার জন্য ডেগুয়েরে স্বীয় উদ্ভাবিত প্রথায় একখানি আদর্শচিত্র উঠাইয়া সাধারণকে দেখান। উহা 'ডেগোরোটাইপ' (Daguerrotype) নামে খ্যাত[২]।

প্রকৃত পক্ষে এখন হইতেই প্রকৃত ফটোগ্রাফীর সূত্রপাত হইল। ডেগুয়েরো প্রথমে যে ছবি উঠান, তাহা পজিটিভ্ (Positive), কাজেই তাহা হইতে আর দ্বিতীয় ছবি তুলা যায় না। কিন্তু এক্ষণে প্লেটে যে প্রথম ছবি উঠে, তাহাই 'নেগেটিভ' (Negative) এবং তাহা হইতে যতগুলি ছবি তুলা যায়, তাহাই পজিটিভ।

টালবট সাহেবই (Wm. H. F. Talbot) বহু অধ্যবসায়ে ৫ বৎসর পরীক্ষা দ্বারা 'নেগেটিভ' চিত্রোত্তোলন প্রথার আবিষ্কার করেন। তিনি একখণ্ড চিঠির কাগজ প্রথমে লবণজলে ও পরে নাইট্রেট অব্ সিল্‌ভার-দ্রাবকে (Solutions of common salt and Nitrate of Silver) বারংবার ডুবাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ চিত্রগ্রহণোপযোগী (Sensitive) করেন। সূর্য্যালোক প্রভাবে কএক সেকেণ্ড মধ্যে উহাতে আদর্শ চিত্রখানির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। পুনরায় লবণজলে ডুবাইয়া ঐ চিত্রকে স্থায়ী করা যায়। এই প্রথা সরল ও সুবিধাজনক নহে বলিয়া তিনি আর একটু উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইওডাইড অব্ সিল্‌ভার ও আইওডাইড অব্ পোটাসিয়ম্ সহযোগে যে কাগজ প্রস্তুত করেন, ছবি উঠাইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একবার তাহার পৃষ্ঠদেশ এসিটোনাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার ও গলো-নাইট্রেট্ অব সিল্‌ভারে ভিজাইয়া লইতে হইত। তিনি ঐ অপ্রকাশিত চিত্রের পূর্ণ বিকাশ জন্য গলো-নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার এবং স্থায়িত্বের জন্য ব্রোমাইড অব্ পোটাসিয়ম্ ব্যবহার করিতেন। টালবট সাহেব তাঁহার চিত্রাঙ্কণকে 'Calotype or Talbotype নামে অভিহিত করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য তিনি রাজকীয় সভা (Royal society) হইতে পদক প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বে যে ডেগুয়েরোটাইপ্-প্রথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা একদিন মনুষ্যচিত্রগ্রহণের উপযোগিতা লাভ করে নাই। সেই উন্নতিপথে লক্ষ্য করিয়া প্রতিমূর্ত্তি স্থায়ীকরণাভিপ্রায়ে আইওডিন্ ও সিল্‌ভারের পরিবর্ত্তে হাইপো-সল্‌ফেট অব্ সোডা ব্যবহার করা হয়। পরে মুসোঁ ফিজোঁ রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়াদ্বারা তদুপরে স্বর্ণজল বিস্তার করায় বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মিঃ গডার্ডই (Mr. Goddard) প্রশংসার পাত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইওডিন ও ব্রোমিন্ যোগে যে চিত্রগ্রহণ করেন, তাহা এক সেকেণ্ড মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতঃপর মিঃ ক্লডেট্ (Mr. Claudet) ব্রোমিন ও আইওডিন ব্যবহারে সফল লাভ করেন। সাধারণের রুচি অনুসারে আজিও ব্রোমিন্ ব্যবহৃত হইতেছে।

* এই প্রথার অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে 'ফটোগ্রাফী' ও লিথোগ্রাফীর পরস্পর সংযোগে লেমার্সিয়ার (Lemercier), বেরেসউইল (Barreswill) ও লেরেবো (Lerebours) প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা ফটোলিথোগ্রাফী প্রথার পূর্ণ বিকাশ করিয়া যান। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা Asphaltum এর পরিবর্ত্তে বাইক্রোমেটেড্ জিলেটিন (Bichromated gelatine) ব্যবহার করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(১) অতঃপর নিপ্‌সের পুত্র আইসাডোরের সহিত ডেগুয়েরে নূতন বন্দোবস্ত হয়। ফরাসী শাসনসভা (French legislature) এই কার্য্যের জন্য ডেগুয়েরেকে ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা ও আইসাডোরকে তাঁহার সাহায্য জন্য ৪ হাজার মুদ্রা দেন।

(২) ডেগুয়েরে উদ্ভাবিত প্রথা :—উৎকৃষ্ট পালিশ করা একখানি রূপা বা রূপার কলাই করা তামার পাতে আইওডাইনের ধূম লাগাইলে রূপা ও আইওডাইন সংযোগে ঐ পাতের উপর যে দাগ পড়িয়া যায়, তাহাকে ক্যামেরার সাহায্যে একটী ফটোগ্রাফচিত্র তুলা যায়। ঐ অপ্রকাশিত চিত্র তিনি অন্ধকার গৃহে লইয়া এবং পারার ধূম লাগাইয়া বিকাশ করেন। অতঃপর লবণমিশ্রিত জলে ঐ ছবি নিমজ্জিত রাখিয়া তাহাকে স্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কাগজের পরিবর্ত্তে 'কলোডিয়ন্ নেগেটিভ্' (Collodion negative) প্রস্তুতের প্রথা উদ্ভাবিত হয়। লে গ্রে নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত কলোডিয়নকে ফটোগ্রাফীর মূল উপাদান (agent) বলিয়া দেখান, ইংলণ্ডবাসী স্কট আর্চার তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাচ বা কাগজের প্লেটে কলোডিয়ন্ ঢালিয়া যে জমি করিয়া লন, তাহাতে সহজেই নেগেটিভ চিত্র উঠিয়া যায়। পরে ঐ প্লেটকে নাইট্রেট অব্ সিল্ভার সোলিউসনে ডুবাইয়া লইতে হয়। চিত্রের পূর্ণ-বিকাশের (Development) জন্য আমরা ইংলণ্ডবাসী রবার্ট হাণ্টের নিকট ঋণী। তিনি প্রোটো-আইরণ-সল্ট বা পাইরো-গেলিক এসিড্ দ্বারা চিত্র-বিকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া যান। সর জন হর্শেল হাইপো সল্ফেট্ অব্ সোডাকেই চিত্রস্থায়িত্বের মূলকারণ বলিয়া গিয়াছেন।

কলোডিয়ন দ্বারা নেগেটিভ-চিত্র উত্তোলনের জন্য কাচে অ্যাম্ব্রোটাইপ ও টিন-টাইপের উদ্ভব হয়। টিন-টাইপ-প্রথায় উঠান ছবি দরে কম হয়, এজন্য এখনও ইহার প্রভূত ব্যবহার আছে। কলোডিয়ন-নেগেটিভ্ প্রথার উন্নতিকল্পে ড্রাই প্লেটের সৃষ্টি হয়,* যেহেতু ওয়েট প্লেট স্থান বিশেষে বড়ই অসুবিধাজনক। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সেশ সাহেব (B. J. Sayce of England) ড্রাই প্লেটে কলোডিয়নের সহিত নাইট্রেট অব্ সিল্ভার ও ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাড্মিয়ম মিশাইয়া, কলোডিয়ন-ব্রোমাইড্-নেগেটিভ্ প্রথার অবতারণা করেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রস্তুত এই প্লেট না ধুইলেও চিত্রগ্রহণে সমর্থ হয়। মিঃ আর্ণেষ্ট এড্ওয়ার্ড্স্ কলোডিয়ান্ স্থলে জিলেটাইন্ ব্যবহার করিয়া ফটোচিত্রণে সফলমনোরথ হইয়া ছিলেন।

জিলেটিন যে কলোডিয়ানের পূর্ব্ব হইতে ফটোগ্রাফে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।* এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব ব্রোমাইড্ অব্ সিল্ভারের সহিত জিলেটিন মিশাইয়া কাচের উপর উত্তাপে শুকাইয়া লইতেন। পরে উহাতে ছবি তুলিয়া তাহার বিকাশার্থ অক্সালেট্-অব্-আইরণ বা পাইরোগেলিক এসিডের ক্ষার ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে এই কাচ একটী বাণিজ্য-সামগ্রী হইয়াছে এবং য়ুরোপ, ভারত ও আমেরিকার সকল স্থানেই ইহার রপ্তানি হইয়া থাকে।

১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনরালোচনার সময় আইসে। ঐ সময়ে টেলিওপটিকসের স্লাইড্ নির্ম্মাণ, ফটোগ্রাফীর্ এনামেলের উদ্ভব, ঔষধাদির অটোমেটিক্ রেজিষ্ট্রেসন ও ব্লু-প্রসেস্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার প্রচলিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক বর্ণসহ ফটো তুলিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। বর্ত্তমানে অনেকে প্রকৃত বর্ণ সহ চিত্র উঠাইতে প্রয়াস পাইতেছে। তাঁহারা পূর্ণরূপে সফলকাম না হইলেও কতক পরিমাণে চিত্রবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বইট্ল্যাণ্ডারের (Buightlander) পোর্ট্রেট অব্জেক্টিভেরও অনেক উন্নতি হয় ও সেই সঙ্গে মুকুরসমষ্টের (Form of combination lenses) অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ত্তমানে যে মুকুর ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা মিউনীক-বাসী ষ্টিন্হেলের গঠিত। ডালমেয়ার (Dallmeyer) এই মুকুরগুলিকে 'র‍্যাপিড্ রেক্টিলিনিয়া' নাম দেন। রসসাহেব 'সিমিট্রিকেল-লেন্স, বইট্ল্যাণ্ডার ইউরিস্কোপ ও ডার্লটসাহেব 'র‍্যাপিড হেমিসফেরিক্যাল' নামে অভিহিত করেন।

ফটোগ্রাফী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—১ যন্ত্র হইতে নেগেটিভ চিত্রগ্রহণ, ২ নেগেটিভ হইতে পুনরায় ছবিচিত্রণ। প্রথমটীই ফটোগ্রাফীর প্রধান অঙ্গ এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে সকল উত্তোলিত চিত্রের প্রথম ক্রিয়া বলিয়া গণ্য। প্রভেদের মধ্যে এই যে, নেগেটিভ্ হইতে ছবি পাল্টা ছাপাইবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়।

কেমেরা সম্মুখে রাখিয়া প্রস্তুতপাত্রে উপযুক্ত আলোকে ছবি উঠাইতে হয়। পরে তাহাকে অন্ধকারগৃহে বা বনাত প্রভৃতি কাল তাম্বুর মধ্যে লইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চিত্রের বিকাশ (Development of the picture) সম্পাদন করিতে হয়। যদি কোন স্থান স্পষ্টভাবে বিকাশ না পায়, তাহা হইলে চিত্রকর পেন্সিল (Artist's pencil) দ্বারা তত্তদংশের বিকাশ করিয়া দিবেন। পরে প্রথমতঃ কাচ হইতে কাগজে চিত্র জমাইয়া লইবেন এবং ক্রেতার আবশ্যকমত তাহাকে কার্ডের উপর আঁটিয়া দিবেন। এখন যে ব্রোমাইড্ এন্লার্জমেন্ট (Bromide Enlargement) প্রথায় ফটোচিত্র উঠিতেছে, তাহা কাগজ ভিন্ন পোর্সিলেন' প্রভৃতি কাচের উপরেও সুন্দর এবং বর্দ্ধিতাকারে উঠান হইয়া থাকে। রেশমের রুমালেও সুন্দররূপে ফটোচিত্র উঠান যাইতে পারে।

সচরাচর যে ফটোচিত্র তোলা যায়, তাহা কেন এক-দীর্ঘ

* Fothergill, Taupenot, Russell, Wortley প্রভৃতি dry plate প্রথার উদ্ভাবয়িতা।

(*) প্রথমে ফরাসী পণ্ডিত মুসী এলে গঁদিন (Mr. Alexis Gandin) ইহার প্রচলন প্রস্তাব করেন। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডক্স (Dr. R. L. Maddox) উহার প্রয়োগবিধি জ্ঞাপন করেন। ঐ সময় হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফী সম্পূর্ণরূপে জিলেটাইন্ প্রথার উপর নির্ভর করিয়াছিল।

হীনপ্রভ হইয়া পড়ে ; কারণ পূর্ব্বে যে সল্টস্ অব্ সিল্ভার ব্যবহার করা হইত, তাহা কালে উঠিয়া যায়। এক্ষণে ফটো-টাইপ্ নামে কার্বণপ্রথার আবিষ্কার হওয়ায় এই কষ্ট অপনোদিত হইয়াছে। সল্টস্ অব্ প্লাটিনাম্ নামক দ্রব্যসাহায্যে নেগেটিভ চিত্র চিরকাল রক্ষা করা যাইতে পারে। ফটোগ্রাফ তুলিতে ইহার বিশেষ আবশ্যক। উইলিস্ সাহেব প্লাটিনোটাইপ্ নাম দিয়া ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

লিখিত বিষয়সমূহের ফটো লইয়া তাহা মুদ্রিত হইতে পারে। পর্ব্বতগাত্রস্থ শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, অনুশাসন ও তাম্রশাসন প্রভৃতি এবং কোন কোন বিশিষ্ট চিত্রের ফটো-ছবি লইয়া তাহা লিথো, বা খোদাই করিয়া ছাপা যাইতে পারে। পরস্পরের প্রভেদ থাকায়, উহাদের স্বতন্ত্র নামও হইয়াছে। যেমন ফটো-লিথোগ্রাফী, ফটোএন্‌গ্রেভিং, ফটোএচিং, ফটোজিঙ্কোগ্রাফ, ফটোগ্রেভার প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত প্রথায় কএক প্রকারে ফটোচিত্র ছাপা হইতেছে। প্রথমে ওয়াল্টার উডবারি জিলেটিন্ মাখান প্লেট লইয়া এই মুদ্রণপ্রথার পথ দেখাইয়া যান। উহা তাঁহারই নামানুসারে উড্‌বারিটাইপ্ বা ফটোরিলিফপ্রসেস্ নাম প্রাপ্ত হয়। পরে আল্‌বার্টটাইপ্, হেলিওটাইপ ও আর্টোটাইপ প্রভৃতি নামেও ইহা খ্যাত হয়। বাইক্রোমেটেড্ জিলেটাইনের পৃষ্ঠে নানা বর্ণের চিত্র ছাপা যাইতে পারে, কিন্তু একখানি প্লেটে একের অধিক বর্ণ আর ছাপা যায় না।

ফট্‌ফট্ (দেশজ) শব্দভেদ।

ফড়্ (হিন্দী) এক প্রকার ক্রীড়া চলিত ফড়্‌খেলা। ইহাকে জুয়াখেলা বলা যাইতে পারে। একটা গুটিকাতে এক একদিকে কতকগুলি করিয়া শূন্য চিহ্ন দিতে হয়, একদিকে পাঁচটী ও এক দিকে ৭টী প্রভৃতি চিহ্ন থাকে। একটা বাটীর মধ্যে ঐ গুটিকা ঘুরাইয়া দিয়া একটী আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়, যাহারা ইহা খেলিতে থাকে, ঐ গুটি ঘুরাণ হইলেই তাহারা গুটিকার শূন্য চিহ্ন অনুসারে ৫, ৭, ৩, ২ প্রভৃতি যাহার যেরূপ অনুমান, সে সেই অনুসারে বাজি রাখে, গুটী বাটীর মধ্যে ঘুরিয়া একদিকে পড়িয়া যাইলে তখন ঐ আবরণ খোলা হয়। তখন যে পিট উপরে থাকে, সেই পিঠের শূন্যাঙ্ক যে বাজি রাখিয়াছিল, তাহার জিত এবং অপর সকলের হার হইল। পূর্ব্বে এই খেলায় অতিশয় প্রচলন ছিল। এখন এই খেলা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়।

ফড়্‌নবীশ, মহারাষ্ট্ররাজকর্ম্মচারী বিশেষের পদ। এই শব্দের মূল অর্থ কাগজলেখক। প্রথমে রাজসভায় সামান্য কাগজপত্র লেখক-কেই ফড়নবীস বলিত, শেষে এই শব্দে দেওয়ানীবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী বা রাজস্বসচিবকে (Minister of finance) বুঝাইত। করদাতাগণের এবং রাজস্বসংগ্রাহকগণের নিকট হিসাব বুঝাইয়া লওয়াই ইহার কার্য্য। রাজস্বের তালিকা ও আয়-ব্যয় প্রদর্শন করাই যে কেবল ইহার কার্য্য, তাহা নহে। রাজকীয় আয়ব্যয়সংক্রান্ত সকল কার্য্যের পরিদর্শন করাও ইহার একটী প্রধান কার্য্য। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই জায়গীর, ইনাম প্রভৃতির-সনন্দ বা রাজকীয় দানপত্র প্রস্তুত হইত।

মহারাষ্ট্ররাজসরকারে অনেক লোক ফড়নবীসপদ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নানা ফড়নবীসের নাম ভারতেতি-হাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। [নানা ফড়নবীস্ দেখ।]

ফড়িঙ্গা (স্ত্রী) ফড়িতি শব্দং ইঙ্গতি গচ্ছতীতি ইঙ্গ-গতৌ অচ্ টাপ্। ঝিল্লিকা, চলিত ফড়িঙ্। ২ পতঙ্গ।

ফড়িয়া (হিন্দী) সামান্য দ্রব্যবিক্রেতা।

ফড়্‌কি (দেশজ) ছোট ছোট খণ্ড।

ফড়্‌ফড়িয়া (দেশজ) বাচাল, বহুভাষী।

ফণ, নিঃস্নেহ, অনায়াস দ্বারা উৎপত্তি। ২ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ফণতি। লোট্ ফণতু। বিধিলিঙ্ ফণেৎ। লিট্ পফাণ, ফেণতুঃ ফেণুঃ। লুঙ্ অফাণীৎ অফণীৎ। ণিচ্ ফাণয়তি। লুঙ্ অপীফণৎ।

ফণ (ত্রি) ফণতি বিস্তৃতিং গচ্ছতীতি ফণ-অচ্। সর্পের বিস্তৃত মস্তক। সাপের ফণা। পর্য্যায়—ফণা, ফণ, ফটা, ফট, স্ফট, স্ফটা, দর্ব্বী, ভোগ, স্ফুট, স্ফুটা, দর্ব্বী, ফটী। (শব্দর°)

"পরিবারং ভবাপো হি হুরাত্মা বৈ মহাজনে।

প্রকাশয়তি দোষাংস্তু সর্পফণমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥" (ভা°১২।১১৪।১৫)

২ কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশেষ, প্রাণমার্গের উত্তরদিকে স্রোতোমার্গ-প্রতিবদ্ধ সর্ষবর। (সুশ্রুত ৩৬) [মর্ম্মন্ দেখ।]

ফণকর (পুং) ফণঃ কর ইবাস্তেতি, ফণস্ত করো বা। ভুজঙ্গ, সর্প।

ফণধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ফণস্য ধরঃ। সর্প। (শব্দর°)

ফণধরধর (পুং) ফণধরস্য সর্পস্য ধরঃ। শিব। (কবিকল্পলতা)

ফণভৃৎ (পুং) ফণং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। সর্প।

ফণবৎ (পুং) ফণোহস্তাস্তীতি ফণ-মতুপ্, মস্য ব। সর্প। (শব্দর°)

ফণা (স্ত্রী) ফণতি প্রসারসঙ্কোচং গচ্ছতীতি ফণগতৌ অচ্ টাপ্। সর্পফণা, সাপের ফণা।

"ফণতি চলিতবেগোহবিধিপ্রবৃত্তঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে।"

(শকুন্তলা ৬ অঃ)

ফণাকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, ফণায়াঃ করঃ। সর্প। (শব্দর°)

ফণাধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। ফণায়াঃ ধরঃ। সর্প। (শব্দর°)

ফণাভর (পুং) বিভর্ত্তি ধরতীতি ভৃ-পচাদ্যচ্। সর্প। (হারাবলী)

ফণাবৎ (পুং) ফণা অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সর্প।

ফণিকা (স্ত্রী) ফঞ্জোহসমিকা। (বৈদ্যকনি°)

ফণিকার (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত দেশভেদ। এই দেশ দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অঃ)

ফণিকেশর (স্ত্রী) ফণীব কেশরোঽস্য নাগকেশর। [নাগকেশর দেখ।]

ফণিখেল (পুং) ফণিনা সহ খেলতীতি খেল-অচ্। লাবকীপক্ষী, চলিত লাবাই। (ত্রিকাণ্ড)

ফণিচক্র (স্ত্রী) ফণ্যাকারং চক্রং। বিবাহাদি কর্ম্মে শুভাশুভ-জ্ঞানার্থ সপ্তবিংশতিনক্ষত্র-ঘটিত সর্পাকার ত্রিনাড়িক চক্র। বিবাহেতে যেরূপ রাজযোটক মিলন দেখিতে হয়, তদ্রূপ ফণি-চক্রেও শুভাশুভ দেখা আবশ্যক। ইহা সর্পাকার বলিয়া ইহার নাম ফণিচক্র হইয়াছে। এই সর্পের অর্থাৎ সর্পাকার চক্রের পৃষ্ঠে, মধ্যে ও ক্রোড়ে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিতে হয়। ঐ সকল নক্ষত্রের বেধ দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এই চক্রের পৃষ্ঠে ১, ৬, ৭, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ২৫ নক্ষত্র এবং মধ্যে ২, ৫, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩ ও ২৬ নক্ষত্র ও ক্রোড়ে ৩, ৪, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৭ নক্ষত্র সংস্থিত আছে। বর ও কন্যার যদি একনাড়ি হয়, তাহা হইলে এই ফণিচক্রে মেলন হয় না। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) জ্যোতি-স্তত্ত্ব ও সময়প্রদীপ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ফণিজা (স্ত্রী) ফণীব জায়তে জন-ড। ফণিমনসাবৃক্ষ। (বৈদ্যকপ্র°)

ফণিজিহ্বা (স্ত্রী) ফণিজিহ্বেব আকৃতিরস্যাঃ ইতি অচ্। ১ মহাশতাবরী। ২ মহাসমঙ্গা। (রাজনি°)

ফণিজিহ্বিকা (স্ত্রী) ১ যেতশারিবা। ২ মহাশতাবরী। (বৈদ্য°)

ফণিজ্ঝক (পুং) ফণিনাঝ্ঝকঃ, বহিকারক উৎপাদক ইতি যাবৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ফণিতুল্য বহুপত্রপুষ্পবত্ত্বাৎ তথাত্বং। ১ ক্ষুদ্রপত্র তুলসী। ২ মরুবকতুলসী। (বৈদ্যক রত্নমালা)

৩ জম্বীরভেদ। (ইতি কেচিৎ) ৫ জম্বীর সামান্য। পর্য্যায়—সমীরণ, মরুবক, প্রস্থপুষ্প, ফণীর। (অমর)

"মারুতোঽসৌ মরুবকো মরুন্মরুরপি স্মৃতঃ।
ফণী ফণিজ্ঝকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফণিত (ত্রি) ফণ গতৌ-ক্ত। ১ গত। ২ নিঃসেবিত।

ফণিতল্প (পুং) ফণী শেষ ইব তল্পং ফণিতল্পং তদস্তি অস্যেতি গম-ড। বিষ্ণু, ভগবান্ বিষ্ণু ফণাতে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তজ্জন্য তাহার নাম ফণিতল্পগ হইয়াছে।

ফণিন্ (পুং) ফণাস্ত্যস্যেতি ফণা (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। সর্প, নাগ।

"জেয়া দর্বীকরাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ।
মণ্ডলৈর্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবো মন্দগামিনঃ॥" (সুশ্রুত কল্প° ৪অঃ)

[ইহার বিশেষ বিবরণ সর্প শব্দ দেখ।]

২ সর্পিণীনামক ঔষধ। (রাজনি°) ৩ কেতু।

"ফণিরত্নাস্তমবলঃ ফণী ক্রূরঃ শনিস্তথা।" (গ্রহভাবপ্রকাশ)

৪ সীসক। (রসেন্দ্রসারস° অমাদি° গন্ধকক্রম) ৫ মরুবক বায়ুকোষধি। (ভাবপ্র°)

ফণিপ্রিয় (পুং) ফণিনাং প্রিয়ঃ, ভক্ষ্যত্বাৎ। বায়ু। (শব্দরত্না°)

ফণিফেন (পুং) ফণিনাং ফেনইব উগ্রগুণত্বাৎ। অহিফেন, আফিং।

"ভাগদ্বয়ং স্যাৎ ফণিফেনকস্য পাত্রালিকাপল্লবরসেন মর্দ্দ্যম্।"
(রত্নাবলী)

ফণিভাৰ্য্যিকা (স্ত্রী) কুণ্ডোদ্ভবের বৃক্ষ, চলিত কাকডুমুর। (বৈদ্য°)

ফণিভুক্ (পুং) ফণিনং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-কিপ্। ময়ূরাসন, গরুড়।

ফণিমুক্তা (স্ত্রী) মুক্তাভেদ, সর্পমণি। [মুক্তা দেখ।]

ফণিমুখ (ক্লী) ফণিন ইব মুখমস্য। ক্ষেত্রসাধনোপযোগী মৃত্তিকাক্ষেপণার্থ যন্ত্রভেদ। চোরেরা চুরি করিবার সময় এই যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া থাকে। (দশকুমারচ°)

ফণিলতা (স্ত্রী) নাগবল্লীলতা, চলিত পানগাছ।

ফণিবল্লী (স্ত্রী) ফণীব দীর্ঘা বল্লী। নাগবল্লী। (রাজনি°)

ফণিহন্ত্রী (স্ত্রী) ফণিনো হন্তীতি হন্-তৃচ, ঙীপ্। গন্ধনাকুলী।

ফণিহৃৎ (স্ত্রী) ফণিনো হরতি স্বগন্ধেন অপসারয়তীতি হৃ-কিপ্। ক্ষুপগন্ধ। ক্ষুদ্রগ্রামলতা। (রাজনি°)

ফণীন্দ্র (পুং) ফণিনাং ইন্দ্রঃ। অনন্ত, বাসুকি, সর্পেশ্বর।

ফণীশ (পুং) ফণিনামীশঃ। সর্পেশ্বর, বাসুকি, ফণীশ্বর।

ফণ্ড (পুং) ফণতি ফণ-গতৌ ড (ঞমন্তাৎ ড। উণ্ ১।১১৩) জঠর। (উজ্জ্বল)

ফতনারায়ণ, অজয়দিগের একজন প্রসিদ্ধ দলপতি। সিপাহী-বিদ্রোহকালে সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে ইনি ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। অবশেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসের শেষে ইনি ইংরাজ-হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন।

ফৎকারিন্ (পুং) ফৎ ইত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-ণিনি। পক্ষিমাত্র। (শব্দচ°)

ফতুয়া (আরবী) Jacket, এক প্রকার জামা, অঙ্গরক্ষিণী বিশেষ। ২ মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। ৩ মহম্মদীয় বিচারের ফয়সালা। ৪ অর্থহীন।

ফতুয়া (ফতুহা) পাটনা জেলার একটি নগর ও একটী ষ্টেশন। পাটনা সহর হইতে ৮ মাইল দূরে পুন্‌পুন্ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৩০´২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫°২১´ পূঃ। গঙ্গাসঙ্গম বলিয়া ইহা একটী তীর্থস্থানরূপে গণ্য ও বাণিজ্য-প্রধান হইয়াছে। এখানে বর্ষে ৫টী মেলা হয়, তন্মধ্যে বারুণী-যাত্রাতে স্নানোপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

ফতুয়াগিরি (আরবী) ১ অর্থহীনতা, দারিদ্র্য।

ফক্কুর (আরবী) নির্ধন, দরিদ্র।

ফত্তে (আরবী) জয়।

ফতে আলী, তলপুর-মীরদিগের একজন প্রধান সর্দার। সিন্ধুপ্রদেশে কল্হোরাগণ কিছুদিন রাজত্ব করেন, ফত্তেআলী অপরাপর বেলুচীদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, একচ্ছত্রা অধিপতি হইবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। আত্মীয় বিচ্ছেদ ও রক্তপাতের সূত্রপাত হইল। তখন (১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের পর) ফত্তেআলী মীরপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ছাড়িয়া দিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতে থাকেন। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

ফতেখাঁ, নিজামশাহী রাজ্যের একজন সর্বময় কর্ত্তা। মালিক অম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর ১৬২৬ খৃঃ অব্দে ফতেখাঁ নিজামশাহী রাজ্যের অভিভাবক হইয়াছিলেন। পদলাভের পরই তিনি নিজাম্ উল্ মুল্কের পরামর্শে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। এদিকে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি ক্রমে অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে মুর্ত্তজা নিজামশাহ (২য়) বয়ঃপ্রাপ্ত হন। প্রথমেই তিনি ফতেখাঁর অধিকার কাড়িয়া লইতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। তকুররিব খাঁর সাহায্যে তিনি ফতেখাঁকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। মুর্ত্তজাও উপযুক্ত বুদ্ধিশক্তির অভাবে সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শাহাজী ভোন্স্লে তাঁহার পক্ষ ছাড়িয়া মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। দুর্ভিক্ষ ও শত্রুর আক্রমণ অসহ্য হইল। এই সময়ে মোগলসেনানী আজমখাঁর উত্তেজনায় মুর্ত্তজা আবার ফতেখাঁকে পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিলেন। হিতে বিপরীত হইল। ফতে খাঁ এখন ক্ষমতা হাতে পাইয়া মুর্ত্তজা নিজামের বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। বিজয়পুররাজ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফতেখাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই যুদ্ধকালে তিনি একবার বিজয়পুর পক্ষে ও একবার মোগলপক্ষে যোগ দিয়া উভয়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগলসেনাপতি মহম্মদ খাঁ দৌলতাবাদে ফতেখাঁকে অবরোধ করেন, নিজামশাহী রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ফতেখাঁ মোগল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি মোগল অধীনেই কর্ম্ম করেন।

ফতেগঞ্জ, (পূর্ব্ব) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার দুইটী বিভাগ আছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম। বেরেলী হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪২´ পূঃ। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজ-রোহিলা-যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রোহিলা-সর্দার হাফিজ রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়। অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলা ইংরাজের জয় ঘোষণার জন্য এইস্থানে বর্ত্তমান গ্রাম স্থাপন করেন। অতঃপর এই সকল স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়।

ফতেগঞ্জ, (পশ্চিম) উক্ত বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানেও ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইংরাজেরা রোহিলাদিগের উপর জয়লাভ করেন। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে দুইজন রোহিলা সর্দারের কবরের এবং মৃত ইংরাজ সৈন্যের সমাধির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে।

ফতেগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর, বিচারবিভাগীয় সদর ও সেনানিবাস। এখানে কানপুর ফরুখাবাদ রেলওয়ের ষ্টেসন থাকায় ফরুখাবাদ নগরে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। অক্ষা° ২৭° ২২´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪০´ ২০´´ পূঃ।

ফরুখাবাদ জেলা অযোধ্যার নবাবউজীরদিগের অধিকারভুক্ত হওয়া পর্যন্ত ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজসেনার ছাউনি হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফতেগড় ইংরাজকরে সমর্পিত হইলে এখানে গবর্ণর জেনারলের এজেন্ট সাহেবের সদর স্থাপিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকররাজ ফতেগড় দুর্গ আক্রমণ করেন। পরে লর্ড লেকের আগমনে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইস্থান ইংরাজরক্তে প্লাবিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা অবরোধের সময় দুর্গ রক্ষা করিয়াও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পলাতকের মধ্যে কতক নদীবক্ষে বিদ্রোহী হস্তে নির্য্যাতিত হইলেন এবং যাহারা পূর্ব্বেই কানপুর অভিমুখে পলাইয়াছিলেন, তাঁহারা নানার কবলে পড়িয়া জীবন হারাইলেন। যাহারা আশ্রয়লাভার্থ স্থানান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন, তাঁহারাও ধৃত হইয়া ৩ মাস কারাবরোধ ভোগ করেন এবং তৎপরে নিষ্ঠুররূপে শমন ভবনে প্রেরিত হন। এই মৃত দেহরাশি একটী কূপে পুঁতিয়া তদুপরে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখনও এখানে মিরাট-বিভাগের সেনানিবাস আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে গবর্মেণ্টের গান্-কেরেজ-ফ্যাক্টারী (Gun-Carriage Factory) স্থাপিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাশীপুরের (কলিকাতার উপকণ্ঠে) সেক্‌টান ফ্যাক্টারী উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে সেনাবিভাগের কামানবাহী যানাদি এখানেই নির্ম্মিত হইতেছে।

খৃষ্টানদিগের যত্নে এখানে অনাথ বালকবালিকাগণের জন্য একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ লোকে

কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ২ পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার ফতেগড় তহসীলের প্রধান নগর। এখানে কাশ্মীরী শালের বিস্তৃত কারবার আছে।

ফতেজঙ্গ, পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিণ্ডি জেলার একটী উপবিভাগ। এখানে খান্‌ই-মরাত ও চিত্তপাহাড় অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭১৮ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৩°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৩৮´ পূঃ। এখানে উত্তর পঞ্জাব ষ্টেটরেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রাবলপিণ্ডি হইতে ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন হিন্দু নাম 'চাস'। এখানে অতি প্রাচীন ও পূর্ব্বতন গ্রীকরাজগণের সময়কার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এখানে জলাভাব হইলেও নগরের অবস্থা মন্দ নহে। কালাবাগ ও খুসালগড় পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা বিস্তৃত থাকায় এখানকার সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। নগরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে ২২৫ ফিট্ লম্বা, ১৭০ ফিট্ প্রস্থ ও ২৬।০ ফিট্ উচ্চ একটী মাটির ঢিপি পড়িয়া আছে। এই স্তূপস্থিত প্রস্তরাদির গঠন দেখিলে অনুমিত হয় যে, হিন্দুপ্রভাবকালে এখানে একটী দুর্গ ছিল। উহার উত্তরাংশে একটী সুবৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই স্থানকে তদ্দেশবাসিগণ চাসধেরী বলিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকে আরও একটী ক্ষুদ্র স্তূপ দেখা যায়, উহার ব্যাস প্রায় ২০ ফিট্। প্রবাদ চাস নগরের এই বৃহৎ স্তূপে বহুরত্ন প্রোথিত ছিল। কি উপায়ে ঐ স্তূপ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা রাবলপিণ্ডির মুদ্রাব্যবসায়িগণের নিকট একখানি পুথিতে লিখিত আছে; কিন্তু সেই কার্য্যে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই।

ফতেমহম্মদ খাঁ নায়ক, বিখ্যাত মহিসুররাজ হায়দার আলীর পিতা। [হায়দারআলী দেখ।]

ফতেপঞ্জাল, কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিমালা। ইহার দক্ষিণে কাশ্মীরের উপত্যকাভূমি। অক্ষা° ৩৩°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪০´ পূঃ। ইহার উচ্চতা ১২ হাজার ফিট্ এবং লম্বে প্রায় ৪০ মাইল।

ফতেপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ২৬´ ১৭´´ হইতে ২৬° ১৬´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৬´ ১৫´´ হইতে ৮১° ২০´ পূঃ। ইহার উত্তর সীমায় গঙ্গানদী, পশ্চিমে কাণপুর, দক্ষিণে যমুনা এবং পূর্ব্বদিকে আলাহাবাদ জেলা। ভূপরিমাণ ১৬০৯ বর্গ মাইল। এই স্থান উত্তরপশ্চিমের ছোট লাটের অধীন। ফতেপুর নগর ইহার বিচার-বিভাগীয় সদর।

উত্তর ও দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনা নদী প্রবাহিত থাকায় এই জেলাটী দোয়াবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানকার সমতল-ক্ষেত্রাদি পলিময় হওয়ায় এস্থানের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। হিমালয়নির্গত অনেক স্রোতস্বতী এক সময়ে এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছিল। এখনও সেই সমুদয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পাণ্ড, রিন্দ ও নুন নদী প্রবাহিত ভূভাগের দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। জেলার মধ্যভাগে কতকগুলি ঝিল আছে, উহাতে স্থানীয় চাস বাসের বিশেষ সুবিধা হয়। পশ্চিমে পর্ব্বতসংলগ্ন বাবুল বন।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ভীল নামক অনার্য্য জাতির বাস আছে। রামায়ণে লিখিত আছে, রামচন্দ্র এখানে গুহকের অতিথি হইয়াছিলেন। বহুকাল এই স্থান অর্গল-রাজবংশের অধিকারে থাকে।[১] এই রাজগণ কনৌজরাজের সহায় হইয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কনৌজরাজ পরাভূত হইলেও সম্রাট্ অকবরশাহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অকবর সামান্য ত্রুটীতে অসন্তুষ্ট হইয়া অর্গলরাজের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেন। যুদ্ধে হিন্দুরাজ নিহত ও পরাজিত হন এবং তাঁহার দুর্গ ও প্রাসাদ ভূমিসাৎ করা হয়। অতঃপর মোগলসম্রাট্ রাজস্ব আদায়ের জন্য এই প্রদেশ অযোধ্যের ঠাকুর রাজগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

ইহার অদূরবর্তী হস্‌বা নগরের ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। রাজা ভুশধ্বজ ইহা স্থাপন করেন। [বিস্তৃত বিবরণ হস্‌বা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সহাবুদ্দীন ঘোরী এই স্থান লুট করেন। তদবধি এই স্থান দিল্লীর শাসনাধীন হয়। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর, কোরা ও মহোবানামক স্থান মালিক্-উল-সার্ক নামক জনৈক শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। ঐ ব্যক্তি নিজ বাহুবলে তৈমুরের ভীষণ আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সুশাসনে রাজ্য মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। মোগলরাজবংশের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বেও তাহা নষ্ট হয় নাই। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বাবর এই স্থান অধিকার করেন, তখনও এই স্থান পাঠানগণের ক্ষেত্রভূমি ছিল। তাহারা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিয়া মোগলের রাজ্যস্থাপনাশা বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। হুমায়ুন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও শেরশাহ এখানে বলসংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লীরাজবংশের শাসনপ্রভা হীন হইয়া আসিলে ফতেপুরের শাসনভার অযোধ্যারাজের হস্তে সমর্পিত হয়। কোরার ভূম্যধিকারী অবদুর আহ্বানে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই প্রদেশ লুট করে এবং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা তাহাদের অধিকারে থাকে। পরে ফতে-

(১) কনৌজ হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

গড়ের পাঠানগণ এই স্থান মহারাট্টাদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। ইহার তিনবর্ষ পরে অযোধ্যার স্বাধীন উজীর সফদরজঙ্গ উহা জয় করিয়া নিজরাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার উজীর দিল্লীর অধীনতা পাশ ছেদন করিয়া আপনি স্বাধীন হন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত বৎসরের সন্ধিসর্ত্তে ফতেপুর সম্রাট্ শাহ আলমের হস্তগত হয়; কিন্তু ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্রাট্ মহারাট্টহস্তে আত্মসমর্পণ করায় তাঁহার পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যগুলি ইংরাজের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকায় নবাব উজীর ক্রয় করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির হ্রাস হয়। উজীর রাজকর যোগাইতে অসমর্থ হওয়ায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদ ও কোরা ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। এই সময় ফতেপুরের কতকাংশ আলাহাবাদ ও কতকটা কাণপুরের সংযুক্ত হয় এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে বিঠুর নগরে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই স্থানের গৃহাদি ভস্মীভূত ও ইংরাজ অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল। নিরাশ্রয় রমণী ও বালিকাগণের হাহাকার উঠিয়াছিল। বিদ্রোহীদল ইংরাজ দেখিলেই হত্যা করিত। প্রায় ১ মাস ফতেপুর সিপাহীগণের অধিকারে থাকে। ৩০এ জুন জেনারল নীল মেজর রেণড্কে আলাহাবাদ হইতে কাণপুরে পাঠান। ১১ই জুলাই জেনারল হেবলক খাগায় যাইয়া রেণডের সহিত মিলিত হন। ১২ই জুলাই বিলাণ্ডায় বিদ্রোহীদল পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরাজের গোলাবৃষ্টিতে বিদ্রোহীগণ ফতেপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ১৫ই তারিখে হেবলক উক্ত অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদলকে পাণ্ডুনদী পার করিয়া দেন। এই নদীতীরে ইংরাজ ও সিপাহী সৈন্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। পরে তাহারা কাণপুরে পলাইয়া যায়, কিন্তু তথাপি ইংরাজরাজ এই স্থান দখলে আনিতে পারেন নাই। যতদিন না লক্ষ্ণৌ নগরের পতন হয় এবং লর্ডক্লাইডের সৈন্য গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সেনাদলকে তাড়াইতে পারিয়াছিল, ততদিন সকলেই ইংরাজের শাসন উপেক্ষা করিয়াছিল।

এখানকার ফতেপুর, বিন্দকি ও জাহানাবাদ নগরের লোক সংখ্যাই অধিক। গঙ্গাতীরবর্ত্তী শিবরাজপুরের তীর্থক্ষেত্র হিন্দুর একটী পবিত্র স্থান। শস্য ব্যতীত কাঁসা ও পিত্তলের বাসনাদি এবং সোরার বিস্তৃত কারবার আছে। শিবরাজপুরে কার্ত্তিকমাসে একটী মেলা হয়। গঙ্গাস্নানার্থ নানা স্থানের পণ্য দ্রব্য ব্যতীত এখানে গোরু, ছাগল, ভেড়া, অশ্ব প্রভৃতিও বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৫৭ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। এখানে একটী মিউনিসিপালিটি আছে। জেলার বিচারকার্য্য এখানেই সম্পন্ন হয়। অক্ষা° ২৫°৫৫´১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫২´ পূঃ। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই নগর স্থাপিত। সম্রাট্ বাবর নিজ ইতিবৃত্তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অযোধ্যাসচিব নবাব বখরআলী খাঁর সমাধিস্তম্ভ এবং মসজিদ ও কোয়ারালী হাকিম আবদুল্ হসনের ধর্ম্মমন্দিরই উল্লেখযোগ্য। এখানে চামড়া, সাবান, চাবুক ও শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

ফতেপুর, অযোধ্যার বারবাঙ্কি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬° ৫৮´ হইতে ২৭° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৮´ হইতে ৮১°৩৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ফতেপুর, কুর্শি, মহম্মদপুর, বিঠৌলী, রামনগর ও বাদো সরাই প্রভৃতি পরগণা ইহার অন্তর্গত।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী পরগণা, ভূপরিমাণ ১৫৪ বর্গ মাইল। প্রসিদ্ধ খানজাদাবংশের আদিবাসস্থান। লক্ষ্ণৌর খ্যাতনামা সেখজাদাগণ ফতেপুরের সেখজাদাবংশসম্ভূত।

৩ উক্ত বারবাঙ্কি জেলার প্রধান নগর। বারবাঙ্কি নগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এ স্থান হইতে দরিয়াবাদ, রামনগর, বারবাঙ্কি ও সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার রাস্তা আছে। অক্ষা° ২৭°১০´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°১৪´৫´´ পূঃ। মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই নগরের শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখনও এখানে সেই সকল মুসলমান-নির্ম্মিত অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ পতিত দেখা যায়। নাসির উদ্দীন্ হায়দারের কর্ম্মচারী মৌলবী করমৎআলীর নির্ম্মিত ইমাম্বাড়াই এখানকার প্রধান গৃহ। সম্রাট্ অকবর শাহের সময়ে রচিত একটী মস্‌জিদ আজিও বিদ্যমান আছে। উহার অধিকারীর নিকট অকবর-প্রদত্ত সনদ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও কতকগুলি হিন্দু দেবমন্দির রহিয়াছে।

৪ মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। নের্ব্বদা উপত্যকার পর্ব্বতের সানুদেশে বাবেরি হইতে পাচমারী যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৪´ পূঃ। মণ্ডলার রাজবংশের পর এখানে গোঁড়রাজগণ অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁতিয়াতোপী এই স্থান দিয়া সাতপুরা পর্ব্বতে পলায়ন করেন।

৫ মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

৬ রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত সেখাবতীজেলার

প্রধান নগর। ইহা শীকারের সামন্তরাজের অধিকারভুক্ত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত।

ফতেপুর চৌরাশী, অযোধ্যার উনাও-জেলার একটী পরগণা। নবাবগঞ্জের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে ঠঠেরা নামক আদিমজাতির বাস ছিল। প্রায় ২৭০ বৎসর হইল, জানবার নামক রাজপুতজাতি তাহাদিগকে তাড়াইয়া এখানে বাস স্থাপন করিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার শেষ সর্দ্দার বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন। ফতেগড় হইতে পলাতক ইংরাজগণকে ধৃত করিয়া তিনি কাণপুরে নানার নিকট প্রেরণ করেন। উনাও যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ইংরাজ-বিচারে তাঁহার একটী পুত্রের ফাঁসি হয়।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। সফিপুর হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান ক্রমান্বয়ে ঠঠেরা, সৈয়দ ও জানবারদিগের অধিকারে থাকে। সিপাহীযুদ্ধের পর এই নগর ইংরাজশাসনাধিকৃত হয়। প্রতিবৎসর দশেরা উৎসবে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ফতেপুর শিক্রী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগ্রা জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গ মাইল। উতঙ্গন ও খারী নদী এবং আগ্রা খাল এই বিভাগে প্রবাহিত থাকায় এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা আছে। মথুরা আগ্রা প্রভৃতি নগরে যাতায়াতের জন্য এখানে বিস্তৃত রাস্তা আছে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। মোগলাধিকারে এই নগর রাজধানীরূপে গণ্য হইয়াছিল। অক্ষা° ২৭° ৫´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ১৮´´ পূঃ। এখানে মোগল-দরবার-স্থাপনাভিলাষে সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এই নগর নির্ম্মাণ করান। তাঁহার এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে এই স্থান অনেক হর্ম্ম্য অট্টালিকায় সুশোভিত হয়, কিন্তু ৫০ বৎসর বসবাসের পর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া মোগলরাজগণ দিল্লীতে গমন করেন। এখনও প্রাচীরপরিবেষ্টিত পাঁচ মাইল স্থানে সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার সর্ব্ববৃহৎ মুসলমান-মন্দিরের 'বুলন্দ দরজা' নামক দ্বারপথ দেখিবার সামগ্রী। ঐ মন্দিরে ফকিরগণের অবস্থান জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত আছে।

এখানে মুসলমান সাধু শেখ সলিম চিস্তির কবর বিদ্যমান। ইহারই অনুগ্রহে অকবর পুত্রলাভ করেন, সেই জন্য তাঁহার পুত্রের নাম 'সেলিম' রাখা হইয়াছিল। দরগার উত্তর দিকে আবুলফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর আবাসভবন। একণে ঐ অট্টালিকায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বাভিমুখে অকবরের প্রধানা মহিষীর প্রাসাদ। সোপানসংযুক্ত উচ্চ স্থানে বীরবল ও খৃষ্টানকুমারীর আবাস বাটী। প্রবাদ, অকবর শাহ বিবি মরিয়ম নাম্নী যে পর্ত্তুগীজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহার বাসের জন্য তিনি এই সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানি খাস্ ও দেওয়ান্-ই-আম্ (বিচারগৃহ ও মন্ত্রণাগার) নামক অট্টালিকাদ্বয় বিশেষ চিত্তহারী। হস্তিদ্বারের হস্তিমুণ্ড সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নষ্ট হয়। হিরণমিনার নামক স্মৃতিস্তম্ভ প্রায় ৭০ ফিট্ উচ্চ। এ সকল ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন অট্টালিকাদি বিরাজমান আছে।

আগ্রা হইতে অনেকেই এই শ্রীহীন সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। গত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নিমচ ও নসিরাবাদের বিদ্রোহীদল এস্থান অধিকার করে। পরে নবেম্বর মাসে উহা পুনরায় ইংরাজের হস্তগত হয়।

বর্ত্তমান ফতেপুর নগর ঐ ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণপশ্চিমে এবং সিক্রি গ্রাম উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। কিন্তু ঐ দুইটী স্থানই অকবরের প্রাচীর সীমার অন্তর্ভুক্ত। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আইন্-ই-অকবরী গ্রন্থে সিক্রি গ্রাম মোগল রাজ্যের একটী প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অকবরের প্রাসাদে ভ্রমণকারীগণ প্রার্থনা করিলে থাকিতে পান। এখানে পূর্ব্বে চুন, রেশম ও প্রস্তরের নানারূপ কারুকার্য্য সম্পাদিত হইত।

ফতেসিংহ আহলুবালিয়া, পঞ্জাবের আহলুবালিয়া মিশিলের অন্যতম সর্দ্দার, ভাগ সিংহের পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইনি দলপতিপদে বরিত হন। অতঃপর ইনি সুকার্চকিয়া দলের অধিপতি খ্যাতনামা রণজিৎ সিংহের সহিত পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়ে পাগড়ী বদল করেন, উভয়ে একত্র কাসুরের পাঠানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় (১৮০২-৩ খৃঃ অঃ) তিনি বিতস্তা (Bias) পার হইয়া নিজ দল পুষ্ট করিতে থাকেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রাও হোলকর ইংরাজদিগকে তাড়াইবার জন্য পঞ্জাব সর্দ্দারগণের মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হন, কিন্তু ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ফতেসিংহ ও রণজিতের সন্ধি হয়। সেই সন্ধি বলে লর্ড লেক মহারাষ্ট্রসর্দ্দারকে বিতস্তা পারে তাড়াইয়া দেন। ফতেসিংহ লেকের নিকট খাত্র উপহার পান।

ফতেসিংহের সহিত রণজিতের মিত্রতা দিন দিন বদ্ধমূল হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ে শতদ্রুর দক্ষিণ ও বঙ্গ প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নিয়াল সর্দ্দার আক্তর খাঁ বিতাড়িত ও তাঁহার দুর্গ অধিকৃত হয়। ১৮০৮

খৃষ্টাব্দে ইংরাজপ্রতিনিধি সর চার্লস্ মেট্কাফ পঞ্জাবে আগমন করিলে ফতেসিংহ দুই সহস্র সৈন্য লইয়া রাজদূতের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হন। ফতেসিংহের ধীর ও বিনয়নম্র প্রকৃতিদর্শনে মেট্কাফ লিখিয়াছেন যে, ফতেসিংহের এরূপ উদারতা না থাকিলে রণজিৎ কখনও এরূপ উচ্চমার্গে আরোহণ করিতে পারিতেন না। তিনি যে কোন অংশে রণজিতের ন্যূন ছিলেন, একথা মেট্কাফ সাহেব স্বীকার করেন না।

অমৃত-সহরে রাজসীমা লইয়া ইংরাজ বাহাদুর ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের সন্ধি উপলক্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা উভয়ে কাঙ্ড়া অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মুলতানে অগ্রসর হইলে, লাহোর ও অমৃতসহর রক্ষার ভার তাঁহার উপর থাকে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা শাহসুজার ভ্রাতা সুলতান মামুদের সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাবলপিণ্ডে গমন করেন। উক্ত বর্ষে ফতেসিংহ জালন্ধরের সর্দার বুধসিংহের রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লন। কাবুলের উজীর ফতেখাঁর সহিত তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হয়দ্রৈ-যুদ্ধে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্দর্শনেই কাবুল-সেনানীকে ভীত হইয়া পলাইতে হইয়াছিল। বহাবলপুর, রাজোরি, ভীম্বর প্রভৃতি অভিযানে এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান অবরোধকালে তিনি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অভিযানকালে রাজধানী রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি মানখেরা-দুর্গ-জয়ে সফলমনোরথ হইয়া ছিলেন।

বন্ধুবর ফতে সিংহের বীরত্বে ক্রমশঃই রণজিৎ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইতেছিলেন। বন্ধুকে ইহসংসার হইতে সরাইতে পারিলে তিনি কণ্টকশূন্য হইবেন ভাবিয়া লাহোরদরবারস্থিত ফতে-সিংহের বিশ্বস্ত কর্মচারী কাদের বক্সের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, রণজিৎসিংহ ফকির আজিজ্ উদ্দীন্ ও আমিরচাঁদ সিওয়ারিকে আহলুবালিয়া রাজ্য অধিকার করিতে জালন্ধরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ফতেসিংহ সংবাদ পাইয়াই জাগ্রাওনে পলাইতে বাধ্য হইলেন (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে)। সর্দার ফতেসিংহ ইংরাজের সাহায্য চাহিলেন; কিন্তু রণজিতের বিপক্ষে ইংরাজের হস্তক্ষেপ করা কঠিন হইয়া উঠিল। কাজেই রাজ্য হারাইয়াও ফতেসিংহকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইল। মহারাজ রণজিৎ কর্তৃক তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি কপূরথলা অধিকারের পর হইতে উভয় সর্দারে পুনরায় মিলন হয়, ফতেসিংহ জালন্ধর দোয়াবে ফিরিয়া আইসেন এবং লাহোর হইতে নবনেহাল সিংহ ও দেশসিংহ যাইয়া তাঁহাকে পুনরধিকার দান করিলেন। অতঃপর ফতেসিংহ বিশ্বাসঘাতক কাদের বক্সের পুত্রগণকে কারারুদ্ধ করিয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া লন।

পরে ফতেসিংহ কপূরথলার স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নেহালসিংহ কপূরথলার সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন

ফতেসিংহ আজীবন সদালাপী ও উদারহৃদয় ছিলেন। মেট্কাফ সাহেব লিখিয়াছেন "তিনি নম্র, বিনয়ী, সংযতাচার, সরল-প্রকৃতি এবং অসীম বীর্য্যবান্ ছিলেন।"

ফতেসিংহ, বরোদার গাইকোবাড়-রাজভ্রাতা। বরোদার সিংহাসন লইয়া নানা ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলে তিনি রাজকার্য্য পরিচালনভার গ্রহণ করেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রী তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় তিনি ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দভোই অধিকারের পর তাঁহার মতিগতি ফিরিয়া যায়। তিনি ইংরাজের নিকট আমাদাবাদ নগর প্রার্থনা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনার সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেও ইংরাজেরা তাঁহার সহায় ছিলেন, কিন্তু এখনও মহ্রাট্টাগণের ক্রোধ প্রশমিত হয় নাই। পেশবা তাঁহার নিকট হইতে ৭ লক্ষ টাকা লাভের সম্পত্তি চাহিয়া বসিলেন। ফতেসিংহ নিজ রাজ্য ছাড়িতে চাহিলেন। কারণ পূর্ব্বে গঙ্গাধর শাস্ত্রী পেশবাকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বিবাহ ও রাজ্যদান সম্বন্ধে পত্র দেন। পত্র পাইয়া পেশবা বিবাহোল্লাসে অগ্রসর হইলেন। গঙ্গাধর এবারে ফাঁপরে পড়িলেন। কাজেই তাঁহাকে প্রকৃত কথা জ্ঞাপন করিতে হইল। পেশবা ক্রোধে অন্ধ হইয়া বরোদাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ছলে গঙ্গাধরকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া পাশব চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখান। এই হত্যাকাণ্ডে ফতেসিংহের অপর ভ্রাতৃদ্বয়ও লিপ্ত ছিল।

ফতেহাবাদ, (ফতেহআবাদ) পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার প্রধান নগর এবং ফতেহাবাদ তহসীলের সদর। অক্ষা° ২৯°৩১´ উঃ এবং ৭৫° ৩০´ পূঃ। সম্রাট্ ফিরোজশাহ নিজ পুত্র ফতেখাঁর নামে এই নগর স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইস্থান ভট্টী সর্দার খাঁ বাহাদুর খাঁর অধিকারে ছিল। ঘর্ঘরা হইতে এই নগর পর্য্যন্ত ফিরোজশাহের একটী কাটা খাল আছে। এখানে দেশীবস্ত্র, শস্য, ঘৃত ও চর্ম্মের বিস্তৃত কারবার আছে।

ফতেহাবাদ আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৪১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২১° ১´ [illegible]´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২০´ ৩০´´ পূঃ। এই স্থান জাফরনগর নামে পরিচিত ছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অমম-

জের দারাকে পরাজিত করিয়া ফতেহাবাদ নাম পরিবর্ত্তন করেন। সম্রাট্ দুর্গকে ভ্রমবোধে যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার উপরে একটী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত উদ্যানবাটিকার ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ফথ্আলি হুসেনি, একজন মুসলমান জীবনীলেখক। ইনি 'তাজ-কিরাৎউল্‌মুখ্‌তারে হিন্দী' গ্রন্থে ১০৮টী হিন্দি ও দক্ষিণদেশবাসী কবির আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচনাও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ফথ্আলী শাহ, পারস্যের অধিপতি। ইনি কাজার জাতীয় আফগান, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মাতুলের সিংহাসন অধিকার করেন। আফগানপতি জমান শাহকে দমন রাখিতে এবং বোনাপার্টিকে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে দিবেন না, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে কলিকাতা হইতে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সরজন ম্যাকম্‌কে দৌত্য-কার্য্যে উক্ত পারস্যরাজসভায় পাঠাইয়া দেন।

ফথ্উল্লাইমাদ শাহ, বেরারের শাসনকর্ত্তা। পূর্ব্বে তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণিরাজ্যের সুলতান ২য় মাহ্মুদশাহের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফথ্উল্লা সিরাজী, (আমীর) সিরাজবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি দাক্ষিণাত্যে বিজাপুররাজ সুলতান আলী আদিলশাহের রাজসভায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন। আদিলের মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন।

সম্রাট্ আকবর শাহ তাঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া উচ্চপদ দিয়া সম্মানিত করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে সম্রাট্ আকবরশাহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ যাত্রার ১৫ দিন পরে হাকিম আবুল্‌ফথ্‌গিলানীর মৃত্যু হয়।

ফথপুরিমহল, সম্রাট্‌শাহ জহানের জনৈক বেগম। ইনি দিল্লী ফতেপুরি-মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতা।

ফথ খাঁ (ফতেখাঁ), আহ্মদনগরের আবিসিনিয়া দেশীয় সেনানী মালিক অম্বরের পুত্র। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহীরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন। এরূপ ক্ষমতাশালিতায় অসন্তুষ্ট হইয়া মুর্ত্তাজা নিজামশাহ তাঁহাকে কৌশলে খাইবার দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। তথা হইতে পলাইয়া তিনি পুনরায় রাজবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এবারেও তিনি বন্দীভাবে দৌলতাবাদে প্রেরিত হন। যাহা হউক তিনি কালে মুক্তি পান এবং মিত্রের (নিজাম শাহের মাতা) আদেশে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু পাছে তিনি পুনরায় পদচ্যুত হন, এই ভয়ে সুলতানকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার সহচর ওমরাহদিগকে একদিনে শমনভবনে প্রেরণ করেন। এই হত্যার কারণ তিনি সম্রাট্ শাহ জহানকে জানান। ওমরাহগণ নিজামশাহীসিংহাসনের অধীনতা উচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ হন, তাঁহাদিগকে মারিয়া সম্রাটের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

সম্রাট্ ফথ্ খাঁর এই সহানুভূতিতে প্রীত হইয়া সুলতানকেও হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বন্দীরাজকে নিহত করিয়া তৎপুত্র হুসেনকেই রাজা করেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ফথ খাঁ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং হুসেন নিজামশাহ গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন। পরে ফথ্ খাঁ সম্রাটের অনুগ্রহলাভ করিয়া লাহোরে গমন করেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা মাসহারা ভোগ করেন।

ফথশাহ, (পূরবী) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে য়ুসফ-শাহের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে খোজা সুলতান সাহজাদা কর্তৃক তিনি নিহত হন।

ফনোগ্রাফ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী নিউজার্সিবাসী টমাস্ এ এডিসন্ (Thomas A. Edison) নামা জনৈক বৈজ্ঞানিক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা। তিনি বেলের (Mr. Graham Bell) টেলিফোন-যন্ত্রের গোলাকার পটহ থালের (Disc) শব্দগ্রহণ ও বিতাড়ন-শক্তি লক্ষ্য করিয়া স্থির করেন যে, যদি কোন উপায়ে তিনি ঐ থালে (Disc) স্বরের কম্পনগুলিকে (Vibrations) ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে উহার সাহায্যে একটী নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হইতে পারে।

এই যন্ত্রের মধ্যস্থল নলাকার। নলের উপরিভাগ খাতযুক্ত পেঁচকাটা। প্রত্যেক পেঁচ প্রায় ১ ইঞ্চ্ অন্তর। নলের মধ্য দিয়া একটী অক্ষদণ্ড বিলম্বিত। ঐ অক্ষদণ্ডের এক ধারের হাতল পদানুসারে ঘুরান যাইতে পারে এবং অপর মুখে একটী চক্র আছে। ঐ চক্র ঘূর্ণনকালে শব্দের সমগতি সম্পাদনে সমর্থ। যন্ত্রের সম্মুখে একটী চোঙযুক্ত হাতল। ঐ হাতলের উপরে ডায়াফ্রাম্ বা পটহ (diaphragm) রক্ষিত এবং নিম্নদেশে একটী ইস্পাতের শলাকা চোঙ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ নলাকার যন্ত্রের উপরিভাগ টিনের পাতে সমাচ্ছাদিত থাকে। বক্তা ঐ ডায়াফ্রামের নিকট মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে কথা কহিলেই শব্দের কম্পনগুলি তাহাতে আঘাতিত হয়। সেই সময়ে হাতল ঘুরাইলে ঐ শলাকা শব্দের অনুক্রমে টিন পাতে লাগিয়া দাগ অঙ্কিত করে। এইরূপে শব্দগুলি উহাতে চিরস্থায়ীরূপে বদ্ধ হইয়া যায়।

পরিস্ফুট মানবস্বর, বালক বা পশুপক্ষীর অস্ফুটস্বর এবং গীতবাদ্যাদি ইহার মধ্যে অনায়াসেই লিপিবদ্ধ (Register) করিয়া রাখা যায় এবং ইচ্ছামত ঐ শব্দ বা গীতগুলিকে

ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি (Reproduced) করান যাইতে পারে। শব্দের পুনরুৎপাদন সময়ে যন্ত্রটীকে ঘুরাইয়া বসাইতে হয়। হাতল ঘুরাইবার সময় শব্দানুসারে শলাকা যে যে খাঁজের উপর দিয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে খাঁজে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত করিয়াছিল, ঠিক তাহারই অনুরূপ শব্দ উৎপাদন করে।পটহে (Diaphragm) তাহা আঘাতিত ও কম্পিত হইবার পর পূর্ব্ববৎ শব্দোচ্চারণ করিতে থাকে। যদি ঐ উচ্চারিত শব্দ গম্ভীর করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পটহমুখে কোণাকার নল বসান যাইতে পারে। এক একটী বড় যন্ত্রের দুইটী পটহ থাকে। যে মুখে মুখে শব্দগ্রহণ করে, সেটী লৌহপাতে বিনির্ম্মিত এবং শব্দোদ্গিরণকারী অপর পটহে প্রায়ই কাগজ দেওয়া থাকে। এই যন্ত্রের এমন গুণ যে, যদি কেহ গীতাদি গ্রহণসময়ে উহাকে শব্দের পরিমাণানুসারে ঘুরাইতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই শব্দের অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত হইবে। যদি ঐ নল দ্রুতগতিতে ঘুরাণ যায়, তাহা হইলে স্বর উচ্চ হয় এবং আস্তে আস্তে ঘুরাইলে তাহা নীচু হইয়া থাকে।

এই যন্ত্র সাধারণের অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় এডিসন্ সাহেব পুনরায় উহার সংস্কার করেন। নলের পরিবর্ত্তে তিনি চেপ্টা পাতের উপর স্ক্রুপের মত খাঁজ কাটিয়া লন। উহার অভ্যন্তর ভাগ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় চালিত। একণে একটী সুরের সঙ্গে আরও দুই তিন প্রকার সুর উঠিতে দেখা যায়।

ফন্দ (আরবী ফন্দ শব্দের অপভ্রংশ) চাতুর্য্য, ফাঁদ।
"বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ, করিনু ভালয়ে হইল মন্দ।"(বিদ্যা°)

ফন্দী (দেশজ) ফন্দ, চাতুর্য্য, ফাঁদ।

ফয়দা (আরবী) ১ লাভ। ২ উপকার। ৩ আবশ্যকতা।

ফয়সালা (আরবী) বিচারফল (Judgment), মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র। বিচারক বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া যে আদেশ পত্র প্রচার করেন, তাহাকে ফয়সালা কহে। ইহাকে চলিত 'রায়' কহা যাইতে পারে।

ফর (স্ত্রী) ফলতীতি ফল-অচ্, লস্য র। ফলক। (অমরটী° ভ°)

ফরগণ্য (পারসী) সুরভেদ। আমীর খস্রু ইহার প্রবর্ত্তয়িতা।

ফরদ (দেশজ) কুসুমবৃক্ষ বিশেষ। (Erythrina Indica)

ফরমাচ (পারসী) আজ্ঞা, হুকুম, আদেশ।

ফরমা বরদার (পারসী) আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

ফরসা (দেশজ) ১ নির্ম্মল, পরিষ্কার। ২ নিহত করা, সাবাড়। ৩ জোর।

ফরা, মথুরাজেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ পূঃ, যমুনা নদীর প্রায় ১ মাইল দূরে মথুরা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ফাঁড়ী, বাজার ও বাঙ্গালা আছে। পূর্ব্বে এখানেই তহসীলের সদর ছিল।

ফরাজী, মুসলমানদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হাজী সরিতুল্লা এই নূতন মত প্রবর্ত্তন করেন। মহম্মদীয় কোরাণ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার আবুহানিফের মতানুসরণ করিয়া তাঁহারা জগৎ-ক্রিয়া ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভক্তিমান্ হইয়াছে। তাহারা সুন্নীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্ব্বপ্রচলিত অশাস্ত্রীয় কুলাচার মানে না[১] এবং সেই সমস্ত আচারবর্জ্জিত বলিয়াই সুন্নী হইতে তাহাদের একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। তাহারা বলে যে কোরাণ শাস্ত্রই মোক্ষোপায়ের প্রধান অবলম্বন।

ফরিদপুর শব্দে লিখিত হইয়াছে যে গঙ্গা (পদ্মা) ও ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যবর্ত্তী 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত মুসলমানগণ প্রায়ই তদ্দেশের আদিম অধিবাসী। আফগান ও মোগলগণের আক্রমণ সময়ে উৎপীড়ন হেতু তাহারা ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বাহিরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও অদ্যাপ হিন্দুভাব ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।[২] হাজি সরিতুল্লা মুসলমান সমাজের অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হন। তিনি এতদ্বিষয়ে আপন অসম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সাধারণকে দেবপূজার পরিবর্ত্তে কোরাণবর্ণিত একেশ্বরোপাসনা এবং সরল ও সাধু আচারসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বিবাহে অর্থব্যয় নিষেধ করিয়া দেন এবং ফকচ্ছেদ কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র লোকনিয়োগের আদেশ করেন। তাঁহার আচরিত ধর্ম্মমতের প্রধান কয়টী নিয়ম এই—১ ধর্ম্মযুদ্ধের (জিহাদ্) কর্ত্তব্যতা, ২ বিশ্বাসহন্তা, পাষণ্ড ও নাস্তিকদিগের পাপ। ৩ ঈশ্বরপূজায় (বিদায়াৎ) ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান এবং ৪ সকলকেই সেই এক ঈশ্বরের অংশদান। ফরাজীগণ কাছা দেয় না, প্রায় ধুতি খানি কোমরে ঘুরাইয়া উদরের সম্মুখে গেরো বাঁধে। ভজনকালে তাহারা আহুপাতিয়া ফতিহা (কমতা) পাঠ করে, ইত্যাদি কএকটী বাহ্য আচার দেখিলেই মুসলমানকে ফরাজী বলিয়া ধরা যায়। প্রবর্ত্তকের জীবনকালে এই মত বিস্তার লাভ করে। প্রায় ৫০ বর্ষের মধ্যে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ তাঁহার শিষ্য হয়। একণে পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রভৃতি স্থানেও ফরাজী মতাবলম্বী বহুশত মুসলমান দেখা যায়।

(১) ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম কুসংস্কারপূর্ণ বা অধঃপতিত হইলে যেমন Puritan দলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজে ইস্লাম ধর্ম্মের অবনতি দেখিয়াই ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে এই সাম্প্রদায়িক মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহারা কতকাংশে আরব দেশীয় ওহাবীদিগের মত।

(২) এখনও তাহারা হিন্দুর মত কতকগুলি কুলাচারের অনুষ্ঠান ও উপদেবতাদির পূজা করে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে হিন্দু কন্যার বিবাহে মুসলমানরমণী আসিয়া নাচ গান প্রভৃতি নানা স্ত্রিক ব্যবহারে মিলিত হয়।

হাজীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্‌মিঞা ফরাজীদলের দলগুরু হন। কিন্তু স্বভাবদোষে তাহার উপর মুসলমান সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহার এই অসৎ প্রকৃতির জন্য ইংরাজরাজ তাঁহাকে কএকবার কারারুদ্ধ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুইপুত্র এখনও ফরাজীদলের ধর্ম্মনায়কতা করিতেছে। এখন আর তাহাদের সে ধর্ম্মোন্মাদ নাই। তাহারা এক্ষণে রাজভক্ত, নিরীহ ও শান্তস্বভাব হইয়াছে। চাস বাস ভিন্ন অনেকে চর্ম্মের বাণিজ্য করে।

মুসলমান জাতির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ধর্ম্মে উৎসাহ ও প্রত্যাদিষ্ট নীতি পালন-বিষয়ে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাহারা এত গোঁড়া যে, ধৈর্য্যচ্যুত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অপরে কেহ তাহাদের ধর্ম্মমতের নিন্দা করিলে প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়।

ফরামগিরি, আসাম প্রদেশে গারো পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৫২ ফিট উচ্চ। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এখানকার অনার্য্যজাতি হঠাৎ কুলিদিগকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে, সেই পর্য্যন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ফরাস (আরবী) যে ভৃত্য বিছানাদি বিছায়।

ফরাসডাঙ্গা, দেশীয় নাম চন্দননগর বা চন্দরনগর। ফরাসীরা আসিয়া এখানে কুঠি নির্ম্মাণ করা অবধি ইহা ফরাসডাঙ্গা নামে খ্যাত হইয়াছে। [চন্দননগর ও ফরাসী দেখ।]

ফরাসী, ফ্রান্সদেশের অধিবাসী। [ফ্রান্স ও খৃষ্টান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যে সকল য়ুরোপীয় শক্তি বাণিজ্যকরণ অভিপ্রায়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে ফরাসীগণ চতুর্থ। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজের পর ফরাসীরা ভারতে আসিয়াছেন।

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সপতি ১২শ লুইর সময়ে রোঁএন্ নামক স্থানের বণিকেরা পূর্ব্বসাগরে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রথম আয়োজন করেন। ১৫৩৭ ও ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ১২শ লুইর উত্তরাধিকারী ১ম ফ্রান্সিস্ আপন প্রজাবর্গকে বহুদূর দেশে গিয়া বাণিজ্য করিবার উপদেশ দেন। কিন্তু নানা বিপ্লবে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে সেন্টমালো হইতে দুইখানি জাহাজ লেপ্টেনান্ট বার্দেলিউর অধিনায়কতায় ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুইখানিই মালদ্বীপের নিকট ডুবিয়া যায়।

৪র্থ হেনরির শান্তিময় রাজ্যকালে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন একবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এবারও যাহারা ভার পাইয়াছিল, তাহারাও বিশেষ কাজ না করায় আর একদল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে রাজার অনুজ্ঞাপত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন। ইহারা "ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে খ্যাত হইলেন। ফরাসী-মন্ত্রী কোলবার্ট ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে অবাধিতভাবে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য ৫০ বর্ষ সময় দিয়াছিলেন।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিকেরা সুরাতে আসিয়া প্রথম কুঠি স্থাপন করেন। ইহার পর মসলিপত্তনেও কুঠি স্থাপিত হয়। তৎপরে তাঁহারা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ত্রিন্‌কমলী কাড়িয়া লন, কিন্তু অল্পদিন পরে ওলন্দাজেরা পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মান্দ্রাজের পার্শ্বস্থ সেন্টটোমে নামক স্থান ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে দখল করেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইহার পর ফরাসীরা পুঁদিচেরীতে আসিয়া আড্ডা করেন।

ওলন্দাজেরা সেখান হইতেও ফরাসীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহারা কিছুদিন সুরাতে থাকিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন; কিন্তু য়ুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের প্রতিবন্ধকতায় তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন নাই; সুরাত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তাঁহারা চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে চন্দননগরের অধিকার প্রদান করেন। ইহার পর ফরাসী কোম্পানী ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মহী আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে চন্দননগরের গবর্ণর হইলেন। ইহার পর ১৭৪২ ও ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুঁদিচেরির শাসনভার পাইয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা তঞ্জোররাজের নিকট হইতে 'করিকাল' খরিদ করেন।

প্রথমে ওলন্দাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ ঘটিয়াছিল। এখন বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরাজেরাও ফরাসীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হইল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা য়ানম্ ও মসলীপত্তন অধিকার করিয়াছিলেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তঞ্জোররাজকে কিছু টাকা দিয়া ঐ স্থান পাকা করিয়া লইলেন এবং ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

১৭৩৫ হইতে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ডুপ্লে ও ডুমাসের চেষ্টায় ভারতে ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নাগপত্তনে ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফরাসীরা মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহাদের কাছে সপ্রদেশে মহম্মদ খাঁ পরাজিত হন। কিন্তু কুদ্দালূরে হইবার ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পুঁদিচেরিতে অবরোধ করেন, কিন্তু শেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। অম্বূরের যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করেন, এই যুদ্ধে আন্‌ওয়ার

উদ্দীন্ নিহত হন। ইহার পর ফরাসীরা মুরারিরাওর শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে চকিত করিয়াছিলেন। আন্‌ওয়ার উদ্দীনের পুত্র মহম্মদআলীও ফরাসীদিগকে শাসন করিবার জন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। ইহার পর ফরাসীরা গিঞ্জী আক্রমণ করেন। নাসিরজঙ্গ পরাজিত হন, ঘোলকণ্ডাক্ষেত্রে ইংরাজেরাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্লাইবের কৌশলে ত্রিচীনপল্লীতে ফরাসীরা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন ও দুইবার ক্লাইবের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। তথা হইতে ফরাসীরা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে হটিয়া আসেন, এখানে ইংরাজের নিকট তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বিক্রবাণ্ডী নামক স্থানে ফরাসীরা ইংরাজদিগকে পরাজয় করেন, কিন্তু বাহার নামক স্থানে আবার পরাজিত হন।

মুসৌ বুসির অধিনায়কতায় ফরাসীগণ যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্রদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করেন এবং ভারতের পূর্ব্ব উপকূলস্থ চারিটী বিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তিরুবাডী নামক স্থানে ইংরাজেরা ফরাসীহস্তে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্ণাচল ও সর্কারাচলে ফরাসীরা পরাস্ত হইয়া শ্রীরঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আবার ত্রিচীনপল্লীতে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ ঘটে, এখানে ফরাসীরা ভগ্নোদ্যম হইলেও কাঁটাপাড়ায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। ইহার পর ফরাসী ও ইংরাজে সন্ধি হয়। ফরাসীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে সাহায্য করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর নাগপত্তনে আবার যুদ্ধ বাধে, এই সময়ে ফরাসীরা কুদ্দালূর ও সেন্টডেভিড দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু শীঘ্রই ঐ স্থান ছাড়িয়া তঞ্জোরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভান্দিবাস, কদ্দূর, সেন্টডেভিড্ ও বন্দিবাস এই কয়স্থানের যুদ্ধে ফরাসীপ্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। এমন কি তাঁহারা ইংরাজদিগকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পুঁদিচেরি অর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লের বিচক্ষণতায় ফরাসীর যে তেজোবীর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া ছিল, পুঁদিচেরি-সমর্পণের সহিত সেই প্রভাব তিরোহিত হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পুঁদিচেরি ছাড়িয়া দেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর হেক্টর মন্‌রো পুনরায় পুঁদিচেরি অধিকার করেন, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারীর সন্ধিতে আবার প্রত্যর্পিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজহস্তে আসে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আমীনের সন্ধিসর্ত্তে পুনরায় ফরাসীরা পুঁদিচেরি ফিরিয়া পান, কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজেরা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের জন্ত ফরাসী হস্তে অর্পিত হয়। এখন চন্দননগর, করিকাল, পুঁদিচেরি, য়নম্ ও মহী এই কয়টী স্থান ফরাসী অধিকারে আছে।

এক সময়ে সমস্ত ভারতে ফরাসীপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসীরাই প্রথমে বিপুল মোগলসাম্রাজ্য য়ুরোপীয়গণের অধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ফরাসীরাই প্রথমে দেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদেরই সাহায্যে ভারত অধিকারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফরাসীরাই দেশীয় রাজন্যবর্গের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া দেশীয় সৈন্যদিগকে য়ুরোপীয় প্রথায় রণশিক্ষা দিয়াছিলেন। যদি গ্রহ-বৈগুণ্য না ঘটিত, তাহা হইলে বলা যায় না, ফরাসী অধিকার আজ ভারতে কতদূর বিস্তৃত হইত। যে সকল মহাবীর ভারতে ফরাসী অধিকার বিস্তারে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডুপ্লে, বুসি, কাউণ্ট লালী ও লাবোর্দনের নাম প্রধান, এই পাঁচ জনের সহিত ভারতে ফরাসীর ইতিহাস জড়িত। [ডুপ্লে, বুসি, লালী, লাবোর্দোনে ও ফ্রান্স প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ফরিদকোট, শতদ্রুর অন্তর্ভুক্ত একটী শিখরাজ্য। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের রাজকীয় কর্তৃত্বাধীনে শাসিত। অক্ষা° ৩০°১৩´৩০´´ হইতে ৩০°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩১´ হইতে ৭৫°৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরপশ্চিমে পাতিয়ালারাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে ফিরোজপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৬১২ বর্গমাইল। কোটকপূর ও ফরিদকোট নামে ইহার দুইটী বিভাগ আছে।

জলাভাব ঘটিলে এখানে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। একমাত্র বৃষ্টিই প্রজাদিগের ভরসা। কোন কোন বর্ষে আদৌ জলপাত না হওয়ায় প্রজার কষ্টের সীমা থাকে না। এ কারণ এখানকার রাজস্ব নিয়মমত আদায় না হইয়া কমবেশী হইয়া থাকে।

এখানকার সর্দারগণ বরাড়জাটবংশীয়। ভল্লন শাখা ঐ বংশের পূর্ব্বতন কোন ব্যক্তি সম্রাট্ আকবর শাহের রাজত্ব সময়ে স্বীয় কুলগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তদীয় প্রপৌত্র কোটকপূরা দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং স্বয়ং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। বর্ত্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ কোটকপূরা ও পরে ফরিদকোট দখল করিয়া লন। মহারাজ রণজিৎ ১৮০৮ ও ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শতদ্রুর বামকূলবর্ত্তী যে সমুদায় বিভাগ জয় করিয়াছিলেন, ইংরাজরাজ তাহা প্রত্যর্পণের জন্ত প্রার্থনা করেন। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজ ফরিদকোট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের অবতারণায় সর্দার পাহাড়সিংহ ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন এবং সেই সময়ে মাভারাজের অধিকৃত রাজ্যের কতকাংশ ও নিজ পৈতৃক সম্পত্তি কোটকপূর লাভ করেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়-শিখযুদ্ধের সময় পাহাড়সিংহের পুত্র উজীরসিংহ ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহীদমনে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি তাহাদের গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ইংরাজরাজ তাঁহাকে বহু পারিতোষিক দান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় পুত্র বিক্রমসিংহ রাজা হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সনদানুসারে অধিকারিগণ এই রাজসম্পত্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে সক্ষবান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। রাজা রাজ্যমধ্যে আনীত কোন দ্রব্যেরই শুল্কগ্রহণ করেন না। ইংরাজরাজের নিকট তিনি ১১টী মান্যসূচক তোপ পাইয়া থাকেন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৩০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৯´ পূঃ। এই নগরেই ফরিদকোটের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।

ফরিদপুর, বাঙ্গালার ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২২° ৪৭´ ৫৩´´ হইতে ২৩° ২৪´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২১´ ৫০´´ হইতে ৯০° ১৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২২৬৭ বর্গ মাইল। এই জেলার উত্তর ও পূর্ব্বে পদ্মানদী, পশ্চিমে গোড়ুই, বারাসে ও মধুমতী এবং দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি চর, জলা ও নবগঙ্গানী নদী প্রবাহিত।

ক্রমান্বয়ে পলি পড়িয়া গঙ্গার 'ব' দ্বীপরূপে এই জেলার উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও চারিদিকে চড়া পড়িয়া জেলার আয়তন বাড়িতেছে। জেলার উত্তরাংশবর্ত্তী স্থানসমূহ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উহা প্রায়ই জাগিয়া থাকে। ফরিদপুর নগর হইতে উহা ক্রমশঃই দক্ষিণাভিমুখে নীচু হইয়া আসিয়াছে। বাখরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রায়ই জলমগ্ন থাকে, এমন কি নৌকা ভিন্ন তথায় আর গমনাগমনের কোন উপায় নাই। লোকে প্রায়ই নদীতীর বা জলাভূমির নিকটস্থিত উচ্চস্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রবল বর্ষায় ঐ স্থানগুলি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। কখন কখনও জলস্রোতে নদীতীরবর্ত্তী কোন গ্রাম ভাসিয়া যাইতেছে, আবার কোথাও বা নূতন স্থানের পত্তন হইতেছে। স্থানীয় প্রবাদ যে গঙ্গা নদী পূর্ব্বে সেলিমপুরের নিকট প্রবাহিত হইত, পরে কানাইপুরের দিকে গতি ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হইতেছে। সেই পূর্ব্ব নদীগর্ভ মজিয়া উঠিয়াছে, উহা এক্ষণে মরা-পদ্মা নামে পরিচিত। শাখানদীর মধ্যে চাঁদনা নিত্যই গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে স্থানে বারাসে নদী মধুমতীতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানের নাম কীর্ত্তনখোলা। কুমার ও চাঁদনার স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কিন্তু মধুমতী, পদ্মা ও আরিয়াল-খাঁর মধ্য দিয়া কোন সময়েও পার হওয়া যায় না।

এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় বিল আছে। বর্ষার সময় কোন কোনটী হ্রদের মত বড় দেখায়। ঐ সকলের মধ্যে ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী 'ঢোলসমুদ্র' সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী। পতিয়া, হাতিমোহন, মজোদী, নদিবশাহী, যোগুর, চন্দ্রমোহন ও বন্দির বিলই সর্ব্বপ্রধান। এই সকল বিল এবং খালে প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হয়। বিক্রয়ার্থ ঐ মৎস্যরাশি সময় সময় কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে। জলের অভাব না থাকায় এখানে প্রচুর চাউল জন্মে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অল্পে অল্পে নদীর পলিতে এই জেলার উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমশঃই প্রজাবৃন্দের আগ্রহে বিচার-আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন জেলারূপে পরিণত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ আকবর শাহ যখন বাঙ্গালার বন্দোবস্ত করেন, তখন এই স্থান মহম্মদাবাদ সরকারের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী দুই শতাব্দে এখানে মগ দস্যুর উপদ্রব বৃদ্ধি হয় এবং আসাম-বাসীরা ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া এ স্থানে লুটপাট আরম্ভ করে। ইংরাজরাজত্বের প্রথম সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ঢাকা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং ঢাকা-জলালপুর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। তৎকালে ঢাকানগরেই ফরিদপুরের বিচার সদর অবস্থিত থাকায় এই সুদূর পথে যাতায়াত করিতে অধিবাসিগণের কষ্ট হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই অভাব দূর করিবার জন্য এখানে স্বতন্ত্র বিচারগৃহাদি স্থাপিত হয়। তদবধি এই স্থান একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

মুসলমান ও চণ্ডালগণ এখানকার মুখ্য অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যাও অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা বেশী। মুসলমানগণ সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্য্যে জীবনাতিপাত করে এবং অপর সকলে পাট, চামড়া প্রভৃতির ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছে।

মুসলমানদিগের ফরাজীমতের প্রবর্ত্তয়িতা হাজী সরিতুল্লা এই জেলার অন্তর্গত দৌলৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা ক্রমশঃই সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। ফরাজীগণ সুন্নী এবং তাহারা আবু-হানিফার[১] মতাবলম্বী।

চণ্ডালগণ এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহারা ক্রমে পূর্ণমাত্রায় হিন্দু হইয়া উঠিতেছে। ইহারা কখন শ্রমকে শ্রম বলিয়া মনে করে না। দিবারাত্র হয় নৌকায়, না হয় শস্যক্ষেত্রে

(১) কোরাণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

রৌদ্র বা বৃষ্টির তাপ সহ্য করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ। মোগল ও আফগান রাজত্বে ইহাদের অনেকেই ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট লোক হিন্দুসমাজে চলিত হইবার জন্য ব্যগ্র। তাহারা পূর্ব্বে হিন্দু সমাজভুক্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি নানাবর্ণও ছিল। কোন ব্রাহ্মণের শাপে তাহারা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যশোর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং এইরূপে আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ইহাদের অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বদেশপ্রিয়তা আশ্চর্য্যজনক। ইহারা নানা গাছ-গাছড়ার গুণ জানে।

মাদারিপুর, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ ও কুষ্ঠিয়া(?) এখানকার প্রধাননগর এবং ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়ালমারী, পাংশা, গোহাটবাজার, শিবচর ও মধুখালি প্রভৃতি স্থানে প্রভূত মাল আমদানী হয়। ঐ দ্রব্যের অধিকাংশই কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে। ফরিদপুর নগর হইতে বারাসের তীরে ধোবাঘাট পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা আছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থানের বাণিজ্যবিস্তার জন্য কালিনগর, ভাঙ্গা বোয়ালমারী প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা আছে। প্রতিবৎসর বর্ষায় এখানে বন্যা হয়; কিন্তু তাহাতে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয় না। এখানকার মধ্যে কোটালীপাড়া গ্রামই ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। বহু খ্যাত নামা পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানকার ঘর্ঘরা তীরে প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে গঙ্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে একটী মেলা হয়। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব অভিষ্টসিদ্ধির জন্য ঐ নদীতে স্নান এবং মানসিক-পূজা দান করে।

২ ফরিদপুর জেলার উপবিভাগ। ফরিদপুর, ভূষণা, অবান্পুর, ভাঙ্গা ও মুকসুদপুর থানা ইহার অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৮৭০ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, মরাপদ্মার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩৬´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°.৫০´ ১১´´ পূঃ। নগরের দক্ষিণে বিখ্যাত 'ঢোলসমুদ্র'। ইহার জল স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। এখানে প্রতিবৎসর জানুয়ারীমাসে একটী কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, ক্রমে উহা সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে বৎসর বৎসর মেলার শ্রীবৃদ্ধিও বাড়িতেছে।

ফরিদপুর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বেরেলী জেলার একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ২৪৯ বর্গমাইল। সমগ্র স্থানই শস্যশ্যামল এবং উর্ব্বর। রামগঙ্গা, বাহুল ও কৈলাসনদীতীরে সাধারণতঃ চাসবাস দেখা যায়। এখানে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলপথের দুইটী ষ্টেশন (ফতেগঞ্জ পূর্ব্ব ও ফরিদপুরে) আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। বেরেলী হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ১২´ ১৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪´ ৪৪´´ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম পুর। রাজদ্রোহী কোন কাঠেরিয়া রাজপুত এই নগর স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে কাঠেরিয়াগণ বেরেলী হইতে বিতাড়িত হয়। কাহারও মতে, মুসলমান সাধু শেখ ফরিদের নামানুসারে ইহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে। অপরে অনুমান করেন যে, ১৭৪৮-৭৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রোহিলা-অধিকারকালে যে শাসনকর্ত্তা এখানে দুর্গনির্ম্মাণ করান, তাঁহারই নামানুসারে ফরিদপুর নাম রাখা হয়। প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের গৌরবস্বরূপ এখানে কতকগুলি মন্দির বিদ্যমান আছে।

ফরিদী (দেশজ) ১ ফরিয়াদী। বাদী। ২ পক্ষিবিশেষ।

ফরিয়াদ (পারসী) অভিযোগ। (A complaint)

ফরিয়াদী (পারসী) বাদী, অভিযোক্তা, যিনি প্রথমে বিচারকের নিকট নালিশ করেন, তাহাকে ফরিয়াদী কহে।

ফরুখনগর, পঞ্জাবের গুরুগাঁও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রাজপুতনা-মালব রেলপথের শেষ ষ্টেশনের ১৫ মাইল দূরে রোহতক-সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫১´ ৩০´´ পূ°। নগরটী অষ্ট-কোণ ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত। চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে। মধ্যভাগে দুইটী বাজার। রাস্তা ঘাট বেশ বাঁধান, দেখিলেই বোধ হয় বেশ সমৃদ্ধিশালী। লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করা এখানকার প্রধান ব্যবসা ছিল, রেলপথ বিস্তার হওয়ায় সম্বর লবণ আনীত হইতেছে এবং স্থানীয় লবণের কারবার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়ই অন্য স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। দিঘীঘাট, 'শিস্‌মহাল' নামক নবাব-প্রাসাদ, মস্‌জিদ্ প্রভৃতি প্রধান অট্টালিকা দর্শনযোগ্য।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা বেলুচসর্দার ফৌজদার খাঁ (দালেল্ খাঁ) সম্রাট্ ফরুখশিয়ারের নামে ইহার নামকরণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ বংশই এখানকার অধিকারী থাকে। পরে ভরতপুরের জাটগণ উহা কাড়িয়া লয়। ১২ বৎসর পরে ফৌজদার খাঁর পৌত্র পুনরায় পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তৎকালীন নবাব আহমদআলী খাঁ ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত(?) প্রেরিত হন। অতঃপর(?) হুসেন খাঁ নামা জনৈক মুসলমান ঐ সম্পত্তি পারিতোষিক পান। সিপাহীবিদ্রোহকালে ঐ ব্যক্তি ইংরাজের অনেক উপকার করিয়াছিল। তদবধি তাঁহার উত্তরাধিকারী সুরাজউদ্দীন্ হায়দার এখনও তৎপ্রদেশ শাসন করিতেছেন।

ফরুখ্‌সিয়র, (ফররুখসের ও ফেরোক্‌শিয়ার নামে খ্যাত।) একজন মোগল বাদশাহ। আজিম্‌ উস্‌-শানের মধ্যমপুত্র এবং সম্রাট বাহাদুর শাহের পৌত্র। কুমার আজিম উস্‌-শান্‌ অরঙ্গজিব বাদশাহের আদেশে যখন বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই সময় তিনি আপন মধ্যমপুত্র ফরুখসিয়রকে বাঙ্গালায় তাঁহার পক্ষে নাএব-সুবাদার রাখিয়া যান। যতদিন বাহাদুরশাহ দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া লাহোরে না পৌঁছিয়াছিলেন, ততদিন ফরুখসিয়ার অবাধে বাঙ্গালার সুবাদারী ভোগ করিয়াছিলেন। ১১২২ হিজরায় (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার স্থলে আজ্‌-উদ্দৌলা খান্‌খানান্‌কে বাঙ্গালার সুবাদারী দেওয়া হয় এবং ফরুখসিয়র দিল্লীর সভায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হন।

ফরুখ্‌সিয়র আজিমাবাদে (পাটনায়) আসিয়া অর্থাভাব ও বর্ষা নিকট বলিয়া নগরের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাহাদুরশাহের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তিনি অবিলম্বে আপন পিতার নামে খুত্‌বাপাঠ ও মুদ্রা প্রচার করাইলেন। তৎকালে পাটনায় সৈয়দ হুসেন-আলীখান্‌ বাঙ্গা আজিম্‌ উসশানের নাএব ছিলেন। এই সৈয়দের সাহস ও প্রতিভা দেখিয়া ফরুখসিয়র তাঁহাকে স্বপক্ষে টানিয়া লইলেন। ফরুখসিয়রের মাতাও হুসেনআলীকে পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ইহার পর আজিমউস্‌শানের মৃত্যু ও জাহান্দারশাহের বিজয়বার্ত্তা পাটনায় পৌঁছিল। এখন (১১২৩ হিজরা রবিউল্‌ আখ্‌বল্‌) ফরুখসিয়র স্বনামে মুদ্রা প্রচার ও খুত্‌বা পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। হুসেনআলীর ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা-খান তখন আলাহাবাদের সুবাদার, তিনিও ফরুখসিয়রের সহিত যোগ দিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজকোষ সমস্তই ফরুখ-সিয়রের হস্তগত হইল।

ফরুখ্‌সিয়র বিশ্বস্ত সেনাপতি ও ২৫০০০ অশ্বারোহী সহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন। আলাহাবাদে বহুসংখ্যক সৈন্য সম্মিলিত করিয়া ফরুখসিয়র আগ্রায় জাহান্দারশাহকে আক্রমণ করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে হুসেনআলী গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু জাহান্দারই পরাজয় স্বীকার করেন।

রাত্রিকালে জাহান্দার আগ্রায় কাটাইয়া জুলফিকারখানের সহিত অতি সতর্কে দিল্লীতে আসিলেন। তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিয়া আসফউদ্দৌলা তাঁহাকে দুর্গমধ্যে বন্দী করিলেন।

সাতদিন বিশ্রামের পর ফরুখসিয়র দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১১২৪ হিজরা, ১১ই মহরম (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) তিনি দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন। জাহান্দরশাহ নিহত হইলেন। ২০ জেলহজ্জ, ফরুখসিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ 'কুতব্‌ উল্‌ মুলক' উপাধি ও সাতহাজারী মন্‌সব (সাত হাজার ও সাত হাজার), হুসেন আলীখাঁ 'আমীর উল্‌ উমরা ফিরোজ জঙ্গ' উপাধি ও সাতহাজারী মন্‌সব এবং এই সঙ্গে মীর-বক্‌সীপদ লাভ করিলেন।

ফরুখসিয়রের কোন স্বাধীন মত ছিল না। তিনি পিতা পিতামহ হইতে বহুদূরে বাঙ্গালায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এখানে অপরের ইচ্ছামতই তাঁহাকে সকল কার্য্য করিতে হইত, কাজেই তাঁহার স্বাধীন প্রবৃত্তির চালনায় কখন সুবিধা হয় নাই। অল্প বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তিনি সৈয়দ আবদুল্লাকে উজীর করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল পরে তাঁহাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

মীর জুমলা বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ, কর্ম্মদক্ষ ও উদার পুরুষ ছিলেন। সৈয়দেরা আসিয়া এক প্রকার মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করিতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এখন তিনিই সৈয়দদিগকে সাধারণের নিকট হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য কৌশলক্রমে তাহাদের দ্বারাই দিল্লীর প্রাচীন আমীর ও ওমরাহবংশীয়দিগের হত্যাসাধন করিতে লাগিলেন। এই সময় দুর্বৃত্ত সৈয়দদিগের হস্তে আমীর উল ওমরা জুল্‌ ফিকারখাঁ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অতি ঘৃণিতভাবে নিহত হন। আমীর উল্‌ ওমরাহ দেওয়ান রাজা শুভচাঁদের জিহ্বা কাটা যায়, জাহান্দর শাহের পুত্র আজিজ্‌ উদ্দীন, আজিম্‌শাহের পুত্র আলী তবার এবং ফরুখ্‌সিয়রের কনিষ্ঠ হুমায়ুন বখত্‌ উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রভাবে নেত্রহীন হইয়াছিলেন।

সৈয়দ আবদুল্লা রতনচাঁদ নামক এক শস্যবিক্রেতাকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি আপনার ও সৈয়দের উদরপূর্ত্তি না করিয়া কাহারও কোন কার্য্য করিত না। ফরুখ্‌-সিয়র সৈয়দের আচরণ অবগত হইয়া ছিলেন। তিনি মীর জুম্‌লাকে আপনার প্রতিনিধি করিলেন। বাদশাহের হইয়া সহি মোহরের ভার সমস্তই মীরজুম্‌লার উপর অর্পিত হইল। ইহাতে উজীরের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হইল। তাহাতে সৈয়দেরা বাদশাহ ও মীর জুম্‌লার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। মীর জুম্‌লা সৈয়দদ্বয়কে বন্দী করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাদশাহকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাদশাহের মাতা সৈয়দ আবদুল্লাকে ভাল বাসিতেন। তিনি গুপ্ত কথা বলিয়া পাঠাইয়া সৈয়দকে সতর্ক করিলেন।

এই সময় আমীর উল্ ওমরা হুসেন আলী বাদশাহের নিকট দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী চাহিয়া বসিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় তিনি দাউদখান্ নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি রাখিয়া সুবেদারী চালাইবেন, অথচ নিজে দিল্লীর দরবারে থাকিবেন। এই সুবেদারীতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগমের আশা ছিল। কিন্তু মীর জুম্লার পরামর্শে বাদশাহ হুসেনকে জানাইলেন যে, তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে দক্ষিণাত্যে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইবে। আমীর উল্ ওমরা ভ্রাতাকে একাকী দরবারে রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সৈয়দদিগের সহিত বাদশাহের মনোমালিন্য ঘটিবার সূত্রপাত হইল। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় দরবারে আসা বন্ধ করিল ও স্ব স্ব ভবন সশস্ত্র সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিল। পূর্ব্ব হইতে ফরুখ্সিয়রের মাতা সৈয়দদিগের পক্ষে ছিলেন। তিনি পুত্রকে অনেক বুঝাইয়া সৈয়দদিগকে দরবারে আনাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। মীর জুম্লা পাটনার সুবেদার হইয়া আসিলেন ও হুসেন আলী দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া বসিলেন। ফরুখ্সিয়রের অভিষেকের ২য় বর্ষে এই ঘটনা ঘটে।

৩য় বর্ষে, গুজরাতের আমেদাবাদে মুসলমানেরা হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়ায় ও গোহত্যা করিবার আয়োজন করায় হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়াছিল, এ সময়ে সুবেদার দাউদ্খাঁ হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ চলিতেছিল, নানাস্থানে অরাজকতা ঘটিবার সূত্রপাত হইতেছিল, সেই সময় পঞ্জাবে শিখেরা গুরুবান্দার অধিনায়কতায় স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিল। ফরুখ্সিয়রের ৪র্থ বর্ষে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) আবদুস্সমদ দিলের জঙ্গ লাহোরের সুবাদার হইয়া যান ও শিখদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের গুরুকে বন্দী করিয়া পাঠান। মীর জুম্লার পাট্নার সুবেদারী ভাল লাগিল না। তাঁহার সৈন্যগণ এক হইয়া অসম্ভব বেতন চাহিয়া বসিল। এমন কি তাহাদের উত্তেজনায় মীর জুম্লা আর পাটনায় তিষ্টিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এরূপ আচরণে বাদশাহ অতিশয় বিরক্ত হইলেন। মীর জুম্লা শেষে বাদশাহের অনুগ্রহলাভাশায় সৈয়দের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু লোকে ভাবিল, সৈয়দকে বন্দী করিবার ছলনামাত্র। এ সময় ৭।৮ হাজার অশ্বারোহী বাকি বেতন আদায় করিবার জন্য মহম্মদ আমীনখাঁ বক্সী, আমীর উল্ ওমরার প্রতিনিধি খাঁ দৌরান্ ও মীর জুম্লার বাড়ীতে গিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। এমন কি দিল্লীর পথঘাট বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। সৈয়দ আলী আবদুল্লা বহু সংখ্যক সশস্ত্র অশ্বারোহী ও সিপাহী রাখিয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়াছিলেন।

বাদশাহ মীর জুম্লার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পঞ্জাবে পাঠাইলেন এবং তাঁহার স্থানে সরবুলন্দ খাঁকে পাটনার সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। মীর জুম্লা পঞ্জাবে গেলে সকলে কাণাঘুসা করিতে লাগিল যে, এ কেবল রাজার চাতুরী মাত্র, সৈয়দদিগকে বন্দী করিবারই আয়োজন হইতেছে। শেষে এমন হইল, যে আবদুল্লা আপনার উজীরী কাজও বন্ধ করিয়া বসিলেন। সকল দিকে গোলযোগ ঘটিল। অনেকে অনেকের জায়গীর বা মনসব আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এ সময় হুসেন আলী দাক্ষিণাত্যে দাউদখাঁ ও মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, নানাস্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল। এই সময় বালাজী বিশ্বনাথের প্রভাবে মোগলসৈন্য অনেক স্থানে পরাজিত হইয়াছিল। হুসেন আলী মহারাষ্ট্রপতি সাহুর সহিত সন্ধি করিবার সনদ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই।

[পেশবা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দিল্লীর দরবারে মহম্মদ মুরাদ নামে এক নীচবংশীয় কাশ্মীরী বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া সৈয়দদিগের দমনের চেষ্টা করিতে ছিলেন।

যোধপুরের রাণা অজিতসিংহের কন্যা অতি রূপবতী ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি এমনি রোগে পড়িলেন যে, কিছুতেই তাঁহার আশা ফলিল না। এই রোগে যথাসাধ্য চিকিৎসা চলিয়াছিল। এই সময় ইংরেজ বণিকগণ অবাধ-বাণিজ্যের ফরমাণ লইবার আশায় বহুলক্ষ টাকার উপঢৌকন সহ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার হামিল্টন ছিলেন। এই হামিল্টনের চেষ্টায় বাদশাহ রোগমুক্ত হন ও শীঘ্রই মহাসমারোহে রাজপুতবালার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। (১৭১৯ খৃঃ অব্দ) ইংরাজ-চিকিৎসকের প্রার্থনা মতই ইংরাজ বণিক্ বাদশাহের নিকট বাঙ্গালার অবাধ বাণিজ্যের ফরমাণ ও ৩৭ গ্রাম খরিদ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। এদিকে সৈয়দদিগের সহিত ক্রমেই তাঁহার বিরোধ বাড়িতে ছিল। আবদুল্লা হুসেন আলীকে দিল্লীতে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। অজিতসিংহ প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক তখন বাদশাহের সহায় ছিল। তিনি মনে করিলে অবিলম্বে কণ্টক দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার নির্বুদ্ধিতার ও অলসতার শীঘ্রই প্রতিফল পাইলেন। হুসেন আসিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের কৌশলে অনুচরগণ রাজান্তঃপুর হইতে বাদশাহকে বাহির করিয়া তাঁহার

নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল (১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। দুই সৈয়দদ্বয় তৈমুর বংশীয় এক বালককে বাদশাহ খাড়া করিয়া ১১৩১ হিজরা, ৯ রজব (১৭১৯ খৃষ্টাব্দ ১৩ই মে) নৃশংসরূপে ফরুখ্‌সিয়রের প্রাণ হরণ করিল। দিল্লীস্থ হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে ফরুখ্‌সিয়রের কবর হয়। সৈয়দেরা প্রথমে যে বালককে বাদশাহী দিয়াছিল তাহার নাম রফ রফী উদ্ দর্জাৎ।

ফরুখাবাদ, (ফরকাবাদ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৬°৪৬´৩১´´ হইতে ২৭° ৪২´৫১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৯´৫৯´´ হইতে ৮০°৩৫´৯´´ পূঃ। ইহার উত্তরে শাহজহানপুর ও বদাউন্, পূর্ব্বে হার্দোই জেলা, দক্ষিণে কাণপুর ও এতাবা এবং পশ্চিমে মৈনপুরি ও এটা। ভূ-পরিমাণ ১৭১৯ বর্গমাইল। ফতেগড় নগর ইহার বিচার-বিভাগীয় সদর; কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্ত্তী ফরুখাবাদ নগরেই লোকের বাস অধিক।

দোয়াবের মধ্যভাগে এই জেলা অবস্থিত। মধ্যভাগ প্রায়ই নিম্ন। এজন্য প্রতিবৎসর বন্যায় ঐ সকল স্থান জলে ডুবিয়া যায়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী নাবাল জমি ব্যতীত কালীনদী, ঈশান ও রামগঙ্গা-প্রবাহিত স্থানে নূতন পলি পড়ায় চাসবাসের সুবিধা হইয়াছে। অপর সকল স্থানই জঙ্গলে পূর্ণ।

প্রাচীন কনৌজরাজ্য এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই স্থান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরণীয় হইয়াছে। [কান্যকুব্জ দেখ।] বর্ত্তমান ফরুখাবাদ নগর মুসলমানশাসন সময়ে গঠিত হয়। নগর মধ্যে ও বহির্ভাগে স্থপতি-বিদ্যার (ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাদির) যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুসলমানধরণে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানকালে গঙ্গার ২ ক্রোশদূরে[1] কালীনদীর বামকূলে ফরুখাবাদ নগর স্থাপিত। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষে প্রায় ৫ মাইল প্রায় বিস্তৃত। চারিদিকের ইষ্টক প্রাচীরের ভিত্তি মাত্র পড়িয়া আছে। স্থানবাসিগণ ঐ ধ্বংসস্তূপ হইতে ইষ্টক লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া থাকে, প্রাচীন নগরের গৌরবকীর্ত্তি ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে।

হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে একমাত্র রাজা অজয়পালের পবিত্র ক্ষেত্র দর্শনযোগ্য[2]। এখনও অনেকগুলি মুসলমান কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

গুপ্তরাজগণ ৩১৯ হইতে প্রায় ৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা ও অপরাপর কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও ঐ জেলার মধ্যে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ভরজাতীই এখানকার আদিম অধিবাসী। ঠাকুরবংশীয়েরা উহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়া যান। কনৌজরাজ জয়চাঁদের অধিকারকালে কালীনদীর দক্ষিণাংশ লোকাকীর্ণ হয়। মুসলমান কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ পরাজিত হইবার বহু পরে ইহার উত্তরাংশ বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের হস্তগত হয়। ১৮শ শতাব্দে ফরুখাবাদের নবাবই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রোহিলাসর্দ্দার আলী মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। সম্রাট্ হাফিজ-রহমৎ-খাঁকে আলীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সম্রাটের আদেশে ফরুখাবাদের নবাব সসৈন্যে হাফিজ্‌কে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে নবাব সাহেব পরাজিত ও নিহত হন। এই সময় অযোধ্যার উজীর সফদর জঙ্গ ফরুখাবাদ লুণ্ঠন করেন। কাজেই ফরকাবাদী রোহিলা ও বেরেলীর দল একত্র হইয়া ফরুখাবাদ সফদরের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় এবং আলাহাবাদ অবরোধ করে। [বিস্তৃত বিবরণ রোহিলখণ্ড ও বেরেলী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রোহিলাদিগকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পরাজয় করিয়া সুজাউদ্দৌলা এই স্থান নিজে শাসিত করেন। অতঃপর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উহা ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

ফতেগড়ে ইংরাজের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। [ফতেগড় দেখ।] মে হইতে জানুয়ারীমাস পর্য্যন্ত এই জেলা নবাব ও বখৎ খাঁর অধীনে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিগেডিয়ার হোপ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিলে নবাব ও ফিরোজশাহ বেরেলীতে পলাইয়া যান। পরে মে মাসে বিদ্রোহীরা আসিয়া পুনরায় কায়েমগঞ্জ অবরোধ করে, কিন্তু তাহারা অধিক দিন তথায় থাকিতে পারে নাই।

ফরুখাবাদ, ফতেগড়, কায়েমগঞ্জ, শামসাবাদ, কনৌজ, ছিব্রামৌ, তিব্বা ও ঠেকীগ্রাম এখানকার আটটী প্রধাননগর ও সাধারণ বাণিজ্যস্থান। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, কাণপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এখানকার চাউল, গম, যব, জোয়ার, বজরা, মাসকলাই, নীল, ইক্ষু প্রভৃতি জাত দ্রব্যের রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে রেলপথ বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৭৭০ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে প্রায় ১০ বার দুর্ভিক্ষের ঘটনা হয়।

(১) পূর্ব্বে গঙ্গা নদী ফরুখাবাদের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল।

(২) সাধারণে ইঁহাকে বঙ্গাধিপতি মাহ্‌ণ কর্ত্তৃক পরাজিত রাজপুত্র বলিয়া জানে। ১০৫১ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জরপতি চন্দেলরাজ কর্ত্তৃক ইনি নিহত হন।

২ উক্ত জেলার তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৪৩ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। গঙ্গার পশ্চিমকূল হইতে প্রায় ১॥০ ক্রোশদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°২৩´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৬´৫০´´ পূঃ। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মহম্মদ খাঁ সম্রাট্

ফরুখসিয়রের নামে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লা আছে। এক সময়ে তাহাতেই নবাবের প্রাসাদ ছিল। এস্থান হইতে গঙ্গাগর্ভের দৃশ্য অতি মনোরম। পূর্ব্বে এই নগর উত্তরপশ্চিমের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানকার প্রস্তুত নীল ও সোরা কলিকাতার বাজারে আদরের সহিত বিক্রীত হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া ও কাণপুর-ফরকাবাদ-লাইট রেলপথ বিস্তৃত হওয়া অবধি এই নগরের বাণিজ্য গৌরব কমিয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাল রেলপথেই রপ্তানী হয়, আর ফরকাবাদে আইসে না। এখানকার ঐতিহাসিক ঘটনা জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় সেই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ফরুখি, খান্দেশের মুসলমান রাজবংশ। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মলকরাজ ফরুখি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে দক্ষিণ নিমারের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাপ্তী নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যবিস্তার-পূর্ব্বক পরলোকগত হইলে, তদীয় পুত্র নসির খাঁ আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশ রাজ্যে ফরুখি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি আশীর-গড় (আশা আহীর) জয় করিয়া পরে তাপ্তীর অপর পারে বুর্হানপুর ও জৈনাবাদ নগর স্থাপন করেন। বুর্হানপুর নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে খান্দেশ-রাজবংশ ১৩৯৯ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল না। গুজরাত বা মালবরাজের অধীনে সামন্তরূপে তাঁহারা রাজ্য করিতেন। সময় সময় স্বাধীন হইতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহারা অধিরাজ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে শাসিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন আক্রমণকারীর হস্তে পড়িয়া বুর্হানপুর উৎসাদিত হইয়াছিল এবং ফরুখিগণ আশীরগড়ে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পঞ্চম রাজা আদিল খাঁর (শাহ-ই-ঝারখণ্ড) রাজ্যকালে এই বংশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি গড়মণ্ডল পর্য্যন্ত রাজ্যজয় করিয়া গোণ্ডদিগকে করপ্রদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত জুমা মসজিদ, ইদ্গা প্রভৃতি আজিও বুর্হানপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ ফরুখিবংশের শেষ রাজা বাহাদুর খাঁকে আশীরগড় যুদ্ধে পরাজিত করিয়া খান্দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

ফরুবক (স্ত্রী) পুষ্পপাত্র। (হারাবলী)

ফরেন্দ্র (পুং) জম্বুবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফর্কটিয়া (দেশজ) পদদ্বয় মেলাইয়া চলা।

ফর্কান (দেশজ) ১ ছড়ান, মেলান। ২ রাগকরা।

ফর্দ (আরবী) তালিকা, কোন কার্য্যানুষ্ঠানে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহার লিখিত পত্র। ২ কাগজের টুকরা। ৩ আলাহিদা, একক।

ফর্দকষী (পারসী) তালিকাক্ষত।

ফর্দা (আরবী) ফাঁক, আলাহিদা।

ফর্দুসি, (ফির্দৌসি, ফার্দুসি) একজন প্রসিদ্ধ মহাকবি। ইহার প্রকৃত নাম আবুলকাশিম্ হসন্-বিন্ শরফশাহ। গজনীর সুলতান মাহ্মুদের আদেশে 'শাহানামা' নামক পারসী গ্রন্থ লিখিয়া ইনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। কিরূপে শাহানামা রচিত হইল ও ফর্দুসি প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, তৎসম্বন্ধে শাহানামার মুখবন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়—

পারস্যের শাসনীয় রাজ যজদেজার্দ কৈয়ুমরবংশ হইতে খুস্রো-বংশীয় রাজগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদ্যম ও তত্ত্বাবধানে 'সিয়ারউল মুলুক' বা বাস্তান্নামা নামে একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণ যখন পারস্যরাজ্য বিদলিত করিবার চেষ্টা করেন, তৎকালে যজদেজার্দের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে শাসন-বংশীয় জনৈক রাজা দকীকী নামক একজন কবিকে ঐ মহাগ্রন্থ উদ্ধার করিবার ভারার্পণ করেন, কিন্তু সেই কবি ১০০০ শ্লোক মাত্র লিখিবার পরই তাঁহার ক্রীতদাসের হস্তে কালকবলে পতিত হন। তৎপরে এই গ্রন্থ উদ্ধারের কেহই চেষ্টা করেন নাই। অবশেষে ঘটনাক্রমে গজনীপতি সুলতান মাহ্মুদের হস্তে একখণ্ড বাস্তান্নামা পতিত হয়। গজনীপতি সেই গ্রন্থ হইতে সাতটী বিষয় লইয়া সাতজন কবিকে এক এক খানি কবিতা পুস্তক লিখিতে আদেশ করেন। ঐ কবিগণের মধ্যে কে প্রধান, তাহা পরীক্ষা করাই সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কবি আন্সারিই পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনিই প্রথমে ঐ বৃহৎ গ্রন্থ কবিতায় গ্রথিত করিবার জন্য নিয়োজিত হন।

এ সময় ফর্দুসি স্বীয় জন্মস্থান তুস্ নগরে কবিতাদেবীর সেবা করিয়া জয়শ্রী ও যশোলাভ করিতেছিলেন। তিনি কবি দকীকীর চেষ্টা অবগত ছিলেন; সুলতান মাহ্মুদের মহদ্ভক্তিপ্রায়ও শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি সৌভাগ্যক্রমে একখানি বাস্তান্নামা হাতে পাইলেন। কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত পুস্তকখানি জ্ঞান করিয়া বুঝিয়া লইলেন। অল্পদিন মধ্যে জুহাক ও ফরিদুনের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশ করিলেন। এই খণ্ডকাব্য খানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল।

সেই খণ্ডকাব্যের সুখ্যাতি সুলতান মাহ্মুদের কর্ণগোচর হইল। তিনি ফর্দুসিকে আহ্বান করিলেন। ফর্দুসি গজনীতে আসিলেন। তাঁহার আগমনে সুলতান আপনাকে ধন্য, কৃতার্থ ও তাঁহার পাদস্পর্শে রাজধানী পবিত্র জ্ঞান করিলেন। কি দিয়া কবির সম্বর্দ্ধনা করিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। সুলতান কবিবরকে বাস্তান্নামা অবলম্বনে আপন পূর্ব্বপুরুষ-

গণের অনুপম কীর্ত্তি কবিতায় গ্রথিত করিতে আদেশ করিলেন এবং প্রতি সহস্র শ্লোকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কবিও বলিয়াছেন যে, তিনি গ্রন্থ শেষ না করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না।

ত্রিশবর্ষ পরিশ্রমের পর ৬০০০০ শ্লোকে তাঁহার শাহানামা সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু এসময় সুলতানের সে উৎসাহ, অনুরাগ ও প্রতিজ্ঞা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুস্তক সম্পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সুলতান আপন অঙ্গীকার পালন করিলেন না, আশা দিয়া কবিকে চির নিরাশায় ভাসাইলেন। কবি সুলতানের আচরণ কটাক্ষ করিয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপে গ্রন্থ উপসংহার করিলেন। সুলতান শাহানামায় আপন চরিত্র সমালোচিত দেখিয়া অবশেষে ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ৬০ হাজার রৌপ্য দির্হাম দিতে আদেশ করিলেন। যে সময় সেই টাকা ফর্দ্দুসির নিকট প্রেরিত হয়, তখন কবি স্নানাগারে ছিলেন। তিনি আর সে মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না, ক্রোধে ও ঘৃণায় আপনার দাসগণের মধ্যে সেই টাকা বিলাইয়া দিলেন। উজীরের পরামর্শে সুলতান ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন জানিয়া কবি উজীরের উদ্দেশ্যে এক বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিয়া মাজন্দরাণদেশে পলাইয়া গেলেন। ইহাও বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যখন সুলতানের মন কোন রাজকীয় ব্যাপারে নিপীড়িত হইবে, তখন যেন তিনি সেই গ্রন্থ পাঠ করেন। অবকাশমত মামুদ সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি চিরদিনের জন্য আপনার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন। তিনি উজীরকে তাড়াইয়া দিলেন ও ফর্দ্দুসির অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। এদিকে ফর্দ্দুসি নিরাপদ হইবার জন্য বোগদাদের সভায় উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া শাহানামার শেষে খলিফার প্রশস্তিমূলক ১০০০ শ্লোক যোগ করেন। খলিফা প্রীত হইয়া তাঁহাকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। এদিকে সুলতান মামুদও সম্মানসূচক পরিচ্ছদসহ প্রতিশ্রুত ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তাহা কবির নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জন্মভূমি তুস্ (বর্ত্তমান মসদ) নগরেই ১০২০ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। শাহানামা ব্যতীত 'অবিয়াৎ ফর্দ্দুসি' নামে তিনি আরও একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন।

ফর্কবিয়া (দেশজ) বৃথা গৌরবকারী। গর্ব্বিত।

ফর্কর (ত্রি) ফক্ক-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। অত্যন্ত চঞ্চল।

"গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্করায়তে।" (উদ্ভট)

ফর্করী (স্ত্রী) করাগ্র, চলিত পাঞ্জা। (বৈদ্যকনি")

ফর্করীক (পুং) ফর্-ত্রীতি ফর্-ঈকন্ (ফর্করীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি ঈকন্, বাহুলো ফর্করাদেশশ্চ। ১ চপেট।

(স্ত্রী) ২ মার্দ্দব। (মেদিনী)

ফর্করীকা (স্ত্রী) ফর্করীক-টাপ্। ১ পাদুকা। ফর্-ত্রীতি ঈকন্ টাপ্। মনসি ফর্-লাদেব তথাত্বং। ২ মদন। (সংক্ষিপ্তসারউ")

ফর্ম্মা (দেশজ) ১ ছাঁচ। ২ মুদ্রিত কাগজের আকারভেদ।

ফর্ম্মাইশ (আরবী) আজ্ঞা, আদেশ।

ফর্ম্মাণচা, বাহালপত্র। মুসলমান রাজসরকারে কোন ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিলে তাহাকে পদ ও মাহিয়ানা নির্দ্ধারিত করিয়া যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া হয়।

ফর্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক,। লট্ ফর্বতি। লোট্ ফর্বতু। লিট্ পফর্ব। লুঙ্ অফর্বীৎ।

ফর্বর (ত্রি) ফর্ব-পূরণে-অরন্। পূরক। (ঋক্ ১০।১০৬।২)

ফর্সি, ১ মুদ্রাস্ত্রবিশেষ। ২ তাম্রকূটসেবনার্থ বৃহন্নলযুক্ত গুড়গুড়ি।

ফর্ইৎখাঁ, (নকাদি) সম্রাট্ হুমায়ুনের একজন ক্রীতদাস। তিনি কোন যুদ্ধে বেগবাবার হস্ত হইতে হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেন। সম্রাট্ সরহিন্দ গমনকালে তাঁহাকে লাহোরের শিকদার নিযুক্ত করেন। অতঃপর ফর্ইৎ অকবর শাহের সহিত মিলিত হন। অকবর সিংহাসন লাভ করিয়া তাহাকে কোরাস ভুক্তদার পদ দান করেন। অম্বালাবাদের সন্নিকটে তিনি মহম্মদ হুসেন মীর্জাকে পরাজিত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষে তিনি বিহার যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় সম্রাট তাঁহাকে আরার জায়গীরদার করিয়া দেন। পরে রাজা গজপতির সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ফর্হা (ফর্হিয়া) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মৈনপুর জেলার একটী নগর। মুস্তাফাবাদ হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে নীল, তুলা ও শস্যাদির কারবার আছে।

ফল, ১ ভেদন। ২ নিষ্পত্তি। ৩ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ" নিষ্পত্তি অর্থে অক" ভেদন ও গত্যর্থে সক" সেট্। লট্ ফলতি। লোট্ ফলতু। লিট্ পফাল, ফেলতুঃ ফেলুঃ। লুঙ্ অফালীৎ অফালীৎ।

ফল (ক্লী) ফলতীতি ফল-নিষ্পত্তৌ ত্রি ফলা বিশরণে বা অচ্। ১ লাভ।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।

অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥" (শকুন্তলা ১ অঃ)

২ শস্য, বৃক্ষাদির শস্য। ৩ ফলক, শারীস্থাপনার্থ কোষ্ঠযুক্ত কাষ্ঠের ফলক। ৪ কার্য্য। ৫ উদ্দেশ্য। ৬ প্রয়োজন। ৭ জাতীফল। ৮ ত্রিফলা। ৯ কক্কোল। ১০ বাণাগ্র। ১১ আর্ত্তব। ১২ দান। ১৩ হান। ১৪ বৃত্ত। ১৫ কুটজবৃক্ষ। ১৬ শাস্ত্র-নিষ্পাদ্য প্রধানোদ্দেশ প্রয়োজন।

'ফলং হেতুসমুখে জাতং ফলকে-ব্রীহিলাতয়োঃ।

জাতিফলে চ কক্কোলে শাস্ত্রবাণাগ্রয়োরপি॥

ফলিষ্যাং তু ফলাং প্রাহুস্ত্রিফলায়াং ফলং ক্বচিৎ।" (বিশ্ব)

১৭ হেতুকৃত। ১৮ বৃদ্ধি। ১৯ মহর্ষি গৌতমোক্ত প্রমেয় ভেদ। মহর্ষি গৌতম স্বকৃত সূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্।" (গৌতমসূ ১।১।২০)

'প্রবৃত্তিদোষাভ্যাং জনিতঃ প্রবৃত্তিদোষজনিতঃ, এবংভূতো যোঽর্থঃ সুখদুঃখয়োঃ সাক্ষাৎকারঃ স এব ফলং ফলপদার্থঃ'(টীকা)

প্রবৃত্তি এবং দোষজনিত যে অর্থ তাহাই ফল পদার্থ। এই বিষয় একটু বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মানবদিগের গমন, ভোজন, কি মানসিকচিন্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারই হউক না কেন, তাহার পরিণামে সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ (সাক্ষাৎকার) জন্মে। অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখভোগ ব্যতীত কার্য্যমাত্রের আর কোন পরিণাম ফল নাই। সকল কার্য্যেরই পরিশেষে সুখ কিংবা দুঃখ জন্মিয়া থাকে, এই জন্ত মহর্ষি গৌতমাদি ঋষিগণ সুখ ও দুঃখকেই কার্য্যের ফলস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। সুখ কি দুঃখ সাক্ষাৎকারের অনন্তর অন্ত কোন ফল জন্মে না, ঐ সুখ দুঃখভোগই কার্য্যমাত্রের চরমফল। এই জন্ত সুখ কিংবা দুঃখভোগকেই মুখ্যফল বলিতে হইবে। জীবের আহার বিহার প্রভৃতি ব্যাপারের মূলকারণ প্রবৃত্তি ও দোষ। প্রবৃত্তি অর্থাৎ যত্ন; দোষ শব্দে রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনকে বুঝায়। রাগ ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ। দ্বেষ আত্মগুণবিশেষ, দ্বেষ হইলে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। মোহ শব্দে অযথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ দুঃখকর কার্য্যে সুখকর ও কামিনী প্রভৃতিতে মনোহরত্বাদি বুদ্ধি। এই তিনটী প্রথমতঃ জীবাত্মাকে আচ্ছন্ন করে, এই জন্ত উপার্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপার অতি দুঃখকর হইলেও তাহাতে ঐ দোষ-মোহিত আত্মার প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ প্রবৃত্তি হইলেই ব্যাপারধারা উৎপন্ন হইতে থাকে। ঐ ব্যাপারধারাই চরমে সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করে। এজন্ত দোষ ও প্রবৃত্তি এই সুখ কিংবা দুঃখভোগের মূলকারণ হইতেছে। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তি ও দোষ দ্বারা উৎপন্ন পদার্থকেই ফল বলিয়াছেন; অতএব সুখ কিংবা দুঃখভোগই মুখ্যফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভোজনাদি ক্রিয়াও শরীরাদি ইন্দ্রিয়ের সুখ ও দুঃখভোগ সম্পাদন করে বলিয়া গৌণফল। অতএব সুখ ও দুঃখ এই দুয়ের অন্যতরের সাক্ষাৎকারত্বই মুখ্যফলের লক্ষণ এবং সুখ দুঃখ ভিন্ন বর্ত্তমান জন্ম গৌণফলের লক্ষণ ও জন্মত্বই সামান্ত ফলের লক্ষণ। (ন্যায়দর্শন)

অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্রভেদে কর্ম্মের তিন প্রকার ফল হইয়া থাকে। যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, তাহার ঐ তিন প্রকার ফল ভিন্ন আর কোন রূপ ফল হইবে না।

"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥" (গীতা ১৮ অ°)

মানব ইহ জগতে বা পরলোকে সুখ দুঃখাদি বা স্বর্গ নরকাদি যে কোন ফলভোগ করে, তাহা কর্ম্মজন্য। শুভকর্ম্মের ফল সুখ এবং অশুভ বা পাপ কর্ম্মের ফল দুঃখ। জীব বারংবার কর্ম্ম ফলভোগ করে, কিন্তু আত্মা নির্লিপ্ত, তাহার এই সকল ভোগ হয় না।

"জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ॥"

(ব্রহ্মবৈ° পু° প্রকৃতিখ° ২৩ অ°)

যতদিন না আত্মার মায়িক বন্ধন ছিন্ন হয়, ততদিন এইরূপ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

কলিতে দানই একমাত্র শুভ ফলপ্রদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে এবং হেমাদ্রিতে দানফলের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ফলক (পুং ক্লী) ফল-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ চর্ম্ম, চর্ম্মময় অস্ত্র-প্রতিঘাতনিবারক পদার্থ, চলিত ঢাল।

(পুং) ২ অস্থিখণ্ড, চলিত জটা। (জটাধর) ৩ নাগকেশর। (শব্দচ°) ৪ কাষ্ঠাদিফলক। ৫ নিতম্ব। ৬ প্রসাধনার্থ জলরক্ষণা-ধার বিশেষ, চলিত জল রাখিবার ঘড়াকে।

"পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ঊনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎপত্রে নিবেশয়েৎ॥"

(ব্যবহারতত্ত্বে ব্যাস)

৫ রজকপট্ট, ধোপার পাট।

"শাল্মলে ফলকে শ্লক্ষ্ণে নিজ্যাৎ বাসাংসি নেজকঃ।" (মিতাক্ষরা)

ফলকক্ষ (পুং) যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ° ১০ অঃ)

ফলকণ্টক (পুং) ফলে কণ্টকং যস্য। কণ্টকিফলবৃক্ষ। (বৈদ্যক° প্রকা°) ২ পর্ণটক, ক্ষেতপাপড়া। স্ত্রিয়াং টাপ্। ফলকণ্টকী, ইন্দীবরা। (বৈদ্যকনি°)

ফলকপাণি (পুং) ফলকং পাণৌ যস্য। চর্ম্মী, চলিত ঢালী।

(অমর)

ফলকপুর (ক্লী) ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরভেদ। (পাণিনি ৬।২।১০১)

ফলকযন্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্রদ্বারা ক্রান্তি প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া গণনা করা যায়। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এই যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ফলকর্কশা (স্ত্রী) ফলেন কর্কশা। ১ বনকোলি। ২ বদরবৃক্ষ।

ফলকসক্থ (ত্রি) ফলকমিব সক্থি যস্য ষচ্ সমাসান্তঃ। ফলকতুল্য সক্থিযুক্ত। (ক্লী) ফলকমিব সক্থি কর্ম্মধা°। ২ ফলক তুল্য সক্থি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ফলকাম (ত্রি) ফলং কাময়তে ইতি কম-অণ্। কর্ম্মফলকামী, যিনি কর্ম্মফল কামনা করেন। কর্ম্মের ফলকামনা করিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। শাস্ত্রে ফলকামী হইয়া কার্য্য করা বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে।

"কর্ম্মবাণিজ্যিকা মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ।
আর্জয়ন্তি জগন্নাথং তে কামানাপ্নুবন্ত্যত॥" (মলমাসতত্ত্ব)

শাস্ত্রের সকল স্থলেই নিষ্কাম কর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য সকলেরই ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। অজ্ঞানান্ধ জীবগণের চিত্ত অতিশয় মলিন, এইজন্য তাহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার কামনা দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে। যতদিন তাহাদের চিত্তমালিন্য থাকিবে, ততদিন তাহারা পুনঃ পুনঃ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু কর্ম্ম করিতে করিতে যতটুকু পরিমাণে চিত্তমালিন্য অপনোদিত হইবে, সেই পরিমাণে চিত্তও কামনাশূন্য হইবে। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতি কামনা করিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা দোষাবহ হয় না।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (গীতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। জীবদেহ ধারণ করিলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে। নিষ্কর্ম্ম হইয়া কাহারও থাকিবার সাধ্য নাই। কর্ম্ম যখন জীবের অবশ্যম্ভাবী, তখন যাহাতে জীবগণ ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারই জন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ফলকামনা ত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্মের ফল বন্ধন এবং নিষ্কাম কর্ম্মের ফল মুক্তি। ইহাই সকাম ও নিষ্কামের প্রভেদ।

ফলকাবন (স্ত্রী) সরস্বতীর প্রিয় বনভেদ।

ফলকিন্ (পুং) ফলকং ফলকাকারোঽস্ত্যস্যেতি ফলক-ইনি। মৎস্যভেদ। চিতলমাছ, ফলুই মাছ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ ফলকান্বিত। (মেদিনী) ফলা বিদ্যন্তেঽস্য এব স্বার্থে ক, ফলকা ততঃ চতুরর্থ্যাং প্রেক্ষাদিত্বাৎ ইনি। ৩ তদ্যুক্ত নদীপাদি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ফলকীবন (স্ত্রী) বনরূপ তীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ৮৩ অঃ)

ফলকৃচ্ছ্র (পুং) ফলে কৃতাবচ্ছেদে কৃচ্ছ্রঃ। পানীয়ামলক। (শব্দচ°) ২ ফলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ফলং কৃচ্ছ্রং যত্র। ৩ কৃচ্ছ্রফলযুক্ত।

ফলকেশর (পুং) ফলে কেশরা ইবাংশুঃ। নারিকেলবৃক্ষ। (জটাধ°)

ফলকোষ (পুং) ফলস্য মুষ্কস্য কোষ ইব। মুষ্কাবরক চর্ম্মযুক্ত অণ্ডকোষ। (সুশ্রুত) [মুষ্ক দেখ।] ২ বৃষণ, শিশ্ন। (ত্রিকা°)

ফলকোষক (পুং) ফলং মুষ্ক এব কোষো যত্র, ততঃ কন্। মুষ্ক। (ত্রিকা°)

ফলগ্রহি (ত্রি) ফলং গৃহ্নাতীতি গ্রহ-ইন্। ফলেগ্রহি, উপযুক্ত সময়ে ফলিতবৃক্ষ। (অমরটীকা ভরত)

ফলগ্রাহিন্ (পুং) ফলং গৃহ্নাতীতি গ্রহ-ণিনি। ১ বৃক্ষ। (ধরণি) (ত্রি) ২ ফলগ্রহণকর্ত্তা।

ফলঘৃত (স্ত্রী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—গব্য-ঘৃত চারি সের, শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ক্ষীর-কাকলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কটকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলী, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষ্মণামূল (অভাবে শ্বেতকণ্টিকারীর মূল) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে। পুরুষেরা এই ঘৃত পান করিলে তাহা-দের রতিশক্তি বৃদ্ধি এবং স্ত্রীদিগের সকলপ্রকার যোনিদোষ ও গর্ভদোষ নিরাকৃত হইয়া আয়ুঃ ও বলশালী পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা স্ত্রীরোগাধিকারে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্বয়ং অশ্বিনীকুমার এই ঘৃতের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা 'ফলকল্যাণঘৃত' নামেও প্রসিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

ফলচমস (পুং) ১ দধিমিশ্রিত বটত্বক্ চূর্ণ। ২ লৌকিক যাগ-ভেদ। (মলমাসতত্ত্ব)

ফলচারক (পুং) ১ ফলবিভাজক, ফলবিভাগকারী। ২ বৌদ্ধ মতে কর্ম্মচারিবিশেষ।

ফলচোরক (পুং) ফলং চোর ইব যস্য কন্। চোরক নামে গন্ধ দ্রব্য। (রাজনি°)

ফলচ্ছদন (স্ত্রী) কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ।

ফলজ্জলবাসুদেব (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি। (হেম)

ফলতা, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। হুগলী নদীতীরে অবস্থিত। ইহার ঠিক অপর পারে দামোদর নদ আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ২২° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১০´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে ওলন্দাজদিগের একটী কুঠী ছিল। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলে ইংরাজ রণতরী লইয়া ড্রেক সাহেব এখানে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার চারিদিকে ৫০ ফিট প্রশস্ত ও ১৪ ফিট উচ্চ গোস্তা, তদুপরে ৮টী কামান সজ্জিত আছে।

ফলতান, দাক্ষিণাত্যের সাতারার অধিকারভুক্ত একটী সামন্ত-রাজ্য। অক্ষা° ১৭° ৫৬´ হইতে ১৮° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১৬´ হইতে ৭৪° ৪৭´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে পুণা জেলা এবং অপর তিনদিকে সাতারা রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৯৭ বর্গমাইল। রাজ্যের সমগ্র স্থানই সমতল। উৎপন্ন শস্যাদি ব্যতীত এখানে

তৈল, কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র বয়ন ও প্রস্তর মূর্তিনির্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে।

এখানকার সর্দারগণ রাজপুত। এই বংশের পদবৃন্দা জগদেও নামা অনেক ব্যক্তি দিল্লী সরকারে কর্ম করিতেন। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট্ বিধাসী ভৃত্যের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তাঁহার পুত্র নিম্বরাজকে নায়ক উপাধি ও জায়গীর দান করেন। ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে নিম্বরাজের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। অতঃপর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সাতারারাজ এই রাজ্য অধিকার করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সাতারাপতি নজর লইয়া বজাজী নায়ককে পিতৃসিংহাসনারোহণে অনুমতি দেন। ১৮২৮ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফলতান পুনরায় সাতারার শাসনাধীন থাকে। তৎপরে মৃত রাজার বিধবাপত্নী দত্তক-গ্রহণের অধিকার পান। এখানকার বর্ত্তমান সর্দার মাধবজী রাও নায়ক নিম্বলকর দেশমুখ জায়গীরদার দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি হিন্দু ও জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ৫৯´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৮´ ২০´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে রাজা নিম্বরাজ কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানকার রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়।

ফলত্রয় (স্ত্রী) ফলস্ত্র ত্রয়ং ৬তৎ। দ্রাক্ষা পরূষ ও কাশ্মর্য্য এই তিন প্রকার ফল।

"দ্রাক্ষাপরূষকাশ্মর্য্যৈঃ ফলত্রয়মুদাহৃতম্।" (বৈদ্যকপরি°)

২ ত্রিফলা। (শব্দচ°)

ফলত্রিক (স্ত্রী) ফলস্ত ত্রিকম্। ত্রিফলা—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ।

পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং ফলৈঃ স্যাত্ত্রিফলা সমৈঃ।

ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সা বরা চ প্রকীর্ত্তিতা॥" (ভাবপ্র°)

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ত্রিফলা মধ্যে পরিগণিত।

ফলদ (পুং) ফলং দদাতীতি দা-(আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩) ইতি-ক। বৃক্ষ। (ধরণি) (ত্রি) ২ ফলদাতা।

"বিশিষ্টফলদা কন্যা নিষ্কামানাং বিমুক্তিদা।" (দেবীভাগবত)

ফলদ্রুম (পুং) ফলিতবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফলপকায় (স্ত্রী) অম্লফলপক্ক। (রাজনি°)

ফলপাক (পুং) ফলেষু পাকোঽস্ত। করমর্দক। (ভরত) ২ পানীয় আমলক। (শব্দচ°)

ফলপাকান্তা (স্ত্রী) ফলপাকেন অন্তো নাশো যস্যাঃ। ওষধি, ধান্য ও কদলী প্রভৃতি। (অমর)

ফলপাকিন্ (পুং) ফলপাকোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড-বৃক্ষ। (রত্নমালা) পর্য্যায় যথা—

"নন্দীবৃক্ষস্তথানাকী ফলপাকী চ শীতলঃ।

গর্দ্দভাণ্ডো গন্ধমুণ্ডো দ্বিতীয়ঃ ক্ষিপ্রপাক্যপি॥"

(বৈদ্যকরত্নমালা)

ফলপাদপ (পুং) ফলবৃক্ষ।

ফলপুচ্ছ (পুং) ফলং পুচ্ছ ইব যস্য। যবতাম্র। (ত্রিকা°)

ফলপুর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ৪।২৮৪)

ফলদি, রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত একটী নগর। ইহার প্রধান প্রধান পথে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা গুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত। মধ্যভাগে একটী দৃঢ় দুর্গ আছে, উহার চারিদিকের প্রাচীর প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ, কিন্তু সেরূপ যুদ্ধোপকরণ নাই। কামানগুলি যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার অদূরে একটী পর্ব্বত।

ফলপুষ্পা (স্ত্রী) ফলানি পুষ্পাণীব যস্যাঃ। পিণ্ডখর্জ্জুরী বৃক্ষ। (রাজনি°)

ফলপুষ্পী (স্ত্রী) ফলপুষ্পা, পিণ্ডখর্জ্জুরী বৃক্ষ।

ফলপূর (পুং) ফলেন পূর্ণঃ। বীজপূর, দাড়িম। ২ মাতুলুঙ্গ বৃক্ষ। (পর্য্যায় মুক্তা°)

ফলপূরক (পুং) ফলপূর-স্বার্থে কন্। বীজপূর। (ভাবপ্র°)

ফলপ্রদ (ত্রি) ফলং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। ফলদাতা, যিনি ফল প্রদান করেন।

"ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।

ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ॥" (ভাগ° ১০।১১ অঃ)

ফলপ্রিয়া (স্ত্রী) ফলেন প্রীণাতীতি প্রী-ক-টাপ্। প্রিয়ঙ্গু। (রা°)

ফলপ্রিয় (পুং) দ্রোণকাক, চলিত দাঁড়কাক। (রাজনি°)

ফলবৰ্দ্ধিন্ (ত্রি) ফলবৰ্দ্ধনকারী, ফল বাড়িবে ভাবিয়া যাহারা যজ্ঞাদি দ্বারা ... বৰ্দ্ধন করে। (মনু ১৩।৫০)

ফলবন্ধ্য (পুং) ফলে বন্ধ্যঃ। অবকেশী, ফলশূন্য বৃক্ষ।

ফলভাগ (পুং) ফলের ভাগ, শস্যাদির অংশ। (ভাগ° ৮।৭।১)

ফলভাগিন্ (ত্রি) ফল-ভজ-ণিনি। ফলভোগকারী, যিনি ফল ভোগ করেন।

"দাতৄন্ প্রতিগ্রহীতৄংশ্চ কুরুতে ফলভাগিনঃ।" (মনু ৩।৪৩)

ফলভাজ্ (ত্রি) ফলং ভজতে (ভজো ণ্বিঃ। পা ৩।২।৬২) ইতি ভজ-ণ্বি। ফলভাগী, সুখদুঃখাদি ফলভোক্তা।

"মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।

উল্লেখনমকুর্ব্বাণো ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের বিধান আছে, তাহা যে দিনে করিতে হইবে। সে দিন সেই কর্ম্মের এবং মাস, তিথি ও পক্ষের

উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ সেই কর্ম্মের ফল হইবে না।

ফলভূমি (স্ত্রী) ফলায় কর্ম্মফলভোগায় ভূমিঃ। কর্ম্মফলভোগস্থান, যে স্থানে কর্ম্মফল ভোগ হয়।

"ভারতাজৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুরূন্ বিনা।
বর্ষাণি কর্ম্মভূম্যঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ॥" (হেম)

ফলভোগ (পুং) ফলস্য ভোগঃ ৬তৎ। কর্ম্মফল সুখদুঃখাদির ভোগ।

ফলভৃৎ (ত্রি) ফলং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। ফলিত বৃক্ষ, ফলধারী।

ফলমস্তা (স্ত্রী) গুহকন্যা, গুহকুমারী। (বৈদ্যকনি°)

ফলমুখ্যা (স্ত্রী) ফলেষু মুখ্যা শ্রেষ্ঠা। অজমোদা। (রাজনি°)

ফলমুণ্ড (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দচ°)

ফলমুদগরিকা (স্ত্রী) ফলে ফলাবচ্ছেদে মুদগরিকা মুদগরমূলের ইব। পিণ্ডখর্জ্জুর। (শব্দমালা)

ফলমূলিন্ (ত্রি) ফল ও মূলযুক্ত। (মার্কণ্ডেয়পু° ৪৮।২৭)

ফলরাজ (পুং) খর্ব্বুজা নামে খ্যাত ফলশাক, চলিত খর্ব্বুজা। (বৈদ্যকনি°)

ফলযোগ (পুং) ফলস্য যোগঃ ৬তৎ। ফলসম্বন্ধ বিষয়ে নাটকাঙ্গ কার্য্যের অবস্থাবিশেষ।

"সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাৎ যঃ সমগ্রফলাগমঃ।" (সাহিত্য° ৬।৩২৯)

যে স্থলে একদা সমগ্রফল লাভ হয়, তাহাকে ফলযোগাবস্থা কহে। যথা রত্নাবল্যাং—"রত্নাবলীলাভচক্রবর্ত্তিত্বলক্ষণফলান্তরলাভসহিতঃ।" এবমন্যত্র। (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

ফললক্ষণা (স্ত্রী) ফলহেতুকা লক্ষণা। প্রয়োজনবতী লক্ষণা।

"ব্যঙ্গস্য গূঢ়াগূঢ়ত্বাদ্দ্বিধা স্যুঃ ফললক্ষণাঃ।" (সাহিত্যদ°) [লক্ষণা দেখ।]

ফলবৎ (ত্রি) ফলমস্ত্যস্যেতি ফল-মতুপ্ মস্য ব। ফলযুক্তবৃক্ষ। পর্য্যায়—ফলিন, ফলী, ফলিত।

"অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ১।৪৭)

ফলবর্ত্তি (স্ত্রী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত বর্ত্তিভেদ। (শার্ঙ্গধর°)

ফলবর্ত্তুল (স্ত্রী) ফলং বর্ত্তুলং যস্য। কালিন্দ। (রাজনি°)

ফলবিক্রয়িন্ (ত্রি) ফলবিক্রয়োঽস্যাস্তীতি ইনি। ফলবিক্রয়কারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ফলবিক্রয়িণী, ফলবিক্রেত্রী।

"ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥" (ভাগ° ১০।১১ অঃ)

ফলবিষ (স্ত্রী) ফলে বিষং যস্য। যাহার ফলে বিষ, তাহাকে ফলবিষ কহে। সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, কুমুদ্বতী (কুমুদলতা), বেণুকা, করম্ভ, মহাকরম্ভ, কর্কোটক, রেণুক, খদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, (নাগফাঁকামনসা), নন্দন, ও সারপাক এই দ্বাদশটী ফলবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অঃ)

ফলবৃক্ষ (পুং) ফলের গাছ।

ফলবৃক্ষক (পুং) ফলপ্রধানো বৃক্ষঃ, সংজ্ঞায়াং কন্। পনস, কাঁঠাল। (রাজনি°)

ফলদ (পুং) ফল ভূমাদিত্বাৎ শ। ১ ফলবৃক্ষ। ২ পনস, চলিত কাঁঠাল। (ভরত)

ফলশাক (স্ত্রী) ফলমেব শাকম্। ষড়্‌বিধ শাকের অন্তর্গত ফলরূপ শাক।

"পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥" (রাজব°)

ফলশাড়ব (পুং) দাড়িম্ব। (ত্রিকা°)

ফলশালিন্ (ত্রি) ফলেন শালতে শোভতে ইতি শাল্-ণিনি। ফলাশ্রয়, ফলযুক্ত।

ফলশৈশির (পুং) শিশিরং প্রাপ্তমস্য অণ্, শৈশিরং ফলং যস্য। বদরবৃক্ষ। (রাজনি°)

ফলশ্রুতি (স্ত্রী) ফলস্য কর্ম্মফলস্য শ্রুতিঃ শ্রবণম্। কর্ম্মফলশ্রবণ, বৈদিক কর্ম্মের ফলপ্রতিপাদনার্থ শাস্ত্রফলশ্রবণ, অমুক কর্ম্ম করিলে স্বর্গ হইবে, অমুক কার্য্যে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইত্যাদি ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, লোকে ফলশ্রুতি দেখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাকে প্রবর্ত্তক বাক্য বলা যাইতে পারে। ফলশ্রুতি 'ভাল' 'মন্দ' উভয়স্থলেই হইবে। সৎকার্য্য হইলে শুভফলশ্রুতি এবং অসৎকার্য্যের দোষফলশ্রুতি জানিতে হইবে। অসৎকার্য্যের ফলশ্রুতি দেখিয়া লোকে তাহা হইতে নিবর্ত্তিত হয়। সৎকার্য্যে শুভফলশ্রুতি থাকিলেও ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। কারণ শাস্ত্রে নিষ্কামকর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥"
অপিচ—বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥"(ধর্ম্মশাস্ত্র)

ফলশ্রেষ্ঠ (পুং) ফলানাং ফলবৃক্ষাণাং শ্রেষ্ঠঃ। আম্রবৃক্ষ।

ফলসংস্কার, চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কপদার্থের মন্দফলনিরূপণ (Equation of the Centre)।

ফলসংবদ্ধ (পুং) উদুম্বর বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফলসতীণ (স্ত্রী) দেশভেদ। (Palestine)

ফলসম্ভারা (স্ত্রী) কাকোদুম্বরিকা। (বৈদ্যকনি°)

ফলসা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Grewia Asiatica)

ফলস্থান (স্ত্রী) ফলোপভোগের কাল।

ফলস্থাপন (ক্লী) ফলয়োর্যৌবনস্থফলয়োঃ স্থাপনমত্র। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার, দশবিধ সংস্কারের তৃতীয় সংস্কার।

"ফলস্থাপনাৎ মাতাপিত্রুৎ পাপ্যানমপোহতি।" (হারীত)

'ফলস্থাপনং ফলস্থাপনাখ্যসীমন্তোন্নয়নাৎ।' (সংস্কারত°)

এই সংস্কারে উড়ুম্বরফল স্থাপন করিতে হয়। [সীমন্তোন্নয়ন দেখ]

ফলস্নেহ (পুং) ফলে স্নেহো যস্য। আখোট বৃক্ষ। (রাজনি°)

ফলহারিন্ (ত্রি) ফলং হরতি হৃ-ণিনি। ফলহারক, ফলহরণকারী।

ফলহারী (স্ত্রী) ফলানাং হারো হরণং যস্যৈ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কালিকা দেবী। জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যা তিথিতে নানাবিধ ফলোপহার দ্বারা ইঁহার পূজা করিতে হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি অমায়াং বৈ মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি।
পূজয়েৎ কালিকাং দেবীং নানাফলোপহারকৈঃ॥
তত্রৈব নিশাপক্ষে তু পঞ্চম্যাং নিশার্দ্ধকে।
পূজয়েচ্চ ফলৈর্দেবৈঃ শক্তিতো বাপি কালিকাম্।"(মায়াতন্ত্র ১৭)

ফলা (স্ত্রী) ১ বিজিঘ্রিটা ক্ষুপ। (রাজনি°) ২ ইন্দীবরা। ৩ শমী। পর্য্যায়—"শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী ফলা শিবা।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শমীরঃ শাম্বিকা স্মৃতা॥" (রাজনি)

ফলাগম (পুং) শরৎকাল।

ফলাঢ্যা (স্ত্রী) ফলেন আঢ্যা সম্পন্না। কাষ্ঠকদলী, বনকলা।
(রাজনি°)

ফলাম্বিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠবেরী, চলিত করলা উচ্ছে। (বৈদ্যকনি°)

ফলাদন (পুং) ফলানামদনম্ ভক্ষণং, বা ফলানাং অদনং ভক্ষণং যস্য। ১ শুকপক্ষী। (হেম) (ত্রি) ২ ফলভক্ষক।

ফলাধ্যক্ষ (ক্লী) ফলানামধ্যক্ষমিব। রাজাদন বৃক্ষ। কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যঃ ক্ষীরিকাপি চ।" (ভাবপ্রকাশ)

(ত্রি)২ ফলাধিকৃত। ৩ কর্ম্মফলদাতাদিগের অধ্যক্ষ ঈশ্বর।

ফলানা (আরবী) অমুক ব্যক্তি।

ফলানুবন্ধ (পুং) কর্ম্মফলের প্রণালী।

ফলান্ত (পুং) ফলেষু সৎসু অন্তো নাশো যস্য। ১ বংশ। (শব্দ°) ফলান্ত অন্তঃ ওতৎ। ২ ফলের অন্ত, শেষ।

ফলাম্ল (ক্লী) ফলোপকরণ তিন্তাম্ল। ইঁহার গুণ—রুচিকর, অম্ল এবং ফলতুল্য গুণযুক্ত।

"ফলাম্লং তাক্রটিকম্ অম্ল ফলসমং গুণৈঃ।" (বৈদ্যকনি°)

২ বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

ফলাফল (ক্লী) ফল ও অফল, ভাল মন্দ।

ফলাফলিকা (স্ত্রী) ফলমস্তিত্বে অফলং অস্তি অত ঠন্, টাপ্, কাপি অত-ইত্বং। ফলসহিত অফলযুক্তা স্ত্রী।

ফলাবন্ধ্য (পুং) ফলেন অবন্ধ্যঃ। ফলযোগ্যবৃক্ষ। (হেম)

ফলাম্ল (ক্লী) ফলমম্লং যত্র। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°) অম্লরসবিশিষ্ট ফলমাত্র। "যদ্যৎ যস্যোচিতানাঞ্চ সর্ব্বমাংসেষু পূজিতম্।
অমধ্যপানানুবন্ধং ফলাম্লং বা প্রশস্যতে॥" (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অঃ)

(পুং) ২ অম্লবেতস।

ফলাম্লপঞ্চক (ক্লী) অম্লপঞ্চক, কোঁড়া, নারাঙ্গা, অম্লবেতস, তেঁতুল ও টাবা এই পাঁচপ্রকার অম্লফল।

ফলাম্লিক (ত্রি) তেঁতুলের রসে প্রস্তুত চাটনি বিশেষ।

ফলাযোষিৎ (স্ত্রী) পতঙ্গস্ত্রী, ফড়িং।

ফলারাম (পুং) ফলের বাগান।

ফলারিষ্ট (পুং) অর্শোরোগাধিকারে কথিত ঔষধবিশেষ।
(চরকচি° ৯ অঃ)

ফলার (দেশজ) ফলাহার শব্দের অপভ্রংশ, ফলভোজন। লুচি সন্দেশ ভোজন করাকেও চলিত ফলাহার কহে।

ফলার্থিন্ (ত্রি) ফলং অর্থয়তে ইতি অর্থ-ণিনি। ফলকামী।

"সর্ব্বগ্রহেষু কর্ত্তব্যা প্রতিষ্ঠা বিবিধা বুধৈঃ।
ফলার্থিভিস্তপ্রতিষ্ঠং যথাবিধফলমুচ্যতে॥" (মঠ প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

ফলালুম্ (ক্লপুং) দার্জিলিঙ জেলার অন্তর্গত হিমালয় পর্ব্বতের সিংহলীলা শ্রেণীর একটী শিখর। ১২০৪২ ফিট উচ্চ অক্ষা° ২৭°১২'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩' পূঃ। দার্জিলিঙে দাঁড়াইয়া দেখিলে এই চূড়ার বরফাবৃত দৃশ্য অতীব মনোরম।

ফলাশন (পুং) ফলমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। শুকপক্ষী। (ত্রি) ২ ফলভক্ষক, ফলভোজনকারী।

ফলাশিন্ (ত্রি) ফলমশ্নাতি অশ-ণিনি। ফলভোজী।

ফলাসঙ্গ (পুং) ফলেষু আসঙ্গঃ। ফলাসক্তি, ফলবিষয়ে আসক্তি।

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥" (গীতা ৪অঃ)

ফলাসব (পুং) দ্রাক্ষাখর্জ্জুরাদিফলোদ্ভব ষড়্‌বিংশতি আসব।
(চরক সূত্রস্থা° ২৫ অঃ)

ফলাঢ্য (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ফলাহার (পুং) ফলানাং আহারঃ। ফলভোজন।

ফলি (পুং) ফল-ইন্। মৎস্যবিশেষ। চলিত ফলুই মাছ। ইঁহার গুণ স্বাদু, অম্ল, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। (রাজব°)

ফলিকা (স্ত্রী) ফলমস্যা অস্তীতি ফল-ঠন্, টাপ্। ১ নিষ্পাবী বল্লী। (রাজনি°) ফলা-স্বার্থে কনি অত ইত্বং। ২ শস্যাদির অগ্রভাগ।

"ন প্রাপ্যসে করাভ্যাং হৃদয়ারাটৈরপি বিভ্রূষে বাধাম্।
ত্বং মম তন্বারম্ভিতসুষমায়ুধবিশিখফলিকেব॥"
(আর্য্যা সপ্তশতী ৩০৫)

ফলিত (ত্রি) ফলমস্য জাতং তদস্যার্থে তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ফলবান্, ফলযুক্ত। (পুং) ২ বৃক্ষ। (ধরণি) (ক্লী) ৩ শৈলেয়। (রাজনি°)

ফলিতব্য (ক্লী) ফল-তব্য। ফলিবার যোগ্য, যাহা ফলিবে।

ফলিন্ (ত্রি) ফলমস্যাস্তীতি ফল-ইনি। ফলযুক্ত বৃক্ষাদি।

ফলিন (ত্রি) ফলানি সন্ত্যস্যেতি ফল (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ইতি ইনচ্। ১ ফলবান্। (পুং) ২ ফলবান্ বৃক্ষ। ৩ পনস বৃক্ষ। ৪ শোনাক বৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ রাঠা।

ফলিনী (স্ত্রী) ফলিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। পর্য্যায়—

"প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।

গুন্দ্রা গুন্দ্রফলা শ্যামা বিষক্সেনাঙ্গনা প্রিয়া॥" (ভাবপ্র°)

২ অগ্নিশিখা বৃক্ষ। (অমর) ৩ মুষলী, চলিত তালমূলী। (রাজনি°) ৪ লক্ষণাকন্দ। ৫ এলাদি। ৬ ত্রায়মাণা। (বৈদ্যকনি°) ৭ দ্রাক্ষাসব। ৭ নখরুঞ্জ বৃক্ষ, চলিত মেহেদী। ৮ শাল্মলী বৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়া। ৯ শোনাক বৃক্ষ। ১০ ছুরিকা, থিরুই। (রত্নমালা)

ফলী (স্ত্রী) ফলমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিভ্যোঽচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ২ ফলিমৎস্য, ফলুইমাছ। ৩ মুষলী, তালমূলী। ৪ গুরুমাংসা, চর্মকষা। (বৈদ্যকনি°) ৫ আম্রাতক বৃক্ষ। (শব্দমালা) ৬ ফলযুক্ত বৃক্ষাদি।

ফলীকার (পুং) ফল-চ্বি কৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ফলেচ্ছা। (ভাগবত ৪।৯।৩৬) ভাবে ঘঞ্। ২ বিতুষীকরণ। ৩ অফলের ফলসম্পাদন।

ফলীয় (ত্রি) ফল-উৎকরাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ছ। ১ ফলযুক্ত। ২ ফলসন্নিকৃষ্টাদি।

ফলেগ্রহি (পুং) ফলং গৃহ্নাতীতি ফল-গ্রহ (ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ। পা ৩।২।২৬) ইতি উপপদস্য এদন্তত্বং গ্রহেরিন্ প্রত্যয়শ্চ নিপাত্যতে। যথা সময়ে ফলযুক্ত বৃক্ষ, যে বৃক্ষের উপযুক্ত সময়ে ফল হয়।

"আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈর্নরাণাং

ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাং।" (ভট্টি) (ত্রি) ফলগ্রহণকর্ত্তা। সপ্তমী বিভক্তির লোপ করিলে 'ফলগ্রহি' হইবে।

ফলেগ্রাহি (পুং) ফলে গৃহ্নাতীতি গ্রহ-ইন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ বৃদ্ধিঃ নিপাতনাৎ সপ্তম্যা অলুক্। ফলেগ্রহি। (অমর°)

ফলেন্দ্র (পুং) ফলেন ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যশালীব বৃহৎ ফলত্বাদেবাস্য তথাত্বং। বৃহজ্জম্বু, বড়জাম। পর্য্যায়—নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা, মহাজম্বু। ইহার গুণ গ্রাহ্য, বিষ্টম্ভী, গুরু এবং রুচিকর। (ভাবপ্র°)

ফলেপাকী (স্ত্রী) গর্দ্দভাণ্ড, গন্ধভাণ্ডলিয়া বিশেষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

ফলেপুষ্পা (স্ত্রী) ফলে ফলমুখে পুষ্পং যস্যাঃ, সপ্তম্যা অলুক্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী গুমা। পর্য্যায়—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী। ইহার গুণ—গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতপিত্তকারক, ক্ষার, লবণ, স্বাদুপাক, কটু, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্র°)

ফলেরুহা (স্ত্রী) ফলে রোহতীতি রুহ-ক সপ্তম্যা অলুক্। পাটলিবৃক্ষ, চলিত পারুল গাছ। পর্য্যায়—

"পাটলামিপ্রিয়া স্থালী তাম্রপুষ্পী ফলেরুহা।

কামদূতী কুবেরাক্ষী কুম্ভী তোয়াধিবাসিনী॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

ফলেলাক্ষু (পুং) জীবন বৃক্ষ। (হারাবলী)

ফলেসক্ত (ত্রি) ফলে সক্তঃ আসক্তঃ। ফলাসক্ত, ফলকামী। যিনি কর্ম্মফল কামনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

'ফলেসক্তঃ মম ফলায় ইদং কর্ম্ম করোমীত্যেবং ফলেসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি' (মলমাসতত্ত্ব)

ফলোত্তমা (স্ত্রী) ফলেষু উত্তমা। ১ কাকলী দ্রাক্ষা। (রাজনি°) ২ ছুরিকা। (বৈদ্যকরত্ন°) ৩ ত্রিফলা।

ফলোৎপত্তি (পুং) ফলানাং উৎপত্তিরস্য, প্রশস্তফলানাং উৎপত্তিরত্র বা। আম্রবৃক্ষ। (শব্দচ°)

ফলোদক (পুং) ১ যক্ষভেদ। (মহা° বনপর্ব্ব) ২ ফলস্পৃষ্ট জল।

ফলোচ্চুক (পুং) ১ যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ° ১০ অঃ) (ত্রি) ২ ফলকাম।

ফলোদয় (পুং) ফলস্য উদয়ো যত্র। ১ লাভ। ২ স্বর্গালয়। ৩ হর্ষ। ফলস্য উদয়ঃ। ৪ ফলোৎপত্তি।

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।

আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥" (রঘু ১ স°)

ফলোদ্ভব (ত্রি) ফল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য। তৈলাদি। (সুশ্রুত)

ফলোপজীবিন্ (ত্রি) ফলেন উপজীবতীতি উপ-জীব-ণিনি। যাহারা ফলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ফলৌদ, উঃ পঃ প্রদেশের মিরাঠ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। তুয়ার বংশীয় ফল্গুনামা জনৈক রাজপুত এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত এই স্থান ফল্গুবংশীয়গণের হস্তে থাকে। ফকির কুতবশাহের অভিসম্পাতের পর হইতে প্রায় দুই শতাব্দী কাল এই স্থান জনশূন্য হইয়াছে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এস্থান বিলি করিতে চাহেন; কিন্তু কেহই অভিশাপ-ভয়ে উহা গ্রহণ করে নাই। অবশেষে জাঠগণ উক্ত স্থান জমা লয়।

ফল্গু (পুং) ফল-নিষ্পত্তৌ (ফলিপাটিনমিমনিজনাং গুক্ পটিনাকিধতশ্চ। উণ্ ৩।৪০) ইতি গুঃ। ১ বিশারিতার। (উজ্জ্বল)

ফল্গু (ত্রি) ফল নিষ্পত্তৌ (ফলিপাটিনমিমনিজনাম্বিতি। উণ্। ১।১৯) ইতি উ, গুগাগমশ্চ। ১ অসার।

"ফলীন্ তথ্যমফল্গুভাগঃ সাংযাত্রিকানাবপতোঽভ্যনন্দৎ।"

(মাঘ ৩।৭৬) ২ নিরর্থক। (ত্রিকা°) ৩ সামান্য। ৪ সূক্ষ্ম। (স্ত্রী) ৫ গয়াস্থ নদীভেদ। গয়াক্ষেত্রে ফল্গু নদীতে স্নান করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে হয়। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, তৎ সমস্তই এই ফল্গুনদীতে আছে অর্থাৎ সমস্ত তীর্থাদিতে স্নানদান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র এই ফল্গু নদীতে স্নানদানে তাদৃশ ফললাভ হয়। গয়াক্ষেত্রে ফল্গুনদী আছে বলিয়া এই স্থান ফল্গুতীর্থ নামেও প্রসিদ্ধ।

"সার্দ্ধক্রোশদ্বয়ং মানং গয়ায়াঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ॥
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।
নগাজ্জনার্দ্দনাচ্চৈব কূপাচ্চোত্তরমানসাৎ॥
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে।
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমাগতিঃ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ।
ফল্গুতীর্থং গমিষ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে॥"

(গরুড়পুরাণ ৮৩ অঃ)

গরুড়পুরাণ ও অগ্নিপুরাণাদির মতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। [গয়া দেখ।] ৫ কাকডুমুর। ৬ রেণুভেদ, চলিত কাও। ৭ মিথ্যাবাক্য। (শব্দরত্নাবলী।) ৮ বসন্ত ঋতু। (জটাধর)

ফল্গুতা (স্ত্রী) ফল্গু-তল্-টাপ্। অপদার্থতা। অবস্তুতা।

ফল্গুদা (স্ত্রী) ফল্গুরিতি নাম দদাতি ধারয়তীতি দা-ধারণে ক। গয়ানদী।

"তত্র দেশে গয়া নাম পুণ্যদেশোঽস্তি বিশ্রুতঃ।
নদী চ ফল্গুদা নাম পিতৃণাং-স্বর্গদায়িনী॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৫৮ অঃ)

ফল্গুন (পুং) ফলতি কার্য্যাদিকমস্মাদিতি ফলনিষ্পত্তৌ (ফলেগুক্‌চ। উণ্ ৩।৫৩) ইতি উনন্ গুগাগমশ্চ। ফল্গুন্যাং ফল্গুনীনক্ষত্রে জাতঃ ইতি বা (শ্রবিষ্ঠাফল্গুন্যনুরাধেতি। পা ৪।৩।৩৪) ইতি জাতার্থপ্রত্যয়স্য লুক্ (লুক্তদ্ধিতলুকি। পা ১।২।৪৯) ইতি স্ত্রীপ্রত্যয়স্য চ লুক্। ১ অর্জ্জুন। ২ ফাল্গুন মাস। (ত্রি) ৩ ফল্গুনীজাত।

ফল্গুনক (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৩৮)

ফল্গুনাল (পুং) ফল্গুনেন অলতীতি অল-অচ্। ফাল্গুনমাস।

ফল্গুনী (স্ত্রী) ফল্গুন-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র।

"উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ব্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ॥" (ভা° ৪।৪২।১৬)

২ কাকোডুম্বরিকা। ৩ ফল্গুনীনক্ষত্রে জাত।

ফল্গুনীভব (পুং) বৃহস্পতির নামান্তর।

ফল্গুলুকা (পুং) বায়ুকোণস্থিত নদীভেদ। (বৃহৎসং ১৪।২৩)

ফল্গুবাটিকা (স্ত্রী) ফল্গুনাং বাটীব ইবার্থে কন্। কাকোডুম্বরিকা।

ফল্গুবৃন্ত (পুং) ১ পীতলোধ্রবৃক্ষ। ২ শ্যোনাকবিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ফল্গুবৃন্তাক (পুং) ফল্গুনা বৃন্তেন আকায়তি শোভতে ইতি আ-কৈ-ক। শ্যোনাকভেদ। (রাজনি°)

ফল্গুহস্তিনী (স্ত্রী) একজন স্ত্রী কবি।

ফল্গূৎসব (পুং) ফল্গুনামুৎসবঃ ৬তৎ। ফল্গুকরণক গোবিন্দোৎসব, দোলযাত্রা।

"গোবিন্দানুগৃহীতস্য যাত্রাঙ্গং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।
ফল্গূৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা॥" (দোলযাত্রাপদ্ধতি)

দোলযাত্রার বিধানানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিয়া ফল্গুচূর্ণ ভগবানকে নিবেদন করিয়া উহা দ্বারা উৎসব করিতে হয়, এই জন্য উহাকে ফল্গূৎসব বা ফাগ-খেলা কহে। তিনদিন বা পাঁচদিন এই উৎসব করিতে হয়।

ফল্য (স্ত্রী) ফলায় হিতমিতি ফল-যৎ। কুসুম। (শব্দচ°)

ফল্লকিন্ (পুং) ফল্লকঃ ফলকতুল্যাকারোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। মৎস্যবিশেষ, চলিত ফলুই মাছ। (শব্দমালা)

ফল্লফল (পুং) শূর্পবাত, চলিত কুলার বাতাস। (জটাধর)

ফল্‌স্ পয়েণ্ট, কটক জেলার অন্তর্গত একটী অন্তরীপ। মহানদীর উত্তরমুখে অবস্থিত। এখানে জাহাজাদি রক্ষার জন্য সুন্দর বন্দর ও আলোক-গৃহ নির্ম্মিত আছে। বোম্বাই হইতে হুগলী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ভারত উপকূলে এরূপ উপযুক্ত বন্দর আর কোথাও নাই। এই পোতাশ্রয়মুখে লঙ্ ও ডাউজেন্-ওয়েল্ দ্বীপ, ভিতরে প্লাউডেন দ্বীপ নামে অত্যুচ্চ বনভূমি, উহা বসবাসেরও উপযুক্ত। জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করিলে আর ঝড়ের ভয় থাকে না। ইচ্ছামত জাহাজগুলি যাতায়াত করিতে পারে, কখনও মাটিতে আটকায় না। সুবিধার জন্য ঐ প্রণালীতে বয়া (Buoy) ভাসান আছে। এই বন্দরের সম্মুখে জম্বু, ধামরা, ব্রাহ্মণী ও দেবীনদী এবং মহানদীর বাতুলশাখা আসিয়াছে। নৌকাযোগে ঐ নদী দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয়। সকল ঋতুতেই এই বন্দরে জাহাজ আসিতে পারে।

ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে কেহই এই বন্দরের উপযোগিতা বুঝিতে পারে নাই। একমাত্র মান্দ্রাজের দেশীয় বণিক্‌গণ এখান হইতে চাউল প্রভৃতি লইয়া যাইতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা বন্দররূপে মনোনীত হয়। কলিকাতাবাসী জনৈক ফরাসী বণিক্ ঐ সময়ে এখানে আসিয়া চাউল রপ্তানির একটী আড্ডা স্থাপন করেন। পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-ইরিগেশন-কোং নানাদ্রব্য বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ঐ সময় উক্ত প্রদেশের সকল স্থানে এই বন্দর দিয়া চাউলাদি পাঠাইয়া দেন। কেন্দ্রাপাড়া খাল্ এই বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অবধি এস্থান একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। মরিচ সহর, হেজার বোর্দে প্রভৃতি ফরাসী বন্দর হইতে মাল লইবার জন্ত এখানে জাহাজ আসিয়া থাকে। এখানে একজন বন্দর-রক্ষক ও শুল্কগ্রাহী নিযুক্ত আছেন।

ফক্কি (দেশজ) তামাসা, কৌতুক, ঠাট্টা। যথা—'ফক্কি নষ্টি' করা।

ফসল (আরবী) ১ শস্যসংগ্রহকাল। ২ শস্য। ৩ পুস্তকাদির বিভাগ।

ফসলী (দেশজ) ফসল সম্বন্ধীয়। সনভেদ, এই সন ফসল সংগ্রহকাল হইতে আরম্ভ। [অব্দ ও সন দেখ।]

ফসাদ (আরবী) ১ সৎপথভ্রষ্ট। ২ গোলযোগবাধান। ৩ বিদ্রোহ।

ফসাদী (আরবী) ১ কুপথগামী। ২ যাহারা গোলযোগ করে।

ফক্কা (হিন্দী) অশক্ত, শূন্য, ফাঁকা।

ফস্ফরাস্, (Phosphorus) দীপকপদার্থবিশেষ। (ফস্ শব্দের অর্থ 'আলোক' এবং ফেরো শব্দে 'আনয়ন করা'।) বাঙ্গালায় ইহার 'প্রস্ফুরক' নামকরণ হইয়াছে। ইহা ধাতুধর্ম্মবিহীন (Non-metallic)। জগতে এই পদার্থ চূণাদির সহযোগে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মিশ্রিত পদার্থ Apatite, phosphorite coprolites প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় বিভক্ত। প্রত্যেক উদ্ভিদের বীজশক্তিই ফস্ফরাস্। ইহা না থাকিলে বৃক্ষাদি সতেজ হইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিত না। বীজ বা ফলে ফস্ফরাস্ থাকায় ভিষক্‌গণ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রকেই প্রচুর ফল খাইতে ব্যবস্থা দেন। ফস্ফরাস্ যে মস্তিষ্কচাঞ্চল্য দূরীকৃত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

জীবদেহে ইহার ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। রক্তে, মূত্রে, চুলে ও রোমাদিতে, অস্থিতে এবং স্নায়বিক বিধানসমূহে (Nervous-tissues) প্রভূত পরিমাণে ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ মিশ্রিত আছে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ পণ্ডিত ব্রাণ্ড্ (Brandt) মূত্র হইতে প্রস্ফুরক বাহির করেন। কিন্তু এক্ষণে অস্থি হইতেও প্রচুর প্রস্ফুরক উৎপন্ন হইতেছে। প্রস্তুত প্রণালী :—অগ্নিযোগে অস্থিগুলি পোড়াইয়া যেন ছাই সাদা সাদা হইয়া যায়, পরে ৩ভাগ ছাই, ২ভাগ ঘনগন্ধকাম্ল (Concentrated sulphuric acid) ও ২০ভাগ জল একত্র মিশাইয়া ২ বা ৩দিন রাখিবে। অতঃপর উহা হইতে তরল অংশ ছাঁকিয়া বাহির করিতে হইবে। যে অম্লদ্রাবক পাওয়া গেল, তাহাতে এসিড্ ফস্ফেট অব্ লাইম্ আছে। পরে তাহাতে কয়লা (Charcoal) মিশাইয়া সরবতের ন্যায় ঘন করিবে এবং লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে তাহাকে ফুটাইয়া পাক বর্ণের করিয়া নামাইবে। এইরূপে শুকাইয়া গেলে সেই পিণ্ডকে মৃত্তিকানির্ম্মিত বকযন্ত্রে (Retort) ঢালিয়া চোলাই করিবে। এইরূপে উত্তপ্ত হইয়া একমুখে বাষ্পাংশ উড়িয়া যাইবে এবং অপর মুখ দিয়া হরিদ্রা-বর্ণের ফোটাকারে ফস্ফরাস্‌গুলি নির্গত হইয়া একটী জলপূর্ণ পাত্রে রক্ষিত হইবে। জল ও আমোনিয়া-যোগে অথবা বাইক্রোমেট অব্ পটাসযুক্ত সাল্‌ফিউরিক এসিড দ্রাবকে উহা জ্বালাইলে শোধিত হয়। ফস্ফরাস্ দেখিতে মোমের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্ত, বাতাস লাগিলে জ্বলিয়া উঠে। এইজন্ত রাসায়নিকগণ উহাকে জলমধ্যেই রাখিয়া দেন। যদি কোন অবোধ ব্যক্তি ভ্রমক্রমে উহা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন রাখে, তাহা হইলে ঐ বস্ত্র সহজেই দগ্ধ হইতে পারে। জল হইতে ফস্ফরাস্ উঠাইবা মাত্রই ধূম নির্গত হইতে থাকে। উহার গন্ধ কতকটা রশুনের মত।

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (৫০° ডিগ্রী ফারণহিটের উত্তাপে) ১.৮৩, আণবিক গুরুত্ব ৩১। রসায়নশাস্ত্রে 'পি' (p) সংজ্ঞা দেখিলেই ফস্ফরাস্ বলিয়া জানিতে হইবে। ১১১.৫° ডিগ্রী উত্তাপে উহা জ্বলিয়া যায়। কোন আবদ্ধ পাত্রে ৫৫০° ডিগ্রী উত্তাপে উহাকে চোলাই করিলে পুনরায় তরলাবস্থায় পাওয়া যায়। জলে ইহা দ্রব হয় না; কিন্তু ইথারে বা ন্যাপ্‌থায় অনেক পরিমাণে গলে। বাইসাল্‌ফাইড-অব্-কার্বন বা ক্লোরাইড্-অব্-সল্‌ফারে উহা সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায়। শুষ্ক বাতাসে ইহা অল্পে অল্পে জ্বলিয়া আলোকদান করে এবং অনবরত ধূম নির্গত হইতে থাকে।

প্রস্ফুরক হাতে লইবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শুষ্কাবস্থায় অল্পঘর্ষণ লাগিলেই ইহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে এবং তজ্জন্ত গায়ে ফোস্কা হওয়া সম্ভব। জলের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে ইচ্ছামত কাটিতে ও হাতে লইতে পারা যায়, তাহাতে শারীরিক কোন কষ্ট হয় না। এই জন্তই বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে জলমধ্যে কাটিয়া ব্যবহার জন্ত বাহিরে তুলিয়া লন। প্রস্ফুরক অনেকগুলি অবস্থান্তর (Allotropic forms) গ্রহণে সমর্থ। তাহার মধ্যে Amorphous Phosphorusই সর্ব্বপ্রধান। ভিয়েনাদেশীয় রসায়নবিদ্ শ্রোটার (Professor Schrotter) এই প্রকার উদ্ভাবক। তিনি কার্বনিক্‌এসিডে ৩০।৪০ ঘণ্টা কাল ৪৫০° বা ৪৬০° ডিগ্রী উত্তাপে সাধারণ ফস্ফরাস্ ফুটাইয়া এমর্ফস্ উৎপাদন করেন। উত্তাপের বিভিন্নতানুসারে ইহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল লাল, কখন বা ঘন পাটল (Dark purple) হয়। পূর্ব্বোক্ত ফস্ফরাসের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, অধিক ঘর্ষণেও জ্বলিয়া উঠে না, গন্ধহীন, বায়ুসংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না এবং সাধারণ প্রস্ফুরকের ন্যায় অন্ধকারে জ্বলে না। কিন্তু যদি

ক্লোরেট অব্ পটাশ, পেরক্সাইড অব্ লেড্ বা পেরক্সাইড অব্ ম্যাঙ্গানিজের সহিত ইহার অল্প সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠে। পুনরায় ৪৫০° বা ৪৬০° ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিলে ইহা পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া যায়। লুসিফার (Lucifer) দিয়াশলাই প্রস্তুতকরণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত অম্লজনের নৈকট্য থাকায় কফরসযুক্ত বাইসাল্‌ফাইড্ অব কার্বনে রূপা গলাইয়া ইলেক্‌ট্রোটাইপ করা যায়। আলোপ্যাথিক ঔষধাদিতে হাইপোফস্‌ফাইটস্ রূপে ইহার প্রচলন আছে।

অম্লজনের সহিত প্রস্ফুরক চারিটী বিভিন্নভাগে মিলিত করা যাইতে পারে। উহাতে অক্সাইড্ অব্ প্রস্ফুরক (Oxide of phosphorus), উপস্ফুরদ্রাবক (Hypophosphorous acid), স্ফুরদ্রাবক (Phosphorous acid) ও স্ফুরকদ্রাবক (Phosphoric acid) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জলের তারতম্যানুসারে Phosphoric acid ত্রিবিধ। যথা—১ *Orthophosphoric acid* স্ফুরকদ্রাবক, ২ *Metaphosphoric acid* অতিস্ফুরকদ্রাবক এবং *Pyrophosphoric acid* অধিস্ফুরকদ্রাবক। হরিণস্ফুরক (Chlorides of Phosphorus)—হরিণ (Chlorine) যোগে প্রস্ফুরকের টায়ক্লোরাইড ও পেণ্টা ক্লোরাইড্ নামক দুইটী অবস্থান্তর ঘটে। আইওডিনযোগেও ইহার ডিন্‌আইওডাইড ও টায় আইওডাইড নামক দুইটী পরিবর্তন হয়। গন্ধকের সহিত ইহার মিশ্রণে কতকগুলি যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়। ফস্ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন (Phosphuretted Hydrogen) নামে একটী পদার্থ প্রচলিত আছে। দৃঢ় (Solid), তরল ও বাষ্পীয় ভেদে তাহার তিনটী অবস্থা আছে।

কতকগুলি পদার্থের আলোক-বিকিরণ শক্তি আছে। দুই দুই খণ্ড কোয়ার্টজ পাথর একত্র ঘসিলে আলোক উৎপাদন করে। প্রস্তরখণ্ডে ফস্ফরাসের অবস্থিতিই ইহার কারণ। জোনাকি পোকা এবং মৎস্যাদির আঁইসেও ঐরূপ সময় সময় স্ফুরকালোক দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible] (পুং) ১ সন্তাপ। ২ নিষ্ফল ভাবণ।

'কিং কোপে কান্ত সন্তাপে তথা নিষ্ফলভাষণে।' (শব্দরত্না°)

ফাও (দেশজ) পরিমাণ মত দ্রব্য কেনা হইলে তৎপরে অতিরিক্ত যাহা লওয়া যায়, তাহাকে ফাও কহে।

ফাপড়া (হিন্দী) চওড়া কোদাল।

ফাঁক্ (দেশজ) ছিদ্র, অন্তর, অবকাশ।

ফাঁড় (দেশজ) ১ পেট, কণ্ডলের অপভ্রংশ। ২ বেড়যুক্ত।

ফাঁড়া (দেশজ) বিঘ্নবিশেষ। যখন অতিশয় পীড়া প্রভৃতি হয়, এবং তাহাতে যদি জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে ফাঁড়া কহে।

ফাঁড়ি (পারসী) ছোট থানা, (outpost)।

ফাঁড়িদার (পারসী) ফাঁড়ীর কর্ত্তা।

ফাঁড়িদারী (দেশজ) ফাঁড়িদারের কার্য্য।

ফাঁদ (দেশজ) পক্ষী প্রভৃতিকে ধরিবার যন্ত্র, জাল, পাশ।

ফাঁদনী (দেশজ) উপক্রমণিকা। কার্য্যের প্রারম্ভে যাহা করা বা বলা যায়।

ফাঁদা (দেশজ) কার্য্যারম্ভ করা।

ফাঁপ (দেশজ) ১ স্ফীতি, ফুলা। ২ জলবুদ্বুদ। ৩ প্রলেপ।

ফাঁপর (দেশজ) ১ হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি। ২ বিপদ্।

ফাঁপা (দেশজ) ১ অসার। ২ স্ফীত, ফুলা, যাহার মধ্যে কিছু থাকে না।

ফাঁপান (দেশজ) ফোলান।

ফাঁস (দেশজ) ১ ফাঁদ, পোশ। ২ গেরো দেওয়া।

ফাঁসী (দেশজ) ১ উদ্বন্ধন। ২ গ্রন্থি, গেরো।

ফাঁসীকাঠ (দেশজ) যে কাঠে ঝুলাইয়া দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ফাক (দেশজ) শূন্য, অবকাশ।

ফাকা (আরবী) চূর্ণ দ্রব্য।

ফাকী (দেশজ) ফক্কিকা শব্দের অপভ্রংশ, ফক্কিকা। ২ প্রতারণা, চাতুর্য্য। ৩ চূর্ণ।

ফাকীজুকী (দেশজ) প্রতারণা, চতুরতা।

ফাগু (দেশজ) ফল্গু, রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ।

ফাগুনিমিত্র, উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রাপুরীর শুঙ্গ মিত্রবংশীয় জনৈক রাজা। রামনগরে ইহার প্রচলিত কএকখানি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ফাজিল (আরবী) ১ বিদ্বান্। ২ যাহারা অধিক বকে, মিথ্যা কথা বলে, এইরূপ অসার ও বাচাল ব্যক্তি। ৩ জমা ও খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহাকে ফাজিল কহে।

ফাট (দেশজ) ফাটা।

ফাটক (হিন্দী) ১ তোরণ। ২ কারাগার, জেল।

ফাটকী (স্ত্রী) স্ফুট-বৃন্-ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্ফটী, চলিত ফিট্‌কারী। (রাজনি°)

ফাটন (দেশজ) বিদারণ।

ফাটল (দেশজ) ছিদ্র।

ফাটা (দেশজ) চিড় খাওয়া, যাহা ফাটিয়া গিয়াছে।

ফাটানি (দেশজ) ১ ছিদ্র করা, ফাটাইয়া দেওয়া। ২ কার্য্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটনা।

ফাজিলকা, পঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। শতদ্রুনদীতীরে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১১৯৭ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও ফাজিলকা তহশীলের সদর। শতদ্রুনদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ২৪´৫১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪´১০´´ পূঃ। এই গ্রামে বর্ত্তুর্দ্দার ফাজিলের বাস ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাহারই নামানুসারে অলিভার (Mr. Oliver) সাহেব এই স্থানের নামকরণ করেন। উক্ত মহোদয়ের যত্ন ও অধ্যবসায়ে এই জনশূন্য গ্রাম লোকালয়ে পূর্ণ হয়। এক্ষণে এই নগর পঞ্জাবের একটী বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়াছে। এস্থানে আনীত পশম ও শস্যাদি কখন কখন নৌকা-যোগে করাচী, ভাগলপুর, বিকানের ও মুলতান প্রভৃতি নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

ফাজিলনগর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এক্ষণে ফাজিলা নামে খ্যাত। এখানে যে বিস্তীর্ণ ইষ্টকঢিপি পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই জনপদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। উহার উপরিভাগে ২১০ ফিট্ ব্যাসের স্তূপ আছে, তাহার তলদেশের ব্যাস-পরিমাণ ৪০০ ফিট্। গোড়ার উপর হইতে উহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৩৫ ফিট্। ডাঃ কনিংহাম বলেন, গঠন সময়ে উহা সম্ভবতঃ ৭৪ ফিট্ ছিল। এই স্তূপকেই তিনি পাবানগরীর বিখ্যাত(১) বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া মনে করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী ছেতিয়াওন্, কুশীনগর, আসমানপুর, বরমাটীয়া প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টক-রাশি পড়িয়া আছে।

ফাটাফাটি (দেশজ) ১ রক্তারক্তি। ২ অসমর্থতা।

ফাটাল (দেশজ) ফাঁকযুক্ত।

ফাট্‌লা (দেশজ) ছিদ্র, গর্ত্ত।

ফাড়া (দেশজ) চেরা, বিদীর্ণ করা। দুইভাগ করা। যথা কাপড় জোড়া ফাড়িয়া দাও।

ফাড়ান (দেশজ) চেরান। দুইভাগ করান।

ফাড়ানি (দেশজ) ১ চেরাইকার্য্য। ২ ছিদ্র। ৩ বাড়াবাড়ি।

ফাড়ি (দেশজ) চিরে ফেলা।

ফাণিত (ক্লী) ফণ-গতৌ-ণিচ্-ক্ত। অর্দ্ধাবর্ত্তিত ইক্ষুরস। ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে তাহাকে ফাণিত কহে, ইহাকে ঝোলা গুড়ও বলা যাইতে পারে।

ইহার লক্ষণ—

"ইক্ষোঃ রসস্তু যঃ পক্বঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ গুরু, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, বাত, পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং মূত্র ও বস্তিশোধক। সৌভাগ্যকামী ব্যক্তি পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য ফাণিত সংযুক্ত করিয়া দান করিবেন।

"ফল্গুনি পূর্ব্বসময়ে ব্রাহ্মণানামুপোষিতঃ।
ভক্ষ্যান্ ফাণিতসংযুক্তান্ দত্বা সৌভাগ্যমৃচ্ছতি॥"

(ভারত ১৩।৬৪।২৩)

ফাণ্ট (ত্রি) ফণ্যতে স্মেতি ফণ-গতৌ (ক্ষুব্ধস্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অনায়াসকৃত, অনায়াসে প্রস্তুত। ২ কষায় ভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—এক পল কুট্টিত দ্রব্য ৪ পল উষ্ণ জলে মৃৎপাত্রে বা প্রস্তর পাত্রে ফেলিয়া ক্ষণকাল ঢাকিয়া রাখিবে, পরে মর্দ্দিত ও বস্ত্রপূত করিয়া লইলে তাহাকে ফাণ্ট কহে।

"ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে।
অপিচ—ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ॥
পাত্রে চতুঃপলমিতি ততস্ত্র স্রাবয়েজ্জলম্।
সোহয়ং চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টো স্তিমিতস্তিরভিধীয়তে॥" (বৈদ্যক পরিভাষা)

ফাণ্টাহৃত (পুং) ১ ফাণ্টাহৃতির অপত্য। ২ তাঁহার ছাত্রাদি।

ফাণ্টাহৃতায়ন (পুং) ফাণ্টাহৃতির অপত্য।

ফাণ্ড (ক্লী) গর্ত্ত, পেট, কোঁড়।

ফাণ্ডিন্ (পুং) নাগভেদ।

ফাতনা (দেশজ) তরণ্ডিকা, ছিপের সূত্রসংলগ্ন সোলা। মৎস্য ধরিবার সময় ছিপ বা হইলে ফাত্‌না দিয়া ফেলিতে হয়, ইহা সোলা, পাকাটী বা পালক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, যে দ্রব্য জলে ভাসে তাহাতেও ফাতনা প্রস্তুত হইতে পারে। দেশভেদে ইহাকে কল্‌কাটিও কহে।

ফাতহা-দবাজ-দহম, (বারাওফাৎ) সুন্নী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মহোৎসব-বিশেষ। ঐ সময় তাহারা মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে ধর্ম্মমন্দিরে ও গৃহাদিতে মৌলুদশরিফ পাঠ ও ভজনা করেন।

ফানস (পারসী) বায়ুনিবারণার্থ কাচনির্ম্মিত আলোকাবরণ গঠন, সেজ। কাগজে নির্ম্মিত আলুলাকের আধার বিশেষ। ইহা বেলুনের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়।

ফান্সেফাড়ি, দাক্ষিণাত্যবাসী এক নীচ জাতি। সোলাপুর বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের বাস, কিন্তু কেহই ঘর বাঁধিয়া বা চাস করিয়া স্থায়ী হয় না। ফাঁদে পশু পক্ষী ধরাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা নীচপ্রকৃতি, কখনও মাথার চুল বা দাড়ি গোঁফ কামায় না; কিন্তু ইহাদের বেশভূষার পারিপাট্যও আছে। গুজরাতী, মরাঠী, কণাড়ী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রণে তাহাদের ভাষা গঠিত।

(১) বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভিক্ষুশিষ্য মহাকাশ্যপ পাবায় অধিষ্ঠান করেন। তিনি বুদ্ধের আটটী মূর্ত্তির মধ্যে একটী ইহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া এই স্তূপকে পবিত্র করিয়া যান।

গ্রামের বাহিরে তাহারা সাধারণতঃ কুঁড়ে বাঁধিয়া থাকে এবং গো, মহিষ, ছাগ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি পুষে। তাহারা মদ্যমাংসপ্রিয়, ক্রোধী ও নির্দ্দয়হৃদয়। সামান্য কথায় উত্তেজিত হয় এবং প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়ে না। ইহারা বালামচী (অশ্বপুচ্ছের লোম) দ্বারা এমন ফাঁস প্রস্তুত করে যে, তদ্দ্বারা সকল প্রকার পক্ষী ও ক্ষুদ্রাকার পশু ধরিতে সমর্থ হয়।

ইহারা অম্বাভবানী, খণ্ডোবা, জরিমরি ও নানা গ্রাম্য-দেবতার পূজা করে। 'মিরা' ও 'দসেরা'ই ইহাদের প্রধান উৎসব। বিবাহে কন্যার মাথায় সিন্দূর ও গায়ে নূতন জামা পরাইয়া দেয়। ঐ সময়ে দলের সর্দ্দারের (নায়ক) উপস্থিত থাকা চাই, যেহেতু তাহারও কিছু প্রাপ্য আছে। স্বজাতীয় সকলেই বিবাহান্তে প্রচুর মদ্যপান করিতে পায়। সম্বন্ধনির্ণয় বা পাকা দেখা শেষ হইলে বিবাহদিনে বরকন্যা একত্র করা হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা আসিয়া 'গাঁটছড়া' বাঁধিয়া দেন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন। বিবাহান্তে দক্ষিণা লইয়া ব্রাহ্মণ দম্পতিযুগলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ভোজ আরম্ভ হয়। নায়ক সর্দ্দারই ইহাদের সমাজের কর্ত্তা। কেহ ব্যভিচার বা তদ্রূপ অন্য কোন অবৈধ পাপাচরণ করিলে উত্তপ্ত তৈল-কটাহ হইতে পয়সা তুলিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি হাত না পুড়ে, তবেই সে নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু যদি হাত পুড়ে বা সে হাত দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে। ইহাদের কদর্য্য-স্বভাব জানিয়া পুলিস ইহাদিগকে চোখে চোখে রাখিয়াছে।

বিজাপুরে ইহারা অড়্‌বিচিবল ও চিপ্রিবেৎকার নামেও পরিচিত। ধাঙ্গড়, কবুলিগার ও রাজপুত নামে ইহাদের তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। কিন্তু ঐ থাকগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। কেহ অপর কাহারও সহিত পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় না বা একত্র বসিয়া খায় না। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে হাটকর্ণ ও উলিকরণ নামে দুইটী বিভাগ আছে। তাহারা একত্র খায় এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে। রাজপুতগণ কখনও কখন আপনাপন দল মধ্যে বিবাহ দেয় না।

ইহারা সাধারণতঃ বেরুর জাতির সহিত মিশিয়া বেড়ায়। স্বভাবতঃ বড়ই লোভী। শস্যাদি পাকিয়া উঠিলে ইহারা কখন কখন নিজাম রাজ্যেও যাইয়া উপস্থিত হয় এবং শস্যাদি লুটিয়া লয়। জমিদারগণ ইহাদের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদাই ত্রস্ত, কোথাও কোথাও জমিদারেরা ফাঁসেপাড়িদের উৎপাত-নিবারণের জন্য অর্থ দান করিয়া থাকেন। পুলিসের সহিত ইহাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহারা নিজ পুত্র কন্যাকে হত্যা করিয়া পুলিসের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের ভক্তি আছে। যমুনা, তুলজা ভবানী ও বেঙ্কটেশ প্রভৃতি দেবদেবী মূর্ত্তি ইহারা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে। আশ্বিনমাসে শুক্লা নবমীতে (মহা নবমী) ঐ মূর্ত্তি বাহির করিয়া পূজা করে। প্রতি বৎসর 'দিবালী' উপলক্ষে তাহারা নববস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব পরীক্ষা করে। ঐ সময়ে রমণীকুলকে কঠিনহৃদয় স্বামীর হাতে পড়িয়া উত্তপ্ত তৈলে অঙ্গুলি ডুবাইতে হয়। আঙ্গুল না পুড়িলেই সতীত্ব বজায় আছে জানিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। জাত বালকের কোন ক্রিয়াই নাই। কাষ্ঠ পাইলে ইহারা শবদেহ দাহ করে, তদভাবে পুতিয়া ফেলে। তিনজনে পা, মাথা ও বুক ধরিয়া শব বহন করে। তৃতীয় দিনে বস্ত্র ও দধি কবরের উপর রাখিয়া দেয়।

ফাফুণ্ড, উঃ পঃ প্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ২২৮ বর্গ মাইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে স্বতন্ত্র বিচার-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। এতাবা নগর হইতে ১৮ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন স্তূপ মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৫´ ৩০´´ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩০´ ২৫´´ পূঃ। এখানে অনেকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী আছে। হিউমগঞ্জ নামক নগরাংশও সুন্দর এবং বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। এখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, জলাশয়াদি ও মস্‌জিদ প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই নগর দুইবার লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। শাহ বুখারি নামক মুসলমান ফকিরের কবর স্থানে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে।

ফারখৎ (আরবী) ১ সম্বন্ধবিচ্ছেদ। ২ যে পত্রে দাবী ত্যাগ করা হয়।

ফারখতী (আরবী) ছাড় পত্র। সম্বন্ধচ্ছেদ করিবার জন্য যে লেখাপড়া হয়।

ফারমাণ, ফরমাণ, মুসলমান রাজগণের প্রদত্ত অনুশাসনপত্র।

ফারসী (পারসী) পারসীভাষা। পারস্য ভাষাকে চলিত কথায় ফার্সি বলে।

ফারাক্‌ (আরবী) আলাহিদা, অন্তর। পরস্পর স্বতন্ত্র।

ফাল (ক্লী) ফলায় শস্যায় হিতং ফল-অণ্ বা ফলাতে বিদার্য্যতে ভূমিরনেনেতি ফল-ঘঞ্। ১ হলোপকরণ। (পুং) ২ লাঙ্গলস্থ ভূমিবিদারক লৌহ। লাঙ্গলের অগ্রভাগে ভূমিবিদারণ যে লৌহ থাকে, তাহাকে ফাল কহে। এই লৌহাগ্র দ্বারাই ভূমি কর্ষিত হয়। পর্য্যায়—কৃষিক, কৃষক, ফল, কৃষিকা, কুলিক। (হেম) ২ মহাদেব। ৩ বলদেব। (ত্রি) ৪ কার্পাসবস্ত্র। (মেদিনী) ৫ নববিধ দিব্যের অন্তর্গত অষ্টম দিব্য। দিব্যতত্ত্বে লিখিত আছে,—যাহারা চুরি করে, তাহাদিগকে

এই বিধি করিতে হয়। দ্বাদশ পল লৌহদ্বারা একখানি ফাল প্রস্তুত করিয়া তাহা উত্তমরূপে অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে। বিচারক যথাবিধানে ধর্ম ও অগ্নির পূজাদি করিয়া চোরের মস্তকে এই মন্ত্রে একখানি জয়পত্র লিখিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা—

"ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে মম॥"

এই মন্ত্রলিখিত জয়পত্র তাহার মস্তকে দিয়া বিচারক তাহাকে বলিবেন, তুমি এই তপ্ত লৌহফাল জিহ্বা দ্বারা একবার লেহন কর, তুমি যদি নিষ্পাপ হও, তাহা হইলে তোমার জিহ্বার কিছুমাত্র লাগিবে না। তখন পাপী বিচারকের আদেশানুসারে তপ্ত লৌহফাল লেহন করিবে। নিষ্পাপ হইলে তাহার জিহ্বা পুড়িয়া যাইবে না, নচেৎ পুড়িবে। (দিব্যতত্ত্ব)

ফালকৃষ্ট (ত্রি) ফালেন কৃষ্টঃ ৩তৎ। ফালদ্বারা কৃষ্ট, হলকর্ষিত ভূমি। যে ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে।

"ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন॥" (মনু ৪।৪৬)

ফালকৃষ্ট স্থলে মূত্র ত্যাগ করিতে নাই।

৩ কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন।

ফালখেলা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। ফলিখেল।

ফালগুপ্ত (পুং) বলরামের নামান্তরভেদ।

ফালজুর, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও পীঠস্থান।

শ্রীহট্ট জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশে জয়ন্তীয়-রাজ্য। জয়ন্তী ১৮ পরগণায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ফালজুর একটী পরগণা। এই ফালজুর গ্রাম একটী প্রধান পীঠস্থান। এখানে দেবীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়, এজন্য ইহাকে বামজঙ্ঘাপীঠও বলে। বামজঙ্ঘা পীঠের সাধারণ নাম ফালজুরের কালিবাড়ী। তন্ত্রচূড়ামণির মতে,—

"জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।" তন্ত্রচূড়ামণি।

এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী, ইঁহারই নামানুসারে এই স্থান জয়ন্তীয়া নামে পরিচিত। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। তন্ত্র বলেন—

"কৈলাসে দশলক্ষেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চলক্ষতঃ।"

অর্থাৎ পঞ্চ লক্ষমাত্র মন্ত্র জপেই এখানে সিদ্ধি হয়।

এই মহাপীঠ শ্রীহট্ট নগরী হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে পর্ব্বতপাদদেশে একখণ্ড সমতলভূমে, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ অগভীর এক গর্ত্ত মধ্যে, ও একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত। ভৈরবও প্রস্তররূপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দির সমক্ষে অনেক নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরাজরাজ এই নৃশংসপ্রথা রহিত করিবার জন্য জয়ন্তীয়ারাজ্য দখল করিয়া লন। তদবধি নরবলি বন্ধ হইয়াছে।

দেবী-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী অতি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, ইহা প্রায় ভরিয়া গেলেও জল অতি পরিষ্কার ও পাতলা অথচ একই ভাবে থাকে, কম বেশী হয় না, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতার সময় রাজোচিত ভাবেই দেবীর সেবা হইত। রাজা বলিতেন, "সমস্ত জয়ন্তী রাজ্যই মায়ের— তাঁহার জন্য আবার পৃথক দেবোত্তর কি?" বস্তুতঃ এই জন্যই কোন দেবোত্তর নির্দ্দিষ্ট নাই। জয়ন্তীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পীঠেরও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দেবী একখানি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছেন।

শ্রীহট্ট হইতে স্থলপথে এবং বদরপুর (আসাম বেঙ্গল রেল-ওয়ে) ষ্টেসন হইতে নৌকাযোগে ফালজুর যাওয়া সুবিধাজনক।

ফালদন্তী (স্ত্রী) ফালের ন্যায় দন্তযুক্তা। রাক্ষসীভেদ।

ফাল্‌তো (দেশজ) অতিরিক্ত। অনাবশ্যক।

ফালা (পুং) ফালয়তীতি ফল-ণিচ্-অচ্। প্রণীর বীজ।

ফালাফালা (দেশজ) টুকরা টুকরা।

ফালী (দেশজ) বস্ত্রাদির সরু ও লম্বা টুকরা।

ফাল্গুন (পুং) ফলতি নিষ্পাদয়তীতি ফল (ফলেগুক্ চ। উণ্ ৩।৫৬) ইতি উনন্ অতোগুক্ ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্ বা ফল্গুন্যাং ফল্গুনীনক্ষত্রে জাতঃ অণ্। অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের দশটী নাম, তাহার মধ্যে ফাল্গুন একটী। অর্জ্জুন ফল্গুনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ফাল্গুন হইয়াছে।

"উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ব্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ॥" (ভারত ৪।৪২।১৬)

২ নদীজবৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। ৪ তপস্যমাস।

'ফাল্গুনস্তু গুড়াকেশে নদীজার্জ্জুনভূরুহে।
তপস্যসংজ্ঞে মাসে তৎ পূর্ণিমায়াঞ্চ ফাল্গুনী॥' (মেদিনী)

বর্ণকারগণ ফাল্গুন শব্দের ন ণত্ব করিয়া থাকে। "ফল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।" (ব্যা° কারিকা)

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী অস্মিন্নিতি (বিভাষা ফল্গুনীশ্রবণকার্ত্তিকী-চৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩) ইতি পক্ষে অণ্।

৫ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত একাদশ মাস। এই মাসের পূর্ণিমায় ফল্গুনী নক্ষত্র হয় বলিয়া মাসের নাম ফাল্গুন হইয়াছে। এই মাস ত্রিবিধ মুখ্যচান্দ্র, গৌণচান্দ্র এবং সৌর অর্থাৎ মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন, গৌণচান্দ্র ফাল্গুন এবং সৌর ফাল্গুন। সূর্য্য কুম্ভরাশিস্থ হইলে শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন, এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনমাসীয়

পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে মাস, তাহা গৌণচান্দ্র ফাল্গুন। কুম্ভরাশিস্থ রবিভোগোপলক্ষিত কালাত্মক মাসই সৌর ফাল্গুন। মাসের মুখ্যচান্দ্র এবং গৌণচান্দ্রাদি বিভাগ দ্বারা বিহিত কার্য্যের এক একটী সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে মাত্র অর্থাৎ কোন কার্য্য মুখ্যচান্দ্রে বা কোন কার্য্য গৌণচান্দ্রে করিতে হয়। (মলমাসতত্ত্ব) কৃত্যতত্ত্বে ফাল্গুনকৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে প্রত্যেকেরই এই সকল বিষয় অবশ্যকর্ত্তব্য। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কালশাক ও বাস্তুকশাক দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। গৌণচান্দ্র ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রিব্রত সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। [ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় শিবরাত্রি দেখ।] মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন গোবিন্দদ্বাদশী। এই দ্বাদশীর দিন মহাপাতক নাশ কামনা করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে হয়। এইদিন গঙ্গাস্নান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে হয়। মন্ত্র যথা—

"মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

পরে ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীতে যথাবিধানে দোলযাত্রার অনুষ্ঠান আবশ্যক। এইদিন ভগবান্ বিষ্ণুকে দোলাগত দেখিলে অন্তকালে বিষ্ণুপুরে গতি হইয়া থাকে। (কৃত্যতত্ত্ব) [দোলযাত্রা দেখ।] ফাল্গুনমাসে জন্ম হইলে প্রিয়বদ, সাধুজনের বল্লভ, পরোপকারী, নির্ম্মলাশয়, দাতা ও প্রমোদাভিলাষী হইবে।

"প্রিয়ংবদঃ সজ্জনবল্লভশ্চ পরোপকারী বিমলাশয়শ্চ।
দাতা নিতান্তং প্রমদাভিলাষী স্যাৎ ফাল্গুনে যস্য জনুর্জন্ম॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

* দূর্ব্বাভেদ, সোমলতার পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হয়। ইহার অপর নাম অর্জুন।

"যদি ফাল্গুনানি লোহিতপুষ্পাণি চারুণপুষ্পাণি চ"
('শতপথব্রা' ৪।৫।১০।২)

৭ তীর্থভেদ। (ভাগবত ৭।১৪।৩১)

ফাল্গুনপ্রিয় (পুং) শঙ্খ, শাঁখ। (বৈদ্যকনি°)

ফাল্গুনানুজ (পুং) ফাল্গুনাৎ পশ্চাৎ জায়তে ইতি অনু-জন-ড। ১ বসন্তকাল, চৈত্রমাস। (হারাবলী) ২ অর্জুনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ফাল্গুনি (পুং) অর্জুন।

ফাল্গুনিক (পুং) ফাল্গুনী পৌর্ণমাস্যস্মিন্ মাসে ইতি (বিভাষা ফাল্গুনী শ্রবণেতি। পা ৪।২।২৩) ইতি ঠক্। ফাল্গুনমাস।

ফাল্গুনী (স্ত্রী) ফল্গুনীভির্যুক্তা পৌর্ণমাসী (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ইতি অণ্, ঙীপ্। ১ ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা। ২ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। ৩ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। (অমরটীকা ভরত)

ফাল্গুনীভব (পুং) বৃহস্পতি নক্ষত্রের নামান্তর।

ফাল্লা (দেশজ) টুকরা।

ফ্যাশ (পারসী) ১ সাদা টুকরা কাগজ। ২ স্পষ্ট, প্রকাশ।

ফাশ (দেশজ) সূক্ষ্ম ছিদ্র, ফাঁক।

ফা-হিয়ান্, জনৈক চীনপরিব্রাজক। চীনদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থান্বেষণলিপ্সু হইয়া ভারতে আগমন করেন।

সান-সি প্রদেশের বু-যঙ্ নগর তাঁহার জন্ম স্থান। বাল্যকালে সংসারে অবস্থানকালে তিনি কুঙ নামে পরিচিত ছিলেন। চীনদিগের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগহেতু তিনি অতি অল্প বয়সেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনবর্ষ বয়সেই তিনি শ্রমণের হইয়াছিলেন। স্বদেশীয় প্রথানুসারে তিনি পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনাম 'ফা-হিয়ান' ও 'সিহ' (শাক্যপুত্র) উপাধি লাভ করেন। যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন তিনি সি-গন্-ফু প্রদেশের রাজধানী চাঙ-অন্ নগরে ধর্ম্মানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে 'বিনয়পিটক' গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা-দর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে এবং ঐ বিনয়শাস্ত্রের নিয়মাদির উদ্ধারকল্পে ব্রতী হইয়া তিনি কয়েকজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি সাধারণের নিকট কুঙ বংশের শাক্য বলিয়া পরিচিত।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগপ্রযুক্ত ক্রমেই বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে তাঁহার বলবতী স্পৃহা জন্মিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে সদলে চাঙ-অন নগর হইতে বহির্গত হন। চীন রাজ্যের বিখ্যাত প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। সে সময়ে বৌদ্ধপ্রভাব প্রায় সমুদায় উত্তর দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ মঠাদিতে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা বর্ষা অতিক্রম করিয়া খোটানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* রাজাদেশে তাঁহাদিগকে এখানকার গোমতী সঙ্ঘারামে অবস্থান করিতে হয়। এখানে মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস। এখানে থাকিয়াই তাঁহারা বুদ্ধদেবের রথযাত্রা দেখিয়া ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। ফা-হিয়ান একটীমাত্র সঙ্গী লইয়া ইয়ারকন্দ অভিমুখে গমন করেন। এখানেও তিনি মহাযান বৌদ্ধমতের বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি কি-শ (কসগার) রাজ্যে উপনীত হন।† এখানকার রাজার "পঞ্চবর্ষ পরিষদ্" ছিল। তথাকার

* তাঁহার লিখিত বর্ণনানুসারে এই জনপদকে কেহ কেহ খটুনা রাজ্য বলিয়া অনুমান করেন। ফাহিয়ান্ এই নগরের একক্রোশ পশ্চিমে যে সব সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন, হিউএন্‌সিয়াং তাহাই খাসীকরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গিয়াছেন।

† হিউএন্‌সিয়াং এই কিশ নামে কসগার জনপদকে উল্লেখ

বৌদ্ধেরা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। পরে তাঁহারা তুষারাবৃত ৎসুং-লিং পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া দর্দ্দরাজ্যের দারিল উপত্যকায় উপনীত হন।[১] এখান হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে হাঁটিয়া তাঁহারা সিন্ধুনদী পার হইলেন এবং উদ্যান-রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব দর্শন করেন। অতঃপর ভারতের উত্তর সীমাবর্ত্তী গন্ধার, তক্ষশিলা, নগরহার, পুরুষপুর প্রভৃতি জনপদেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও কীর্ত্তি-সমূহের বিস্তার দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

ভারতাগমনকালে তিনি যে যে জনপদ দর্শন করেন, তাহা তৎপ্রচিত 'ফো-কো-কি' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ প্রাচীন গ্রন্থ এবং পরবর্ত্তী চীনপরিব্রাজক হিউএন সিয়াংএর লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য করিয়া ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাস, ভূগোল এবং বৌদ্ধকীর্ত্তি জনপদাদির স্থাননির্ণয়ে অনেক সুবিধা হইয়াছে।

ফা-হিয়ান্, পশ্চিম ভারত হইতে ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে কপিলবস্তু রাজগৃহ ও গয়াদি বৌদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিয়া চম্পা রাজধানীতে উপনীত হন, পরে তথা হইতে সমুদ্রমুখে তাম্রলিপ্তি নগরীতে উপস্থিত হইয়া বহুশত সূত্রগ্রন্থাদির নকল করিয়া লইলেন। এ স্থান হইতে পোতারোহণে তিনি সিংহলদ্বীপে গমন করেন। এখানে তিনি বিনয়পিটক, দীর্ঘাগম ও সংযুক্তাগম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সমুদ্রপথে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন। কএকদিন ঝটিকামধ্যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিয়া তিনি কুণ্ডিকাসহ জলে নিপতিত হন। পরিশেষে যবদ্বীপে (যে-পো-তি) উত্তীর্ণ হইয়া তথায় তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তার দর্শন করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে চীন দেশের কন্-চাউ নগরে উপনীত হন।

চাঙ-অন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ৫ বর্ষকাল পরিভ্রমণের পর তিনি মধ্যভারতে আসিয়া পৌঁছেন। এখানে প্রায় ৯ বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক তিনি প্রায় ৩০টী বিভিন্ন রাজ্যে পরি-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে তিনি স্বদেশের ৎসিঙ্গ-চাউ নগরে উপনীত হন। পরে নাংকিং সহরবাসী ভারতীয় বৌদ্ধ-শ্রমণ বুদ্ধভদ্রের সহযোগে তিনি অনেকগুলি ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুবাদ ও নিজ ভ্রমণ-বিবরণ প্রকটিত করেন। ৮৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

করিয়াছেন। অনেকে ইহাদিগকে মনু লিখিত খশ বা বিষ্ণুপুরাণের খশাক্ষদিগের বংশ বলিয়া অনুমান করেন। সম্ভবতঃ টলেমী লিখিত কোসাইও (Kossaioi) এবং খৃষ্ট ধর্ম্মনামে লিখিত কুশাইটগণ এই একই জনপদবাসী বলিয়া কথিত।

(১) সিন্ধুনদের পশ্চিম কূলবর্ত্তী উপত্যকা ভূমি, এখানে দারিলনদী প্রবাহিত। দ্রাঘি° ৭৩ ৪৪´ পূঃ।

ফি (পুং) ১ পাপ। ২ নিষ্ফল বাক্য। (একাক্ষর কোষ) ৩ কোপ। (শব্দরত্না°) (দেশজ) প্রত্যেক।

ফিক্ (দেশজ) ১ অবলম্বন। ২ যষ্টি। ৩ যে বংশদণ্ড দ্বারা সতী স্ত্রীদিগকে সহমরণে চাপিয়া রাখা হইত। ৪ ঈষৎ হাস্য। ফিকফিক্ মুখমুচ্‌কাইয়া হাসা।

ফিকবা (দেশজ) ঠেস্, ঠেকো, ঠেক্‌নো। অবলম্বন।

ফিক্‌ব্যথা (দেশজ) বক্ষ বা উদরদেশে হঠাৎ বেদনা।

ফিক্কা (দেশজ) পিঙ্গলশব্দের অপভ্রংশ। পাতলা বর্ণযুক্ত।

ফিকির (আরবী) কল্পনা, চিন্তা, ফন্দি, কৌশল।

ফিকিরবালা (হিন্দী) যে কৌশল বা যড়যন্ত্র করে।

ফিকিরী (আরবী) ১ চালাকী, কৌশলী। ২ চিন্তাশীলতা।

ফিঙ্গক (পুং) ফিঙ্গ ইতি শব্দেন কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। পক্ষিবিশেষ, চলিত ফিঙ্গা। পর্য্যায়—কুলিঙ্গ, কলিঙ্গ, ধূম্যাট, ভৃঙ্গ। (অমর)

ফিঙ্গা (দেশজ) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। (Corous Balicapinus) দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চু চুঁচাল, চক্ষুদ্বয়ে গোলাকার লাল চিহ্নযুক্ত। গলা ও পুচ্ছদেশ সরু ও লম্বা। ইহারা অতি দ্রুতগতিতে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া থাকে। নখাগ্রভাগ ধারাল, বুলবুল তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়। ইহারা লড়াই করিতে পারে। অনেকে এরূপ পক্ষিযুদ্ধে আমোদ লাভ করিবার জন্য ফিঙ্গা পুষে ও তাহাকে লড়াই শিক্ষা দেয়।

ফিঙ্গেশ্বর, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারেরা আপনাদিগকে রাজগোণ্ড বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত সনন্দানুসারে তাঁহারা এই রাজ্যসম্পদ ভোগ করিয়া আসিতেছে। ফিঙ্গেশ্বর গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২০° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫´ পূঃ।

ফিচাল (দেশজ) ধূর্ত্ত, শঠ, দুষ্ট।

ফিট্‌ফাট (দেশজ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ফিতা (দেশজ) নেয়াল। কার্পাস বা রেশমে নির্ম্মিত সরুফালি। কবরীবন্ধন, খাট বা কাগজাদি বাঁধিবার উপযোগী।

ফিন্‌কি (দেশজ) অগ্নিকণা।

ফিনিকীয়, (Phœnician) ফিনিস (Phœnicia) দেশের প্রাচীন অধিবাসী। খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে তাহারা বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। এই বণিকগণ সেমিটিক বা অরমিয়ান জাতীয়। পূর্ব্বে তাহারা লোহিতসাগর বা পারস্য উপসাগরের উপকূলদেশে বাস করিত।[২] কোন সময়ে তাহারা ভূমধ্যসাগরের সিরিয়া

(২) Herod. VII 89.

উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না।[১] যাহা হউক, প্রাচীন সিরিয়া রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমে এবং সিরান্ট উপসাগরের পূর্ব্বকূলে আসিয়া, তাহারা পশ্চিম য়ুরোপের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিল, ঐ সময়ে ফিনিস্ রাজ্য দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল ও প্রস্থে ২০ মাইল ছিল। সিদোন ও টায়ার নগর তাহার রাজধানী। বাইবেল পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, জসুয়ার রাজ্যকালে এই সিদোন-নগরী মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল।[২] সিরিয়ায় আসিয়া তাহারা পশ্চিমে ব্রিটেন পর্য্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। বাণিজ্যোন্নতিকল্পে তাহারা আরব, বাবিলোনিয়া, আফ্রিকার উত্তর উপকূল, স্পেন, সিসিলী, মল্টা প্রভৃতি স্থানে সহস্র উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল দেশে তাহারা পূর্ব্বদিক্ হইতে মাল আমদানী করিত। আফ্রিকা ও সিসিলীর উপনিবেশ দুইটী ক্রমে স্বতন্ত্ররাজ্যে পরিণত হয়। তাহারা বহুকাল ধরিয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে রোমকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল।

জগতের বর্ত্তমান ইতিহাস মধ্যে এই প্রাচীন বণিক্জাতিই বাণিজ্যদ্বারা উন্নতির সর্ব্বপ্রথম চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ভিন্ন দেশ ও জাতিগণের সহিত ইহাদের বাণিজ্য থাকায়, সেই সেই প্রাচীন জাতীয়েরা ফিনিকীয়দের নিকট হইতে বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছিল। সিন্ধুনদের উত্তরদেশে গ্রীক অক্ষর প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ৫ম খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতবাসী ফিনিক-বর্ণমালা অবগত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর সহিত তাহারা জলে ও পথে বাণিজ্য করিত।[৩] সলোমনের রাজ্যকালে তাহারা জাহাজে চড়িয়া আরবদেশের দক্ষিণাংশে অফির নগরে আসিয়াছিল। এখান হইতে তাহারা স্বচ্ছন্দে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া বাণিজ্যার্থ সুদূর পশ্চিমে লইয়া যাইত।[৪] ৫৮৬ এবং ৩৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে দ্বিতীয়বার আলেকসান্দর কর্ত্তৃক টায়ার নগর উৎসাদিত হইলেও তাহাদের বাণিজ্য প্রভাব হ্রাস হয় নাই। ৩৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কার্থেজ অধঃপতনেও তাহাদের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অকৃটীয়ামের জলযুদ্ধের পর তাহাদের বাণিজ্য আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর আরবগণ ফিনিকীয়দের বাণিজ্যক্ষেত্র হস্তগত করে। পরবর্ত্তী সময়ে পর্ত্তুগীজবণিকগণ তাঁহাদের অনুকরণে জগতের বাণিজ্যভাণ্ডার হস্তগত করিয়াছিলেন।

(১) কেহ কেহ অনুমান করেন, ৩০ হাজার হইতে ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যে তাহারা পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া সিরাণ্ট তীরে আসিয়া বাস করে, যে হেতু পারস্যতীরে থাকিয়া তাহাদের বাণিজ্য লোহিতসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) Josh p XIX. 28.

(৩) Indische alterthums kunde, p. 361.

(৪) Chron VIII. 17-18, 1 King 127, 28.

ফিলালি (আরবী) কৌশল, ফিকির। প্রবঞ্চনা বা পরস্বাপহতা।

ফির্ (হিন্দী) ঘূর্ণন, গোলাকারে পরিবর্ত্তন।

ফিরঙ্গ (পুং) ১ সমায়খ্যাত য়ুরোপীয়ভেদ। পর্ত্তুগীজগণই এক সময় ভারতবর্ষে এই নামে খ্যাত ছিল। তাঁহাদের সংস্রবে এ দেশীয় নীচ রমণীর গর্ভে যে সকল সন্তানাদি জন্মে, তাহারাও ফিরঙ্গ বা ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত হয়। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

"পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ ভুবি॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্‌পঞ্চ লণ্ড্রাজশ্চাপি ভাবিনঃ॥" (মেরুতন্ত্র ২৩ প্র)

২ রোগবিশেষ, ফিরঙ্গরোগ। কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশেই এই রোগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। চরক, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈদ্যকগ্রন্থেই এই রোগের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে এ দেশে এ রোগের নামগন্ধও ছিল না, পরে ফিরঙ্গগণ এ দেশে আসিয়া ঐ রোগের সৃষ্টি করিয়াছে। [ইহার বিবরণ পর্ত্তুগীজ শব্দে দেখ।] এই রোগের নামনিরুক্তি-স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফিরঙ্গদিগের দেশে এই রোগ বাহুল্যরূপে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে হয়, এই জন্য এই রোগ ফিরঙ্গ নামে অভিহিত। এই রোগকে গন্ধরোগও কহে। ইহার লক্ষণ—

"গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥
ব্যাধিরাগন্তুজো হ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্রসংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা ফিরঙ্গিণীর সহিত সংসর্গ করিলে এই ফিরঙ্গরোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে গন্ধরোগও কহে। এই আগন্তুক রোগে পশ্চাৎ দোষাদির লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল দোষ দেখিয়া বাত, পিত্ত ও কফের বিষয় স্থির করিতে হইবে। দোষে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বাতজ ফিরঙ্গ, এইরূপ পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে জানিতে হইবে। ফিরঙ্গিণীর সংসর্গই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগ তিনপ্রকার—বাহ্য ফিরঙ্গ, আভ্যন্তর ফিরঙ্গ এবং বহিরন্তর্ভবফিরঙ্গ।

বাহ্যফিরঙ্গ বিস্ফোটের ন্যায়, অল্প বেদনাযুক্ত এবং স্ফুটিত

হইলে ব্রণের ন্যায় হইয়া থাকে। এই বাহ্য ফিরঙ্গ সুখসাধ্য অর্থাৎ অতি অল্প আয়াসেই ইহা সারিয়া যায়। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ সন্ধিস্থানে হইয়া থাকে, ইহাতে আমবাতের ন্যায় বেদনা ও শোথ হয়। এই ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য। যাহা বাহিরে এবং অভ্যন্তরে উভয়স্থলেই হয়, তাহা বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ। এই রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য। এই রোগে কৃশতা, বলক্ষয়, নাশাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ এবং অস্থির বক্রতা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

বাহ্যফিরঙ্গ নবোত্থিত ও উপদ্রব রহিত হইলে তাহা সুখ সাধ্য, আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য এবং বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ উপদ্রব-যুক্ত এবং অধিক দিনের হইলে অসাধ্য হয়।

চিকিৎসা।—রসকর্পূর ফিরঙ্গরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে নিশ্চয়ই ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য হয়। ইহাকে চলিত পারা বা মারকুলি খাওয়া বলা যাইতে পারে।

রসকর্পূর নিম্নলিখিত প্রকারে সেবন করিতে হয়, বিহিত বিধানে ইহা সেবন করিলে মুখশোথ হয় না।

প্রথমে গোধূম চূর্ণদ্বারা একটী ছোট কূপিকা (মুষা) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ৪ রত্তি শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে ঐ কূপিকাদ্বারা পারদের আবরক স্বরূপ গোলা-কৃতি একটী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতে যেন পারদকে কিছুমাত্রও না দেখা যায়। তৎপরে লবঙ্গচূর্ণ উহার চারিদিকে মাখাইতে হইবে। এইরূপে ঐ বটিকা জলের সহিত গিলিয়া ফেলিবে, ঐ বটী যাহাতে দন্তসংলগ্ন না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপে রসকর্পূর সেবন করিয়া পরে তাম্বূল চর্ব্বণ বিধেয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, পথপর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গ বিশেষ নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনে রোগের আতিশয্য হইয়া থাকে।

পারদ অর্দ্ধতোলা, খদির অর্দ্ধ তোলা, আকরকরা এক-তোলা ও মধু দেড় তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া সাতটী বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ৭টী বটী প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক একটী করিয়া জলের সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল ও লবণ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই ঔষধের নাম সপ্তশালিবটী। ফিরঙ্গরোগে ধূম-প্রয়োগও হিতকর। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও বিড়ঙ্গ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে, পরে তাহাতে ৭টী বটিকা হইবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীদ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় ফিরঙ্গরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন অর্দ্ধতোলা পরিমাণ পারদ শীতবেড়েলার রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয়, যতক্ষণ পারদ দৃষ্ট হইবে, ততক্ষণ মর্দ্দন করা বিধেয়। পরে ইহাদ্বারা ৭দিন পাণিলেপ দিলে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। এই লেপ দিয়া অম্ল ও লবণ ব্যবহার করিতে নাই।

ইহা ভিন্ন নিমপাতাচূর্ণ আটতোলা, হরীতকীচূর্ণ একতোলা, আমলকীচূর্ণ একতোলা এবং হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল মিলিত করিয়া জলের সহিত অর্দ্ধতোলা কিংবা মধুর সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তোবচিনিচূর্ণ ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া লবণ পরিত্যাগ করিতে হয়। একান্ত পক্ষে লবণ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সৈন্ধব সেবন করা যাইতে পারে। পারদ দুইতোলা, গন্ধক দুইতোলা এবং খদিরকাষ্ঠ দুই তোলা, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে হরিদ্রা, নাগকেশর, ত্রিকটু, শুক্লজীরা, কৃষ্ণজীরা, যবানী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, পিপ্পলী, বংশলোচন, জটামাংসী এবং তেজপত্র, এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু একপোয়া ও ঘৃত এক পোয়া, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা পরিমাণ ভক্ষণ করিয়া একবিংশতি দিন লবণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ফিরঙ্গ রোগে যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা হউক না কেন, পারদই তন্মধ্যে প্রধান। (ভাবপ্রকাশ)

ফিরঙ্গরোটী (স্ত্রী) ফিরঙ্গপ্রিয়া রোটী, ফিরঙ্গাণাং রোটীতি বা। রোটিকাবিশেষ, পাঁউরুটী। এই রোটি ফিরঙ্গদিগের প্রিয় অথবা ফিরঙ্গদেশেই বেশী এই রুটী প্রস্তুত হয়, এই জন্য ইহাকে ফিরঙ্গরোটী কহে। পাকরাজেশ্বরে এই রোটী প্রস্তুতের প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—গোধূমচূর্ণ তাল বা খর্জ্জুর রস ও মধুরিকাজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে, তৎপরে স্থূল স্থূল পরিমাণে তাল করিয়া তন্দুরপাকে ইহা পাক করিতে হইবে। এইরূপে এই রোটী প্রস্তুত হয়। (পাকরাজেশ্বর)

ফিরঙ্গিণী (স্ত্রী) ফিরঙ্গদেশোদ্ভবস্থানমেনাস্ত্যস্যা ইতি ফিরঙ্গ ইনি, ঙীপ্। ফিরঙ্গদেশোদ্ভব নারী। চলিত মেম।

"গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবং।

ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥" (ভাবপ্র°)

ফিরঙ্গিন্ (পুং) ফিরঙ্গ-ইনি। ফিরঙ্গদেশোদ্ভবপুরুষ।

ফিরনিয়া (দেশজ) ভ্রমণকারী, যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

ফিরৎ (দেশজ) ১ প্রত্যর্পণ। ২ ফিরিয়া আসা।

ফিরতি (দেশজ) ১ ফিরে যাওয়া, ঘুরা। ২ দ্রব্যাদির প্রত্যর্পণ। মাল ওজনের সময় পুনর্ব্বার ওজন দেওয়া।

ফিরাণ (দেশজ) দ্রব্যাদি ফিরিয়া আনা, দ্রব্যাদির প্রত্যর্পণ।

ফিরাণঘুরাণ (দেশজ) ঘুরে ফিরে যাওয়া, এঁকে বেঁকে যাওয়া।

ফিরাণিয়া (দেশজ) রাজমিস্ত্রী বিশেষ।

ফিরাফিরি (দেশজ) ১ পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা। ২ দ্রব্যাদির বারংবার পরিবর্ত্তনের জন্ম প্রত্যর্পণ।

ফিরি (দেশজ) স্থানে স্থানে ফিরিয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ান।

ফিরিঙ্গী, চট্টগ্রামের (চাটগাঁর) খৃষ্টান অধিবাসী। পর্ত্তুগীজগণের বংশধর। পর্ত্তুগীজ-গৌরবের সময়ে ইহারা ধনশালী বণিক বলিয়া পরিচিত ছিল। বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি পরিচালনার জন্ম তাহারা জাহাজ রাখিত। এখন চাটগাঁর যে সকল পর্ত্তুগীজ বাস করে, তাহারা রোমান্ক্যাথলিক। অনেকেই চাসবাস করিয়া জীবনধারণ করে। [পর্ত্তুগাল ও চট্টগ্রাম দেখ।]

ইহাদের প্রকৃতি অতি জঘন্ত। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে ইহারা ক্রীতদাসকন্যা রাখিত। কখন কখন ইহারা সংখ্যায় ৫০টীরও অধিক হইত। ঐ দাসকন্যাগুলিকে ইহারা উপপত্নীরূপে ভাড়া দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিত। বর্ত্তমান ফিরিঙ্গী-গণ ঐরূপ সঙ্করোৎপত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পরিচ্ছদ ভিন্ন আর তাহাদের কোনরূপে পৈতৃক অবলম্বন নাই। বর্ণ ও আকৃতিতে তাহারা দেশীয়দিগের মত। ইহাদের সহিত মঘ ও মুসলমানরক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। পত্নী বা উপপত্নীজাত উভয়প্রকার পুত্রেই পিতৃনাম পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহাদের ডাক নাম ও পদবী পর্ত্তুগীজবংশের ছিল। এখন অনেকেই ইংরাজী ডাকনামের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। তদ্দেশ-বাসিগণ ইহাদিগকে 'মেটেফিরিঙ্গী' বা 'কালা-ফিরিঙ্গী' বলিয়া ঘৃণা করে। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে এখন ইহারা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছে। কথাকার হিন্দু ও মুসলমানগণ একণে ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। বহুদিন দেশীয় সংস্রবে থাকায় এবং মাতৃকুল মঘ বা মুসলমান হওয়ায়, ইহারা তদ্দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির অনেক আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছে। ইহাদের বিবাহ ঘটকের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃই স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে।

কলিকাতা মহানগরীতেও ঐরূপ একটী মিশ্র খৃষ্টানজাতি আছে। তাহারাও ফিরিঙ্গী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অনেকেই ইউরেসিয়ান্ Eurasian। এখানকার ফিরিঙ্গীগণ সাধারণতঃ অবস্থাহীন (দুস্থ)। যুরোপীয় পিতার ঔরসে এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমান-কন্তার গর্ভে ইহাদের জন্ম। কোথাও বা এদেশী নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়া এবং য়ুরোপীয়দিগের চালচলন, বেশভূষা ও হাবভাব গ্রহণ করিয়া ফিরিঙ্গী নামে চলিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর য়ুরোপীয় খৃষ্টানগণ উঁহাদের অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

২ দক্ষিণ ভারতে পর্ত্তুগীজদিগের প্রচলিত শাকবিশেষ।

ফিরিঙ্গীপেট, (পরঙ্গিপেটাই) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী নগর। [পোর্টোনভো দেখ।]

ফিরিঙ্গীপুর, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গুন্টুর হইতে ৬॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নিকট-বর্ত্তী কোণ্ডবিড়ু পর্ব্বতমালায় একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। রেড্ডী সর্দারগণ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে মুসলমানদিগের নিকট হইতে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায় এই দুর্গ হস্তগত করেন। এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু-দেবমন্দির ও মস্জিদ বিদ্যমান আছে। ফিরিঙ্গীপুরের রাজপথ হইতে এই পার্ব্বত্য দুর্গ পর্য্যন্ত নানা অট্টালিকা ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ফিরিঙ্গীবাজার, ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইছামতী নদীর একটী শাখার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°৩৩´ পূঃ। বঙ্গেশ্বর সায়েস্তাখাঁর শাসন-কালে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ প্রথমে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ পর্ত্তুগীজগণ পূর্ব্বে আরাকানরাজের অধীনে সৈনিকবৃত্তি করিত। মোগল-সেনানী হুসেনবেগ আরাকান-রাজধানী চট্টগ্রাম অবরোধ করিলে তাহারা আরাকানরাজের কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় পলাইয়া আইসে। ফিরিঙ্গীদিগের বাস হেতু এই স্থান ফিরিঙ্গীবাজার নামে খ্যাত হয়। বাণিজ্যের উন্নতির জন্ম এক সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তৎকালে ইহার আয়তনও নিতান্ত কম ছিল না। ঢাকার বাণিজ্যাবসানে এই স্থান ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

ফিরিস্ত (পারসী) তালিকা, সূচীপত্র।

ফিরিস্তা, বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক। পূর্ণনাম মহম্মদ কাসিম হিন্দুশাহ, ফিরিস্তা তাঁহার উপাধি এবং তিনি এই নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান এরূপ বিশদ-ভাবে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে সমর্থ হন নাই। কাস্পিয়ান সাগরতীরবর্ত্তী আষ্ট্রাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম হয়।[১] তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ একজন বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি, কোন কারণে তিনি শিশুপুত্র সঙ্গে লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ

(১) ব্রিগসাহেব তাঁহার জন্মকাল ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আনুষঙ্গিক ঘটনার দ্বারা মুসের মোহেল ১৫৫০ খৃঃ অব্দে (৯৫৮ হিজিরা) প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরে আহ্মদনগরপতি মুর্ত্তাজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খৃঃ) অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহার পুত্র মীরান্ হুসেনকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু এ রাজপ্রসাদ তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অচিরেই তিনি কালের কবলে পতিত হন।

ফিরিস্তা অনাথ হইলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং মুর্ত্তাজা নিজামই তাঁহার প্রতিপালক হইলেন। নিজামশাহ নিজ ভৃত্য গোলামের সদ্‌গুণরাশি বিস্মৃত হন নাই। তিনি ফিরিস্তাকে রাজসভায় আনাইলেন এবং অতি বিশ্বস্ত (গুপ্ত) মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর ফিরিস্তা রাজরক্ষী সেনানীদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বরাজার অমাত্যবর্গ বিদ্রোহীর হস্তে নিহত হন, একমাত্র ফিরিস্তাই যুবরাজ মীরান্ হুসেনের সম্মুখে পড়ায় রক্ষা পান। পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরান্ একবৎসরের অধিক রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনিও নিষ্ঠুররূপে নিহত হন। এ সময়ে এখানে সুন্নীদিগের অধিক প্রাদুর্ভাব। ফিরিস্তা নিজে শিয়া ছিলেন; সুতরাং তিনি উন্নতির কোন প্রয়াস না পাইয়া বিজাপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরে উপনীত হইলে তিনি রাজমন্ত্রী দিলাবর খাঁ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত এবং তাঁহারই অনুগ্রহে বিজাপুররাজ ইব্রাহিম আদিলশাহের নিকট পরিচিত হন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর-যুদ্ধে তিনি বিজাপুর-পক্ষে সৈন্য চালন করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি জামাল খাঁ কর্ত্তৃক আহত ও বন্দী হন, অবশেষে বিজাপুরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর ইব্রাহিম শাহ তাঁহাকে একখানি ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন এবং অন্যান্য লেখকের ন্যায় তিনি তাঁহাকে আরোপিত অংশ বাদ দিয়া প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিতে আদেশ দেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বেগম সুলতানার বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুলতানা বুর্হানপুরে স্বামীভবনে আগমন করেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিজাপুর-রাজেতিহাস সমাপ্ত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও সান্ত্বনাকরণার্থ বিজাপুররাজকর্ত্তৃক তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বদক্সান, রোহতস প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আইসেন। কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা বিশেষ জানা যায় না।[১] তিনি প্রথমে ঐ পুস্তকখানিকে গুল্-শন্-ই-ইব্রাহিমী বা নৌরস-নামা নামে প্রচার করেন। সাধারণে ঐ গ্রন্থ তারিখ-ই-ইব্রাহিমী বা তারিখ-ই-ফিরিস্তা নামে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। ঐ পুস্তকের উপক্রমণিকায় তিনি হিন্দু ও ভারতে মুসলমান আগমন লিপিবদ্ধ করেন। পরে পর্য্যায়ক্রমে লাহোর, গজনী, দিল্লী ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজবংশ (কুলবর্গা, বিজাপুর, আহ্মদনগর, তৈলঙ্গ, বেরার, বিদার,) গুজরাত, মুলতান, মালব, খান্দেশ, বাঙ্গালা ও বিহার, সিন্ধু ও কাশ্মীর রাজবংশের ইতিহাস প্রকটিত করেন এবং শেষ দুই খণ্ডে তিনি মলবার ও ভারতীয় সাধুগণের জীবনী লিখিয়াছেন। উপসংহার-ভাগে তিনি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফিরোজ, আগ্রাবাসী জনৈক বিখ্যাত সুফী পণ্ডিত। ইনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে 'অকায়দ্ সুফিয়া' নামে পারস্য ভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

ফিরোজপুর, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৩০° ৮´ হইতে ৩১° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩´ ২০´ হইতে ৭৫° ২৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। শতদ্রু ও বিতস্তানদী মিলিত হইয়া এই জেলা-মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রবি ও খারিফ শস্যাদি ব্যতীত এখানে স্থানে স্থানে শিরীষ ও পিপল বৃক্ষাদির চাষ হইয়াছে।

এই জেলার নানা স্থানে অনেক অট্টালিকা ও কূপাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রাচীন কালে এই জনহীন প্রদেশেও লোকের বসতি ছিল। শুষ্কপ্রায় খালের সমীপবর্ত্তী ভূভাগে (এখন যাহা জনমানবশূন্য মরুভূমিপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এখনও ঐরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে এই জনপদের সমৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু আইন-ই-অকবরী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সম্রাট্ অকবরশাহের সময়ে শতদ্রুনদী ফিরোজপুর নগরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল। নদীর গতিপরিবর্ত্তন জন্য জলাভাবে এবং খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষে ঘোরতর যুদ্ধে এই স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। দুই শতাব্দকাল এই স্থান মরুভূমিপ্রায় থাকে। পরে দোগ্রা জাতীয় রাজপুতগণ ভট্টিদিগকে তাড়াইয়া পাকপত্তনের নিকটে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ক্রমে শতদ্রু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুর নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে বিশেষ আয় না থাকায় মোগল-সম্রাট্‌গণ ইহাতে হস্তক্ষেপ

(১) তাঁহার মৃত্যুকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ব্রিগসের মতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু অপরাপর সকলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত করিয়া গিয়াছেন।

করেন নাই, তবে শতদ্রুর পশ্চিমবর্তী কসুর নগরে তাঁহাদের একজন ফৌজদার ছিল, ঐ ব্যক্তি লক্ষী জঙ্গলের তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গুজর সিংহের অধীনে ভঙ্গিমিসলের শিখেরা ফিরোজপুর অধিকার করেন। পরে এই স্থান গুজরের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুবক্স সিংহের হস্তে আইসে। এই নবীন সর্দার এখানে একটী দুর্গ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ধন্নসিংহ এখানকার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে তৎপত্নী রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে রাজকার্য পর্যালোচনা করেন। রাণী পরলোকগত হইলে ইংরাজরাজ স্বহস্তে কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং স্যর হেন্‌রী লরেন্স এখানে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম শিখযুদ্ধ (মুডকি, ফিরোজ সহর, আলিবাল ও সোব্রাওন নামক স্থানের কয়টী যুদ্ধ) এই জেলার মধ্যেই ঘটে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণকে এখানেও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগের সদর। এখানে 'সেনানিবাস' আছে। শতদ্রুর পুরাতন খাতের উপর বর্তমান গর্ভ হইতে ৩॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। সাধারণের বিশ্বাস দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ (১৩৫১-১৩৮৭ খৃঃ অঃ) এই নগর স্থাপন করেন। ইংরাজাধিকারে ১৮৩৫ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নগর জনপূর্ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে শতদ্রুযুদ্ধে নিহত ইংরাজ-সৈন্যের স্মৃতির জন্য একটী গির্জা নির্মিত হয়। উদ্ধত সিপাহীদল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে সেনানিবাস। ইহার আর্সেনাল বা অস্ত্রাগারে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত আছে। সমগ্র পঞ্জাবের মধ্যে এরূপ আর কোথাও নাই।

ফিরোজপুর, পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩১৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত গুরগাঁও জেলার প্রধান নগর এবং ফিরোজপুর তহসীলের সদর। নল্লোনামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপত্যকা-দেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯´ ৩০´ পূঃ। সম্রাট্ ফিরোজশাহ নিকটবর্তী পার্বতীয় জাতিকে দমন করিবার জন্য এই নগর দুর্গসুরক্ষিত করিয়া যান। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হস্তগত করিয়া ইংরাজরাজ আহম্মদবক্স খাঁকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপুত্র নবাব সামসুদ্দীন্ খাঁ দিল্লীর কমিসনর ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করায়, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক নিহত হন। তদবধি এই নগর উক্ত তহসীলের সদর বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ফিরোজ মোল্লা, বোম্বাইবাসী কদীমী পার্সীদিগের প্রধান ধর্মযাজক। কাউসের পুত্র। তিনি পর্তুগীজ আগমন হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ অধিকার পর্যন্ত সমুদায় ঘটনা উল্লেখ করিয়া 'জর্জ নামা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ফিরোজ শাহ, দিল্লীশ্বর সেলিমশাহসূরের একমাত্র পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর এই দ্বাদশবর্ষের বালক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ৩ মাস রাজত্ব না করিতেই তদীয় মাতুল মুবারিজ খাঁ ভাগিনেয় ফিরোজকে নিজ ভগিনী বিবিবাইর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই নিষ্ঠুররূপে (১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) হত্যাপূর্বক স্বয়ং মুহম্মদ শাহ আদিল নাম-গ্রহণপূর্বক দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন।

ফিরোজ শাহ, (ফিরোজ সহর) পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। শিখযুদ্ধের জন্য এই স্থান সম-ধিক বিখ্যাত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্যর হিউ গাফ ও হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। দুইদিন ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ পলাইতে বাধ্য হন। যুদ্ধোদ্যোগে শিখগণ যে মৃত্তিকার গড়খাই নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। কেবল মৃতসেনানীগণের স্মৃতির জন্য একটী স্তম্ভ নির্মিত আছে। এই স্থানের আদি নাম ফরুশহর, ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ইহার 'ফিরোজ শাহ' নামকরণ হইয়াছে।

ফিরোজ শাহ, দিল্লীর শেষ মোগলসম্রাট্ ২য় বাহাদুর শাহের পুত্র। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ কালে তিনি মহোৎসাহে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি ইংরাজ-হস্তে মৃত্যুর ভয়ে আরব দেশে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। তথায় তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

ফিরোজ শাহ পূরবী, জনৈক হাব্‌শী-সর্দার, পূর্ব নাম মালিক আন্দিল। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে খোজা সুলতান শাহজাদাকে নিহত করিয়া তিনি ফিরোজ নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি পুত্রনির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান প্রজামাত্রকেই পালন করিয়াছিলেন। গৌড়নগরের (লক্ষণাবতী) পুনঃ সংস্কার তাঁহার একটী গৌরবকীর্তি। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফিরোজ শাহ বাহ্মনি সুলতান, দাক্ষিণাত্যের জনৈক মুসল-মান রাজা। সুলতান দাউদের পুত্র। বাহ্মনিরাজ সুলতান সাম-সুদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তিনি ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ রোজ্ অফ্জুন্ নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রভাবে বাহ্মনিরাজবংশ বিস্তৃত ও উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া ছিল। রাজাসনে আসীন হইয়াই

তিনি নিজ ভ্রাতা আজম খাঁকে (খান্‌খানান্) আমীর-উল্ ওমরার পদে নিযুক্ত করেন এবং নিজ উপদেশ-দাতা মীর জৈফুল্লাকে 'মালিক নাএব' উপাধিতে ভূষিত করিয়া উজীর-উল্ সুলতানাতের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ভ্রাতা আজমকে বাঙ্গলি-সিংহাসন দান করিবার ১০দিন পরেই ১৪২২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিরোজশাহ তোগলক সুলতান, দিল্লীর পাঠানবংশীয় অধিপতি। সুলতান গয়াস্ উদ্দীন্ তোগ্‌লকের ভ্রাতা সিপাসলার ঔরসে এবং দিবালপুরপতি রণমল্লভট্টীর কন্যা-(সুলতানা বিবি কদ্‌বানু)র গর্ভে ৭০৯ হিজিরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অনাথা রাজকন্যা আপন একমাত্র বালক পুত্রের* বিদ্যাশিক্ষার জন্য আকুল হইলে তোগলকশাহ ঐ বালককে নিজ পুত্রবৎ লালন পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তোগলকের প্রসাদে তিনি রাজকীয় সমুদায় শিক্ষাই পাইলেন। ১৪শ বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহারই অনুগ্রহে ৪ বৎসর কাল রাজ্যের সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার ১৮শ বর্ষে মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুইজন রাজার রাজ্যশাসন দেখিয়া তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। মহম্মদ তাঁহাকে ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ও নাএব-ই-আমীর হাজিব্ (Deputy of the Lord Chamberlain) উপাধি দান করেন। সর্ব্বদাই ফিরোজ রাজকার্য্যে তাঁহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। মহম্মদ দিল্লী প্রদেশ ৪ ভাগে বিভক্ত করিলে ১ ভাগের শাসনভার ফিরোজশাহের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছিল। মহম্মদশাহের অধীনে রাজকীয় শিক্ষায় তাঁহার জীবনের ৪৫ বৎসর কাটিয়া যায়।

১৩৫১ খৃষ্টাব্দে (৭৫২ হিঃ) ঠট্টে মহম্মদের মৃত্যু হইলে রাজামাত্য ও কর্ম্মচারী সাধারণের অনুরোধে ও সম্মতিক্রমে ফিরোজ সেই স্থানেই রাজা মনোনীত হইলেন, কিন্তু পাছে রাজকার্য্য-পরিচালনে কোন ত্রুটি হয়, এ কারণে তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরে তাঁহার অচলাভক্তি ছিল। এই ধর্ম্মপ্রবণতাবলে তিনি ভবিষ্যতে দয়া ও দাক্ষিণ্যের সহিত প্রজাপালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর জন্য পরিধৃত শোক-পরিচ্ছদের উপরই তাঁহাকে রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইল, যেহেতু কোনক্রমেই তিনি শোকপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজান্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক খোদাবন্দ জাদার (মহম্মদের ভগিনী) সম্মুখে গিয়া শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ঐ রমণী তাঁহার সকল ভাবে মোহিত হইয়া নিজ হস্তে সুলতান তোগলকের মুকুট তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দেন।

মহম্মদের মৃত্যুকালে মোগলেরা ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছিল। রাজা ব্যতীত রাজ্যরক্ষা দুষ্কর ভাবিয়া ওমরাহগণ ফিরোজ শাহকে রাজসিংহাসন দান করেন। মোগলগণ ফিরোজের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়ে দিল্লীতে সংবাদ যায় যে সম্ভবতঃ ফিরোজশাহ মোগলহস্তে বন্দী বা হত হইয়াছেন। সুতরাং দুঃখে অভিভূত হইয়া খাজা জহান্ মহম্মদের পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে ফিরোজ জীবিত, তখন তিনি এই বিষম ভ্রমের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভ্রম অপরে গ্রাহ্য করিবে না ভাবিয়া তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রায় ২০ হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। ফিরোজ এই সংবাদে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরে খাজা জহান্ সমূহ বিপদ্ বুঝিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ফিরোজশাহ অনেক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে প্রজাবর্গের অনেক দুঃখ অপনোদিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের ন্যায় তিনি অযথা করগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নিয়ম করেন, কোন দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করা হইলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। রাজার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই বাজার হইতে উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা হইবে।

তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণাবতী, জাজনগর ও নগরকোট অভিমুখে অভিযান করেন। বঙ্গপতি শামস্‌উদ্দীন্ তাঁহার নিকট পরাজিত হন, পরে লক্ষাধিক বঙ্গবাসী এই যুদ্ধে নিহত হয়। তিনি দুইবার বঙ্গে ও কএকবার সিন্ধু, গুজরাত, কাঙ্গড়া প্রভৃতি প্রদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র নাসিরউদ্দীন্ মহম্মদকে সিংহাসন দান করিয়া রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু যুবরাজ রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করায় ও আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করায় তিনি পুনরায় রাজ্যপরিচালনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যুবরাজ বিতাড়িত হইয়া সিরমুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন।

ফিরোজের নির্ম্মিত অনেকগুলি অট্টালিকা, খাল ও দুর্গাদি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিন সুশাসনে রাজত্ব করিয়া তিনি ৭৯০ হিজিরায় (১৩৮৮ খৃঃ অব্দে) পরলোকগত হন। পুরাতন দিল্লীর সমীপে যমুনাতীরে তাঁহার নির্ম্মিত 'হউজ খাসে' তাঁহার সমাধি হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ রাজা হন। তাঁহার অধিকারে লক্ষ্মণাবতী, পাণ্ডুয়া

* ইতিহাসে মালিক কুতবউদ্দীন্ ও নাএব বর-বাক্ তাহার ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু তাহারা বৈমাত্রেয়।

(ফিরোজাবাদ), সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে টাকশাল স্থাপিত হয়। তিনি নিজে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্বরচিত 'ফতুহাৎ ফিরোজশাহী' নামক গ্রন্থে লিখিয়া যান।[১]

ফিরোজশাহ সুলতান, খিলিজীবংশীয় প্রথম দিল্লীশ্বর কায়েম খাঁর পুত্র। ইনি সুলতান মুইজুদ্দীন্ কৈকোবাদকে হত্যা করিয়া ৬৮৮ হিঃ (১২৮২ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার অপর নাম জলালউদ্দীন্। তাঁহার রাজত্বের ৮ম বৎসরে আলাহাবাদের শাসনকর্তা তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন্ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তিনি তাহাকে শাস্তি দিবার জন্ত কড়া-মাণিকপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। আলাউদ্দীন্ খুল্লতাতের আগমন-সংবাদ পাইয়াই গঙ্গার অপর পারে সদলে পলায়নপূর্ব্বক ছাউনী করেন। ফিরোজশাহ উপস্থিত হইলে তিনি সাঙ্গচরে নদীতীরে আসিলেন এবং একাকী নদী-তীরে আসিয়া খুল্লতাতের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ফিরোজশাহ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার দোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ বজরা মধ্যে উঠাইয়া লইলেন, কিন্তু ইঙ্গিতমত তদীয় অনুচরগণ আসিয়া দিল্লীশ্বরের প্রাণ বিনাশ করিল। আলাউদ্দীন্ খুল্লতাতের ছিন্নমুণ্ড বর্শাবিদ্ধ করিয়া নগরে লইয়া গেলেন। ৬৯৫ হিঃ (১২৯৬ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটে। অতঃপর আলাউদ্দীন্ দিল্লীতে গমন করিয়া সিকেন্দর-সানি নাম গ্রহণানন্তর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। খিজিরাবাদ হইতে সফিদূন পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত খাল তাঁহার যত্নে কাটা হইয়াছিল।

ফিরোজাবাদ, ১ উঃ পঃ প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। যমুনার উত্তর অন্তর্বেদীতে (দোয়াব অংশে) অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২০৩ বর্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। মথুরা হইতে এতাবা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে যে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধি-শালী ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, ইহাই তাহার পরিচয়। এখনও এখানে শস্যাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে এই স্থান ৮১১ মাইল।

ফিরোজাবাদ, অযোধ্যা প্রদেশের খেরি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। চৌকা, কৌরিয়ালা ও দহবার নদীত্রয় পরিবেষ্টিত। সম্রাট্ ফিরোজশাহ এই স্থানে মৃগয়ায় আসিতেন। এই স্থানে শীকার করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বতন কালে এই স্থান বিসেন জাতির অধিকারে ছিল। পরে জনি্গণ উপর্য্যুপরি যুদ্ধের পর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জনি্রাজ পরাজিত ও হত হইলে তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ তদ্বংশধর কএকখানি নিষ্কর গ্রাম লাভ করেন। উহাই এক্ষণে ঈশানগর সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। ইহার দক্ষিণভাগে রাইকবাড় সামন্তরাজ্য।

ফিলোর, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ২৯৪ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী প্রধান নগর ও তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩১° ০´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪৯´ ৫৫´´ পূঃ। শতদ্রু নদীর দক্ষিণকূলে জালন্ধর হইতে ১৩।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, বৈরাম্ খাঁ ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর এই নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। সম্রাট্ শাহজহান দিল্লী হইতে লাহোর যাইবার কালে এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে একটী ভগ্ন অট্টালিকা বিশ্রামস্থান (সরাই) রূপে মনোনীত করেন। ক্রমে তাঁহারই উদ্যমে নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। শিখপ্রভাবকালে এই নগর সুধাসিংহের হস্তগত হয়। তিনি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থান রণজিতের অধিকারে আইসে। উক্ত মহাবীর শত্রুমুখ রক্ষা করিবার জন্ত সেই সরাইকে দুর্গরূপে পরিবর্ত্তিত করেন। অতঃপর ইংরাজাধিকারে আসিলে এ স্থানে কামান, গোলা ও বারুদ প্রভৃতি রাখা হয়। সিপাহীবিদ্রোহীদল এই নগর অধিকার করে। এখানে দিল্লী পঞ্জাব ও সিন্ধু রেলপথের যুক্ত-ষ্টেসন আছে।

ফিস্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত স্বর। ২ আস্তে আস্তে কথা বলা।

ফিস্কাস্ (দেশজ) আস্তে আস্তে কথা বলা।

ফিস্ফিসিনী (দেশজ) ১ গুজগুজুনী, আস্তে আস্তে কথা বলা। ২ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।

ফু (পুং) ফল-ক্বু। ১ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ফুৎকার। ২ তুচ্ছবাক্য।

ফু (দেশজ) মুখ দিয়া বায়ুনির্গমনের অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ফুঁ (দেশজ) ফুৎকার, মুখ দিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে বাতাস দেওয়া।

ফুঁক (দেশজ) ১ ফুৎকার। ২ বিষয় নষ্ট করা।

ফুঁটী (দেশজ) স্বনাম খ্যাত ফলবিশেষ। (Cucumis Mormordica)

ফুঁড়া (দেশজ) ছিদ্র করা, বেঁধা।

ফুঁপান (দেশজ) ফোঁফান, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদা।

ফুঁপানি (দেশজ) ১ কষ্টে নিশ্বাসত্যাগ। ২ ফুলে ফুলে কাঁদা।

ফুঁপি (দেশজ) বস্ত্রাদির অগ্রভাগস্থ সূত্রগুচ্ছ।

(১) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক ইতিহাসগ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ফুক (পুং) ফুনা অস্পষ্টবাক্যেন কায়তি শব্দায়তে ইতি ফু-কৈ-ক। পক্ষী। (শব্দচ°)

ফুকর (দেশজ) ছিদ্র, রন্ধ্র।

ফুকা (দেশজ) ফু দেওয়া।

ফুকুরান (দেশজ) চীৎকার করিয়া ডাকা।

ফুকার (দেশজ) উচ্চ শব্দ। চীৎকার ধ্বনি।

ফুঙ্গী. চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতির পুরোহিত। ইহারা প্রায় বালকদিগের শিক্ষকতা করে।

ফুট (ক্লি°) ফুটতীতি ফুট-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সর্পফণা, সাপের ফণা। (হেমচন্দ্র)

ফুট (দেশজ) ১ দ্রাবক। ২ ফোটা। ৩ ছিদ্র। ৪ ফাঁক।

ফুটকী (দেশজ) টিপ, গোলাকার ক্ষুদ্র বিন্দু।

ফুটা (দেশজ) ১ প্রস্ফুটিত হওয়া। ২ টগ্‌বগ্ করিয়া অগ্নিতে জল সিদ্ধ হওয়া। ৩ ছিদ্র।

ফুটান (দেশজ) ১ প্রস্ফুটিত করা। ২ জল গরম করা।

ফুটানি (দেশজ) বৃথা আড়ম্বর বাক্য।

ফুটী (দেশজ) বঙ্গদেশখ্যাত ফলবিশেষ।

ফুট্টক (ক্লী) বস্ত্রবিশেষ। (দিব্যা° ২১৮)

ফুট্‌ফাট্ (দেশজ) ১ কড়াই ভাজার শব্দ। ২ পরিষ্কার।

ফুট্‌বল (ইংরাজী Foot-ball) পদাঘাতে গোলা খেলা।

ফুৎ (অব্য°) ১ অনুকরণ শব্দ। ২ তুচ্ছভাষণ।

ফুৎকর (পুং) ফুদিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-ট। অগ্নি। (শব্দচন্দ্রিকা)

ফুৎকার (পুং) কৃ-ভাবে-ঘঞ্, ফুৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য করণং। ফুৎকরণ, ফু ফু এইরূপ শব্দ করা। হোমাগ্নি নিবিয়া গেলে তাহা ফুৎকার দ্বারা জ্বালিয়া তাহাতে পুনরায় হোম করিতে নাই।

"অগ্নে রক্তে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে।
আর্দ্রকাষ্ঠৈঃ সমুৎপন্নে ফুৎকারবতি পাবকে॥
কৃষ্ণার্চিষি সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্।
আহুতিং জুহুয়াৎ যস্ত তস্য নাশো ভবেদ্ধ্রুবম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

ফুৎকৃতি (স্ত্রী) ফুদিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং। ফুৎকার। (কাব্যচন্দ্রিকা)

ফুতুনা পুঁটী (দেশজ) মৎস্য বিশেষ (Barbus Phutunnio)

ফুপ্ফুস (পুং) কোষ্ঠ বিশেষ, হৃদয় নাড়ীসংলগ্ন আশয় বিশেষ।

"স্থানান্যামাগ্নিপক্কানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডকঃ ফুপ্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥" (মাধবকর)

হৃদয়ের বামপার্শ্বে ফুপ্ফুস্ অবস্থিত। ইহা ফুপ্‌ফুণ্ড নামেও খ্যাত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, শোণিত ও কফের সহযোগে জন্ম লয়। সেই হৃদয়ে প্রাণবাহিনী ধমনী সকল আশ্রয় করিয়া থাকে। হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে প্লীহা ও ফুস্ফুস্ এবং দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম। (সুশ্রুত শারীর স্থা° ৪ অ°) শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন, ফুস্ফুস্ উদান বায়ুর আধার এবং হৃদয়ের বামদিকে অবস্থিত।

"তদ্বামে ফুপ্ফুসঃ প্লীহা দক্ষিণাদে যকৃত্তথা।
উদানবায়োরাধারঃ ফুপ্ফুসঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"
(শার্ঙ্গধর ৫ অ°)

ফুয়ান (দেশজ) ১ আস্তে আস্তে গর্জ্জন ধুঁইয়ে উঠা। ২ ফুঁ দিয়া গা ঝাড়ান বা ভূত ছাড়ান।

ফুরসৎ (আরবী) অবকাশ, সুবিধা।

ফুরান (দেশজ) ১ খরচ দ্বারা শেষ করণ। ২ চুক্তি, কার্য্যাদি আরম্ভের জন্য কর্ম্মী যে প্রাপ্য অর্থের দাবী করে। ৩ সমাধা করা। / সমাধা করিয়া উঠা।

ফুল (দেশজ) ১ পুষ্প ও তাহার কুঁড়ি। ২ জরায়ুকুসুম। ৩ প্রসূত শিশুর নাভিসংলগ্ন শিরাগুচ্ছ। ৪ মুসলমান জাতির একটী শাখা।

ফুল্কা (দেশজ) বায়ুনালী ও তদাধার ফুস্ফুস্। নিশ্বাস প্রশ্বাস কালে উহার স্ফীতি ও অবনতি হয়।

ফুল্‌কিয়া, একটী শিখ মিশল বা দল। সিন্ধুদেশবাসী জাঠবংশীয় ফুল[১] নামা জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রূপচাঁদের ২য় পুত্র, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মেহরাজ মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ শাহজহানের ফর্ম্মাণ অনুসারে তিনি পিতৃকার্য্যে অধিষ্ঠিত হন এবং ফুল নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন[২]। অতঃপর তিনি হয়ৎ খাঁ ও ইসাখাঁ নামক দুই মুসলমান সর্দ্দারের নিকট পরাজিত হইয়া নিজ মেহরাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ক্রমে নিজ দলপুষ্টি করিয়া তিনি ইসার পুত্র দৌলত খাঁ ও ভাট্টনের-সর্দ্দার হয়ৎ খাঁকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ক্রমে তিনি প্রতাপশালী সর্দ্দার হইয়া দিল্লীর অধীনতা উপেক্ষা করিলেন। তাঁহার শাসনকর্ত্তাকে তিনি রাজস্ব না দিয়া বরং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কষ্ট দেন নাই।

গুরু হরগোবিন্দের ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য হইল, বাস্তবিকই তিনি মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাত পুত্র পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, ভদোর, মলোদ, জলধরিয়া ও জিয়ান্দনবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া ফুলকিয়া নামে পরিচিত হইলেন।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ৭০ বর্ষবয়সে ফুলের মৃত্যু হয়। কেহ

(১) এই ব্যক্তি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়শালমীর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়শালরাজ হইতে ১৩শ পুরুষ অধস্তন।

(২) এক্ষণে ঐ নগর নাভারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বলেন, তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা রাজস্ব আদায় না পাইয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করেন, সেই সময় তিনি ঈশ্বরচিন্তায় যোগমগ্ন হন। লোকে উহাকেই মৃত্যু বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়। আবার কেহ বলেন, অবরোধকালে সন্নিপাতী রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদ ফুলকিয়া দলের সর্দ্দার মনোনীত হইলেন। তিনি হসন খাঁকে পরাজিত করিয়া ভট্টি রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। পরে তিনি ইসা খাঁ ও কোটের মুসলমান রাজ্য জয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বর্ষ বয়সে তিনি নিজ সর্দ্দার চেনসিংহের পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর রামের তৃতীয় পুত্র আলাসিংহ সর্দ্দার হন। ইনি পাতিয়ালাবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আলাসিংহের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহ রাজা হন। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া ভটিন্ডা ও কোটকপুর অধিকার করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তাঁহার বালক পুত্র সাহেব সিংহ ও পরে তৎপুত্র করমসিংহ রাজা হন। এই সময়ে সমরু বেগম ও মহারাষ্ট্রীয়গণ পাতিয়ালা আক্রমণ করেন। প্রথমযুদ্ধে অমরের ভগিনী রাণী রাজেন্দ্রা ও দ্বিতীয় যুদ্ধে সাহেবের ভগিনী রাণী সাহেবকুমারী বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। করমসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নরেন্দ্রসিংহ পাতিয়ালা-সিংহাসন লাভ করেন। ইনি সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় কএকটী সম্পত্তি জায়গীর এবং 'ফর্জ্জন্দখাস দৌলৎ-ই-ইংলিশিয়া মনস্থুর যমান্ আমীর উল্-ওমরা মহারাজাধিরাজ রাজেশ্বর শ্রী মহারাজ-ই রাজগণ নরেন্দ্রসিংহ মহেন্দর বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। রাজা নরেন্দ্রের পর রাজা মহেন্দ্র ও পরে মহারাজ রাজেন্দ্র রাজা হন। নাভা ও ঝিন্দের ফুলকিয়া রাজবংশ অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে। [অন্যান্য বিবরণ পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ফুলখড়ী (দেশজ) চা খড়ী, যাহা গুঁড়াইয়া আমরা মুখে ঘি বা বাসনাদি পরিষ্কার করি।

ফুলগন্ধক (দেশজ) গন্ধকবিশেষ।

ফুলচাঁদা (দেশজ) মৎস্য বিশেষ। (Lutianus Centroporus)

ফুলচেলা (দেশজ) মৎস্য বিশেষ। (Chela phulo) ২ পাতলা চেলাই বা বাটা।

ফুলচোরা, নেপালের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতশিখর। এখানে লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ফুলঝর, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। এই পার্ব্বত্য রাজ্য ১৮ গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত। ভূ-পরিমাণ ৭৮৭ বর্গমাইল। ইহা ফুলঝরগড়, কেন্দিয়া, বোরীভরী, বাসলা, বনাঘা বোর্সরা, সিংঘোরা ও শক্কা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। এখানকার সর্দ্দারেরা রাজগোঁড়। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে এই সম্পত্তি পাটনারাজ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয়।

ফুলথম্বা, মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বতন একটী রাজধানী।

ফুলধনু (দেশজ) মদন, কামদেবের ধনুক ফুলময় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ফুলপুর, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার একটী তহসীল। গঙ্গানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত, ভূ-পরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল। ২ একটী প্রাচীন নগর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ফুলফুলিয়া (দেশজ) ফুটফুটে। ২ যুবা বাবু। যে সর্ব্বদা সাজিয়া বেড়াইতে ভালবাসে।

ফুলবড়ী (দেশজ) দাইলে প্রস্তুত ছোট বড়ি।

ফুলবাগান (দেশজ) পুষ্পোদ্যান।

ফুলবাতাসা (দেশজ) ফাপা বড় বাতাসা।

ফুলমতী, রাগিণী বিশেষ। গোড়ের ঠাট ষড়গ্রাম। "স, র, গ, ধ, মি, স, ধ ..."

ফুলরী (দেশজ) তেলে ভাজা দাইলের বড়া।

ফুলবাড়ী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। এখানে একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ফুলবাড়িয়া, বারাণসী বিভাগের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। উহার ভগ্নাবশেষের উপর আজমখান্ আজমগড় নগর স্থাপন করিয়া যান। অক্ষা° ২৬°০৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৩′ পূঃ।

ফুলমালী, উঃ পঃ প্রদেশবাসী মালী জাতির একটী শাখা। পুষ্পবিক্রয় ও উদ্যানাদি সংরক্ষণ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। তৈলঙ্গ দেশীয় ফুলমালীরা নাবালক অবস্থায় পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়, কিন্তু বালকের মতামত গ্রহণ না করিয়া তাহার পিতা স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারে।

ফুলশয্যা (দেশজ) পুষ্পময় শয্যা, বিছানা, নবপরিণীতার শয়নার্থ পুষ্পরচিত শয্যা। বিবাহের পরদিন কালরাত্রি, এই দিন স্বামী ও স্ত্রীর একত্র শয়ন করিতে নাই। তৎপর দিন ফুলশয্যা, এই দিন নানাপ্রকার আমোদ উৎসব হয়, এবং রাত্রিকালে নানাপ্রকার পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা সাজাইয়া তাহাতে নবদম্পতী শয়ন করে। বিবাহের পর তৃতীয়দিনে ফুলশয্যা হওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদিগের

ফুলশতিকার পর ফুলশয্যা হইয়া থাকে, এই জন্য বিবাহের তিন চারি দিন পরেও ফুলশয্যা হয়।

ফুলসিংহ, জনৈক বিখ্যাত অকালী সর্দার। ইনি মানবদেশে মহাবীর রণজিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মতিরাম কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লাহোরে আনীত হন। ইনি শিখ-যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নৌ-শহরের যুদ্ধে নিহত হন।

ফুলা (দেশজ) স্ফীত হওয়া।

ফুলী, রাগিণীবিশেষ। দেশকার, গুর্জ্জরী, রামকেলী, বাঙ্গালী ও পঞ্চমযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

ফুস্কু (দেশজ) বংশাদির ফুস্ফুস্।

ফুল্‌ত (ত্রি) ফল-আরম্ভে-ভাবে-ক্ত বা তগ্নোদিত্ত্বাৎ অত ইত্বং। ফলনারম্ভযুক্ত, ফলন। পক্ষে ফলিত।

ফুলাগুড়ি, আসাম প্রদেশের নওগাঁ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে একটী মেলা হয়। কতকগুলি দেবদেবীমাহাত্ম্যকীর্ত্তনাভিপ্রায়ে আহম-রাজগণ এই মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

ফুলোচ্চ, নেপাল রাজ্যের ললিতপাটনের অদূরবর্ত্তী একটী প্রাচীন রাজধানী, গোদাবরীর সন্নিকটে অবস্থিত। সোমবংশী রাজপুতদিগের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য পতিরাজ এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান।

ফুল্‌তি (স্ত্রী) ফল-ক্তিন্, (তিচ্। ৭।৪।৮৯) ইতি অত-উৎ। ফলন। (মুগ্ধবোধব্যা°)

ফুল্ল, বিকাশ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক° সেট্। লট্ ফুল্লতি। লোট্ ফুল্লতু। লিট্ পুফুল্ল। লুঙ্ অফুল্লীৎ।

ফুল্ল (ত্রি) ফুল্লতীতি ফুল্ল-অচ্, বা ফলতীতি ফল-ক্ত (আদিতশ্চ। পা ৭।২।১৬) ইতি ইড়ভাবঃ, (তি চ। পা ৭।৪।৮৯) ইতি উৎবং, অনুপসর্গাৎ (ফুল্লক্ষীবেতি। ৮।২।৫৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য লঃ। বিকশিত।

"জলজ ভবতে হ্রদং ফুল্লৈর্নরহৈস্তথা।" (ভারত ১।১২৮।৪১)

২ পুষ্প, ফুল।

"শ্রীপঞ্চম্যাং প্রিয়ং দেবীং ফুল্লৈঃ সংপূজয়েৎ সদা।" (কালি° পু°)

ফুল্লকুসুম, মানভূমের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সম্পত্তি।

ফুল্লগ্রাম, বীরভূমের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। সিউড়ী নগর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অগ্নিকোণে অবস্থিত। এখানে ফুল্লরা দেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে।

ফুল্লতুবরী (স্ত্রী) স্ফটিকারিকা। (বৈদ্যকনি°)

ফুল্লদামন্ (স্ত্রী) ফুল্লানাং পুষ্পাণাং দাম ইব। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তন্মধ্যে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪ ও সপ্তদশবর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু। ইহার লক্ষণ "মো গৌ-নৌ তৌ গৌ শমদ্বয়ঙ্কুর্যৈঃ ফুল্লদাম-প্রদিষ্টম্।" (ছন্দোম°)

ইহার উদাহরণ—

"শশ্বল্লোকানাং প্রকটিতকবলং ধ্বস্তমালোক্য কংসং
ধ্বস্যদ্দৈত্যেন্দ্রিবিবিধবলতিভির্ব্যোমমধ্যৈর্বিমুক্তম্।
মুক্তামোদেন ধ্বণিতমধুলিহা ভোগযামুক্তকুন্দং
যোগৌ দৈত্যারে নাগতদনুপমং মস্তকোঃ ফুল্লদাম।" (ছন্দোম°)

ফুল্লন (ত্রি) বায়ু-প্রপূরণ।

ফুল্লপুর (স্ত্রী) নগরভেদ।

ফুল্লফাল (পুং) ফুল্লং ফলতীতি ফল-অণ্। সূর্পবাত, কুলার বাতাস। (ত্রিকা°)

ফুল্লরা, চণ্ডীকাব্যোক্ত কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী। দ্বিজ জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য, বলরাম কবিকঙ্কণ প্রভৃতি চণ্ডীকাব্য-লেখকগণ ফুল্লরাচরিত্রের যে রেখাপাত করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের হস্তে এই চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ফুল্লরার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্য আদর্শস্থানীয়।

ফুল্লরীক (পুং) ফল (কর্পরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি ঈকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দেশ। ২ সর্প। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

ফুল্ললোচন (পুং) ফুল্লে বিকসিতে লোচনে যস্য। মৃগবিশেষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ প্রফুল্ল নেত্রযুক্ত।

ফুল্লবৎ (ত্রি) প্রস্ফুটনের যোগ্য।

ফুল্লা, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী নদী।

ফুল্লারণ্য, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটী পবিত্র তীর্থ। সমুদ্রতীরে বনমধ্যে অবস্থিত। ফুল্লনামে কোন যোগীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই ক্ষেত্র বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম। ফুল্লারণ্যমাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ফুল্লারবিন্দ (স্ত্রী) প্রস্ফুটিত পদ্ম।

"অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীং।" (চৌরপঞ্চা°)

ফুল্লি (স্ত্রী) বিকাশ।

ফুস্কী (দেশজ) অধোবায়ু নিঃসরণ।

ফুস্ (দেশজ) অস্ফুট শব্দ।

ফুস্নী (দেশজ) বীর্য্যহীন। দুর্ব্বল।

ফুস্কুড়ী (দেশজ) গাত্রকণ্ড, পাঁচড়া প্রভৃতি।

ফুস্ফুস্ (দেশজ) হৃৎযন্ত্র (Lungs)।

ফুস্লান (দেশজ) উস্কে দেওয়া। প্ররোচনা।

ফে (দেশজ) শৃগালের শব্দ।

ফেউ (দেশজ) শৃগালভেদ, ফেরু।

ফেঁচ (দেশজ) লিখিবার কালে কলমের অযথা টান।

ফেঁপরা (দেশজ) ফোঁপরা। খালি। গর্ভশূন্য।

ফেঁফুয়া (দেশজ) পাটের শুঁয়া।

ফেঁসাটিয়া (দেশজ) পাজাস্। নির্লজ্জ। হীনপ্রকৃতি।

ফেঁসাদিয়া (দেশজ) যে ব্যক্তি বিবাদ বাধায়।

ফেঁসান (দেশজ) ছিঁড়িয়া ফেলা।

ফেকুয়া (দেশজ) ফেন। কথোপকথনকালে মুখ দিয়া যে চটচটে থুতু নির্গত হয়।

ফেকুড়া (দেশজ) ডাল, শাখা। অঙ্কুর।

ফেকুড়ী (দেশজ) শাখা।

ফেটা (দেশজ) কোমরবন্ধ। বস্ত্র বা রেশমগুচ্ছ।

ফেণ (পুং) স্ফায়তে বর্দ্ধতে ইতি স্ফায় (ফেনমীনৌ। উণ্ ৩৩) ইতি নক্, ফ শব্দাদেশশ্চ মতান্তরে ণত্বং। ফেন, তরল দ্রব্যের উপর্যুত্থিত বুদ্বুদাকার বস্তু, চলিত ফেনা। এই শব্দ দন্ত্যনকারান্ত পাঠই সাধু। অনেকেই ফেন শব্দের ণত্ব স্বীকার করেন না। [ফেন দেখ।]

ফেণি (দেশজ) গুড় বা চিনি ফেণিত বা আলোড়িত।

ফেৎকার (পুং) অব্যক্ত বায়ু শব্দ বা পশুধ্বনি।

ফেৎকারিণী (স্ত্রী) ফেৎকরোতীতি কৃ-ণিনি, ঙীপ্। তন্ত্রবিশেষ।

"উগ্রভৈরবং নারসিংহং ভামরভৈরবম্।
শিবাকারং মলিন্যাদ্যমসিতাঙ্গাদিযামলম্॥
সিদ্ধযোগেশ্বরং তন্ত্রং যোগিনীজালসম্বরম্।
দৃষ্ট্বা কৃত্যাবিধিং ফেৎকারিণীতন্ত্রং বিরচ্যতে॥" (ফেৎকারিতন্ত্র)

ফেৎকারিণী তন্ত্রে এই দুইটী শ্লোকই প্রথম।

ফেৎকারীয় (পুং) তন্ত্রবিশেষ। (তন্ত্রসার)

ফেৎরাজ (আরবী) জ্ঞান।

ফেৎরাজী (আরবী) ১ জ্ঞানী। ২ কুশলপরামর্শ দান। ৩ অদ্ভুত বোদ্ধা।

ফেন (পুং) স্ফায়তে বর্দ্ধতে ইতি স্ফায় (ফেনমীনৌ চ। উণ্ ৩৩) ইতি নক্ ফেশব্দাদেশশ্চ। ফেনা, গাজলা, জলের উপরি উত্থিত বুদ্বুদ। পর্য্যায়—ডিণ্ডির, অব্ধিকফ, ডিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, জলহাস, ফেনক। (ত্রিকা°) ফেনশব্দের নকার দন্ত্য হইবে। কেহ কেহ মূর্দ্ধণ্য ণ ব্যবহার করেন।

"বানীরং গগনং ফেনমূনক দন্ত্যনান্বিতং।
স্বাহর্গগনমিচ্ছন্তি কেচিৎ মূর্দ্ধণ্যণান্বিতম॥"
(ভরতসেনবিরচিত দুর্ঘলেখন)

বানীর, গগন, ফেন ও ঊন এই সকলের নকার দন্ত্য ন হইবে, কেবল কাহারও কাহারও মতে গগণ শব্দ মূর্দ্ধণ্য ণকার হইবে।

ফেনক (পুং) ফেন স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ ফেন। ২ পিষ্টকবিশেষ। ইহার গুণ লঘু, রুক্ষ, শুক্রকারক, পিত্ত ও বায়ু-নাশক। (রাজবল্লভ) ৩ গাত্রমার্জ্জনাদিবৎ ক্রিয়াবিশেষ।

"ঊর্দ্ধোঃ সজ্জনরত্যাত্তফেনকঃ স্থৈর্য্যলাঘবে।
কণ্ডুকোঠানিলস্তম্ভমলরোগাপহশ্চ সঃ॥" (সুশ্রু° চিকি° ২৪ অ°)

ফেনকা (স্ত্রী) ফেনেন কায়তীতি কৈ-ক টাপ্। জলপক্ব তণ্ডুলচূর্ণ। (শব্দচ°)

ফেনগিরি, সিন্ধুনদীর মোহানাবর্ত্তি একটী পর্ব্বত।

ফেনদুগ্ধ (স্ত্রী) ফেন ইব দুগ্ধং যস্যাঃ। দুগ্ধফেনীক্ষুপ। (রাজ°)

ফেনপ (পুং) স্বয়ং পতিত ফলাদিজীবী মুনিবিশেষ। (ভাগ° ৩।১২।৪২) ফেনং পিবতীতি ফেন-পা-ক। (ত্রি) ২ ফেন-পানকর্ত্তা।

"ফেনপাশ্চ তথা বৎসায় দুহন্তি স্ম মানবাঃ॥" (ভা° ১৬৪।২২)

ফেনমেহ (পুং) প্রমেহভেদ। এই ফেনমেহে মূত্র ফেনার ন্যায় অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকে। ইহা শ্লেষজ প্রমেহ। (সুশ্রুত নিদা° ৬ অঃ) [প্রমেহ দেখ।]

ফেনমেহিন্ (ত্রি) ফেনমেহ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রমেহরোগযুক্ত।

ফেনল (ত্রি) ফেনোঽস্ত্যস্যেতি ফেন-(ফেনাদিলচ্চ। পা ৫।২।৯৯) ইতি-চাৎ লচ্। ফেনবান্, ফেনাযুক্ত। (সিদ্ধান্তকৌ°)

ফেনবৎ (ত্রি) ফেনোঽস্ত্যস্যেতি (ফেনাদিলচ্চ। পা ৫।২।৯৯) ইত্যত্র অস্ত্যন্তরস্যাপিত্যাহমুক্তেঃ পক্ষে মতুপ্ মস্য বঃ। ফেনিল।

"তত্র সাগরগা হ্যাপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্ হুফলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাম্পতে॥"
(ভারত ৩।১৪৩।২০)

ফেনবাহিন্ (পুং) ফেনবৎ শুভ্রতাং বহতীতি বহ-ণিনি। বস্ত্র।

ফেনা (স্ত্রী) ফেনোঽস্তি বাহুল্যেনাস্যাঃ ফেন-অচ্-টাপ্। সাতলাক্ষুপ। (রাজনি°)

ফেনাগ্র (স্ত্রী) ফেনস্যাগ্রং। বুদ্বুদ। (হারাবলী)

ফেনায়মান (ত্রি) ফেনমুদ্বমতীতি ফেন (ফেনাচ্চেতি বাচ্যং। পা ৩।১।১৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ক্যঙ্ ততঃ শানচ্। উত্থিত ফেন দুগ্ধাদি। ফেনইব আচরতি ক্যঙ্ শানচ্। ২ ফেণার ন্যায় আচরণযুক্ত।

"প্রতিস্রোতোবহা নদ্যঃ সরিতঃ শোণিতোদকাঃ।
ফেনায়মানাঃ কূপাশ্চ নর্দন্তি বৃষভা ইব॥" (ভারত ৬।৩।৩৪)

ফেনাশনি (পুং) ফেন এব অশনির্বজ্রং যস্য। ইন্দ্র। ইন্দ্র ফেনদ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ফেনা-শনি হইয়াছিল। দেবী ভাগবতে লিখিত আছে, বৃত্রাসুরের

সহিত যখন ইন্দ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্র যুদ্ধস্থলে শত্রুকে বধ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইন্দ্র সমুদ্রে পর্ব্বতপ্রমাণ ফেনরাশি দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র তখন অতিশয় ভক্তিসহকারে এই ফেনরাশি গ্রহণ করিয়া পরমারাধ্যা ভগবতীর স্মরণ করিলেন। তখন ভগবতী স্বয়ং এই ফেনমধ্যে আত্মসংস্থাপন করিলেন। এদিকে বজ্রও সেই ফেনপিণ্ড দ্বারা আবৃত হইল। তখন ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত বজ্র বৃত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন, এই অস্ত্রপ্রহারে বৃত্র তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইল। এইরূপে ফেনাবৃত অশনি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম ফেনাশনি হইয়াছে। (দেবীভাগ° ৬৩।৫৫-৫৯)

ফেনিকা (স্ত্রী) ফেন ইব আকৃতিরস্যাঃ ফেন-ঠন্-টাপ্। পক্কান্নবিশেষ, চলিত খাজা, ইহার প্রস্তুত প্রণালী—ময়দাতে উত্তমরূপে ঘৃতের ময়ান দিয়া দীর্ঘাকৃতি বাতি করিবে, পরে ঐ দীর্ঘাকৃতি বাতি একখানি পিঁড়ির উপর রাখিয়া বেলন দিয়া একখানি রোটী প্রস্তুত করিবে, পরে তাহাকে ছুরি দিয়া কাটিয়া বেলিতে হইবে। তৎপরে শাটকদ্বারা (শালিতণ্ডুল চূর্ণ ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শাটক কহে) ঐ রোটী লেপিয়া সংযুক্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পরে উহা আবার পৃথক্‌ভাবে মণ্ডলাকার করিয়া বেলিয়া ফেলিবে। এইরূপে বেলা রোটী ঘৃতে ভাজিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার গা কাটা কাটা হইবে। পরে তাহা চিনির রসে ফেলিয়া উদ্ধৃত করিয়া লইলে ইহাকে ফেনিকা বা ফেনী কহে। ইহার গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্তরুচিজনক, মধুর বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক এবং কিঞ্চিৎ লঘু। (ভাবপ্র°)

ফেনিল (স্ত্রী) ফেনোঽস্ত্যস্যেতি ফেন (ফেনাদিলচ্চ। পা ৫।২।৯৯) ১ কোলিফল। (ভাবপ্র°) ২ মদনফল। ৩ (ত্রি) সফেন, ফেনযুক্ত।

"উত্তরং নবং প্রপাস্তামি ফেনিলং রুধিরং বহ।"(ভা° ১।১৫৩।১০)

(পুং) ৪ অরিষ্টবৃক্ষ। ৫ বদরীবৃক্ষ (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৬ জলব্রাহ্মী।

"আশিষ্টৈঃ ঘৃষ্টৈস্তেস্ত ফেনিলা পলবৈস্তথা।" (সুশ্রুত উত্ত° ৩৯ অঃ)

ফেনী, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল।

২ পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশের অক্ষা° ২৩°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৪৯´৩০´´ পূঃ হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। সন্দ্বীপ প্রণালী হইতে এই নদীমুখে বড় বড় নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে।

ফেন্য (ত্রি) ফেন-যৎ। ফেনভব, যাহা ফেনাতে হয়।

"নমঃ শীর্ষ্যায় চ কুল্যায় চ নমঃ শষ্পায় চ ফেন্যায় চ।"

(শুক্লযজু° ১২।৪২)

'ফেনে স্থিতায় ভবঃ.ফেন্যঃ।' (বেদদীপ)

ফেপাতুড়া (দেশজ) অপ্রতিভ হওন, কুণ্ঠিত হওন।

ফেয়ালজামিন (আরবী) সৎস্বভাবের জন্য জামিন দেওয়া।

ফের (পুং) ফে ইতি শব্দং রাতি গৃহ্নাতীতি রা-গ্রহণে ক। শৃগাল। (শব্দরত্না°)

ফের (দেশজ) ১ বাধা, বিঘ্ন। ২ আবার। ৩ বাঁক।

ফেরণ্ড (পুং) ফে ইত্যব্যক্তশব্দেন রণ্ডতীতি রণ্ড-অচ্। শৃগাল। (হেম°)

ফেরৎ (দেশজ) পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ।

ফেরতা (দেশজ) ১ বদল। ২ ঘুরাইয়া কাপড় পরা। ৩ সুর ও তাল প্রভৃতির পরিবর্ত্তন।

ফেরফার (দেশজ) উল্টা পাল্টা, ছল, কৌশল।

ফেরব (পুং) ফে ইতি রবো যস্য। শৃগাল।

"মৃতাভাং তরুভাং রাত্রে নবজাং ঢোংশবায় সঃ।
শূয়াণাং ফেরবাণাঞ্চ কৃতানাক্রান্তবক্ত্রণঃ॥" (কথাস° ৪৭।৫৩)

২ রাক্ষস। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ ধূর্ত্ত। ৪ হিংস্র। (শব্দরত্না°)

ফেরা (দেশজ) ১ ঘুরিয়া আসা। ২ পরিবর্ত্তন। ৩ পরিমাপক দ্রব্যবিশেষ। ইহার দ্বারা চূণ শুরকী প্রভৃতির মাপ হইয়া থাকে।

ফেরার (আরবী) পলায়ন।

ফেরারী (আরবী) পলায়নকারী, যে সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া পলাতক তাহাকে ফেরারী কহে।

ফেরিওয়ালা (দেশজ) যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।

ফেরু (পুং) ফে ইতি শব্দেন রৌতীতি রু মিতদ্রুাদিত্বাৎ ডু। শৃগাল, শেয়াল।

"গৃহেষু যেষতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যান্তি ■ নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ॥" (ভাগ° ৮।১৯।৭)

ফেরেব (পারসী) ১ গোলমাল। ২ প্রবঞ্চনা।

ফেরেবী (পারসী) ১ গোলযোগকারী। ২ প্রবঞ্চক।

ফেরোজ (পারসী) মণিবিশেষ।

ফেল, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ ফেলতি। লোট্ ফেলতু। লিট্ পিফেল। লঙ্ অফেলীৎ। ণিচ্ ফেলয়তি-তে। লুঙ্ অপিফেলৎ-ত।

ফেলা (স্ত্রী) ফেলাতে দূরে নিক্ষিপ্যতে ইতি ফেল-ঘঞ্। ভুক্ত সমুচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য। ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে।

ফেরোখ (ফরখাবাদ, তেলগু নাম পরাযোক) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার একটী নগর। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজ টিপুসুলতান এই নগরকে উক্ত জেলার রাজধানী মনোনীত করিয়া কলিকাটবাসীদিগকে তথায় লইয়া যান। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ঐ নগর অধিকার করিয়া ধ্বংস করেন।

ফেলক (পুং) ফেল স্বার্থে সংজ্ঞায়াং কন্। উচ্ছিষ্ট, ভুক্তসমুজ্ঝিত। (জটাধর)

ফেলা (স্ত্রী) ফেলাতে ইতি ফেল (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি-অ, টাপ্। ভুক্তসমুজ্ঝিত, ভক্তান্নম, উচ্ছিষ্ট বস্তু। (দেশজ) ত্যাগ।

ফেলাফেলি (দেশজ) দ্রব্যাদি ছড়ান।

ফেলি (স্ত্রী) ফল-ইন্। উচ্ছিষ্ট। (জটাধর)

ফেলিকা (স্ত্রী) ফেলিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। উচ্ছিষ্ট।

ফেলী (স্ত্রী) ফেলি-ঙীষ্। ১ ভুক্ত সমুজ্ঝিত। ২ উচ্ছিষ্ট।

ফেসাদ (আরবী) ঝগড়া, কলহ।

ফৈজৎ (আরবী) অবমাননা, তিরস্কার।

ফৈজআলী, দিল্লীবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইহার প্রকৃত নাম মীর ফৈজআলী। ইহার পিতা মীরমহম্মদ তকিও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। উভয়েই ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে বিদ্যমান ছিলেন।

২ মিঁয়া ফৈজ নামক পারস্য ভাষায় সংগীতগ্রন্থরচয়িতা। ইনি লক্ষ্ণৌরাজ মহম্মদআলী শাহের সমসাময়িক।

ফৈজপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২১° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° [illegible]´ পূঃ। কার্পাস বস্ত্রের ছিট্ প্রস্তুত এবং নীল ও লাল রং প্রস্তুতের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রায় ২৫০ ঘর লোকে বস্ত্রাদিতে ছিট্ রং করে। এই নগরে প্রচুর তুলা ও কাষ্ঠ বিক্রয় হইয়া থাকে।

ফৈজাবাদ (ফয়জাবাদ) অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ। উঃ পঃ প্রদেশের ছোট-লাটের শাসনাধীন। ইহার মধ্যে ফৈজাবাদ, গোণ্ডা ও বরাইচ জেলা অবস্থিত। ভূ পরিমাণ ৭৩০৫ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর-সংখ্যা ৭৩৭২।

২ উক্ত বিভাগের মধ্যগত জেলা। ভূ-পরিমাণ ১৬৮৯ বর্গমাইল। ফয়জাবাদ নগরই ইহার সদর। জেলাটী হিন্দুপ্রধান। এখানে বহু লোকের বাস আছে। সমস্ত স্থান উর্ব্বর, শস্যপূর্ণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৫০ ফিট উচ্চ। এখানে আম্রকানন, বাঁশঝাড় ও পিপল, সিমুল প্রভৃতি বড় বড় গাছের উপবন দৃষ্ট হয়। ঘর্ঘরা, তমসা, বিশোই, মধা ও মাঝোই নামক শাখা নদী এখানে প্রবাহিত।

এখানকার পুরাবৃত্ত অযোধ্যার ইতিহাসের সহিত জড়িত। [অযোধ্যা ও শ্রাবস্তী দেখ।] রামচন্দ্র ও তদ্বংশধরগণের রাজত্বের পর আমরা বৌদ্ধধর্মের পূর্ণপ্রভাব ও অবনতি নিরীক্ষণ করি। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরাবির্ভাব ও পরবর্ত্তী সময়ে উভয় মতাবলম্বী রাজগণের সংঘর্ষ এবং খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে পুনরায় হিন্দুধর্মের প্রভাব হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল সময়ের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১১শ শতাব্দে মুসলমান আক্রমণ হইতেই এখানকার প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যায়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদের সেনানায়ক সৈয়দসলার মসাউদ অযোধ্যা আক্রমণকালে ফয়জাবাদ লুণ্ঠন করিয়া যান। ঐ যুদ্ধে সৈয়দসলার রাজপুতহস্তে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। কনৌজ-যুদ্ধাবসানে এখানে মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অযোধ্যা হইতে রাজধানী ফৈজাবাদে উঠিয়া আসে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সুজা উদ্দৌলা এখানে চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৭৮০ খৃঃ অঃ) রাজধানী লক্ষ্ণৌ নগরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহই এখানকার প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। [সিপাহী বিদ্রোহ দেখ।]

৩ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৪২ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সেনানিবাস। ঘর্ঘরা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১১´ ৫০´ পূঃ। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে বর্ত্তমান অযোধ্যানগর। এই দুইটী নগরই প্রাচীন অযোধ্যা মহানগরীর উপর স্থাপিত। ফৈজাবাদ নগরে অল্পদিনের মধ্যে অট্টালিকাদি সুশোভিত হয়। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মনসুর আলি খাঁ এখানে আসিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন; কিন্তু তদ্বংশধর সুজা উদ্দৌলা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই নগরকে রাজধানীতে পরিগণিত করিয়াছিলেন। আসফ্ উদ্দৌলা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রাজদরবার লক্ষ্ণৌ নগরে উঠাইয়া লন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বহু বেগম এই নগর নিজস্বভোগ করিতেছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই নগর শ্রীহীন হইয়াছে। তাঁহার সমাধিমন্দির ও তৎসংলগ্ন 'দেল-খুসি' প্রাসাদ অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী দেখিবার জিনিস। এখানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথের ষ্টেসন আছে।

ফৈজী সেখ, সম্রাট্ অকবর-শাহের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবুল্ ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নাগরবাসী সেখ মুবারিকের পুত্র। ৯৫৪ হিজিরায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম আবুল্ ফৈজ, কিন্তু তিনি ফৈজী নামেই সাধারণে পরিচিত। তিনি

উক্ত সম্রাটের রাজ্যারোহণের ১২ বর্ষ পরে রাজসভায় উপস্থিত হন এবং "মালিক্ উস্-সুয়ারা" উপাধিতে ভূষিত হয়েন।[১] ইতিহাস, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ এবং গদ্য ও পদ্য প্রভৃতি রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দিল্লীতে ছিল না। তাঁহার প্রথম রচনাগুলিতে ফৈজী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি পরে ফৈয়াজী নামে আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজামী লিখিত বিখ্যাত ৫টী খাম্‌সা কবিতার প্রতিদ্বন্দী হইয়া 'মর্কাজ অদ্‌বার', 'সুলেমান ও বিলকাইস্,' নলদমন[২] 'হপ্ত কিশ্বার' ও অকবরনামা রচনা করেন। তিনি ছদ্মবেশে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে থাকিয়া হিন্দুসাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন ব্যতীত তিনি ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত বীজগণিত ও লীলাবতীর অনুবাদ করিয়া আপনার বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পারস্যভাষায় তাহার বহুতর গ্রন্থও পাওয়া যায়।

তিনি কোরাণ শাস্ত্রেরও একখানি অতি বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি ২৮টী অক্ষরের মধ্যে নোক্তা সংযুক্ত অক্ষরগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র ১৩টী অক্ষরে শব্দযোজনা করিয়া সাধারণের পাঠযোগ্য করিয়াছিলেন।[৩] ১০০৪ হিজিরায় আগ্রানগরে হাঁপানিরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। এই জন্য ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ফৈজী একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। আরবী সাহিত্যে, কাব্যে ও হেকিমী বিদ্যায় তাঁহার অধিক পারদর্শিতা ছিল। তিনি সর্ব্বসমেত প্রায় ১০১ খানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি রাজপুত্রগণের শিক্ষকতা-কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন এবং ১০০০ হিজিরায় তিনি রাজদূতরূপে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন।

ফৈজ-উল্লা আল্লু মীর, একজন মুসলমান কাজী। ইনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মনিরাজ সুলতান মাহ্মুদের রাজত্বসময়ে (১৩৭৮-১৩৯৭) ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি একজন সুকবি, বিখ্যাত খাজা হাফিজের সমসাময়িক।

(১) ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকবি গিজালীর মৃত্যুর পর অথবা মালিক-উস্-শুয়ারা মতে তিনি সম্রাটের ৩৩বর্ষ রাজত্বকালে তিনি এইরূপে সম্মানিত হন।

(২) এই 'নলদমন' খানি মহাভারতীয় নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে সম্রাটের আদেশে রচিত।

(৩) ঐ গ্রন্থের নাম 'সওয়াতা উল্-ইল্‌হাম।' ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, এরূপ অসাধারণ পরিশ্রম জগতে আর কোন গ্রন্থে ঘটিত হয় নাই। ইহা তাঁহার একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি মওয়ারিদ্ উল্-কলম্ নামে আর এক খানি পুস্তকও ঐরূপ অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক রচনা করেন।

ফৈজউল্লা খাঁ, জনৈক রোহিলা সর্দ্দার ও রামপুরের জায়গীরদার। ইনি রোহিলা-সর্দ্দার-আলী মহম্মদ-খাঁর পুত্র।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কাট্রার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কুমায়ুনের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন করেন। পরে ইংরাজের সহিত সন্ধি হইলে তিনি ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং রামপুরে রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী স্থাপন করেন। ২০ বৎসর সুখ্যশে রাজত্ব করিয়া তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

ফৈজুলপুরিয়া, (ফয়জুল-পুরিয়া) শিখসম্প্রদায়ের একটী মিসল বা দল। ইহারা সিংহপুরিয়া নামেও খ্যাত। কর্পূরসিংহ[১] নামক জনৈক জাট ভূম্যধিকারী এই দলের অধিনেতা। যে খালসা সেনাদল ফরুখসিয়রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কর্পূরসিংহের অধিনায়কতায় তাহা শিখদলের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তিনি স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে শিখজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এই উন্নতিপথে আরূঢ় হইয়াই শিখগণ এক সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার অধীনস্থ শিখদল তাঁহাকে নবাব উপাধি দান করেন। তিনি নিজ হস্তে বহুশত জাট, ছুঁতার, তাঁতি, ছত্রি প্রভৃতিকে গুরুগোবিন্দের ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইতে বাধ্য করেন। তৎকালে তিনি সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার হস্তে 'পাহল'-গ্রহণও সকলে সম্মানসূচক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অধীনস্থ ২॥০ হাজার শিখ বড়ই দুর্দ্ধর্ষ ও ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল। এই সামান্য সৈন্য লইয়া তিনি দিল্লীর সীমা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-সময়ে নিজ খালসা দল অহলুবালিয়া সর্দ্দার যশসিংহের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

যশের মৃত্যুর পর, খুশাল সিংহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি নিজ খুল্লতাতের ন্যায় বীর্য্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং শতদ্রুর উভয় তীরে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। জালন্ধর, নূরপুর, বহরমপুর, ভরতগড়, পটি ও বানোর প্রভৃতি স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। তিনিও নিজে অনেক লোককে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এমন কি পাতিয়ালারাজ অলাসিংহও তাঁহার নিকট গোবিন্দের পাহল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে খুশাল-সিংহের মৃত্যু হয় এবং পুত্র বুদ্ধসিংহ রাজা

(১) ফৈজুল্লা নামক জনৈক মুসলমানপ্রতিষ্ঠিত ফৈজুল্লাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি অধিকার করিয়া তিনি সিংহপুরিয়া গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন, তদবধি ঐ শিখদল ফৈজুলপুরিয়া বা সিংহপুরিয়া নামে খ্যাত হইয়াছে।

হন। পশ্চাৎবেশধারী মসজিদের অভ্যুদয়ে এই দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সর্দার মুসলিংহ ইংরাজ আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

ফৈরাদ্ (পারসী) অভিযোগ, নালিশ, আবেদনপত্র।

ফৈরাদী (পারসী) ফরিয়াদী, অভিযোক্তা, যাহারা নালিশ করে।

ফৈসালা (আরবী) মীমাংসা, ডিক্রী। ২ নিষ্পত্তিপত্র।

ফোঁক (হিন্দী) গর্ত।

ফোঁটা (দেশজ) জলবিন্দু।

ফোড়ন (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি রন্ধন সময়ে তপ্ততৈল বা ঘৃতাদিতে যে তীব্র মসলা দেওয়া হয়।

ফোঁড়া (দেশজ) ১ বিদ্ধকরা।

ফোঁপরা (দেশজ) অন্তঃসারশূন্য, চলিত ফুরা।

ফোঁপর (দেশজ) নারিকেলাদির অভ্যন্তরে অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে যে কোমল শাঁস জন্মে, তাহাকে ফোঁপর কহে। ইহা খাইতে অতিবাহ্ এবং শীতবীর্য্য।

ফোঁপর দালাল (আরবী) অনধিকারচর্চ্চাকারী।

ফোঁপর দালালী (আরবী) অনধিকারচর্চ্চা।

ফোঁপল (দেশজ) নারিকেলের ফোপর।

ফোঁপাল (দেশজ) ১ মোটা সোটা। ২ দীর্ঘশ্বাসযুক্ত।

ফোক্ক (দেশজ) কেবল।

ফোটা (দেশজ) ১ তিলক। ২ প্রস্ফুটিত হওন। ৩ জলবিন্দু।

ফোড় (দেশজ) ছিদ্র, গর্ত।

ফোড়া (দেশজ) স্ফোটক।

ফোপ্সা (দেশজ) ১ ফুস্‌ফুস্। ২ চর্ম্মথলী।

ফোয়ারা, ভূভাগ হইতে ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত জলধারা, উদ্যান ও সুরম্য অট্টালিকাদির শোভাবর্দ্ধনের জন্য ইহার উৎপত্তি। সাধারণতঃ যে সকল ফোয়ারা দেখিতে পাই, তাহা কৃত্রিম। লোকে আমাদের জন্য এই ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। জড় জগতেও আমরা এইরূপ জলধারা উত্থিত হইতে দেখি। কিরূপে ঐ ঊর্দ্ধগামী জলস্রোত সবেগে ও অবিশ্রান্তগতিতে শূন্যমার্গে উঠে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রাকৃতিক নিয়মবশে ভূগর্ভ মধ্যে অন্তর্নিহিত জলস্রোত ক্রমান্বয়ে একস্থানে সঞ্চিত হয়। পরে ঐ গর্ত পূরিয়া উঠিলে জল আপনাপনিই নিজ বেগবান্ গতিদ্বারা পথ বাহির করিয়া লয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহা আপন পন্থানুসারে গমন করিতে থাকে, ক্রমে ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন হইলে উহা পৃষ্ঠাবরণ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে।

কতকগুলি সচ্ছিদ্র প্রস্তর (pervious) আছে, যাহার মধ্যদিয়া জল নিঃসৃত হইতে পারে। বালুকাময় মৃত্তিকা-স্তরমধ্যেও ঐরূপ জলনির্গম হইয়া থাকে; কিন্তু এঁটেলমাটী মধ্যদিয়া জল যাইতে পারে না (impervious)। স্লেটাদি কঠিন প্রস্তরের মধ্যে যদি ফাঁচড় থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া আপন পথবিস্তার করিয়া লয়।

ভূপৃষ্ঠে বা পর্ব্বতগাত্রে বৃষ্টি পতিত হইলে কতক জল ঢালু বেগে গড়াইয়া নদীতে যায়, কতক উবিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে প্রবেশ করে। ঐ জল ভূগর্ভমধ্যে সচ্ছিদ্রস্তরে (Pervious strata) প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃই একস্থানে নীত ও সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে সেই স্থান জলে পূর্ণ হইলে অন্য-পথে জল নিঃসৃত হইবার জন্য প্রয়াস পায়। ক্রমশঃ সছিদ্র মৃত্তিকাস্তরে অবতীর্ণ হইয়া যখন তাহা কঠিন স্তরে উপনীত হয়, তখন তাহা পুনরায় জলের সমতারক্ষণের জন্য ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। ঐরূপে উঠিবার কালে যদি কোন পর্ব্বত, উপত্যকা বা নিম্নভূমে ছিদ্র পায়, তাহা হইলে সেই মুখ দিয়া জল নিকাশিত হইতে আরম্ভ করে। পর্ব্বতের চূড়াদেশে সঞ্চিত জলরাশি ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়া নিকাশপথে বিকাশ পায় এবং ঐ জল ধারাকারে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বসঞ্চিত জলরাশির সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; কখন বা নির্ঝরের ন্যায় পর্ব্বত হইতে ঝরঝর গড়াইতে থাকে। প্রাকৃতিক এই জলোদগমকে প্রস্রবণ (Springs) কহে। প্রস্রবণ সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—শীতলজলবাহী প্রস্রবণ ও উষ্ণ-প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণে উষ্ণজল নিঃসৃত হয়, তাহাই উষ্ণ-প্রস্রবণ নামে খ্যাত[১]। ভূগর্ভমধ্যস্থ জলনালী (Sub-terranian channels) দিয়া প্রবাহিত জলরাশি প্রস্রবণাকারে প্রকাশিত হইয়া নদ্যাদির উৎপত্তি স্থানে পরিণত হইয়াছে। যে সকল প্রস্রবণ হইতে নদী, হ্রদ বা নদীশাখা প্রভৃতির উদ্ভব হয়, তাহার জলরাশি কোথাও প্রবলবেগে, কোথাও বা ফোঁটা ফোঁটা বাহির হইতে থাকে। পরে তাহা একস্থানে সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃই নিম্নপথে প্রবাহিত হয়। পথি মধ্যে ঐ জল কোন পর্ব্বতপার্শ্ব দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া তাহা ভেদপূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে প্রপাতাকারে পতিত হইয়া থাকে।[২]

পর্ব্বত বা পার্ব্বত্যভূমেই অধিক প্রস্রবণ উঠিতে দেখা যায়, কারণ তদ্দেশে জল অনেক উর্দ্ধ হইতে সছিদ্র পথে নিম্নাভিমুখে আসিয়া অধিকভাগ কঠিন স্তরেই (Impervioes Stratum) আঘাত পায় এবং শীঘ্রই অন্যপথে বাহির হইয়া

---

(১) মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ডের সন্নিধি, পূর্ব্বাঞ্চলে প্রভৃতি স্থান উষ্ণপ্রস্রবণের নিদর্শন।

(২) গঙ্গোত্রী, গোমুখী, নায়াগ্রা প্রভৃতি প্রপাতের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে।

পড়ে। কূপখননকালে আমরা কূপমধ্যে জলসঞ্চার দেখিতে পাই। এই জলোত্থানও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘটিয়া থাকে।

প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃই সুস্বাদু ও বলকারক। ভূগর্ভস্থ ধাতব পদার্থসমূহ (Minerals) মিশ্রিত হওয়ায় উহা ঔষধের ন্যায় পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি রোগে ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। এইজন্য চিকিৎসকগণ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও ঔদরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রকেই স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাইতে ব্যবস্থা করেন। যে সকল প্রদেশের প্রস্রবণ বা নদীপ্রবাহিত জল ঐরূপ ধাতবযোগে বলকর, সেই সকল স্থানই স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া কথিত। উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্টেসিয়াস্ (Ktesias) লিখিয়াছেন যে, ইথিওপিয়া রাজ্যে একটী প্রস্রবণে লালজল উদগত হইত। উহা পানমাত্রেই মানব উন্মাদ হইয়া যায়। প্লিনির ইতিহাসেও আমরা আর্মেনিয়াদেশের একটী প্রস্রবণের উল্লেখ পাই; উহাতে যে মৎস্য থাকে, তাহা ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

স্বভাবজাত প্রস্রবণের জলগতি নিরীক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কৃত্রিম উপায়ে ফোয়ারা (Fountain) নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। জলের এমনই একটী স্বভাবসিদ্ধগুণ আছে যে, উহার উপরিস্তল সর্ব্বদাই সমতারক্ষণশীল। একটী 'ইউ' এর ন্যায় বক্রাকৃতি নলের (U-tube) একমুখ দিয়া জল ঢালিলে উহা স্বভাবতঃই অপর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রথম মুখের উচ্চতার সহিত অপর মুখের জলের উপরিস্তলের উচ্চতা সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রণালী অবলম্বনে সহজেই ফোয়ারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উদ্যান মধ্যে ঐরূপ উপায়েই সাধারণতঃ কৃত্রিম ফোয়ারা নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়। অট্টালিকার ছাদে একটী ট্যাঙ্ক (জল রাখিবার লৌহ চৌবাচ্চা) স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে জল পূরিতে হয়। পরে ঐ ট্যাঙ্ক হইতে একটী নল (জলের কলের পাইপ) সংলগ্ন করিয়া নিম্নাভিমুখে মৃত্তিকামধ্যে বিস্তার করিবে। ঐ সংযোগস্থলে যে একটী ট্যাপ্ (চাবি) থাকে, ইচ্ছামত ঐ চাবিদ্বারা জল নলমুখে প্রবাহিত হইতে পারে এবং সময়মত তাহাকে বন্ধও করা যাইতে পারে। ঐ নল বরাবর আনিয়া যথাস্থানে নির্ম্মিত একটী উৎকৃষ্ট চৌবাচ্চা মধ্যস্থ মনোহর বৃক্ষ স্তম্ভ বা পুত্তলী মধ্যে প্রবেশ করাইবে। উপরিস্থিত ঐ ট্যাপ খুলিয়া দিলে, ফোয়ারার মুখে জল উত্থিত থাকিবে।

স্বভাবসিদ্ধগুণে জল নলমুখে নির্গত হইয়া উপরিস্থিত ট্যাঙ্কের জলতলের সহিত সমতারক্ষণে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এই জন্য স্বভাবতঃই ফোয়ারার জল সরু মুখ দিয়া সতেজে ও বেগের সহিত নির্গত হইতে থাকে; কিন্তু নলের মুখ অপেক্ষাকৃত মোটা হইলে জলের বেগ কম হইতে দেখা যায়। চাপও (Pressure) জলের ঊর্দ্ধগতির অন্যতম কারণ। উপরিস্থিত জলের চাপে নিম্নের জল অধিক চাপযুক্ত হইয়া বেগবান্ গতি প্রাপ্ত হয়। এই চাপপ্রভাবে নিম্নের জলও উপরে উঠিয়া থাকে। পাম্প (Pump) নামক যন্ত্রের প্রক্রিয়াবলে জল চাপযুক্ত হইয়া নলমুখে নির্গত হইতে থাকে। চাপবলে জল স্বভাবতঃই ৩০ ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠে, কাজেই উপরে জল না রাখিলেও চাপদ্বারা ফোয়ারার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

আজকাল বহু সৌখিন লোক বাটী সাজাইবার জন্য স্বগৃহে ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। জলনির্গমের জন্য নূতন নূতন মুখও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে ধর্ম্মলাভ হইবে ভাবিয়া পথে ঘাটে ঐরূপ ফোয়ারা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, মির্জ্জাপুর, লণ্ডন প্রভৃতি সহরে পথের ধারে ঐরূপ ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি নগরেও বহুপ্রাচীনকালে নির্ম্মিত ফোয়ারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কৃত্রিম প্রণালীতে নির্ম্মিত নানাপ্রকার ফোয়ারা প্রস্তুত হইয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরে রাখিয়া ঐ যন্ত্র হইতে জল উঠাইতে এবং পরে নিম্নে 'জাল' (গামলার ন্যায়) মুখে পড়িয়া উহার অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। জলের ঐ পৌনঃপুনিক ঊর্দ্ধগতি ও অধোগমন জন্য এইরূপ যন্ত্রের বিশেষ আদর। ইংরাজিতে উহার নাম Ever springing fountain বা চিরস্থায়ী ফোয়ারা।

বহুপ্রাচীন কাল হইতে প্রস্রবণ নানাদেশে পবিত্র বলিয়া খ্যাত। সীতাকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থে আজিও পূজা দিবার বিধি আছে। যুরোপেও পূর্ব্বকালে প্রস্রবণ সমক্ষে বলি ও পূজা হইত। হোরেস 'বন্দুসিয়া' নামে রোমনগরীর একটী ফোয়ারার পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীকরাজধানীসমূহে (বিশেষতঃ করিন্থে) হার্কুলেনিয়ম ও পম্পির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে সেই প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। রোম, ট্রেভি, পলিস, সান্‌পিট্রো, প্যারী, ভার্সেল ও সেন্ট ক্লড নগর এবং ইংলণ্ডের স্ফটিক-প্রাসাদের অত্যদ্ভুত শিল্পময় ভাস্করকীর্ত্তিসংযুক্ত ফোয়ারা জগতে অতুলনীয়।

ফোয়ারা (আরবী) ফোয়ারা, জলযন্ত্র।

ফোর্ট উইলিয়ম, কলিকাতার গড়ের মাঠে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ইংরাজ দুর্গ। [কলিকাতা দেখ।]

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরাজ দুর্গ। [মান্দ্রাজ দেখ।]

ফোলা (দেশজ) স্ফীত হওয়া, মোটা হওয়া।

ফোস্কা (দেশজ) ত্বকের উপর প্রলেপাদি দিলে যে চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্যে জল জমে তাহাকে ফোস্কা কহে।

ফৌজ (আরবী) ১ সেনা। ২ দল।

ফৌজদার (পারসী) ১ মুসলমান আমলে কর্ম্মচারীভেদ। এখনকার তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের মত শাসন ও শান্তিরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের অধীনে অনেক সৈন্য থাকিত।

ফৌজদারী (পারসী) ফৌজদারের কার্য্য।

ফৌজদারী আদালত (পারসী) শাসন বিভাগীয় বিচারালয়।

ফৌজদারী নালিশ (পারসী) ফৌজদারী আদালতে যে আবেদন করা যায়, তাহাকে ফৌজদারী নালিশ কহে।

ফৌৎ (দেশজ) কারবারে দেনদার হওন। ব্যবসাবাণিজ্য উঠাইয়া দেওয়া।

ফৌতিক (দেশজ) রসুন, লহুরী।

ফ্রান্স, ১ পশ্চিম য়ুরোপে ফরাসীদিগের নিবাস ভূমি। একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমায় ইংলিশ চানেল ও ডোভর প্রণালী, পূর্ব্বে বেলজিয়ম, জর্ম্মণি, সুইজর্লণ্ড ও ইতালী, দক্ষিণে স্পেন রাজ্য এবং পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর। উত্তর ব্যতীত ইহা পূর্ব্বাংশে আল্‌পস্, ভস্‌জেস্ ও জুরা পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণদিকে পিরিনিস্ পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। ডান্‌কার্ক হইতে পিরানিজ পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ৬২০ মাইল লম্বা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৫৫০ মাইল চৌড়া। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলের পরিমাণ ১৫০০ মাইল। পশ্চিম উপকূলে অসংখ্য ক্ষুদ্র উপসাগর আছে। লয়ার নদীর মোহানার নিম্নভাগে বহুশত লবণময় জলা আছে। দক্ষিণের লিয়ন্স উপসাগরোপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ দেখা যায়। উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি সংখ্যায় অল্প এবং তাহাও বিশেষ কোন বাণিজ্যাশ্রিত নহে।

পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত বার্গাণ্ডির সমতলক্ষেত্র এবং লয়ার, সন্ ও গারোন্ প্রভৃতি নদীর অববাহিকাদেশ সমতল এবং পর্ব্বতসানুদেশের ন্যায় উচ্চ ও নিম্ন ভূমি, আল্‌প্ ও পাকানি ভূমি পর্ব্বত ও বালুকায় পূর্ণ এবং চাসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কিন্তু এখানকার 'হিদ্' নামক মাঠে ঘাস জন্মে। লান্দো, শ্যাম্পেন ও আঁচুর নামক ভূমি বিভাগ ঘাস ও জলায় পূর্ণ, দেখিলেই মরুভূমিরভ্রম বোধ হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র ও গোচারণ-ভূমি আছে। আর্দেনে, ফন্টেনেব্ল্যু, কম্পেনি ও ওর্লিন্স্ বিভাগ বনরাজিসমাকীর্ণ। প্রায় সমগ্র ফ্রান্সরাজ্যের অষ্টমাংশ জঙ্গল-সমাচ্ছাদিত এবং অর্দ্ধাংশ চাসবাসের উপযোগী।

পর্ব্বতমালা।—আল্‌পস্ পর্ব্বত সাভয় ও নিস্ বিভাগে অবস্থিত। মণ্টব্লাঙ্ক নামক আল্‌পস্ শিখর এখানে অবস্থিত। এই স্থান য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। ফ্রান্স ও স্পেনের ব্যবধানে পিরিনিজ পর্ব্বত। নেথো উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর (১১১৮৫ ফিট্) এতদ্ভিন্ন ঐ পর্ব্বতের ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ অনেকগুলি শিখর ফ্রান্সের অন্তর্গত। উত্তরপূর্ব্ববর্ত্তী সিভেনিস্ পর্ব্বতমালা রাইন ও লয়ার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। জুরা ও ভস্‌জেস্ গিরিশ্রেণী ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমায় বিস্তৃত।

নদী।—সিভেনিস্ ও ভস্‌জেস্ পর্ব্বতমালা হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া ফ্রান্সের বিস্তীর্ণ অববাহিকাদেশ সংগঠন করিয়াছে। সিন্, লয়ার, গারোন্ ও রোন্ এখানকার সর্ব্ববৃহৎ নদী। সিন্‌নদী ইংলিশ চানেলে, গারোন ও লয়ার আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে এবং রোন্ ভূমধ্যসাগরে নিপতিত হইয়াছে। মিউস, মোসেল, সমার, স্কেলড্ ও নিথ্ উত্তরসাগরে; সোমে, ওইস, অর্ণে, মার্ণে আইনে, য়োন্ ও য়ুরে ইংলিশ চানেলে; ব্লেভেট, ভিলেন্, ক্লুজ, মর্বেনে, লয়ার, আর্ল, দোর্দোগনে, অরিএজ্, টার্ণ ও লোত নামক নদী আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে এবং অড্, আর্গে, হিরাণ্ট, সায়োন্ দোব, ইসারে ও ডুর‍্যান্স্ প্রভৃতি নদী ভূমধ্য-সাগরে পতিত হইয়াছে।

ঐ সকল নদীগুলি খালদ্বারা পরস্পরে সংযোজিত। সমগ্র ফ্রান্স মধ্যে ২২০টী নদী নৌকাযোগে গমনাগমনযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ৫০০ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ফ্রান্স রাজ্যে প্রবাহিত। সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে নদী ও খাল লইয়া প্রায় ৮৫০০ মাইল জলপথে নৌকাদ্বারা মালপত্র লইয়া যাওয়া যায়। গ্রাঁদ্ ও লিউ নামক হ্রদদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পরিমাণে ২৯ বর্গমাইল।

জলবায়ু।—ফ্রান্সের উত্তরাংশ প্রায়ই ইংলণ্ডের মত; সর্ব্বদাই প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই জন্য এই সকল স্থান গোচারণের বিশেষ উপযোগী। মধ্যভাগের বায়ু শুষ্ক। দক্ষিণের উত্তাপ প্রচণ্ড এবং বৃষ্টির অভাব হেতু সময় সময় ধান্যাদি জ্বলিয়া যায়। পশ্চিম উপকূল ভাগের বায়ু জলসিক্ত, এখানে সর্ব্বদাই বৃষ্টি পতিত হয়। ফ্রান্স রাজ্যের প্রায় সব স্থানই সুষমা ও স্বাস্থ্যপ্রদ। উক্তরূপ জলসিক্ত স্থানে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়। য়ুরোপের আর কোথাও এরূপ বিভিন্ন ফসল ও ফলাদি উৎপন্ন হয় না। যব, গম, জৈ, মটর, কলাই, আলু, বিট্ (এই বিট্‌পালম হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে), শণ, গাঁজা, তামাকু, রঙ্‌এর গাছ ও ঔষধিসমূহ এবং বাদাম, কমলালেবু, আঙ্গুর, পেস্তা, দাড়িম, ডুমুর (Figs), তুঁত প্রভৃতি সুখাদ্য ফল প্রচুর জন্মে। বার্গাণ্ডি, বোর্ডো ও শ্যাম্পেন্ নামক স্থানে সুরা প্রস্তুতের জন্য দ্রাক্ষার চাস হয়। ঐ মদ্য জগতের সর্ব্বত্রই আদরণীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। জাহাজ প্রস্তুত ও গৃহসজ্জাদির উপযোগী কাষ্ঠ এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ।—ভূগর্ভস্থ ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহ, তাম্র, সীসক, রৌপ্য, রসাঞ্জন, গন্ধক, স্বর্ণ, কয়লা ও লবণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ, লবণ ও কয়লা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, এজন্য ঐ সকল বাণিজ্যের একটী

প্রধান উপকরণ। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। মর্ম্মর, স্লেট, আলাবাষ্টার, গ্রেণাইট, ক্রিষ্টোল, লিথোগ্রাফিক্ ষ্টোন, ফিলষ্টোন প্রভৃতি অল্পমূল্যের এবং কতকগুলি মূল্যবান্ পাথরও পাওয়া যায়। এখানে সর্ব্বসমেত প্রায় ৫ হাজার প্রস্রবণ আছে। উহার খাত্ত্ব জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর। পিরিনিস্ পর্ব্বতে চারিশত প্রস্রবণ আছে। জলপানার্থ লোকে এখানে আসিয়া থাকে। সাধারণের উপকারার্থ প্রস্রবণের নিকটে ৯০টী বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে।

জীবজন্তু।—সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তী ব্যতীত এখানে অপর বন্যজন্তুর অভাব নাই। এখানে নানাজাতীয় পক্ষীরও বাস আছে। মধু সংগ্রহের জন্য এখানে মধুমক্ষিকা পালিত হয়। সমুদ্রতীরে সামন প্রভৃতি মৎস্যও প্রচুর জন্মে। ভূমধ্য-সাগরোপকূলে কার্ম্মিস্ (kermes) নামে এক প্রকার কীট জন্মে, উহা হইতে সিন্দুর বর্ণ রঙ্ পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসিগণ ফরাসী নামে খ্যাত। তাহাদের ভাষা লাটিন মিশ্রিত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দ হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সকল ভাষা হইতে ফরাসী ভাষাই রাজনীতির উপযোগী।

সমগ্র ফ্রান্স রাজ্যের ভূ-পরিমাণ ২০১৯০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮ কোটী ২ লক্ষ। প্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে এই বৃহৎ ভূখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর কর্সিকা, ভেনিস্তা, সেভয় প্রভৃতি লইয়া ফরাসী রাজ্য ১৩০টী বিভাগে পরিণত হয়। বিখ্যাত জর্ম্মণ-যুদ্ধের অবসানে ফরাসীগণ রাজ্যের কতকাংশ হারাইতে বাধ্য হন। অতঃপর ফরাসী-রাজ্য ৮৬টী বিভাগে, ৩৬২টী জেলায় (Arrondissements) এবং ক্রমে তাহা ৩৫৯৮৯ উপবিভাগে (কমিউনে) বিভক্ত হইয়াছিল। যে প্রাচীন প্রদেশগুলি ফরাসী ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী তালিকা উদ্ধৃত করা গেল।

প্রদেশ।	ডিপার্টমেণ্ট-সংখ্যা।	প্রদেশ।	ডিপার্টমেণ্ট-সংখ্যা।
আল্সাস্ (১৮৭১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মনীর হস্তগত হয়।)	২টী।	ফ্র্যাঙ্কমি	৩টী।
		গিনি	৬টী।
		ইলে-ডি-ফ্রান্স	৫টী।
		ল্যাঙ্গোয়েডক্	৮টী।
আঙ্গুমোয় ও সেঁনিস্	২টী।	লিমোসেঁ	২টী।
আঞ্জু	১টী।	লোরেন্ (১৮৭১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মনীর হস্তগত হয়।)	৪টী।
আর্টোই	১টী।		
আভির্গেঁ	১টী।		
অভার্ণে	১টী।	লিওনে	২টী।
ব্যার্ণে ও নাভারে	১টী।	মেঁন	২টী।
বেরী	২টী।	মার্ক	১টী।
বোর্বোনে	১টী।	নিভার্ণে	১টী।
বার্গণ্ডী বা বার্গাণ্ডি	৪টী।	নর্ম্মাণ্ডি	৫টী।
ব্রিটেনি	৫টী।	ওর্লিনে	৩টী।
শ্যাম্পেন	৪টী।	পিকার্ডি	১টী।
কোম্টেভেনিস্	১টী।	পোইটু	৩টী।
ডফ্‌নে	৩টী।	প্রোভেন্স	৩টী।
ফ্লাণ্ডার	১টী।	রোসিলোঁ	১টী।
ফ্রাঙ্কোকোম্টে	৩টী।	সেন্টোঞ্জ	১টী।

উপরি উক্ত প্রদেশের মধ্যে রাজধানী পারী (Paris) এবং লিয়ন্স, মার্সাএল, বোর্দো, লিলে, টুলোঁ, নান্টে ও রাউএন প্রভৃতি মহানগরীতে লক্ষাধিক লোকের বসতি আছে।

শাসনবিধি।—ফরাসী রাজ্যমধ্যে এখন প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত প্রেসিডেণ্টই এখানকার সর্ব্বময়-কর্ত্তা। রাজ্যশাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু সাতবৎসরের অধিক তিনি আর আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। রাজবিধি-সংস্কারের জন্য এখানে চেম্বার অব-ডেপুটিজ্ ও সিনেট নামে দুইটী সভা স্থাপিত আছে। ইহারাই রাজ্যের আইন সঙ্কলন ও সংস্কার করিতে সমর্থ। সাধারণের সম্মতি অনুসারে এই সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। চেম্বার অব্ ডেপুটিতে ৫৩২ জন সদস্য এবং সিনেটে ৩০০ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ৩৬২টী জিলা হইতে ডেপুটী সভার সদস্য এবং উপনিবেশসমূহ ও ডিপার্টমেণ্ট হইতে সিনেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে ডেপুটী এবং ৪২ বৎসরের ফরাসীই 'সিনেটার' হইবার যোগ্য। সিনেট ও ডেপুটী সভার ভোট দ্বারাই প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ হইয়া থাকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্য আর একটী সভা (Conseil d' Etat) স্থাপিত হয়। জাতীয় মহাসমিতি (The National Assembly) ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদ্বারাই উহার সভ্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। বিচারবিভাগের প্রধান মন্ত্রী (মিনিষ্টার অব্ জাষ্টিস্ Garde des Sceaux) ঐ সভার সভাপতির পদগ্রহণে সমর্থ। এতদ্ভিন্ন প্রজাতন্ত্রের একটী সহকারী সভাপতি (Vice-President) ও ৩টী বিভাগীয় সভাপতি (Sectional Presidents) আছে।

ধর্ম্ম।—রাজকীয় নিয়মানুসারে সকল ধর্ম্মই সমভাবে রক্ষণীয় ও পালনীয়। কিন্তু কেবলমাত্র রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান এবং য়িহুদীগণই রাজকীয়বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এখানে শতকরা ৯৮জন রোমান্ ক্যাথলিক এবং বাকী প্রটে-

প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এখানে ৮৬জন প্রিলেট, ১৭ আর্কবিশপ ও ৬৯ বিশপ নিযুক্ত আছেন। লুথারণ সম্প্রদায়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য (General Consistory) সভা ও ক্যাল্‌ভিনিষ্টদলের স্বতন্ত্র সভা প্যারীনগরে প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিক্ষাবিভাগ।—ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গবর্মেণ্টই শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতী। যাহাতে প্রজামণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার পায়, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষাবিভাগের একজন মন্ত্রী (Minister of Instruction) নিয়োগ করিয়াছেন। এখানে ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবহারশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান, সৌযুদ্ধ, যুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য স্বতন্ত্র রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজকোষ হইতে উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

বাণিজ্য।—ঘড়ী, জহরতের অলঙ্কার, যুদ্ধাস্ত্র, কাঠের শিল্প, যাননির্ম্মাণ, মাটি, কাচ ও ক্রিষ্টালের বাসন, সঙ্গীতযন্ত্র, শিক্ষাপুত্তলী, রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ, তৈল, সাবান, বিট্‌চিনি, রং, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র, রেশম, পশম, কার্পাস, লিনেন, কার্পেট, শাল ও ফিতা প্রভৃতি দ্রব্যবাণিজ্যার্থ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। লিয়ন্স, টুর, প্যারী, নিম্‌য়ে, আভিঞোঁ, আনোনে, সেণ্ট এটিনে প্রভৃতি সহরে রেশমের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও ফিতা প্রস্তুত হয়। রাউএন্, সেণ্ট কোএন্টিন, টুর, লিলে প্রভৃতি সহরে কার্পাস-বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। রাইম্‌স্, সডান, আমেন্, প্যারী প্রভৃতি নগরে পশমী বস্ত্র, বনাত ও কার্পেট এবং ক্যাভার, লিমোগে ও প্যারী প্রভৃতি নগরে কাচ ও পোর্সিলেনের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোর্দ্দো, মার্সাএল, ন্যান্টে, হাভার দি গ্রেস্, ক্যালে, বোলোঁ, সেণ্টমালো, লা ওরিয়েণ্ট, বয়নে, ডান্‌কার্ক, ডিপে, রোশেল প্রভৃতি বন্দরই প্রধান বাণিজ্যস্থান। মদ্য প্রস্তুত এখানকার প্রধান ব্যবসা। জগতের সর্ব্বত্রই ফরাসী মদের সুখ্যাতি আছে।

উপনিবেশ।—আফ্রিকা মহাদেশে—আল্‌জিরিয়া, সেনিগাল, কমোরোদ্বীপপুঞ্জ, সেণ্টমেরী, নোসি-বে ও মায়োটে। এসিয়ায়—পূর্ব্ব ভারতীয় অধিকার ও কোচিন চীন। আমেরিকায়—গায়েনা, গোয়াডালোপ মার্টিনিক, সেণ্টপিয়ারে ও মিকুইলন। পলিনেসিয়ায়—নিউ ক্যালিডোনিয়া, মার্কোএসস্ ও কএকটী দ্বীপপুঞ্জ।

ফরাসীদিগের যে সমস্ত বৈদেশিক অধিকার আছে, তাহার ভূ-পরিমাণ প্রায় ৪৬৩৮২৭ বর্গমাইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর গবর্মেণ্ট ডিক্রী অনুসারে উপনিবেশসমূহে দাসবিক্রয়-প্রথা তিরোহিত হয়।

রেলপথ ও টেলিগ্রাফ।—বাণিজ্যের সুবিধা বিস্তার জন্য ফ্রান্সরাজ্যে প্রায় ১৩ হাজার মাইল রেলপথ এবং ৩৩ হাজার মাইল টেলিগ্রামের তার বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

ইতিহাস।—রোমক অধিকারে ফরাসীরাজ্য গল (Gaul) নামে পরিচিত ছিল। জগদ্বিখ্যাত রোমকসেনানী জুলিয়াস্ সিজার এই দেশে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গল-রাজ্যে কোন উন্নতির বিকাশ হয় নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় ইহাও এক প্রকার হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। রোমক জাতির গৌরব রবি অস্তমিত হইলে, ক্রমে যুরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ মস্তকোত্তোলন করে। মেরোভিন্‌জিয়ান্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মেরোভির পৌত্র ক্লোভিসের রাজ্যকাল হইতেই ফ্রান্সের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়। ৪৮১ খৃষ্টাব্দে ক্লোভিস্ রাজ্যারোহণ করেন। ঐ সময়ে ভিসিগথ, বার্গাণ্ডিয়ান, রোমক ও জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতীয়েরা গলরাজ্যের অধিকার লইবার জন্য পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করে। পরস্পরের বিচ্ছেদে শত্রুদল হীনবল হইতেছে দেখিয়া ক্লোভিস্ ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে সোইসোঁর (Soissons) যুদ্ধে রোমকদিগকে পরাভূত করেন। ৪৯৬ খৃষ্টাব্দে টলবিয়াকের (Tolbiac) যুদ্ধে অসাম বীরত্ব দেখাইয়া তিনি জর্ম্মাণগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ভোইলি (Vouille), বিজয়ের পর তিনি ভিসিগথজাতিকে সেপ্টিমানিয়া প্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর তাঁহার বীরত্বপ্রভাবে বার্গাণ্ডিবাসিগণ বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে। অবশেষে ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়া তাহারা মেরোভিন্‌জিয়ানবংশের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ক্লোভিসের মৃত্যুর পর তদধিকৃত রাজ্য থিএরি, ক্লোডোমীর, চাইল্ডবার্ট ও ক্লোটেয়ার নামক চারিপুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়, কিন্তু ৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্লোটেয়ারের উদ্যমে ঐ পৈতৃকরাজ্য একত্র হইয়া যায়। পরে পরস্পরের মধ্যে অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহাদের একদল অষ্ট্রেসিয়া, নিউষ্ট্রিয়া, বার্গাণ্ডি ও আকুইটেনে যাইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করে। উক্ত রাজ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম দুইটী সমধিক বলশালী হইয়াছিল। ৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেসিয়া নিউষ্ট্রিয়ার কর্ত্তৃক গ্রহণ করে এবং উভয়ে মিলিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। হেরিষ্টালগণ ডিউক উপাধি ধারণ করিয়া এই প্রদেশ গুলি শাসন করিতেন। ক্রমে তাঁহারাই নিউষ্ট্রিয়ান্ রাজবংশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। বার্গাণ্ডি রাজগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। আকুইটেনে-রাজ্য, মুর জাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পর, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ মর্টেল কর্ত্তৃক অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। ইহার ২০ বর্ষ পরে মেরোভিন্‌জিয়ান্ রাজবংশের শেষ এবং কার্লোভিন্‌জিয়ান্‌বংশের ২য় রাজা ৩য় চাইল্ডারিক্‌কে রাজ্যচ্যুত করিয়া পেপিন্ লি ব্রেঁফ রাজ্যাধিকার করেন। পেপিন্ নিজ বাহুবলে ব্রিট্টানী ব্যতীত সমগ্র ফ্রান্স একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। ইতালী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি লম্বার্দরাজ আইষ্টল্‌ফকে পোপ ষ্টিফেনের

প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি স্বয়ং পোপকে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য দান করিয়া যান।

তাঁহার পুত্র সার্লিমেন রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ স্পেন, ইতালী, স্যাক্সনী, জর্ম্মণি ও ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া ৮০০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপখণ্ডে একটী পশ্চিম-সাম্রাজ্য (Empire of the West) স্থাপন করিয়া যান। বহুকাল এই সাম্রাজ্য সমভাবে থাকে নাই। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাজন্যবর্গের বিপ্লবে ঐ সাম্রাজ্য ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও ইতালীরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায় এবং রাজমুকুট ইতালী ও জর্ম্মণীর কার্লোভিন্‌জিয়ান-রাজবংশের উপর ন্যস্ত থাকে। অতঃপর রাজ্যশাসনভার কিছুকালের জন্য ভিন্ন দেশীয় সামন্তরাজগণের হস্তে পড়ে এবং পরবর্ত্তীকালে উহা জর্ম্মণদিগের শাসনাধীন ছিল।

৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই ফ্রান্সরাজ্যে চার্লস্ মার্টেলবংশের অবনতির সূত্রপাত হয়। রাজ্যপরিচালনার জন্য ফরাসীরাজ্য ক্রমে সামন্তরাজগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে[1]। ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কার্লোভিন্‌জিয়ান্‌রাজের প্রভাব নষ্ট হইলে ইউডেঁ নামা জনৈক সর্দ্দার রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। ৮৯৮ ও ৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দুইবার কার্লোভিন্‌জিয়ান্ রাজবংশধরদিগকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই রাজদণ্ডরক্ষায় সমর্থ হন নাই। ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপেট্‌বংশীয় রাজগণ ফরাসী সিংহাসন লাভ করেন। এই রাজগণের দোর্দণ্ডপ্রতাপে, বহুকাল সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন, মন্ত্রিসভা ও শাসন-সমিতি স্থাপন এবং ক্রুসেড্‌নামক ধর্ম্মযুদ্ধে সহায়তা প্রভৃতি কার্য্য, তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে ও বংশগৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্যাপেট্‌ রাজগণের অধিকারকালে ১১০৮ হইতে ১২২৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নর্ম্মাণ্ডি, আঞ্জু, মেইন্ ও পৌইটু প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজ হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার এবং ডাচী অব্ ফ্রান্সের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। রাজা ৯ম লুই পুরনির্দ্দেশে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি সাধু (Saint) আখ্যা লাভ করেন। নিজ রাজ্যকালে (১২২৬-১২৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) কোন রাজ্য জয় করিতে না পারিলেও তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৭০ হইতে ১২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩য় ফিলিপের শাসনকালে লাঙ্গোএডক্ ফরাসীরাজের অধীন ছিল। স্পেনের খৃষ্টানাধিকৃত রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীতে মধ্যস্থতা করায়, নেপল্‌স্ পর্য্যন্ত ফ্রান্সরাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তদ্বংশধর ৪র্থ ফিলিপ, ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ সম্রাট্ লোথেয়ারকে প্রদত্ত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হন। তিনি পোপের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ষ্টেটস্-জেনারল সভার সভ্যগণের প্রতিপক্ষতা করিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে পার্লিমেন্ট মহাসভা স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার পুত্রগণের সময়ে ১৩১৪-১৩২৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সামন্তবিগ্রহবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। রাজপুত্রগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাতে যোগ দেন। ভলোই বংশও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করেন। এই বিগ্রহ-অবসরে উদ্ধত ফরাসীগণ ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ প্রায় শতবর্ষকাল (Hundred years war) ধরিয়া চলিয়াছিল।

১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ-ডি-ভলোই (Philip de Valois) কর্ত্তৃক ক্রেসী-যুদ্ধে এবং ২য় জনের রাজত্বে পোইটিয়ার যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হয়েন এবং ১৩৬৪-১৩৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বালক-রাজ ফ্রান্স পূর্ব্ববল সঞ্চয়ে ক্ষমবান্ হইয়াছিল ও পরে ৫ম চার্লসের রাজত্ব, ৬ষ্ঠ চার্লসের উন্মাদরোগ, স্বার্থান্বেষী রাজপুত্রগণের আত্মবিচ্ছেদ, বার্গাণ্ডি ও সাক্সন রাজকুলের পরস্পর বিরোধ প্রভৃতিতে ফ্রান্সরাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজগণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করেন। ফরাসীগণ অসন্তোষপর হইয়া ক্রমেই তেজোহীন হইতে ছিল। এই সময়ে ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে আর্ক-নিবাসী জোয়ান নাম্নী জনৈক ফরাসীরমণীর অসাধারণ শৌর্য্যোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া, ফরাসীগণ ইংরাজদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় এবং ফরাসীরাজ্যের মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রাজা ৭ম চার্লস্ রাইম-নগরে ফরাসী-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ফরাসীসৈন্যের নিকট উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১১শ লুই রাজ্যারোহণ করিয়া সামন্তগণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন এবং ১৪৬১-১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়া নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজা ৮ম চার্লসের অধিকারে ইতালী-যুদ্ধে ফরাসী-সৈন্য ব্যাপৃত ছিল। তৎপরবর্ত্তী রাজা ১২শ লুই ঐ যুদ্ধসমূহে লিপ্ত থাকিয়া ফরাসীবল ক্ষয় করিয়াছিলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ১ম ফ্রান্সিস্ মরিগ্‌নানোর যুদ্ধে সুইস্ জাতিকে পরাহত করেন, কিন্তু তিনি ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ৫ম চার্লসের অসংখ্য সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সমর্থ না হইয়া পাভিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। ২য় হেন্‌রীর রাজত্ব সময়ে, ১৫৬২-১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে, হিউগেনট ও ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফরাসীরাজ্য ধ্বংস ও রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে

(১) এই সময় হইতে ফ্রান্সে Feudal system আরম্ভ হয়।

৩য় হেনরীর মৃত্যুতে ভলোই-বংশের লোপ হয়। অতঃপর বোর্ব্বো-বংশীয় ৪র্থ হেন্‌রী সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহারই যত্নে ফ্রান্স ও নাভারে রাজ্য একত্র সম্মিলিত হয়। তিনি বিশেষ উদ্যমসহকারে গৃহবিবাদ (Civil wars) উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যের একটী মহৎ অভাব পূরণ করেন। এই আত্মবিবাদে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের জন্য তিনি বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। এই দারুণ বিপ্লব ও সংঘর্ষের পর ফরাসীরাজ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। ১৩শ লুইর অধিকারে (১৬১০-১৬৪৩ খৃঃ) কার্ডিনেল্ রিচেলু অবশিষ্ট সামন্তগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া ফ্রান্সে পূর্ণ রাজতন্ত্র (Absolute monarchy) স্থাপন করিয়া যান। ত্রিংশবর্ষযুদ্ধের (The Thirty years' war) অবসানে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফালিয়ার ও পরে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে পিরিনিজের সন্ধির পর ফ্রান্স য়ুরোপ মহাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠশক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত বর্ষদ্বয়েই নিমেগে ও রায়েস্‌উইকে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফ্রান্সের বিশেষ কোন স্বার্থহানি হয় নাই। কিন্তু স্পেন দেশের রাজ্যারোহণ-সংক্রান্ত যুদ্ধের (Wars of the Spanish Succession) অবসানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফরাসীরাজকে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল।

১৫শ লুইর রাজত্বকালে (১৭১৫-১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) কর্সিকা ও লোরেন্ প্রদেশ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়; কিন্তু সপ্তবর্ষযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, তিনি ফরাসী অধিকৃত কতকগুলি উপনিবেশ হারাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে ফরাসী সাহিত্য উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে এবং য়ুরোপের আদালতসমূহে ফরাসী-ভাষা গৃহীত হয়। স্বাধীনতাপ্রয়াসী আমেরিকাবাসিগণ ইংলণ্ডের অধীনতা উচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলে ফরাসীরাজ ১৬শ লুই তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব (The French Revolution) উপস্থিত হয়, প্রজাপুঞ্জের সহিত রাজকীয় দলের ঘোর সংঘর্ষে ফরাসীরাজ্য ছারখার হইয়াছিল। রাজহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি বীভৎস ব্যাপারসমূহ সংসাধিত হয়। এমন কি অসংখ্য ফরাসী-রমণীও অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া রাজরাণীর হত্যাসাধনে ভার্সা-য়েল নগরে গমনপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। তথাকার রক্ষিদল এই বৈরনির্য্যাতনপর রমণীকুলের হস্তে নিপতিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করে। রাজরাণী পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়াই শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তাহা না হইলে তিনি কখনই এই রমণীগণের হস্তে নিস্তার পাইতেন না। ক্রমেই এই রাষ্ট্রবিপ্লব ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। ১৬শ লুইর মুণ্ড অন্যায়-বিচারে বধ্যমঞ্চে গড়াগড়ি যায়। সেই সঙ্গে কত রাজপুত্র ও রাজপুরুষ শমনসদনে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইত্যবসরে জর্ম্মাণ ও প্রুসিয়ারাজের মিলিত সৈন্য ফ্রান্স আক্রমণ করে, কিন্তু রণোন্মত্ত ফরাসী-সৈনিকের সমক্ষে তাহারা অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারে নাই। অতঃপর পূর্ব্বতন রাজতন্ত্র ও রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া, ফরাসীরাজ্যে ১৭৯২-১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়নের অভ্যুদয় হয়। এই বালকবীরের বীরত্ব দেখিয়া প্রজাগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। রাজা এবং রাজপরিবারবর্গের চেষ্টায় প্রজার সব নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি সাহসভরে সর্ব্বসমক্ষে দুএকটী বক্তৃতা করেন। এই রাজদ্রোহিতার ফল তিনি হাতে হাতে পাইলেও, প্রজাতন্ত্রের অবসানে ফরাসী সম্রাট্ হইয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সম্রাট্ হইয়া নেপোলিয়ান্ বীরদর্পে ও অমিতবিক্রমে রুষ, জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজ্য জয়পূর্ব্বক একটী বিস্তৃত ফরাসী-সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অষ্টারলিট্জের ভীষণ যুদ্ধ তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কীর্ত্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া নেপোলিয়ান্ রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন। সুতরাং সেনানীমণ্ডলী ও মন্ত্রি-সভা ক্রমশঃই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিল। মন্ত্রিদলের অনুরোধে তিনি ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রিল সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া এল্‌বা-দ্বীপে গমনপূর্ব্বক আশ্রয়লাভ করেন। ইত্যবসরে বোর্বো-বংশীয় ১৮শ লুই মন্ত্রিসভার অনুরোধে রাজপদে বরিত হন; কিন্তু তখনও নেপোলিয়ন্ ফ্রান্সের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। একবর্ষ মধ্যেই তিনি ফ্রান্সে আসিলেন। তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলে উদ্‌গ্রীব সেনাদল তাঁহার সহিত যোগ দিল। সৈন্য লইয়া তিনি প্রুসিয়ারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। লিগ্নীর যুদ্ধে প্রুসিয়ারাজ ১৬ই জুন তারিখে পরাজিত হইলেন; কিন্তু ওয়েলিংটনপ্রমুখ বিপক্ষ সেনা তাঁহাকে ১৮ই জুন ওয়াটার্লুক্ষেত্রে আক্রমণ করিল। শত্রুবাহিনীর সমক্ষে সৈন্যহীন হইয়া দাঁড়াইতে না পারিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পুনরায় মন্ত্রিবর্গের অনুরোধে নিজ পুত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। এবারও নিষ্ঠুর ফরাসী মন্ত্রিসভা তাঁহার সহিত শঠতা করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে বোর্ব্বোবংশ পুনরধিষ্ঠিত হইল। শত্রুহস্তে মৃত্যু বা অপমানিত হইবার ভয়ে তিনি জীবনভিক্ষা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু নৃশংস ফরাসী মন্ত্রিদল তাঁহার কথা কাণে স্থান দিল না। ছলনা করিয়া তাহারা জগতের অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ান্ বীরকে শত্রু ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিল। ইংরাজরাজও

তাঁহাকে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে লইয়া বন্দী করিলেন। যে নেপোলিয়ান ফরাসীজাতির উন্নতির আদর্শ ছিলেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ কঠোর ব্যবহার ফরাসীজাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ। [নেপোলিয়ান দেখ।]

১৮শ লুইর মৃত্যুর পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১০ম চার্লস্ রাজা হন এবং তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্য শাসন করিলে পর ঐ বংশীয় অন্যতম শাখার বংশধর লুই ফিলিপে ফরাসীজাতির সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারী ফরাসী-রাজ্যে পুনরায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের বিলয় ঘটিলে ফরাসী সাম্রাজ্য বোনাপার্টি বংশের অধিকারে আইসে। ৩য় নেপোলিয়ন ফরাসী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হোহেনজোলার্ণ রাজপুত্র লিওপোল্ডের মস্তকে স্পেনরাজমুকুট প্রদত্ত হইলে, প্রুসিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদ বাধে। উক্ত বর্ষের ১৯এ জুলাই সম্রাট্ নেপোলিয়ান যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষে ফ্রান্সের অদৃষ্টা-কাশ ক্রমশঃই মেঘাচ্ছন্ন হইতে থাকে। সমগ্র জর্ম্মণ শক্তির সমরে একে একে ফরাসীসেনাদল ক্ষয় হইতে লাগিল, সেদানযুদ্ধে নেপোলিয়ান স্বয়ং বন্দী হইলেন এবং বিখ্যাতসেনানী মার্শাল বজেনে প্রায় ১লক্ষ ৭৩ হাজার ফরাসীসেনা লইয়া মেট্জে নগরে জর্ম্মণ-হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

মার্শেল ম্যাকমাহোন, জেনারল ভিন্সি প্রভৃতি বীরবৃন্দ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিলেও মদোদ্ধত জর্ম্মণসৈন্য পারীনগর অবরোধ করিল। সাম্রাজ্ঞী ইউজিন্ এই সময় রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, জর্ম্মণসৈন্যের আগমনে তিনি পলায়ন করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্মেণ্ট ও জর্ম্মণ সম্রাটের মধ্যে এক সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির সর্ত্তানুসারে ফরাসীগণ জর্ম্মণ সম্রাট্‌কে এল্সাস ও লোরেন্ প্রদেশ এবং যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২০ কোটি পাউণ্ড মুদ্রা দিতে বাধ্য হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত ঐতি-হাসিক ও রাজনৈতিক থিয়ার্স এবং পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মার্শাল ম্যাক্‌ম্যাহোন ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জুলে গ্রেভী ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী হইতেই ফরাসী রাজ্যের বর্ত্তমান শাসনবিধি প্রচলিত হইয়াছে।

পারীনগর এই রাজ্যের রাজধানী। জুলিয়াস্‌সিজার এই নগরকে লুটেসিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে এই নগর মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে আবৃত ছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ‘পারিসিয়াই’ নামক কেল্টিক জাতির বাস হইতে এই স্থান পারিসিয়া নামে পরিচিত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভে এই নগর রাজধানীরূপে মনোনীত হয়, পরে ১০ম শতাব্দে হিউ-ক্যাপেট্ এখানে ফরাসী রাজতন্ত্রের রাজধানী স্থাপন করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মড়কাদিতে এই নগর হতশ্রী হইয়া যায়, পরে ৪র্থ হেনরী, ১৩শ ও ১৪শ লুইর শাসনকালে এই নগর নানা অট্টালিকাদিতে সুশোভিত এবং আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অধিকারে এবং লুই ফিলিপের যত্নে এই রাজধানী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। যাহা কিছু বাকী ছিল, ৩য় নেপোলিয়ান ও বেরণ হস্‌মান তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যান। এই সময়ে রাজকীয় অট্টালিকা, উদ্যান, সেতু, জল-প্রণালী ও দুর্গ প্রভৃতির পুনর্নির্ম্মাণকল্পে প্রায় ৭ কোটী পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। পারীনগরী সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সুগঠিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ-সৈন্য কর্ত্তৃক রাজধানী অবরোধ এবং পরবর্ত্তীকালে কমিউনদিগের (the Commune) অত্যাচারে পারীনগরীর বহু ক্ষতি হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রজাতন্ত্র-মন্দিরে (Place de la Republique) একটী ১০ ফিট উচ্চ অশ্বাসন স্থাপিত হইয়া-ছিল। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকালয় এই নগরে বিরাজিত। [পুস্তকালয় দেখ।]

১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারী রাজধানীতে একটী জগৎপ্রসিদ্ধ প্রদ-র্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রদর্শনীর অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। ইতিপূর্ব্বে অসাধারণ পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে এরূপ শিল্পপ্রদর্শনী আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দে ইহাই ফরাসীজাতির গৌরব-পরিচায়ক। আফ্রিকার ফাসোদারণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া ফরাসীদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহ ও খৃষ্টান-হত্যার প্রতিশোধ লইতে ইহারাও প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব

ব, বকার। ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োবিংশ বর্ণ ও প বর্গের তৃতীয় বর্ণ। এই বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। জিহ্বাগ্রে ওষ্ঠদ্বয়ের স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহা স্পর্শবর্ণ। এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা অল্পপ্রাণ। এই বর্ণের লিখন প্রকার—

"ত্রিকোণরূপিণী রেখা বিষ্ণুশক্রকরূপিণী।
মাত্রাশক্তিঃ পরা জ্ঞেয়া ধ্যানমস্ত প্রচক্ষতে॥" (বর্ণমালাতন্ত্র)

প্রথমে ত্রিকোণ ভাবে রেখা করিতে হইবে, তাহাতে মাত্রা টানিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। এই ত্রিকোণরূপিণী রেখা, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবস্বরূপিণী এবং পরম মাত্রা শক্তি।

ইহার ধ্যান—

"নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং নীলাম্বরধরাং পরাম্।
নাগহারোজ্জ্বলাং দেবীং বিভূষাং পদ্মলোচনাং॥
এবং ধ্যাত্বা বকারস্য তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া দশবার বকারের জপ করিতে হয়।

ইহার প্রণাম—

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিধামৃতলেপিতং।
নমঃ কুণ্ডলিনীং দেবীং সততং প্রণমাম্যহং॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই বকার চতুর্বর্গপ্রদায়ক, শরচ্চন্দ্রসদৃশ, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক এবং ত্রিবিন্দুসহিত। ইহাই বকারের স্বরূপ।

"বকারং শৃণু চার্বঙ্গি ! চতুর্বর্গপ্রদায়কং।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার বাচক শব্দ বলী, ভূধর, মার্গ, বর্বরী, লোচনপ্রিয়া, প্রচেতস্, কলস, পক্ষী, স্থলগণ্ড, কপর্দিনী, পৃষ্ঠবংশ, শিখিবাহ, যুগন্ধর, মুখবিন্দু, বলী, ঘণ্টা, যোদ্ধা, ত্রিলোচনপ্রিয়, ক্লেদিনী, তাপিনী, ভূমি, সুগন্ধি, ত্রিবলিপ্রিয়, সুরভি, মুখবিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ, বর্টাপুর, চপেটা, মোদক, গগন, পক্তি, পূর্বাষাঢ়া, মধ্যলিঙ্গ, শনি, কুম্ভ, তৃতীয়ক। (নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

ব (পুং) বল-ড। ১ বরুণ। ২ সিন্ধু। ৩ ভগ। ৪ তোয়। ৫ গন্ধ। ৬ পঙ্ক। ৭ তন্তুসন্তান। ৮ বপন। ৯ কুম্ভ। (শব্দরত্না°) ইহার সাঙ্কেতিক নাম যুগন্ধর, সুরভি, মুখবিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ। (বীজাভিধা°) ভূধর, দশগণ্ড। (রুদ্রযামলোক্ত বীজাভি°)

'বঃ পুমান্ বরুণে সিন্ধৌ ভগে তোয়ে গতেঽপি চ।
গন্ধকে তন্তুসন্তানে পুংস্যোব বপনে স্মৃতঃ॥' (মেদিনী)

বই (দেশজ) ১ পুস্তক. বহি শব্দের অপভ্রংশ। ২ বিনা, ব্যতিরেক।

বইন (দেশজ) ভগিনী।

বইনঝি (দেশজ) ভগিনীর কন্যা, বুনের মেয়ে।

বইনপো (দেশজ) ভগিনীপুত্র।

বউ (দেশজ, বধূ শব্দের অপভ্রংশ) ১ পত্নী। ২ পুত্রবধূ।

বউকথাকও, একপ্রকার পক্ষী।

বউনি (দেশজ) বিক্রয় আরম্ভ, ব্যবসায়ীদিগের প্রথম বিক্রয়।

বউয়া (দেশজ) কুৎসিত গালিবিশেষ, পুত্রবধূগমনকারী। এই শব্দ প্রায়ই পরিহাসব্যাপারে ব্যবহৃত হয়।

বউয়ামী (দেশজ) পুত্রবধূগমন, বউয়ার কার্য্য।

বউভাত (দেশজ) বিবাহের পর নববধূ স্বামি-গৃহে আসিয়া কুটুম্বদিগকে যে ভাত দেয়, তাহাকে বউভাত কহে। এইদিন সকলকেই বউয়ের হাতে ভোজন করিতে হয়।

বউমারী (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

বংহিমন্ (পুং) অয়মেষামতিশয়েন বহুলঃ বহুল-ইমন্, (বহুল-শব্দস্য বংহাদেশঃ। পা ৬।৪।১৫৭) অতিশয় বহুল, বাহুল্য।

বংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন বহুঃ বহু-ইষ্ঠ, প্রিয়স্থিরেত্যাদি ইষ্ঠ-প্রত্যয়ঃ। অতিশয় বহু, অত্যধিক।

"বংহিষ্ঠ-কীর্ত্তির্বলসা বর্ষিষ্ঠঃ" (ভট্টি ২।৪৪)

বংহীয়স্ (ত্রি) বহু-ঈয়সু, ততো বংহাদেশঃ। অতিশয় বহুল।

বঁইচ (দেশজ) ক্ষুদ্র বন্য ফলবৃক্ষ বিশেষ, বৈকঙ্কত বৃক্ষ। (Flacourtia Sapida) এই বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ এবং ঝোপের ন্যায় একত্র জড়াইয়া থাকে। ভারতবর্ষের শুষ্কপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এবং ব্রহ্মের প্রোম নগর পর্য্যন্ত এই বন্যবৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফলগুলি লোহিত-কৃষ্ণ এবং খাইতে সুস্বাদু।

বিভিন্ন স্থানে ইহার বিভিন্ন নাম।—হিন্দি—বিলজরা, জনচের কন্দ, হিন্দি, কট্টার, কাট, কুন্দরী, বুঞ্জ, বৌচী; বাঙ্গালা—বিঞ্চা, বঁইচ, কটাই, তম্বট; পালামৌ—কটাকুল; কোল—সেরলী, মার্লেক, মর্লখী; সাঁওতাল—মেলী; উড়িয়া—বোনিচ,

বৈলি, বঁইচো ; গৌড়—অর্দ্ধহরি, কতিএন ; পঞ্জাব—কুকই, ককোয়া, কন্থু, কন্দেই, কুকোয়া ; সিন্ধু—কুতকাশ, বাবচে ; মধ্যপ্রদেশ—কাঙ, কাঙি, বিলাতী ; বোম্বাই—বাঞ্জ, কণ্টক, তথট, কৈকুল, পহার, ফেকল, ককথ ; দাক্ষিণাত্য—কুলরী, বুঞ্জ, বৌচী ; মরাঠী—পহার, ফেকর, ককেই, ককের, অতুর্ণী ; কুর্কু—গুঙ্গরোটী ; তেলগু—কনরেগু, পোন্দ—কনডু, কণ, নকনরেণ্ড ; সিংহলে—উগুরন।

পঞ্জাব ও বাঙ্গালার কখন কখন বেলকাঁটার পরিবর্ত্তে বঁইচের কাঁটা ধমক উঠাইতে ব্যবহৃত হয়। অতবালকের গাত্রবেদনা নিবারণের জন্ম এবং ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিতে দাক্ষিণাত্যবাসীরা ইহার বীজ ও হরিদ্রা একত্র গুড়াইয়া বালকের গায়ে মাখাইয়া দেয়। বিসূচিকারোগে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইহার আঠাও ব্যবহার্য্য। সবিরাম জ্বরে ছোটনাগপুরবাসিগণ ইহার ছাল ব্যবহার করে। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার গুণ সুমিষ্ট, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও পাচক। কামলা ও প্লীহারোগে ইহার প্রয়োগ আছে। বঁইচফল কুলের ন্যায় কাঁচা ও রাঁধিয়া খাওয়া যায়। ইহার পত্রও গবাদির ভক্ষণীয়। কাঠ শাদবর্ণ ও কঠিন এবং যন্ত্রাদির বাঁটের উপযোগী।

বঁধু (দেশজ) বন্ধু শব্দের অপভ্রংশ, ১ সুহৃদ্। মিত্র। ২ অতি প্রিয়জন।

বক, ১ কৌটিল্য, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° সেট্। লট্ বকতে। লোট্ বকতাং। লিট্ ববকে। লুঙ্ অবকিষ্ট।

বক (পুং) বকতে কুটিলীভবতি বকি-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। জলাময়াত পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—বক্ষ, হারবলিভুক্, কক্ষের, শুক্লবায়স, দীর্ঘজঙ্ঘ, বকোট, গৃহবলিপ্রিয়। (শব্দরত্না°) মিষৈত, শিখী, চন্দ্রবিহঙ্গম, তীর্থসেবী, তাপস, মীনঘাতী, মৃষাধ্যায়ী, নিশ্চলাঙ্গ, দাম্ভিক। ইহার মাংসগুণ মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, অগ্নিপ্রকোপক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দী। এই মাংস অতিশয় অপথ্য। (ভাবপ্র°)

বকপক্ষী দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ। গলা ও পদদ্বয় লম্বা, ঠোঁট লম্বা ও ছুঁচাল এবং পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র, নাই বলিলেও চলে। ইহাদের গলদেশ এত কোমল যে, জগতে আর তাহার দ্বিতীয় নাই। এজন্য উহা সাধারণতঃই মূল্যবান্। কোন কোন লোকে টুপিতে উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকগণ এই জাতীয় পক্ষীকে Ardea শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারদিগের মতে ইহারা প্লবজাতীয়, যেহেতু ইহারা নিরন্তর জলাশয়তটে থাকিতে ভালবাসে। ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে এই জাতীয় পক্ষীকে Heron (Ardea Cinera) বলে; কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ আমাদের বক অপেক্ষা আকারে বৃহৎ।

যখন জলাশয়তটে থাকে, তখন তাহারা বড়ই নিরীহ বলিয়া বোধ হয়। স্থিরভাবে গলদেশ নত রাখিয়া মৎস্যের গমনাগমন প্রতীক্ষা করে, কিন্তু যেমন একটী ক্ষুদ্রাকার মৎস্য জলের উপর দিকে ভাসিয়া উঠে, অমনি চকিতের ন্যায় তাহারা লম্বা ঠোঁট বাহির করিয়া ঐ জলজ জীবকে ধরিয়া উপরে আনে এবং গলাধঃকরণ করে।[1] পক্ষান্তরে য়ুরোপীয় 'হিরন' পক্ষী জলো ইন্দুর, ভেক ও সরীসৃপাদির শাবক ধরিয়া খায়। উদরান্ন সংগ্রহের জন্য তাহারা জলাশয়তীরে নিশ্চলভাবে সারাদিন বসিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে বৃক্ষাদির ডালে বসিয়া নিশা যাপন করে। কিন্তু যখন তাহাদের ডিম্ব পাড়িবার সময় আইসে, তখন তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যত্র উড়িয়া যায়। আকাশপথে তাহারা এত উপরে উঠে যে, আমরা নিম্নদেশ হইতে তাহাদের অতিশয় ক্ষুদ্রাকার শ্বেতকায় দেখিতে পাই। আমাদের দেশের বালকবালিকাগণের বিশ্বাস যে, বকজাতির আকাশভ্রমণকালে প্রার্থনা করিলে তাহারা আমাদের নখের উপর সাদা সাদা দাগ দিতে পারে।[2] তাহারা কোন নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষে বাস করে, এমন কি কোন কোন বৃক্ষে ৮০টীর অধিক নীড় সংখ্যা দেখা গিয়াছে। যদি কোন স্থানে গাছের উপর সকলের বাসা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই স্থানে ভূমির উপর বাসা নির্ম্মাণ করে। ঐ নীড় মোটা কাটির দ্বারা বড় ও চেপ্টাভাবে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু উহার মধ্যভাগ কোমল পশম বা অন্য পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ইহারই উপরে তাহারা ৪টী কি ৫টী নীলাভ হরিৎ বর্ণের ডিম পাড়ে। অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় ইহাদের ডিমের খোলা তত চক্‌চকে হয় না। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলেও পক্ষিশাবক প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল নীড় মধ্যে থাকে, ঐ সময় বৃদ্ধ পক্ষীরা মৎস্য ধরিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয়। কখন কখন বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড়কাক ও বকে বিরোধ উপস্থিত হয়। ডাঃ হেশাম (Dr. Heysham) ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডে ঐরূপ পক্ষিবিবাদ দৃষ্টিগোচর করেন। প্রথম যুদ্ধে ওক গাছটী নষ্ট হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে বকেরা জয়ী হইয়া দাঁড়কাকদিগের অধিকৃত স্থানে যাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। অবশেষে এই দুই বিরোধী দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।[3] ইহারা স্বভাবতঃই পোষ মানে, সদাই পাল-

(১) এইজন্য যে ব্যক্তি বাহিরে ভালমানুষী দেখায়, অথচ ভিতরে তাহার ভিতর ছুরি, লোকে সাধারণতঃ তাহাকে 'বকধার্ম্মিক' বলিয়া উপমা দেয়।

(২) "বকা মামা বকা মামা ফুল দিয়ে যা।
চারকড়া কড়ি দিব গুণে নিয়ে যা॥"
এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই।

(৩) English Cyclopædia, Nat. Hist Vol. I. p. 294.

কের নিকটে থাকিতে ভালবাসে এবং মৎস্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যও খাইতে দেখা যায়। ইহারা হংসাদির ন্যায় শীঘ্র সাঁতার কাটিতে পারে না। তবে জলার উপর দিয়া ডানা ও পদের ভর রাখিয়া উড়িতে উড়িতে অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যায়। কখন কখনও তাহারা ১০ বা ১২ ফিট্ স্থান সাঁতারিয়া পার হইতে দেখা গিয়াছে।

তিনবর্ষ পর্য্যন্ত শাবকদিগের মাথায় ঝুঁট হয় না, তৎপরে মস্তকের উপরিভাগে কতকগুলি পালখ উঠে। গলার পালখ সাদা ও অপেক্ষাকৃত কোমল হয়। ঠোঁট ক্রমশঃই হরিদ্রাবর্ণের হইতে থাকে। পদদ্বয়ের বর্ণও পক্কতা পায়, এই সময়ে শাবকদিগের শারীরিক গঠন ততদূর সুন্দর হয় না; কিন্তু তিন বর্ষ পরেই যেন তাহাদের যৌবনোদগম হয়। পুং বা স্ত্রী পক্ষী স্বভাবতঃই সুচিক্কণ পালখাবৃত ও সুন্দরমূর্ত্তি হইয়া থাকে। য়ুরোপে পূর্ব্বকালে বকশিকার সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের ক্রীড়ামধ্যে গণ্য ছিল। শিকারকালে কোন মহাশয় ব্যক্তি যদি একটী বকডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ১ পাউণ্ড অর্থ দণ্ড দিতে হইত।

বকমাংস একটী সুখাদ্য আহার। ইংলণ্ডে ৪র্থ এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বকালে ইয়র্কের আর্কবিশপ জর্জ নেভীলের অভিষেক সময়ে বহুশত বক নষ্ট হইয়াছিল। রাজা অষ্টম হেন্‌রীর বিবাহ সময়ে বকমাংসের প্রচলন ছিল। এক্ষণে রুচির পরিবর্ত্তন সঙ্গে ইংলণ্ডেও বকমাংস আহার রহিত হইয়াছে।

২ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ, চলিত বকফুল। পর্য্যায়—শিববল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বুক, বসুক, বস্ত, বকপুষ্প, শিবমল্লী, কাকশীর্ষ, স্থূলপুষ্প, শিবপ্রিয়, কাকনাসা, বসহট্ট, অগুরক, রক্তপুষ্প, মুনিতরু, অগস্তি, বঙ্গসেনক, অগস্ত্য, শীঘ্রপুষ্প, মুনিদ্রুম, ব্রণারি, দীর্ঘফলক, বক্রপুষ্প, সুরপ্রিয়। (Sesbania grandiflora) ভিন্নভাষা,—হিন্দি—অগস্ত, অগস্ত্য, বগ, অগস্তিবসনা, বাঙ্গালা—অগস্ত, বক, বা, অগস্তি, বকফুল, বুকো; বেহার—হদগ, হেত, উঃ-পঃ-প্রদেশ—বিসনা, বকো, বোম্বাই—আগস্ত, বসনা, অগস্তি, মরাঠী—অগাস্তা, অগস্তি, শেবরী, চোপচিনি; গুজরাতী—অগথিও; তামিল—অগথিয়র, অগাতি; তেলগু—অবসিনন, অবেসি; কণাড়ী—অগস, ব্রহ্ম—পোথা, পৌকনন।

দক্ষিণ ও পূর্ব্বভারত, গঙ্গার অববর্ত্তী, ব্রহ্ম, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া ও মরিসস দ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। গাছগুলি স্বভাবতঃ ২০ হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় পল্‌কা, অল্পদিন পরে বৃক্ষটী আপনিই মরিয়া যায়। ফুলগুলি দেখিতে পলাশ পুষ্পের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ও সাদা এবং কোথাও কোথাও ঈষৎ লালাভ শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে।

বৃক্ষনির্য্যাস লাল, রৌদ্র ও বাতাসে ঘোর বেগুনের মত কাল হয়। উহা জল এবং সুরাসারে গলিয়া যায়। কাষ্ঠ শুভ্র ও নীরস বলিয়া রৌদ্রের উত্তাপে দুফাঁক্ কাটিয়া যায়, কিন্তু ভিতরের দিকে যে আঁইসের মত পাতলা ছাল থাকে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় তন্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছালে ধারকতা-শক্তি আছে। বসন্তোদগমের প্রথমাবস্থায় অথবা সঙ্কোচক জ্বরে ছাল জলে ভিজাইয়া খাইতে দেয়। কোথাও কোথাও ফুল ও পত্রের রস লইয়া শিরঃপীড়ায় ও নাসা রোগে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ রস উত্তমরূপে টানিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে উপযুক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া ব্যক্তির বেদনা ও গুরুত্ব নষ্ট হয়। লাল বর্ণযুক্ত বকফুলের শিকড় জলে বাটিয়া বাতযুক্ত স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। দুষ্টব্রণ বা শস্ত্রাঘাতে নষ্ট স্থানে পত্রের পুল্‌টিস লাগাইলে ক্ষতস্থান আরোগ্য হয়। পুষ্পের রস চক্ষুতে দিলে ঝাপ্‌সা দোষ যায়। কচি পাতা ও ফুল রাঁধিয়া খাইতে উত্তম। ইহার সুঁটী বরবটীর ন্যায় ব্যঞ্জনাদিতে খাওয়া যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কষায় লাগে, অধিক খাইলে উদরাময় জন্মে।

এই পুষ্প শিবের অতি পবিত্র। দেবপূজায় ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহা সিত, পীত, নীল ও লোহিত ভেদে চারিপ্রকার। তন্ত্রমতে ইহা যজ্ঞপুষ্প। এই পুষ্পে সকল দেবতার পূজা করা যায়। বিশেষতঃ অন্যান্য পুষ্প পর্য্যুষিত হইলে তাহাদ্বারা পূজা করা যায় না, কিন্তু বকপুষ্প পর্য্যুষিত হইলেও তাহাতে পূজা করা যায়। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, শিশির, শ্রম, কাস ও ত্রিদোষনাশক এবং বলকর। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে শীত, নক্তান্ধ্যনাশক, চাতুর্থকনিবারক, তিক্ত, কষায়, কটুপাক, নীরস, রেচক, পিত্ত ও বাতঘ্ন। (ভাবপ্র°) ৩ কুবের। ৪ রক্ষোবিশেষ। এই রাক্ষস ভীমের হস্তে নিহত হয়। (ভারত ১।১৬২।১৩) ৫ অসুর বিশেষ, বকাসুর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই অসুর নিহত হয়। লিখিত আছে—

একদা গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধেনু চরাইতে বনে গমন করেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকে জলপান করাইবার জন্য একটী জলাশয়ে উপস্থিত হন। সেই সময় বকরূপধারী অসুর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, বলরাম প্রভৃতি ইহা দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। এই বককণ্ঠও অতিশয় প্রখর। ভগবান্ কৃষ্ণ বকের বদন মধ্যস্থ হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে

উদ্গার করিয়া ফেলিল। পরে বক তুণ্ডাঘাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবধের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া দুই বাহুতে তাহার তুণ্ড ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। (ভাগবত ১০।১১ অ°)

৬ তালব্যশকার।

"সো বারুঃ বপয়ো বকঃ" (বীজবর্ণাভি°) ৭ যন্ত্রবিশেষ, বকযন্ত্র। [যন্ত্রশব্দ দেখ।]

বকচিঞ্চিকা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ। পর্য্যায়—বকাটী। (হারাবলী)

বকজিৎ (পুং) বকং জিতবান্ ইতি জি-কিপ্ তুক্ চ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকা°)

বকধূপ (পুং) বকইব শুভ্রবর্ণ-ধূপঃ। বৃকধূপ। (অমরটীকা)

বকনা (দেশজ) স্ত্রীগোবৎস।

বকনিসূদন (পুং) নিসূদয়তি হন্তীতি সূদি-ল্যু বকস্য নিসূদনো ঘাতকঃ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

বকপঞ্চক (স্ত্রী) বকোপলক্ষিতাঃ পঞ্চতিথয়ো যত্র কপ্, বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়াদিতি বচনাদেব তথাত্বং। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বকপঞ্চক, অর্থাৎ এই পাঁচটী তিথিকে বকপঞ্চক কহে। এই পাঁচদিন কাহারও মৎস্য বা মাংস ভোজন করিতে নাই। বকগণও এই পাঁচদিন মৎস্য ভক্ষণ করে না, এইজন্য ইহার নাম বকপঞ্চক হইয়াছে। অতএব এই পাঁচদিন মৎস্য মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে কার্ত্তিক মাসেই মৎস্যমাংসভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মৎস্যাদি ভোজন করেন; তাঁহারা কিন্তু এই পাঁচদিন মৎস্যাদি ভোজন করিবেন না।

"একাদশীং সমারভ্য যাবৎ পঞ্চদশীভবেৎ।
বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়াৎ মীনং মাংসঞ্চ কিং নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বকপুষ্প (পুং) বকইব বক্রং পুষ্পং যস্য। বকবৃক্ষ। (শব্দর°) (স্ত্রী) বকস্য পুষ্পং। অগস্তিকুসুম, বকফুল।

বকম (আরবী) ১ রক্তবর্ণ কাষ্ঠ। (Caesalpinia Sappan) ২ পায়রার শব্দ।

বকলম্ (পারসী) একজনের পরিবর্ত্তে অন্যে যে নাম সহি করে, তাহাকে বকলম কহে।

বকবৃত্তি (পুং) বকস্যেব স্বার্থসাধিকা বৃত্তির্যস্য। বকতুল্য বর্ত্তনবিশিষ্ট কপটাচারী। ইহার লক্ষণ—

"অর্ব্বাগ্‌দৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যা বিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ॥" (বিষ্ণুপু° টীকা স্বামী)

যাহারা অর্ব্বাকদৃষ্টি, নৈষ্কৃতিক, স্বার্থসাধনবিষয়ে তৎপর, শঠ এবং কপটবিনীত হয়, তাহাদিগকে বকবৃত্তি কহে।

বকবৈরিন্ (পুং) বকস্য বৈরী ঘাতকত্বাৎ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (জটাধর)

বকয়া, কৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী নদী। (ব্র° খ° ৪৭।২৫)

বকব্রতিন্ (পুং) বকব্রতমস্যাস্তীতি ইনি। মিথ্যাবিনীত, বকবৃত্তি।

বকা (দেশজ) ১ কুপথগামী। দুশ্চরিত্র। ২ তিরস্কার। ৩ অধিক কথা বলা।

বকাটী (স্ত্রী) ১ বকচিঞ্চিকা মৎস্য। (হারা°) (দেশজ) ২ তন্তুবায়দিগের বস্ত্রবয়নের দণ্ডবিশেষ।

বকারি (পুং) বকস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ভীমসেন।

বকুর (ত্রি) ভাস্বরঃ বা ভয়ঙ্করঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ১ ভাস্বর। ২ ভয়ঙ্কর। (ঋক্ ১।১১৭।২১)

বকুল (পুং) বকতে ইতি বকি কৌটিল্যে (মদ্‌গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) উরচ্, প্রত্যয়স্যেকদা লত্বং বর্ণস্যোপশ্চ। স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ। (Mimusops Elengi) পর্য্যায়—কেসর, কেশর, বকুল, সিংহকেসর, বকুল, বরলব্ধ, সীধুগন্ধ, মুকুল, মুকুল, স্ত্রীমুখমধু, দোহদ, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থিরকুসুম, শারদিক, করক, সীসংজ্ঞ, বিশারদ, গূঢ়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মদ্যামোদ, চিরপুষ্প। ইহার গুণ—শীতল, হৃদ্য, বিষদোষনাশক, মধুর, কষায়, মদাঢ্য ও হর্ষদায়ক। ইহার পুষ্পগুণ—রুচিকর, শীতাঢ্য, সুরভি, শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, কষায় ও মলসংগ্রহকারক। (রাজনি°) ইহার ফলগুণ—মধুর, গ্রাহক এবং দন্তস্থৈর্য্যকর। (ভাবপ্র°)

ইহার পুষ্পের সুমিষ্ট আঘ্রাণজন্য ইহা সমধিক বিখ্যাত। অনেকে সুবাস লইবার জন্য বকুলফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। এই বৃহদাকার বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। দাক্ষিণাত্য ও মলয় প্রায়োদ্বীপে ইহার বন দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে ইহার বিভিন্ন নাম আছে। হিন্দী—মুলসারী, মৌল্‌সেরি, বকুল, মুলসরি, মৌলসরো; বাঙ্গালা—বকুল, বউল, বোহল; উড়িয়া—বৌলো, বৌল; উঃ পঃ প্রদেশ—মৌলসারী; পঞ্জাব—মৌলসিরী, মৌলসরী; মধ্যপ্রদেশ—মৌলসরী, ভোলসরী; বোম্বাই—বোরসলি; মরাঠী—ওবলী, বোব্‌লি, ববোলি, বকুলা; গুজরাতী—বোলসরি, বোরসলি; মেবার—বর্সোলি; তামিল—মোগড়ম্, মগিল মরম্; তেলগু—পোগড়, পোগড়মন্ন; কণাড়ী—বোকল-বোল্ল, মুগলি; কুর্গ, পোগড়; মলয়—ইলেঞ্জী; ব্রহ্ম—খয়, খ-য়-ভয়; সিঙ্গাপুর—মুঙ্গেমল।

কোন কোন স্থানে আলনার সহিত বকুলছাল মিশাইয়া চামড়া পরিষ্কার করা যায়। বকুলছালে শতকরা ৪ ভাগ টেনিক এসিড্ থাকে; ইহার কাথ ঘোলা ও ঈষৎ লাল বর্ণের

হয়। ইহার রসে অল্প পরিমাণে লাল বর্ণ থাকায়, তাহাতে রেশম ও কার্পাসবস্ত্রাদির রং হইয়া থাকে। বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিলে যে নির্যাস পাওয়া যায়, তাহাও নানা উপকারে আইসে। পুষ্পে তৈল আছে, তাহা সহজে উবিয়া যায়, এইজন্য ঐ পুষ্প চোয়াইয়া গোলাপের ন্যায় সুগন্ধ জল বাহির করা যায়। বকুলবীজের তৈল রন্ধনকার্য্যে, আলোক জ্বালাইতে, ঔষধাদিতে মিশাইতে ও চিত্রকরের রঙ তরল করিতে ব্যবহৃত হয়।

চক্রদত্ত লিখিয়াছেন—কাচাফলের গুণ ধারক। দাঁতের গোড়া আল্‌গা হইলে ইহার প্রয়োগে দন্তমূল দৃঢ় ও চর্ব্বণশক্তি-বৃদ্ধি হয়। দন্তমাড়ীকতে অথবা দন্তমূলে কোন ঘা হইলে ছালের কাথ লইয়া কুলকুচা করিলে রোগের উপশম হয়। মূত্রনালী বা মূত্রস্থলীতে ঘাম জন্মিলে এই কাথ-সেবনে উপকার দর্শে। ইহা একটী জ্বরঘ্ন ঔষধরূপে গণ্য। কোঙ্কণপ্রদেশে ক্ষতধৌতকরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। গোয়ার 'আওয়া' রোগে শুষ্ক ফুল চূর্ণের নাস লইলে আরোগ্য হয়। আওয়া হইলে অধিকজ্বর এবং মস্তক, ঘাড়, স্কন্ধ ও সর্ব্বশরীরে বেদনা হয়। নাসগ্রহণে নাসাদেশ হইতে শ্লেষ্মা-স্রাবের পর বেদনা কমিয়া যায়। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলোকের পুত্রোৎপাদিকা শক্তি জন্মাইতে ইহার ছাল সেবন করান হইয়া থাকে। বাঙ্গালা প্রদেশে বকুলপুষ্পের পরিশ্রুত জল উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন বী ও বীজের শাস গুড়া উত্তমরূপে মাখিয়া, সেই বড়ী অনবরত বালক বালিকার গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ হয় এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে কঠিন মল নিঃসৃত হইয়া যায়। বহুকাল-স্থায়ী আমাশয়ে পক্ক ফলভক্ষণে উপকার দর্শে। বাটিয়া কপালে লেপন করিলে মাথাধরা রোগের শান্তি হয়।

গ্রীষ্ম ঋতুতেই ইহার ফুল ফুটে। তখন নিকটবর্ত্তী চারিদিক্ সৌরভে আমোদিত হয়; কিন্তু ফুলগুলি অধিক সময় গাছে থাকে না। বৃষ্টির ন্যায় একটির পর একটী করিয়া অনবরত ঝরিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের বৃন্তভাগে ফলোদগম হইয়া থাকে। ঐগুলি পাকিলে ঘোর হরিদ্রাবর্ণের দেখায়। পক্কফল খাইতে উত্তম। বকুলফুলের মালা দেব-পূজায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণে ইহার মালা আদরের সহিত গলায় পরে। এই পুষ্প হইতে একপ্রকার আতর প্রস্তুত হয়। ইহার কাঠে জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বামনপুরাণের ৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, একদিন মদন মহেশকে সমীপভাগে বিচরণ করিতে দেখিয়া আপনার সম্মোহন ফুলধনু মোচন করিতে উদ্যত হইলেন, এই সময়ে শিব তাঁহাকে ক্রোধান্বিত নেত্রে নিরীক্ষণ করেন। মদন মহেশের নয়নানলে আপাদমস্তক দগ্ধীভূত হইতেছে দেখিয়া হস্তস্থিত ফুলধনু নিক্ষেপ করেন, ঐ ধনু পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া চম্পক, বকুল, পাটলা, জাতি ও মল্লিকা এই পাঁচটী ফুল উৎপন্ন হয়। ২ শিব।

"বণিকো বর্দ্ধকী বৃক্ষো বকুলশ্চন্দনস্তথা।" (ভারত ১৩।১৭।১০৯)

বকুলা (স্ত্রী) বকুল-টাপ্। কটুকা। (রাজনি°)

বকুলী (স্ত্রী) বকুল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কাকোলী। (শব্দচ°)

বকূল (পুং) বকুল পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বকুলবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বকেয়া (আরবী) বাকী, পূর্ব্ব হইতে যাহা বাকী থাকে। ২ সাবেক। ৩ বদ্মায়েস, অভিজ্ঞ।

বকেরুকা (স্ত্রী) বকানাং বকসমূহানাং ঈরুকং গতির্যত্র। ১ বলাকা। ২ বাতাবৰ্জ্জিত শাখা। (মেদিনী)

বকোট (পুং) বক। (ত্রিকা°)

বক্ত (আরবী) সময়, অদৃষ্ট।

বক্‌বক্ (দেশজ) অধিক কথা বলা।

বক্‌বকম্ (দেশজ) পায়রার ডাক।

বকরূঈদ, মুসলমানগণের আচরিত উৎসববিশেষ। জিল্‌হজ্জ বা বকরঈদ নামক দ্বাদশ মাসের ৯ম দিবসে এই উৎসব উপলক্ষে একটী মহাভোজ হইয়া থাকে। ঐ তারিখে দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে পোলাও, হালুয়া ও চপাটিটা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া প্রথমে ফর্কা অর্থাৎ সাধু দরিদ্রদিগকে ভোজন করান হয়। অতঃপর দুবে-বরাতের ন্যায় মহম্মদ ও অন্যান্য পিতৃপুরুষগণের প্রীত্যর্থে ভোজ্যাদি উৎসর্গ ও ফতিহা পাঠ হয়। ঐ দিবসে কেহ কেহ উপবাসী (নহর) থাকে। পরদিন ১০ই, প্রাতঃকালে তাহারা ইদ্গা অভিমুখে ভজনার্থ গমন করে। ঐ সময় তাহারা তক্বীর পাঠ করিতে করিতে যায়[১]। ধনী ব্যক্তির বা গৃহস্থের প্রত্যহ ভজনান্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে একটী করিয়া ছাগবলি (কুর্ব্বাণী) দেওয়া উচিত[২] অথবা অসমর্থপক্ষে গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ বালক সাতজনে একত্র একটী গো বা উষ্ট্র বলি দিতে পারে। কোরাণে লিখিত আছে, যাহারা ভগবান্‌কে পশু-

(১) রাজা, রাজপুত্র, নবাব প্রভৃতি সকল ধনী ব্যক্তিই মহাসমারোহে তক্বীর পাঠ করিতে গমন করে। ইদ-ই জোহ্‌রান বা ইদ উল্-ফতের উৎসবেও এইরূপ তক্বীর পাঠবিধি আছে।

(২) ইব্রাহিম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিজ পুত্র ইস্‌মাইলকে বলি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্চেঞ্জল গ্রেবিল ঐ পুত্রকে সরাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ছাগবলি দেন। মুসলমানগণ ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া এই মহাভোজের আয়োজন করিয়া থাকেন।

বলি দিয়া তুষ্ট করেন, ভগবান্ সেই পশু পাইয়া তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে 'পুল-সিরাৎ' পার করিয়া দেন*।

৯ই তারিখ হইতে প্রত্যেক ফজর নমাজে ও ১৩ই তারিখের উসর নমাজ পর্য্যন্ত তাঁহারা একবার করিয়া তক্বী-ই-তুস্রীক আবৃত্তি করিয়া থাকেন। নমাজের পর তাঁহারা কাবাব ও রোটী প্রস্তুত করেন। পবিত্র ইব্রাহিম ও ইস্মাইলের নামে গৃহস্থ প্রত্যেকের জন্য ফতিহা পাঠপূর্ব্বক এবং লোক-সাধারণকে কিছু খাইতে দিয়া আপনারা আহার করিতে বসেন। অপর কেহ কেহ দুপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী থাকে। অতঃপর কলিজা পাঠাবে শিখ-রোটী খায়। ঐদিন অনেকে সুমিষ্ট ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া সকলকে দেন। অবস্থানুসারে কেহ কেহ প্রত্যেক আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবকে মর্য্যাদানুসারে এক, দুই বা ততোধিক হস্তাবশিষ্ট ছাগ পাঠাইয়া দেন। আবার কেহ কেহ অসমর্থতা-নিবন্ধন ঐ হতজীবের অগ্র বা পশ্চাদ্‌পদ অথবা অল্প একটুও পাঠাইয়া থাকেন। হতজীব তিনভাগে বিভক্ত হয়। ১ম ভাগ অধিকারীর, ২য় ভাগ নিঃস্ব ও দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দিবার জন্য এবং অবশিষ্ট ৩য় ভাগ কুটুম্বদিগের জন্য রাখিতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে ইদিয়া দেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ইদিনা উপহার পাইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের ইদ্-উল্ ফতের ও ইদ্-উল্-জোহা নামক ইদউৎসবই প্রধান। এই সময় জ্ঞানী ও মূর্খ সকলেই ইদগায় আসিয়া যোগ দেন। সুবেবরাৎ, আখরিচয়, সুন্না প্রভৃতি নামান্তর মাত্র।

বক্রেশ্বর, মুঙ্গেরের পূর্ব্বাংশে কক্তনদীর অপর পারে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। এখানকার কাটনী নামক স্তূপের ব্যাস ১৫০ ফিট্, উহার ইষ্টকগুলির পরিমাণ ১৫।×১০।×৩।০ ইঞ্চ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ভগ্ন স্তম্ভ ও বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত ছাপ পাওয়া গিয়াছে। হিউএন্‌সিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখানে মার্ত্তণ্ড পুকুর বা সূর্য্যকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী আছে। কেহ কেহ এই পুষ্করিণীকে বা নিকটবর্ত্তী অপর একটী পুষ্করিণীকে বুদ্ধকুণ্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর সূর্য্যকুণ্ডতীরে একটী মেলা হয়, ঐ সময় বহু তীর্থযাত্রী আসিয়া স্নানদান করিয়া থাকে। ইহার প্রাচীন নাম অঙ্গপুর।

মহাভারতে এই স্থান বেত্রকীয়গৃহ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ, মহাবীর ভীম এখানে বক রাক্ষসকে নিধন করিয়াছিলেন।

বক্সা, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। আলিপুর ইহার সদর।

২ উক্ত জেলার ইংরাজ সেনানিবাস। ভূটান পর্ব্বতমালার নিম্নতম অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। অক্ষা° ২৬° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৩৬´ পূঃ। কোচবিহার নগর হইতে ইহার ব্যবধান ১৬ ক্রোশ। গমনাগমনের সুবিধার জন্য একটী রাস্তাও আছে। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের ভূটান-যুদ্ধের সময় এখানে সেনার ছাউনি করা হয়। দুয়ার প্রদেশ অধিকারের পর পর্ব্বতের অধিত্যকা-ভূমে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বক্সার, বাঙ্গালার অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৫৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও সদর, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৪´ ২৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ০´ ৪৫´´ পূঃ। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। চিনি, তুলা, কার্পাসবস্ত্র ও লবণ এখানকার প্রধান ব্যবসা। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব মীর কাসিম সর্ হেক্টর মন্‌রো কর্ত্তৃক এখানে পরাজিত হন। এই স্থান সাধারণের নিকট পবিত্র ও বেদগর্ভ নামে পরিচিত। এখানে গৌরীশঙ্করের মন্দির ও বক্সর নামে একটী পুষ্করিণী আছে, কেহ কেহ উহাকে 'ব্যাঘ্রসর' বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ উহা হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রাশ্রম ও পরশুরাম প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আছে। প্রবাদ, বেদমন্ত্রদ্রষ্টা অনেক ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন।

বক্সার খাল, শোণনদী ও গঙ্গা নদীর সংযোজক একটী খাল। বক্সারের নিকট মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। চাস ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এই খাল গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কাটা হয়। ইহা লম্বে প্রায় ৭৫ মাইল।

বক্সার, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। রাজা অভয়চাঁদ কর্ত্তৃক এই স্থান অধিকারের পর এখানে বাইসজাতির বাস স্থাপিত হয়। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ এইখানে বকাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'বকসর' হইয়াছে। বকসরঘাটে নাগেশ্বরনাথ নামে একটী শিবমন্দির আছে। এখানে প্রতিবৎসর কএকবার মেলা হয়, তন্মধ্যে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় গঙ্গাতীরে চণ্ডিকা দেবীর মন্দির সমক্ষে যে একটী মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার

(৩) মুসলমানদিগের বিশ্বাস, স্বর্গে যাইতে হইলে পুল-সিরাৎ পার হইতে হয়। সুখময় স্বর্গ ও নরকময় মর্ত্ত্যের ব্যবধানে অনন্ত অগ্নি রহিয়াছে। ঐ কয়গণ মাধবকে অগ্নির মধ্য দিয়া স্বর্গে লইয়া যায়।

এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা ও মাঘী অমাবস্যার মেলাই প্রধান। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কাণপুরের হত্যাকাণ্ডকালে এই স্থান ইংরাজের দৃষ্টিতে পড়ে। মেজর ভিঃ দা বোসে প্রভৃতি কএকজন পলাতক ইংরাজসেনানী এখানে আসিয়া রাজা দিগ্বিজয়সিংহের অনুগ্রহ লাভ করেন।

বক্সিখাল, হুগলি জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের একটী শাখা। দামোদরের ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যভাগে প্রবাহিত।

বক্‌সী (পারসী) ১ সেনাপতি। ২ নাজিরের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। ৩ সমরসচিব। ৪ যিনি কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দেন।

বক্‌সীখানা (পারসী) বক্‌সীর কর্ম্মস্থান।

বক্‌সীস্‌ (পারসী) পারিতোষিক, পুরস্কার, ভৃত্যাদির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বখিল্‌ (আরবী) ১ কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, যাহাদের ব্যয় করিতে অতিশয় কষ্ট হয়। ২ অর্থলোভী, ধনলিপ্সু।

বখিলী (আরবী) বখিলের কার্য্য।

বখেয়া (পারসী) ১ একপ্রকার সেলাই, এই সেলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থায়িরূপে যে কিছু সেলাই করিতে হয়, তাহাতেই বখেয়া সেলাই দিতে হয়। ২ সাবেক।

বখৎগড়, মধ্যভারতের ভীলএজেন্সীর অন্তর্গত একটী 'ঠাকুরাত'-সম্পত্তি। বর্ত্তমান ঠাকুররাজ প্রতাপসিংহ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ধারদরবারের সম্মতিক্রমে বিধবারাণী কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক হইয়া পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ধাররাজাদিগকে বাৎসরিক প্রায় ১৬ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন।

বখ্‌তারি, আরবদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ কবি। খলিফা আলী মুক্তাইন্‌ বিল্লহের রাজসভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বিন্‌ বখ্‌তরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোগদাদনগরে ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, ২০৮ হিজিরায় তাঁহার জন্ম, অপরের মতে ঐ সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বখ্‌তাবর খাঁ, সম্রাট্‌ আলমগীরের অধীনস্থ একজন আমীর। ইনি নাজির বখ্‌তিয়ার খাঁ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বখ্‌তাবর নগরের সরাই তৎকর্ত্তৃক ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইনি উক্ত সম্রাটের ১০ বর্ষ রাজত্ব লইয়া মিরাৎ-ই-আলম্‌ নামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। আগ্রা নগরের সন্নিকটস্থ করিমাবাদে তিনি শেষ জীবন বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি, জনৈক মুসলমানসেনানী। ইনি বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনকে পরাজয়পূর্ব্বক বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ; কিন্তু ঐ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। যে ব্যক্তি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তাঁহার নাম মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার, তিনি বখ্‌তিয়ার খিলিজির পুত্র।

[বিশেষ বিবরণ বঙ্গ ও মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বখ্‌তিয়ারপুর, পাটনাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ২৫°২৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৩৪´ পূঃ। জরাসন্ধ-রাজধানী রাজগৃহ যাইতে হইলে এই বখ্‌তিয়ারপুর দিয়া গমন করিতে হয়।

বখ্‌রা, বিহার-রাজ্যের অন্তর্গত বেসাড় গ্রামের ১ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এই স্থান প্রাচীন বৈশালী রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে যে সিংহস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা অশোকপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং উহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী মর্কটহ্রদ ও কূটাগার প্রভৃতি ভগ্নাবশেষের নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সিংহস্তম্ভের অনতিদূরে একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। স্থানীয় জমিদার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভগ্নরাশি খননকালে ঐ ধ্যানীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধস্তূপের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ মূর্ত্তি মহাদেবরূপে পূজা করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী আরও একটী ভগ্ন স্তূপকে লোকে রাজা বিশালকা-মূর্চ্ছা (দুর্গ) বা ভীমসেনের পলিয়া বলিয়া থাকে। ২ ভাগ, অংশ।

বগ্‌দাদ, তুরস্কের রাজধানী বোগদাদ নগর। [তুরস্ক দেখ।]

বগদারু (স্ত্রী) বেশভেদ।

বগচাহ (স্ত্রী) স্থানভেদ।

বগল্‌ (পারসী) বাহুমূল, কক্ষ।

বগল্‌বাজান (দেশজ) ১ অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া। ২ জয়ী হওয়া, কোন বিষয়ে জয়লাভ হইলে বাহুমূলে হস্ত দিয়া শব্দ করার নাম বগল-বাজান।

বগী (দেশজ) ১ থালাভেদ, বগীথালা। ২ যানভেদ, বগীগাড়ী।

বগুড়া, বাঙ্গালার রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৪৯৮ বর্গ মাইল। এখানে তিস্তা (আত্রাই), ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, নাগর, করতোয়া- (ফুলঝর), বঙ্গালি ও মানস নদী প্রবাহিত। করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মহাবন্যার পূর্ব্বে এই নদী তিস্তার জল ভাসিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইত, তখন এই নদীবক্ষে বড় বড় বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিত এবং তজ্জন্যই প্রাচীনকালে এই নদীর বিশেষ গৌরব ছিল। বন্যার পর ইহার গতি ফিরিয়া যায়, এখনও সেই পুরাতন খাত দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে আর স্রোত নাই। এখন করতোয়াবক্ষে নৌকা লইয়া গমনাগমন কঠিন

হইয়া পড়িয়াছে। জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগ জলায় পূর্ণ। জলাগুলি মজিয়া উঠিলেও বন্যের সময় তাহাতে ধান্যের চাষ উত্তম হয়। বন্যার সময় জল যত বাড়ে, ধান্যের গাছও তত বাড়িয়া উঠে। কখন কখন ২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, দুই বা তিন সপ্তাহকাল জলে ডুবিয়া থাকিলেও ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। পাঁচবিবি ও শেরপুরের নিকট অরণ্যে বন্যভূমি দৃষ্ট হয়, অপর বনবিভাগে আবাদ করা হইয়াছে।

রাজশাহী, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের কতকগুলি থানা লইয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার সৃষ্টি হয়। তৎকালে এখানে বিস্তৃত নীল ও রেশমের চাষ হইত এবং দুর্দ্দান্ত দস্যুদিগকে শাসিত করিবার জন্য ইংরাজরাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দূরবর্ত্তী জেলা হইতে বিচারের সুবিধা হয় না দেখিয়া এখানে একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ঐ ব্যক্তিই রাজস্বাদি সংগ্রহ করিতেন। ক্রমে বগুড়া জেলার উন্নতি দেখিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নিযুক্ত হন।

এই জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় ও শেরপুর নগর ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ। মহাস্থানগড় এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত, উহার একপার্শ্ব দিয়া করতোয়া প্রবাহিত। এক সময়ে এখানে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখনও সেই স্থানবাসীর মুখে ঐ রাজবংশের অনেক কথা শুনা যায়। শাহ সুলতান মাহিসোরের জন্য এই স্থান মুসলমানদিগের একটা তীর্থ বলিয়া গণ্য। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে শেরপুর নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। মোগল ইতিবৃত্তে এবং ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ-শাসনকর্ত্তা ভ্রুকের (Von den Broucke) মানচিত্রে এই নগর বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঢাকায় মুসলমান নবাবগণের প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে এই নগর মুসলমান-অধিকারের সীমান্ত দেশে অবস্থিত এবং ভিন্নরাজ্যের সহিত বাণিজ্যের জন্য সমধিক বিখ্যাত ছিল। এখানে নীলের চাষের অবনতি হইয়াছে। রেশমের চাষ ও বস্ত্রাদি বয়নকার্য্য আজিও চলিয়াছে। শেরপুর ও নন্দাপাড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুইটী রেশমের কুঠী ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ঐ কুঠী উঠিয়া যায়।

চাল, পাট, সরিষা, চিনি, চামড়া, তামাকু ও গাঁজা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। যমুনাতীরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ, দমদমা, জামালগঞ্জ, বালুভরা, নৌগাঁও ও দুবলহাটী, করতোয়া তীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জ, ফকিরগঞ্জ, শুমাণিগঞ্জ, শিবগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ ও শেরপুর এবং নাগরকূলে পুণ্টাটিয়া হাটই এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগের সদর। করতোয়ার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষাº ২৪°৫০´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘিº ৮৯°২৫´৫০´´ পূঃ। এখানে কোন সুরম্য অট্টালিকা নাই। কালীতলা ও মালতী নগরের হাট এখানকার প্রধান স্থান।

বগুলা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ই, বি এস রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন ও বাণিজ্যে সুবিধা হইয়াছে। ইহার অদূরে চূর্ণী নামক নদী প্রবাহিত।

বগড়ী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী বিভাগ। হিন্দুরাজগণের সময়ে গঙ্গার দক্ষিণাংশ এই নামে পরিচিত ছিল। [বাগড়ী দেখ।]

২ মেদিনীপুরের উত্তর এবং হুগলী ও বাঁকুড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান। বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এস্থানে নির্ম্মিত বস্ত্রাদি বগ্‌ড়ির কাপড় নামে প্রসিদ্ধ।

বজনের, পোর্টুগালের রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। মানসনদীতীরে অবস্থিত।

বজাপুর, বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৫৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত জেলার একটী নগর।

বঙ্গস্, একটী মুসলমান-বংশ। স্বভাবতঃই নিরীহ। ফরুখাবাদের নবাববংশ এই বঙ্গস্‌বংশীয় মুসলমান।

বচসা (দেশজ) ঝগড়া।

বছরাওন, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাº ২৮° ৫৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘিº ৭৮° ১৩´ ৫৫´´ পূঃ।

বছরাবান, রায়বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ [illegible] বর্গমাইল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান সেনানী সৈয়দ সালার মসাউদ ও বাই রাজাদিগের হস্তে যথাক্রমে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হইলেও এই স্থান ভর জাতির অধিকারে ছিল। ঐ বৎসরেই জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম এই স্থান অধিকার করেন। ইব্রাহিম নিজ কর্ম্মচারী কাজি সুলতানকে এই সম্পত্তি দান করেন। অতঃপর খুঁদি ও বাইগণ পুনরায় জবংশধরগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। গিরিধারীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ ও হলনগঞ্জ এখানকার প্রধান-বাণিজ্য স্থান। ২ উক্ত জেলার দিখিজয়গঞ্জ তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। এখানে ৫টী প্রধান শিবমন্দির আছে।

বজ (পুং) ওষধি বিশেষ। (অথর্ব ৮।৬।৩)

বজরা (দেশজ) ১ শস্য বিশেষ। ২ বিহারের জন্য সুসজ্জিত নৌকা।

বজা (পারসী) যথার্থ, সত্য।

বজাজ (আরবী) ২ বস্ত্র বিক্রেতা। ২ মুদী, দোকানদার।

বজ্জাত (পারসী) ১ জারজ, বেজন্মা। ২ দুষ্ট, মন্দপ্রকৃতিক।

বজ্জাতী (পারসী) বজ্জাতের কার্য্য। নীচ জন্মত্ব। নীচত্ব।

বজ্‌রা, (বজরাও) নৌকাবিশেষ। জলপথে গমনের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দের জন্য এই নৌকার সৃষ্টি। ইহার মধ্যে জানালাযুক্ত একটী শয়নকক্ষ, রন্ধন ও স্নানাগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে। পূর্ব্বে কিন্তু এই নৌকা দ্রুতগমনের উপযোগী ছিল। মীর জুম্‌লা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসাম-জয়কালে ৪ খানি বজ্‌রায় সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। বজ্রের ন্যায় দ্রুতগতিতে আসিত বলিয়া বজ্র বা বজ্রপদ হইতে ইহার নাম হইয়াছে। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম বজ্‌রার উল্লেখ পাই।

বজ্‌বজ্‌, ২৪ পরগণার অন্তর্গত হুগলীনদীর তীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৪৪´ পূঃ। এখানে একটী মুসলমানদুর্গ ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। এখানে কেরোসিন তৈলের ডিপো আছে।

বজ্‌রংগড়, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী সুবাহৎ। সুবাদারই এখানকার সর্দ্দার। ইনি গোয়ালিয়ার-রাজের অধীন।

২ উক্ত সুবার রাজধানী। অক্ষা° ২৪°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৮´ পূঃ। এখানে কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়।

বজ্‌মী, কর্ণবাসী জনৈক মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম আব্‌দুল্‌ সকর। কিছুকাল সিরাজনগরে থাকিয়া তিনি সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে গুজরাত রাজ্যে আগমন করেন এবং ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী নামে পারস্যভাষায় পদ্মাবতীর উপাখ্যান রচনা করেন। সম্রাট্‌ শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীনগরে জীবিত ছিলেন।

বটকরা (দেশজ) বিদ্রূপ।

বটয়া (দেশজ) ১ ছোট থলী। ২ পক্ষিবিশেষ, ডাকইপক্ষী।

বটিয়া (দেশজ) নৌকার দাঁড়, বহিত্র।

বটে (দেশজ) যথার্থ।

বটের (দেশজ) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। (Perdix olivacea)।

বটেশ্বর, উঃ পঃ প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। যমুনানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৩´ ৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৫´ ৭´´ পূঃ। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে মহামেলা হয়, ঐ সময় ১॥ লক্ষেরও অধিক লোক আসিয়া থাকে। বটেশ্বরক্ষেত্রে ঐ দিন গঙ্গাস্নান মহাপুণ্যজনক। এতদ্ভিন্ন প্রায় ৭ হাজার অশ্ব, ৩ হাজার উষ্ট্র ও ১০হাজার গবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। মেলার তিনদিন পূর্ব্বে ও পরে এখানে হাটবাজার বসে।

বট্‌কারিয়া (দেশজ) বিদ্রূপকারী।

বঠ, ১ বৃদ্ধি। ২ সামর্থ্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্‌। লট্‌ বঠতি।

বঠর (দেশজ) নির্ব্বোধ।

বড়আখড়া, বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায় বিশেষের আখড়ার নাম।

বড়কঙ্কী (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Sida graveolens.)

বড়করেলা (দেশজ) স্বনামখ্যাত লতা ও ফলবিশেষ। (Momordica muricata.)

বড়করবীর (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, করবীফুল।

বড় কলাগাছিয়া, ২৪ পরগণায় সুন্দরবনের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী।

বড়কালুড় (দেশজ) গুল্মভেদ।

বড়খোটিয়া, ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ। ইহাদের গাত্রে নানাস্থানে লাল ও সাদা ফুল দেখা যায়। [হরিণ দেখ।]

বড়গঞ্জ, চাটগাঁর টেক্‌নাফ পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পাহাড়।

বড়্‌গল, মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ইহারা রামানুজসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ন্যূনাধিক ছয়শতবর্ষ পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর-নিবাসী বেদান্তিকনামা জনৈক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তিনি প্রচার করেন যে, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণকুলের আচার ব্যবহার-সংশোধনার্থ এবং দক্ষিণাপথে আর্য্যাবর্ত্তের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমি জগদীশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।

ইহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর উপাসক। বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণুশক্তিরও অস্তিত্ব এবং প্রাধান্যাদি ইহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। তিলকধারণ ইহাদের ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ।[1] ইহারা রামানন্দীদের মত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে বিন্দু না দিয়া রক্তবর্ণ শ্রী ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় জন্য নিয় দেশে নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে সিংহাসন অঙ্কিত করেন না। এই তিলকধারণ লইয়া ইহাদের সহিত তথাকার তিঙ্কলগণের মহাবিবাদ হইয়া গিয়াছে। কাঞ্চীপুরে উক্তস্থলে এই বিবাদ লইয়া আদালতে মকদ্দমা পর্য্যন্ত গড়ায়। এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা সকলেই বিদ্বান্‌। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন ইহাদের প্রধান কার্য্য।

---

(১) বৈষ্ণবধর্ম্মে তিলকের মহিমা কিছু অধিক। বাঙ্গালার বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলকসেবা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—নিত্যানন্দ প্রভু-পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈতপরিবারে বটপত্রাকৃতি, গদাধরপ্রভুর পরিবারে তিলপুষ্পাকৃতি এবং গৌরীদাস পণ্ডিতের দলকলিকাকৃতি তিলকই প্রচলিত। এই তিলক নাসিকাপৃষ্ঠে কাটা হয়, এতদ্ভিন্ন ললাটদেশেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়। এস্থলে পরিবার অর্থে শিষ্যপরম্পরাকেই বুঝিতে হইবে।

বড়গাঁও, প্রাচীন রাজগৃহের উত্তরে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ভগ্নস্তূপ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান হয় যে এই স্থানে একসময়ে কোন বিস্তীর্ণ রাজ্য অবস্থিত ছিল[1]।

ফা-হিয়ান্ লিখিয়াছেন, যে নলোগ্রাম (নালন্দা) গিরি এক পর্ব্বত হইতে ১ যোজন এবং নূতন রাজগৃহ হইতে প্রায় ঐরূপ দূর হইবে। হিউএনসিয়াংএর বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি যে, রাজগৃহের ৫ মাইল উত্তরে এবং বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিদ্রুম হইতে ৭ যোজন দূরে অবস্থিত[2]।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএনসিয়াংএর বর্ণনার অনুসরণ করিলে এই স্থানকেই প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র নালন্দা বলিয়া মনে হয়। নালন্দা একসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং এখানে বহু সঙ্ঘারাম বিহার, স্তূপ ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

[নালন্দা দেখ।]

বড়গ্রামে যে উচ্চ ও সুবিস্তৃত ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে, ডাঃ কনিংহাম্ তৎসমুদায়ের সহিত হিউএনসিয়াং-বর্ণিত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির সামঞ্জস্য রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন[3]। ঐ সকল স্তূপ হইতে অনেক পাথর ও বুদ্ধমূর্ত্তি গ্রামবাসীরা লইয়া গিয়াছে। এখানকার বটুকভৈরব নামক স্থানের চত্বরে বুদ্ধদেবের সর্ব্ব বৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত। সম্ভবতঃ ঐ মূর্ত্তিই পূর্ব্বে বালাদিত্যবিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন বড়গাঁওর মধ্যে কএকটী দেখিবার জিনিস আছে:—১ বটুকভৈরবের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভাস্করশিল্প, ২ সুবৃহৎ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, উঁহারই চারিপার্শ্বে আর্য্যসারিপুত্র, আর্য্যমৌদ্গল্যায়ন, আর্য্য মৈত্রেয় নাথ ও আর্য্য বসুমিত্র প্রভৃতি অনুচরবর্গ। অনুচরবর্গের নাম প্রতিমূর্ত্তিতেই অঙ্কিত আছে। ঐ মূর্ত্তি বৌদ্ধভিক্ষুণী পরমোপাসিকা গঙ্গকা কর্তৃক প্রদত্ত হয়। ৩ ধর্ম্মবারাহী মন্দির, বড়গাঁওর অধিবাসী ও হিন্দু মন্দিরাদিতে রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তি এবং গরুড়বাহী নারায়ণ বাগীশ্বরী প্রভৃতি ইতস্ততঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে একটী জৈনমন্দির স্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরটী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তীকালে ১৫০৪ সম্বতে ঐ মন্দিরে জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে বৌদ্ধমূর্ত্তির সহিত বরাহ অবতার, বিষ্ণু, শিব, পার্ব্বতী ও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে কতকগুলি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যায়।

বড়গুজর, রাজপুতানানিবাসী ক্ষত্রিয় জাতি। ইহারা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। মাচাড়ির রাজবংশ এই শাখাসম্ভূত। [মাচাড়ি দেখ।]

বড়চোটি, ১ পঞ্চকূট রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ২ গয়া-জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম ও পুলিসস্থান। অক্ষা° ২৪° ৩০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩´ ১০´ পূঃ।

বড়ঠাকুর, ত্রিপুরা রাজ্যে যুবরাজের অধস্তন উপাধি। যুবরাজ রাজা হইলে বড়ঠাকুরই যুবরাজপদে বরিত হইয়া থাকেন। রাজপুত্রের অবর্ত্তমানে রাজপরিবারস্থ অপর ব্যক্তি যুবরাজ বড়ঠাকুর হইবেন। কিন্তু বড়ঠাকুর যুবরাজ হইলে রাজা নিজ পুত্রকে বড়ঠাকুর করিতে পারেন।

বড়দা, বড়োদা, (বরোদা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গুজরাত প্রদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য। গাইকোবাড়-রাজবংশ দ্বারা পরিচালিত। ইংরাজরাজের সামন্ত রাজ্যভুক্ত না হইলেও ইহার রাজকীয় কার্য্যাবলী ভারত-গবর্মেণ্টের সহিত স্পষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট। অক্ষা° ২১° ৫১´ হইতে ২২° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৩´ হইতে ৭৩° ৫৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৮২২৬ বর্গমাইল।

বরোদা রাজ্য সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত। ১ম উত্তর বা কড়ি বিভাগ। ইহাতে পত্তন, কড়ি, বীজপুর, বিসপুর, বেহগাঁও, কলোল, দমাও সিদ্ধপুর, খেরালু ও মেসানা প্রভৃতি জেলা আছে। ২য় মধ্য বা বরোদা বিভাগ,—বরোদা, চোরন্দা, জরোদ, পেৎলাদ, পত্রা, দভোই, সিনোর ও সংখেড়া জেলা লইয়া গঠিত। ৩য় দক্ষিণ বা নবসারি বিভাগ—নবসারি, গণদেবী, পলসানা, কামরিজ, বেলাছাবোর, বারো ও তোনসড় জেলা ইহার অন্তর্গত এবং ৪র্থ অমরেলী বিভাগে অমরেলি, ওখমণ্ডল, কোড়িনারধারি ও দামনগর প্রভৃতি জেলা অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজরাজের অধিকৃত স্থানের মধ্যে গাইকোবাড়রাজের নিজ সম্পত্তি ও সামন্তরাজ্য আছে।

এই রাজ্যের উত্তর জেলাগুলি প্রায় সমতল। এখানে নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহী ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত।

---

(১) ডাঃ বুকানন বিহারবাসী জনৈক জৈন পুরোহিতের নিকট অবগত হন যে, এখানে রাজা শ্রেণিক ও তদংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কুণ্ডলাখ্য ক্ষত্রিয়দেবীর জন্মভূমি কুণ্ডিনগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

(২) Beal's Fa-Hian, XXVIII & Julien's Hwen Thsang, I. 143.

(৩) সত্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত, বালাদিত্য, বজ্র ও মধ্যভারত রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ, এতদ্ভিন্ন অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি ও বিহার, বালাদিত্যবিহার, তারাবোধিসত্ত্ববিহার, জগন্মাতাদেবীমন্দির, বুদ্ধের কেশ ও নখস্তূপ, ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, চৈত্য, বালাস্তূপ ও বিহারনির্ণয়ে কনিংহাম্ সাহেব সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন।

কাঠিয়াবাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূভাগের ত্রিধার সমুদ্রবেষ্টিত, উত্তর ব্যতীত সমগ্র বরোদারাজ্যের মধ্যে সরস্বতী, শাবরমতী, পূর্ণা, ধুঁকরবাড়, শত্রুঞ্জয়, মেদ্ বা শাত্রক, শেত্রুঞ্জি, ধাধর, কিম, অম্বিকা, বরাস, রূপন্, শুন, তাপি, বিশ্বামিত্র, সুখী, ওড়, বর্ণা, অম্বা, কমড়, মহুয়া ও তেন্তি প্রভৃতি নদী বিদ্যমান আছে। নানাবিধ শস্য, তুলা, তামাকু, অহিফেন, ইক্ষু ও তিলাদি বীজ এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চাল, গম ও বজরা এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান আহার্য্য। যান-বাহনের উপযোগী বৃহদাকার ও বলবান্ শ্বেতবর্ণের গো এখানে অনেক পাওয়া যায়।

স্বাধীন রাজার ন্যায় পূর্ব্বকাল হইতেই এখানে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত আছে। বরোদা-রাজের নামাঙ্কিত মুদ্রা বাদশাহী মুদ্রা নামে প্রসিদ্ধ। রাজস্ব আদায় ও রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনার জন্য এখানে সরসুবা, সুবা, নাএব সুবা, বহিবতিদার, মহলকার প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। বিচারকার্য্যের জন্য এখানে 'বরিষ্ঠ আদালত' (High court) নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

[বরোদারাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস গাইকোবাড় শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ উক্ত রাজ্যের একটি বিভাগ ও জেলা।

৩ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানী। বিশ্বামিত্র-নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৮´ পূঃ। এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, গুজরাতের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় এবং সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইহাকে তৃতীয় স্থান বলা যাইতে পারে। নগর হইতে সেনানিবাসে যাইবার জন্য বিশ্বামিত্র নদী ও তাহার শাখার উপর চারিটি সেতু আছে। নগরটী দুইটী সুবৃহৎ রাস্তায় চারিভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে বাজারের নিকটে মোগলগণের নির্ম্মিত একটী ত্রিন-খিলানী চৌকা দালান আছে। উহাই এখানকার দর্শনীয় জিনিষ। একভিন্ন মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে এবং ফতেসিংহের দরবার প্রভৃতি অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত নিম্ন ধরণের। গাইকোবাড়রাজ খণ্ডে রাওর রাজত্বকালে বরোদার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। নজরবাগ, মকরপুরা, লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি প্রাসাদ, জমুনাবাই-হাসপাতাল, রাজকীয় পুস্তকাগার ও কর্ম্মশালা, জেলখানা, বরোদা-কলেজ প্রভৃতি বহু সুরম্য অট্টালিকা স্থাপিত হইয়াছে।

এখানকার ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসিগণের যত্নে অসংখ্য দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গাইকোবাড় রাজগণের প্রতিষ্ঠিত বিট্ঠল-মন্দির, নারায়ণস্বামীর মন্দির, খণ্ডোবা, চামুণ্ডী, ভীমনাথ, সিদ্ধনাথ, কালিকা, বলাই, রামনাথ, মহাকালী, গণপতি, বলদেবজী, ও কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রধান। এখানে গাইকোবাড়-রাজগণের অতিথিশালা আছে। রাজা খণ্ডেরাও মুসলমান ভিখারীদিগকে ভিক্ষা দিতে অনুমতি দিয়া যান। এখানকার বিভাগগুলি মহারাষ্ট্র ও গাইকোবাড়-রাজগণের নামে আখ্যাত।

৪ পঞ্জাবের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর যমুনা খালের মুজনা শাখার উপর অবস্থিত।

বড়নগর, রঙ্গপুরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

বড়পেটা, কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৭ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। ব্রহ্মপুত্রের শাখা চাউল-খোয়া-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৩´ ২০´´ পূঃ। এখানে নৌকাযোগে চাল, সরষ, তুলা, তিলাদি শস্য প্রভৃতি বিস্তৃত বাণিজ্য দেখা যায়।

বড়ফেণী, মেঘনা নদীর একটী শাখা।

বড়বুদর, যবদ্বীপস্থিত একটী প্রাচীনস্থান। এখানকার বুদ্ধ-মন্দিরের জন্য ঐস্থান সমধিক বিখ্যাত। [যবদ্বীপ দেখ।]

বড়বেল, (বজ্বেল্ বৈল্) কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি, পরিমাণ ১৫৫ বর্গমাইল। বড়বেল, কোন্কু গোক-মানিম্, কোন্কু, পালগুরলপল্লী, সেনকাযলম্, কাযুবকুণ্ডলা, মুদ্রেদি, চার্লোপল্লী ও কটেরগণ্ডলা ইহার প্রধান নগর।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। কথম্ উপত্যকায় অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৬´ পূঃ। এই নগর বহুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিকগণের দ্রষ্টব্য স্থান।

বড়ম্বা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২০° ২২´ ১৫´´ হইতে ২০° ৩১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৫´ হইতে ৮৫° ৩১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৩৭ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে হিন্দোল, পূর্ব্বে তিগরিয়া, দক্ষিণে খণ্ডপাড়া ও বাঙ্কি এবং পশ্চিমে নরসিংহপুর সামন্ত-রাজ্য। কনিকা-শিখরই এখান-কার গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান।

এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে। জনৈক উড়িষ্যারাজ একজন বিখ্যাত কুস্তিগীরের কৌশলে প্রীত হইয়া তাহাকে দুইখানি গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামে কন্ধ নামক অসভ্য জাতির বাস ছিল। কন্ধদিগকে তাড়াইয়া তিনি ঐ গ্রাম অধিকার করিলেন এবং পরে অনেক স্থান অধিকার করিয়া নিজরাজ্য বাড়াইয়া লন। বর্ত্তমান রাজা বিশ্বম্ভর বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। এই ব্যক্তি উক্ত কুস্তিগীর হইতে ২১শ পুরুষ অধস্তন। ইহার অধীনে ১০৯জন শিক্ষিত সৈন্য ও ১৮৮জন অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত আছে। তিনি নিজ ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় ও পোষ্ট আপিস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নে বড়ুয়ার শাসনকর্তাগণের নাম ও অধিকার-কাল লিখিত হইল—

হাটকেশ্বর রাউত	...	১৪০৫	হইতে	১৪২৭	খৃঃ অব্দ।
মানকেশ্বর রাউত	...	১৪২৭	"	১৪৫৫	"
দুর্গেশ্বর রাউত	...	১৪৫৫	"	১৪৭৫	"
ভবেশ্বর রাউত	...	১৪৭৫	"	১৫১৬	"
কোলেশ্বর রাউত	...	১৫১৬	"	১৫৫৯	"
কন্দু রাউত	...	১৫৫৯	"	১৫৭৪	"
মাধব রাউত	...	১৫৭৪	"	১৫৮৭	"
নবীন রাউত	...	১৫৮৭	"	১৬০০	"
গজধর রাউত	...	১৬০০	"	১৬২৩	"
চন্দ্রশেখর মজুমদার	...	১৬২৩	"	১৬৩৭	"
নারায়ণ মজুমদার	...	১৬৩৭	"	১৬৪৫	"
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	...	১৬৪৫	"	১৬৬০	"
গোপীনাথ মজুমদার	...	১৬৬০	"	১৬৭৯	"
রামচন্দ্র মজুমদার	...	১৬৭৯	"	১৭১১	"
ফকির মজুমদার	...	১৭১১	"	১৭৫৩	"
জানুধর মজুমদার মহাপাত্র	...	১৭৫৩	"	১৭৬৮	"
পদ্মনাভ বীরবর মজুমদার মহাপাত্র		১৭৬৮	"	১৭৯৩	"
সিদ্ধিক বীরবর মজুমদার মহাপাত্র		১৭৯৩	"	১৮২১	"
গোপীনাথ বীরবর মজুমদার মহাপাত্র		১৮২১	"	১৮৬৯	"
রাজরথী বীরবর মজুমদার মহাপাত্র		১৮৬৯	"	১৮৮১	"
বিশ্বম্ভর বীরবর মজুমদার মহাপাত্র		১৮৮১			

বড়মূল, (বরামূল) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত-কন্দর। এস্থান দিয়া ঝিলাম্‌নদী প্রবাহিত। বড়মূল নগর এই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩০´ পূঃ। এখানে সেতু আছে।

বড়ল, চাপিলার নিকট প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। (দেশাবলী)

বড়্‌গাঁর, (বদক-রাড়) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৭´ ১৫´´ পূঃ। এখানকার দুর্গটী প্রথমে কোলত্তিরি (চিরক্কল) রাজাদিগের অধিকারে থাকে। পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে কদত্তনাড় বংশীয়গণ তাঁহাদের নিকট হইতে দুর্গাধিকার লাভ করেন। টিপুসুলতানের হস্তগত হইবার পর এই স্থান বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্কসংগ্রহস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপুর হস্ত হইতে বিচ্যুত করিয়া ঐ দুর্গ পুনরায় কদত্তনাড়বংশের হস্তে সমর্পিত হয়, কিন্তু এখন ঐ স্থান তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই নগরের বাণিজ্যস্রোত অপ্রতিহত রহিয়াছে এবং বিচার আদালত প্রভৃতি স্থাপিত থাকায় এ স্থান ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িতেছে।

বড় হলদীবাড়ী, কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বড়বা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ্, ডলয়োরৈক্যাৎ লত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা।

"সূর্য্যাত্তাপমনিচ্ছন্তি তেজসস্তমা বিভাতী।
কুপল্ডচার তত্রাপি বড়বারূপধারিণী।" (মার্ক° পু° ৭৭।২৩)

৩ তৃতীয়া সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা। (কাশ° ৮।১৩৮) ৪ অশ্বিনীনক্ষত্র। ৫ নারীবিশেষ। (হেম) ৬ দাসী।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।" (নারদ)

৭ বাসুদেবের স্বনামখ্যাত পরিচারিকা। (হরিব° ৩৫।৩)

৭ বাড়বাগ্নি। ইহার উৎপত্তি-বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—মহাদেবের কোপানল মদনকে ভস্ম করিয়া সর্ব্বজগৎকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা ঐ ক্রোধানলকে বড়বারূপ করিলেন। দেবগণ ঐ অগ্নিকে বড়বারূপ ধারণ করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ঐ বড়বাকে লইয়া জগতের হিতের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলে সমুদ্র তাঁহাকে পূজা করিলে পর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, এই বড়বারূপধারী মহাদেবের ক্রোধানল উপস্থিত হইয়াছে, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করি, ততদিন তুমি ইহাকে ধারণ করিবে। যে সময় আমি আসিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময় তুমি বড়বামুখ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিও। তোমার জল পান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে। তুমি ইহাকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিও, যেন ঐ অগ্নি দূরে যাইতে না পারে। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর বড়বামুখ শম্ভুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। তাহার পর বড়বামুখ পাবক সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক জালাসমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। (কালিকাপু° ৪২ অঃ)

৮ নদীবিশেষ। (ভারত ৬।২২১।২৪) ৯ তীর্থভেদ।

"ততো গচ্ছেত বড়বাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্।
পশ্চিমায়ান্ত সন্ধ্যায়াং উপস্পৃশ্য যথাবিধি॥" (ভারত ৩।৮২।৮৮)

বড়বাকৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা কৃতঃ। পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।" (নারদ)

'বড়বা দাসী তল্লোভাৎ অঙ্গীকৃতদাস্যঃ' (দায়ক্রমস°)

অর্থাৎ বড়বা দাসীর জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে। কোন কোন স্থলে ইহার 'বড়বাভৃত' ও বড়বাহৃত' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়বাগ্নি (পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ মুখস্থো-ঽগ্নিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি।

বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ অনলঃ। বড়বাগ্নি। পর্য্যায়—

সলিলেন্ধন, বড়বামুখ, কাকধ্বজ, বাড়ব, অব্দাগ্নি, তৃণধুক্, অাউদ্ধুক্, ঔর্ব্ব, বাড়ব।

কোন সময়ে মহর্ষি ঔর্ব্ব অযোনিজপুত্র কামনা করিয়া বক্ষঃস্থল মথন করিতে থাকেন। তাহাতে এক অনলময় পুরুষ উৎপন্ন হয়। এই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই পিতার নিকট প্রার্থনা করেন যে, আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, অতএব আমাকে জগৎভক্ষণে অনুমতি দিন। এই অবসরে ব্রহ্মা ঔর্ব্বের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার পুত্রকে নিবারণ কর, জগৎ ইহার জন্য বিশেষ পীড়িত। তখন ঔর্ব্ব ব্রহ্মাকে দেখিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই পুত্রের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, সমুদ্রে বড়বামুখে ইহার বাসস্থান এবং সমুদ্রের বারিরূপ হবিই ইহার ভক্ষ্যদ্রব্য হইবে। এই জগতে এই পুত্র বড়বানল নামে প্রথিত হইবে। যখন এই জগতের অন্তকাল উপস্থিত হইবে, তখন এই অনল দেবাসুর সকলকে ভক্ষণ করিবে। ব্রহ্মা এইরূপে উহার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঐ অনলময় পুরুষ সমুদ্রে বড়বামুখে অবস্থান করিতে লাগিল। (মৎস্যপু° ২৫০ অ°) ২ লঙ্কার দক্ষিণদিকে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ স্থানবিশেষ। (সিদ্ধান্ত-শিরোমণি)

বড়বানলরস (পুং) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, পিপুল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ, উদ্ভিদ্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঝিঙ্গিকা-পাতার রসে একদিন ভাবনা দিয়া দুই বা তিন রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। রোগীর অবস্থানুসারে অনুপান দিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে মন্দাগ্নি আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° অজীর্ণাধি°)

অন্যবিধ—ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, মাক্ষিক, যবক্ষার, তাম্র, অভ্র সমভাগ, চিতার রস ও আকন্দের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। এই ঔষধ সেবনের পর হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, দাড়িম, বিট, সমুদায়ে দুইতোলা, ভৃঙ্গরাজরসে পেষণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার গুল্ম, শূল ও পরিণামশূল দূর হয়। (রসেন্দ্রসারস° গুল্মাধি°)

বড়বামুখ (পুং) বড়বায়া ঘোটক্যা মুখং আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ বড়বানল। ২ কাহারও কাহার মতে মহাদেবের মুখ। "তত্র দেবস্য যদ্বক্ত্রং সমুদ্রে তদতিষ্ঠত। বড়বামুখেতি বিখ্যাতং পিবত্তোয়ময়ং হবিঃ ॥"(ভা° ৩।২০০।১১১)

৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭।৫৫) ৪ কূর্ম্মের দক্ষিণ কুক্ষিস্থিত জনপদবিশেষ।

"কূর্ম্মস্য দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহ্যপাদস্তথাপরম্।
কাম্বোজাঃ পহ্লবাশ্চৈব তথৈব বড়বামুখাঃ ॥" (মার্ক° পু° ৫৮।৩০)

৫ বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, কর্কচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, অপামার্গ, পলাশ ও বরুণক্ষার প্রত্যেকে সমভাগ আম্রবর্গের রসে ভাবনা দিয়া হাতিশুঁড়া ও চিতার রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে প্রদাহ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ১ মাষা। এই ঔষধসেবনে বিবিধ প্রকার গ্রহণী ও জ্বর নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীচি°)

বড়বাসুত (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটকীরূপায়াঃ ত্বষ্টৃসুতায়াঃ সংজ্ঞায়াঃ সুতঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। এই দুই জনের নাম নাসত্য ও দস্র। এই দুই জন স্বর্গের চিকিৎসক এবং পরম রূপবান্। 'স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনীপুত্রাবশ্বিনৌ বড়বাসুতৌ।' (হেম°) সূর্য্যদেবের বড়বাপত্নীর গর্ভে এই দুই পুত্র হয়। হরিবংশে ৯ অধ্যায়ে ইহাদের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত আছে। [অশ্বিন্ ও অশ্বিনীকুমার দেখ।]

বড়বাহৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা হৃতঃ। বড়বাহৃত, পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ। 'বড়বাহৃতদাসী তয়াহৃতঃ তল্লোভেন তামুদ্বাহ্য দাসত্বেন প্রবিষ্টঃ' (মিতাক্ষরা) যে ব্যক্তি দাসীর পাণিগ্রহণ করিয়া দাসত্ব স্বীকার করে।

বড়িশ (স্ত্রী) বলিনো মৎস্যান্ শুক্তি নাশয়তীতি শোক, বলায় ক্বথং। মৎস্যধারণার্থ বক্রলোহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়্‌শী। পর্য্যায়—মৎস্যবেধন, বড়িশ, বড়িশী, বলিশী, মৎস্যবেধনী, বলিশী, বলিশ, বরিশী, বলিশি, মৎস্যভেদ। (শব্দরত্না°)

"গলে কণ্ঠমনুপ্রাপ্তো নির্গীর্ণং বড়িশং যথা।
দহেদঙ্গারবৎ পুত্র! তং বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণর্ষভম্ ॥"

(ভারত ১।২৮।১০)

বড়িশী (স্ত্রী) বড়িশগৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বড়িশ। (শব্দরত্না°)

বড়িহাকল (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Hibiscus strictus)

বড়ী (দেশজ) ছোটগুলী, বটিকা।

বড়ীথী (দেশজ) একপ্রকার বাঁশ।

বড়ু (দেশজ) বটু, পূজারী ব্রাহ্মণ।

বড়েত্র (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Garcinia lanceæfolia.)

বড়্‌বড়্ (দেশজ) বকা, কথা কওয়া।

বড়্‌বড়িয়া (দেশজ) যে বকে।

বণ, শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ বণতি। লোট্ বণতু। বিধিলিঙ্ বণেৎ। লিট্ ববাণ, বণতুঃ বেণু। লুঙ্ অবাণীৎ, অবণীৎ।

বণ (পুং) বণনমিতি বণ-অপ্। শব্দ। (অমরটীকা রমা°)

বণিক্‌পথ (পুং) বণিজাং পন্থা অচ্‌সমাসান্তঃ। হট্ট। (মাঘ ৩।৬৮)

বণিগ্‌বন্ধু (পুং) বণিজঃ পণ্যাজীবস্য বন্ধুর্ধনদত্বাৎ। ১ নীলীবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ বণিকদিগের বন্ধু।

বণিগ্‌ভাব (পুং) বণিজো ভাবঃ। বাণিজ্য। বণিকের ধর্ম্ম, পর্য্যায়—সত্যানৃত, বাণিজ্য, বাণিজ্যা, বণিক্‌পথ, বণিজ্যা।

বণিগ্‌বহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্‌-বহ, বণিজাং বাণিজ্য-দ্রব্যাণাং বহঃ। উষ্ট্র। (শব্দচ°)

বণিজ্‌ (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ (পণে-রাদেশ্চ বঃ। উণ্‌ ২।৭০) ইতি ইজি পস্য চ ব। ক্রয়বিক্রয়কর্ত্তা, বাণিজ্যকারক। পর্য্যায়—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, বাণিজ, বাণিজিক, ক্রায়িক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার। (শব্দর°)

"স্থাণৌ নিষজ্জিম্যনসি কর্ণপূরঃ
শুশোচ লাভায় কৃতক্রয়ো বণিক্‌॥" (মাঘ ১২।২৩)

২ করণান্তর। (মেদিনী) ৩ বৈশ্য, ইহারা ক্রয় বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদিগকে বণিক কহে। ৪ করণবিশেষ। (বৃহৎস°৯৯।৭) (স্ত্রী) পণ্যন্তে ব্যবহ্রিয়ন্তে ইতি পণ-ইজি, পস্য ব, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। ৫ বাণিজ্য।

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ-স্বার্থে অণ্‌, অভিধানাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ বণিক্‌। ২ জ্যোতিষোক্ত বব ও বালব প্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত ষষ্ঠ করণ। যে দিন এই করণ হয়, সেই দিন শুভ কর্ম্মাদি নিষিদ্ধ, কিন্তু বাণিজ্য কর্ম্ম এই করণে প্রশস্ত। এই করণে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বুদ্ধিমান্‌, কৃতজ্ঞ, বিবিধ গুণশালী, গুণগ্রাহী, বণিক্‌দিগের প্রিয়, ও বাণিজ্যকর্ম্মে উন্নতিশীল হইয়া থাকে।

"প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞো গুণবান্‌ গুণজ্ঞো বণিগ্‌জনপ্রাপ্তমনোরথঃ স্যাৎ।
বণা প্রসূতৌ বণিজাভিধানং ক্রয়প্রধানং ত্রবিণং হি তস্য॥"

(কোষ্ঠিপ্রদীপ) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৯)

বণিজ্য (স্ত্রী) বণিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা বণিজ (দূতবণিগ্‌ভ্যাং চ। পা ৫।১।১২৬) ইত্যত্র কাশিকোক্তের্যঃ। বাণিজ্য, বণিকের ভাব বা কর্ম্ম।

"ত্রিভিঃ পূর্ব্বগুণৈর্যুক্তং পাশুপাল্যবণিজ্যয়োঃ।"

(মার্ক° পু° ৫০।৭৭)

বণিজ্যা (স্ত্রী) বণিজ্য-টাপ্‌, যতাবাৎ স্ত্রীলিঙ্গেষং। বাণিজ্য।

"ততঃ স তৎপিতা তেন তনয়েন সমং যযৌ।
দ্বীপান্তরং সমুদ্রাদেতোর্বণিজ্যাব্যপদেশতঃ॥" (কথাসরি° ১৩।৩৮)

বতক (আরবী) হংস।

বতারিখ (আরবী) সেই তারিখ।

বতালা, পঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলায় একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৮০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটি সুবৃহৎ নগর ও বতালা তহসীলের সদর। অমৃতসহর হইতে গুরুদাসপুর ও পাঠানকোট যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪৮´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১৪ ৩´´ পূঃ। বহ্‌লোললোদীর রাজত্বকালে লাহোরের শাসনকর্ত্তা তাতার খাঁর নিকট হইতে যে জমি পান, সেই জমির উপর ভাটী-রাজপুত রায় রামদেও ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া যান। সম্রাট্‌ অকবর শাহ এই সম্পত্তি শাম্‌শের খাঁকে জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। শাম্‌শেরের যত্নেই নগর নানা অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। শিখদিগের অধিকারে এই স্থান প্রথমে রামগড়িয়া ও পরে কানাইয়া মিসলের অধিকারে থাকে। রণজিতের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত রামগড়িয়াগণ ইহার পুনরধি-কার লাভ করেন। পঞ্জাব ইংরাজের শাসনে আসিবার পর এই নগর কিছুকালের জন্য উক্ত জেলার সদররূপে মনোনীত হয়, পরে সদর পুনরায় গুরুদাসপুর নগরে উঠিয়া যায়। এখানে রেশম, তাম্র ও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে। পশমি শালও এখানে প্রস্তুত হয়।

বতুই (দেশজ) বর্ত্তক, পক্ষিবিশেষ। (Perdix Chinensis)

বদ, স্থৈর্য্য, নিশ্চলভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ বদতি। লোট্‌ বদতু। লিট্‌ ববাদ, বেদতুঃ বেদুঃ। অবাদীৎ, অবদীৎ।

বদ, ভাষণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ বাদয়তি-তে। লোট্‌ বাদয়তু-তাং। অবীবদৎ-ত। ভ্বাদি-পক্ষে বদতি।

বদকৃশি, বদাকশানবাসী আফগান জাতি। চিত্রল, কাফরি-স্থান প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহারে অনেক মিল আছে। ইহারা পূর্ণমাত্রায় মুসলমান নহে। আকৃতিগত সাদৃশ্যে ইহাদিগকে কতকটা প্রাচীন আর্য্যজাতি বলিয়া মনে হয়। ইহারা হিন্দু ও ইরাণীয় জাতির মধ্যবর্ত্তী।

বদনসিংহ, ভরতপুরের জাট-বংশীয় অনেক রাজা, চূড়ামন সিংহের পুত্র।[১] ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জাটদলের সর্দার মনোনীত হন। সহার নগরে তিনি রাজধানী এবং ডিগের বিখ্যাত দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণকালে তিনি জীবিত ছিলেন।

বদনুর, (বেদনুর) মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও সদর। অক্ষা° ২১° ৫৪´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫´ ৪০´´ পূঃ। বেদনুরের নিকটবর্ত্তী খেরলা গ্রামে গৌড়-রাজগণের

(১) হণ্টার সাহেব বদনসিংহকে চূড়ামনের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [ভরতপুর দেখ।]

প্রাসাদ ও ভগ্নদুর্গ বিদ্যমান আছে। এখানকার দুইটী বাজার সর্ব্বদাই মালপত্রে পূর্ণ থাকে।

বদ্‌নেরা, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটী নগর। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌স্থলার রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। অমরাবতী ও ইলিচপুর নগরে যাইতে হইলে এই নগরে নামিয়া যাইতে হয়। এই নগর হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত একটী রাজকীয় রেলপথ বিস্তৃত আছে। আজম-নগরের রাজকন্যা এই নগর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই জন্য কেহ কেহ এই নগরকে বদ্‌নেরা-বিবিও কহিয়া থাকেন। প্রাচীন নগরভাগে মোগল-কর্ম্মচারিগণের আবাস ছিল, এই অংশে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ আছে। রাজবংশধরগণের করসংগ্রহের উপদ্রবে নগরটী ক্রমেই জনশূন্য হইয়া পড়ে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামবক্স এই নগর লুণ্ঠন করিয়া দুর্গ ও নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেন। এখানে একটী কার্পাস-বস্ত্র-বয়নের কল স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই সহরে তুলা রপ্তানীর জন্য ক্রমশঃই এই স্থানের বাণিজ্যোন্নতি হইতেছে।

বদর (স্ত্রী) বদতি স্থিরীভবতি স্থিরেৎপি পুনঃ প্ররোহতীতি, বদ-অরচ্। ১ সেবিফল। (ভাবপ্র°) ২ কার্পাসফল। ৩ কোলিফল। (হেম) ৪ শৃগালকোলি, চলিত শেয়াকুল। ৫ বৃহৎ কোলিবৃক্ষ। চলিত বড় কুলগাছ। হিন্দী—বৈরী, বের, বয়ের। তৈলঙ্গ—রেগুচেট্টু, রেগু। উৎকল—কুলি। বম্বে—বোর। তামিল—রেয়ন্থি। কুলবৃক্ষমাত্রই বদরপদবাচ্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর, অজাপ্রিয়া, কুহা, কোলিবিষম, তনুকণ্টক, সৌবীরক, স্বচ্ছফল, বালেষ্ট, ফলশৈশির, দৃঢ়বীজ, বৃত্তফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুরস, সুফল, গুড়, কর্কন্ধু, বদর, কোলা, কোলী, কুবলী, স্বাদুফলা, গুণবতী, পিচ্ছিলা, কুবল। (শব্দরত্নাবলী) ইহার গুণ—মধুর, কষায়, অম্ল। পরিপক্ক কুলের গুণ—মধুরাম্ল, উষ্ণ, কফকারক, পচন, অতিসার, রক্ত ও শ্রমদোষনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°) বদরবৃক্ষ রাজবদর, ভূবদর ও লঘু-বদর প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার। [বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—যে বদর আয়তনে বৃহৎ, পচ্যমানকাল হইতেই মধুররস হয়, তাহাকে সৌবীর-বদর কহে। উহাকে চলিত নারিকেলেকুল বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসানাশক। যে বদর সৌবীরবদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং সম্যক্ পাকিলে মধুর হয়, তাহাকে কোল কহে। ইহার গুণ—ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারকগুণযুক্ত। ক্ষুদ্র বদরের নাম কর্কন্ধু। ইহার গুণ—ঈষৎ মধুর-কষায়-সংযুক্ত, অম্লতিক্ত রস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। শুষ্কবদরীর গুণ—ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র°) (পুং) ৬ দেবসর্ষপ বৃক্ষ। (রাজনি°) ৭ কার্পাসাস্থি, কাপাসের বীজ। (মেদিনী)

বদরকুণ (পুং) কুল পাকিবার সময়।

বদরগঞ্জ, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও প্রধান বাণিজ্য-স্থান। অক্ষা° ২৫° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৬´ পূঃ। এই স্থানে চাউল, ধান্য ও সর্ষপাদি উৎপন্ন দ্রব্য-সম্ভার জন্য বড় বড় আড়ত আছে। ঐ দ্রব্যসমূহ রেলপথে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। এখানে উত্তরবঙ্গষ্টেট্ রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

বদরত্রয় (স্ত্রী) বদরাণাং ত্রয়ং। তিনপ্রকার বদর, বৃহদ্বদর, ক্ষুদ্রবদর ও শৃগালকোলি। (চক্রদত্ত° ৪ অঃ) ভাবপ্রকাশ-মতে সৌবীর, কোল ও কর্কন্ধু এই তিনপ্রকার বদর।

বদরপাচন (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে,—মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুবাবতী দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে অতি উগ্র তপোনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ ইন্দ্র ইহার তপস্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়া বশিষ্ঠদেবের রূপধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। শ্রুবাবতী নানাবিধ সৎকারে তাঁহাকে পূজা করিয়া নিজের অভিলাষ তৎসমীপে নিবেদন করেন। বশিষ্ঠরূপধারী ইন্দ্র শ্রুবাবতীর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। অচিরেই তুমি এই তপস্যার ফললাভ করিবে। এক্ষণে তুমি এই ৫টী বদর পাক কর, এই কথা বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে ৫টী বদরফল প্রদান করেন। তৎপরে ইন্দ্র এই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থে গমন করিয়া শ্রুবাবতী যাহাতে এই বদর পাক করিতে না পারে, তজ্জন্য অগ্নির জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্‌যত ও পবিত্র হইয়া পাঁচটী বদর পাক করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ক হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতীর বহুদিন অতীত হইল, তথাপি ঐ বদর সুপক্ক হইল না। শ্রুবাবতী তখন অনলোপায় হইয়া নিজের দেহদাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে চরণদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলেন না। ক্রমে যখন তাঁহার দেহ ভস্ম হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র স্বীয় রূপধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি

ব্রহ্মচারিণি! তোমার আর বদর পাক করিতে হইবে না। আমি তোমার ভক্তিপরীক্ষার জন্য বশিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম। 'তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি-দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে। আর এই স্থান বদরপাচনতীর্থ বলিয়া চিরকাল অভিহিত হইবে। এই তীর্থে সর্বদা ষড়্ঋতু বিরাজমান থাকিবে। (ভারত শল্যপর্ব্ব ৪৮-৪৯ অঃ)

বদরপুর, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুশিয়ারা, সুরমা ও বরাক নদীর সঙ্গমস্থলের ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে একটি মেলা হয়। ঐ সময় অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য কাছাড় আক্রমণ করিলে, ইংরাজ-সৈন্যের সহিত এখানে তাহাদের একটী যুদ্ধ হয়। এখানে পর্ব্বতের উপরিদেশে একটী দুর্গ আছে, পূর্ব্বোক্ত নদীতীর হইতে উহার দৃশ্য অতি মনোরম। দুর্গটী প্রস্তর-নির্ম্মিত, বুরুজপরিশোভিত এবং প্রাচীরপরিবেষ্টিত।

বদরপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শাল-বেরি হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ আছে। মানিক্যাল ও শাহপুরের স্তূপ ইহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখনও ৪০ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। ১৮ ফিট উচ্চে ইহার ব্যাস ৮৮ ফিট্। ঐ স্তূপের মধ্যে জেনারল কেভুরা একটী বৃত্ত মালমাহি পাইয়াছিলেন। ইহার ১৫০ ফিট পূর্ব্বে ডাঃ কনিংহাম একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উহার প্রাচীরগুলি প্রায় ৩ ফিট বিস্তৃত। পার্শ্ববর্ত্তী জেরাগ্রামে আরও একটী স্তূপ দেখা যায়।

বদরফলী (স্ত্রী) বদরস্যেব ফলমস্যা বদরফল-ঙীষ্। ক্ষুদ্রবদরী।

বদরবল্লী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রবদরী, চলিত বেটোকুল। (মেদিনী)

বদরবীজ (ক্লী) বদরাস্থি, চলিত কুলের আঁটি। (চরকসূত্র ৪ অঃ)

বদরা (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়্হুড়িয়া। (রাজনি') ২ কার্পাসী। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৩ বরাহক্রান্তা, বরাক্রান্তা। ৪ এলাপর্ণী। (মেদিনী) ৫ বারাহীকন্দ। ৬ শ্বেতবিদারী, চলিত শ্বেতভূঁইকুমড়া। (বৈদ্যকনি°) ৭ বিষ্ণুক্রান্তা। (বিশ্ব)

বদরামলক (ক্লী) পানীয়ামলক। (হারাবলী)

বদরাস্থি (ক্লী) বদরবীজ, কুলের আঁটি।

বদরাস্থিমজ্জা (স্ত্রী) কুলের আঁটির শাঁস। "ইহার গুণ তৃষ্ণা, বীর্য্য ও বলপ্রদ। (মদনপাল ব° ৩)

বদরি (স্ত্রী) বদ-বাহুলকাদরি। কোলিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

বদরিকা, হিমালয়পর্ব্বতস্থ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। কণ্বাশ্রম ও নন্দপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ, বদরীনাথক্ষেত্র নামেও পরিচিত। এই পুণ্য ক্ষেত্রের ব্যাস প্রায় ৩ যোজন ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ যোজন। গন্ধমাদন, বদরী, নরনারায়ণ ও কুবের-শৃঙ্গ ইহার অন্তর্গত। এখানে কএকটী উষ্ণ-প্রস্রবণও আছে।

হিমালয় তীর্থের মধ্যে কেদারনাথ যেরূপ শৈবগণের প্রিয়তম, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বদরিকাক্ষেত্রও তেমনি 'পরমস্থান' বলিয়া বিদিত।[1] তীর্থযাত্রিগণ অলকানন্দার (গঙ্গা) উপত্যকাস্থ তীর্থসমূহ অবলোকন করিতে করিতে জ্যোতির্ধামে[2] আসিয়া উপনীত হয়। জ্যোতির্ধাম অতিক্রম করিয়াই লোকে যোশী ও অলকনন্দার সঙ্গমতটে গন্ধমাদন ও বদরীক্ষেত্র দেখিতে পায়। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, ভৃগু, ঋষি, সূর্য্য, দুর্গা, যমুনা ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি কুণ্ড আছে। এই স্থান বিষ্ণুপ্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই উত্তরে ঘটোত্তমাশ্রম। এই আশ্রমের অনতিদূরে যুনীশ্বর শিব ও ঘণ্টাকর্ণ-মন্দির অবস্থিত। বিষ্ণু-প্রয়াগের উত্তরাংশে পাণ্ডুস্থান।[3] বদরীনাথের অনতিদূরে নদীর দক্ষিণকূলে নরশিখরে বহুশত লিঙ্গতীর্থ ও নারায়ণকুণ্ড রহিয়াছে। বিন্দুমতী নদীর দুইক্রোশ ঊর্দ্ধে বৈখানসনামক স্থান। সন্ন্যাসিগণ এখানে হোম যাগ করেন। ইহারও উত্তরদিকস্থ চূড়া কুবেরপর্ব্বত ও যোগেশ্বর-ভৈরবনামক তীর্থ। অতঃপর প্রবরা নামক সরিদ্বরা ও বদরিমন্দিরের সম্মুখে কর্ণধারা নামক নদী। ইহারই সন্নিকটে নারদীয়-শিলা, বরাহী শিলা, নারসিংহশিলা, মার্কণ্ডেয়শিলা, গারুড়ীশিলা ও তত্রামীর পুণ্য পুষ্করিণীসমূহ বিদ্যমান আছে। উক্ত পর্ব্বতপরিধির মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহারই নিকটে বহ্নিতীর্থ ও ব্রহ্মকপাল, পশ্চিমদিকে ১ ক্রোশের মধ্যেই উর্ব্বশীতীর্থ এবং বর্ণধারা নদীতে শেষতীর্থ। বদরীনাথের সমদিকে ইন্দ্রধারা, মেরুধারা, বসু-ধারা, ধর্ম্মশিলা ও সোম নামক নদী, সত্যপথ, চক্র, কাশ্যপাদিত্য, সপ্তর্ষি, রুদ্র, ব্রহ্মা, নর-নারায়ণ, ব্যাস, কেশবপ্রয়াগ ও পাণ্ডবী নামে তীর্থ এবং মুচুকুন্দ ও মণিভদ্র নামক হ্রদ বিদ্যমান আছে।

এই অতি প্রাচীন তীর্থের মাহাত্ম্য বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে যে, নরনারায়ণ অর্জ্জুন এখানে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বদরিকায়

(১) এই স্থানের অপর নাম বিশালপুর। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে বদরী বৃক্ষ হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

(২) জোশীমঠ—এখানকার নরসিংহমন্দিরে নিকট প্রহ্লাদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন।

(৩) পাণ্ডুকেশ্বর—এখানে পাণ্ডবের নিবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

অর্জ্জুনের সহিত কিছুকাল বাস করেন। অন্যত্র লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সাম্বংগৃহ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যাদবকাধ্বংসের পর পাণ্ডবগণ ব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করেন। পূর্ব্বে কর্ম্মাচল ও পশ্চিমে যমুনোত্তরী ও দূন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এখনও অনেক স্থান পাণ্ডবগণের আগমন নির্দ্দেশ করিতেছে। কেদারেশ্বরের পাঁচটী শিবমন্দির পাণ্ডবপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত আছে। পাণ্ডুকেশ্বরে তাঁহারা তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। বামনাবতারে ভগবান্ বিষ্ণু এখানে তপস্যা করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, এই জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র সিদ্ধাশ্রম নামেও কথিত। প্রবাদ আছে যে, রাম ও লক্ষ্মণ রাবণকে নিহত করিয়া ব্রহ্মবধপাপ অপনোদনার্থ হৃষীকেশ (রিখিকেশ) ও তপোবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। বররুচি এখানে আসিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং অন্তিমে পুষ্পদন্তের[১] ন্যায় স্বর্গধামে গমন করেন। কৌশাম্বীরাজ সহস্রাধিক রাজকার্য্যে উত্যক্ত হইয়া শেষজীবন দেবসেবায় অতিবাহিত করিবার জন্য বদরিকায় আসিয়া ছিলেন।

বদরীনাথপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এখানে একটী সুন্দর গল্প শুনা যায়। শঙ্করাচার্য্য নারদকুণ্ডে আসিয়া জলমধ্যে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পান। তিনি আকাশবাণীদ্বারা আদিষ্ট হইয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিসমূহ বদরি-বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া যান। ঐ বৃক্ষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যে স্থান অধিকার করে, তাহা আদি-বদরী নামে প্রসিদ্ধ। গন্ধমাদন পর্ব্বতের পাদমূলে এই স্থান বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনস্থাপনের জন্য মনোনীত হয়। এখানেই নর-নারায়ণাশ্রম। বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখানে নরনারায়ণ ও বদরীনাথের মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মী, মাতৃকা-মূর্ত্তি, মহাদেব ও অপরাপর বিষ্ণুমূর্ত্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষ্ণুর আদেশে অগ্নিদেব প্রস্রবণে অবস্থান করিতেছেন। ক্রমে এই বৈষ্ণবক্ষেত্র তপ্তকুণ্ড, নারদকুণ্ড, ব্রহ্মকপালী, সূর্য্যধারা, গরুড়শিলা, নারদশিলা, মার্কণ্ডেয়-শিলা, বরাহশিলা, নরসিংহ-শিলা, বসুধারা তীর্থ, সত্যপথকুণ্ড ও ত্রিকোণকুণ্ড প্রভৃতি ১২টী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। স্কন্দপুরাণীয় হিমবৎখণ্ডে ঐ সকল তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বদরী-নাথে বিষ্ণু নরসিংহরূপে বিরাজিত। ইহাতে নর-নারায়ণ এবং নরসিংহ, বরাহ, নারদ, গরুড় ও অমার্ক প্রভৃতি মন্দির সমন্বয় হইয়াছে। বদরী নামক মন্দিরের পার্শ্বে আরও চারিটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ পঞ্চ মন্দির পঞ্চ-বদরী নামে খ্যাত।[১] প্রবাদ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু মহাকুম্ভ দিনে এখানকার নীলকণ্ঠ পর্ব্বতচূড়ে আবির্ভূত হন, সাধক মাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন। পাণ্ডুকেশ্বরে যোগ-বদরীর মন্দির স্থাপিত। এখানে ভগবানের বাসুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।[২] উরগাঁও ধ্যানবদরী এবং বৃদ্ধকেদার ও কল্পেশ্বর শিবমন্দির, অণিমঠে বৃদ্ধবদরী মূর্ত্তি স্থাপিত। এখানে হরিবংশ-বর্ণিত অপর্ণা দেবীমূর্ত্তি আছে। জোষীমঠে ভবিষ্যবদরী এবং বাসুদেব, গরুড় ও ভগবতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কএক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দাক্ষিণাত্যের দণ্ডী পরমহংসগণ বদরীনাথের পূজারির কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, পরে নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ উক্ত কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত তাঁহারা বদরীনাথের সেবান্বিত থাকেন। পরে শীত পড়িলে জ্যোতির্ধামে চলিয়া যান। দেবপ্রয়াগের ব্রাহ্মণগণ তপ্তকুণ্ডে, কোটিয়াল, হাতোয়াল ও দণ্ডিব্রাহ্মণ ব্রহ্মকপালীতে, ডিম্রী ব্রাহ্মণগণ শিব ও লক্ষ্মীমন্দিরে, খাণিয়া ব্রাহ্মণ তপ্তনীতে এবং পুরোহিতাম্বচন্দ্রেরা যোগবদরীতে, ডিম্রীগণ ধ্যানবদরীতে এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধবদরী ও আদিবদরীতে যাজকতা করিয়াছেন। পঞ্চবদরী ব্যতীত নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগের বিভিন্ন মন্দিরে অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পূজারির কার্য্য করিয়া থাকেন। নন্দপ্রয়াগে স্নান করিলে গো ও ব্রাহ্মণবধের পাপ দূর হয়।

বদরিকাশ্রম (পুং ক্লী) বদরিকাচিহ্নিতঃ আশ্রমঃ। তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ হিমালয় পর্ব্বতের একদেশে শ্রীনগর-সমীপে অলকা-নন্দা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহা নারায়ণ ও ব্যাসদেবের আশ্রম। মহাভারতে লিখিত আছে—এই স্থান ভগবান্ বিষ্ণুর আশ্রম। ঐ আশ্রম ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতস্থ বিশালা বদরীতে অব-স্থিত বলিয়া ইহার নাম বদরিকাশ্রম। পূর্ব্বে এখানকার গঙ্গা শীতল ও উষ্ণজলপ্রবাহিণী ছিলেন এবং বালুকাসকল সুবর্ণময় ছিল। এই স্থলেই দেবতা ও ঋষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করেন। ভগবান্ নারায়ণ এই তীর্থে সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকেন বলিয়া এখানে সকল তীর্থ ও সকল দেব অধিষ্ঠিত।

(ভারত বনপ° ৯০ অঃ)

"যোঽবতীর্য্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যান্তু ধর্ম্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে॥"(ভাগ° ৭।১১।৬)

ভগবান্ বিষ্ণু আপনার অংশদ্বারা দাক্ষায়ণীতে অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগের কল্যাণার্থ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন।

---

(১) পদ্মপুরাণে বদরী সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যতম বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুষ্পদন্ত মহাদেবের তপস্যা করিয়া স্বর্গধারাজ-কন্যা জয়ার পাণিগ্রহণ করেন। অবশেষে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা বদরিকায় আসিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পুষ্পদন্তের ভ্রাতা স্থলাচাও এখানে দেবসেবায় জীবনযাপন করেন। বামনপুরাণেও কেদারনাথ ও বদরীনাথ দেবতীর্থের পবিত্রতা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) যোগবদরী, ধ্যানবদরী, বৃদ্ধবদরী ও আদিবদরী। পাণ্ডব-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চশিব-মন্দিরও পঞ্চকেদার নামে প্রসিদ্ধ।

(২) কিরাতগণও বাসুদেবের উপাসনা করিত।

বদরী (স্ত্রী) বদর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বা বদরি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। ১ কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। ২ কার্পাসী। ৩ কপি-কচ্ছু। (রাজনি°) ৪ আশ্রমবিশেষ, শম্যাপ্রাস।

ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে ঋষি সকলের যজ্ঞ বৃদ্ধি-কারক শম্যাপ্রাস নামে যে প্রসিদ্ধ আশ্রম আছে, ঐ আশ্রম বদরীবৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া উহা বদরী আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইখানে ভগবান্ বেদব্যাস ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত হন, পরে ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে প্রথমে পূর্ণস্বরূপ পুরুষ ও তদনন্তর তদধীন মায়া তাঁহার দর্শনগোচর হয়। যে অপরা মায়াতে সংমোহিত জীবসকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। বেদব্যাস এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবলোকন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা রচনা করেন। (ভাগ° ১।৭ অঃ)

বদরী, মহিসুর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বাবা-বুদন-গিরিমালা হইতে উত্থিত হইয়া বেলুর নগর অতিক্রমপূর্ব্বক হেমাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বেরেঙ্গী-হল্লা নামে আর একটী শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে।

বদরী, সহ্যাদ্রির অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে ত্রিলোচন শিবের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (সহ্যাদ্রি° ৩১৮)

বদরীচ্ছদ (পুং স্ত্রী) নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (বৈদ্যকনি°)

বদরীচ্ছদা (স্ত্রী) বদর্য্যাঃ ছদা ইব ছদা যস্যাঃ। ১ হস্তিকোলি-বৃক্ষ। ২ নখনদী। (রত্নমালা)

বদরীনাথ, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী হিমালয়-শিখর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৩২১০ ফিট্ উচ্চ। এই শৃঙ্গ-ভূমি হইতে অলকানন্দা নদী প্রবাহিত। উহার মধ্যদেশে প্রায় ১০৫০০ ফিট উচ্চে বদরীনাথ নামক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। অক্ষা° ৩০° ৪৪´ ১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩০´ ৪০″ পূঃ। শঙ্করস্বামী নামক জনৈক যোগী নদীগর্ভ হইতে ঐ মূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া স্থাপন করেন। দেবমন্দিরের গঠনপারিপাট্য না থাকিলেও, তীর্থমাহাত্ম্যে এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। শুনা যায় যে, পর্ব্বতের প্রবল চল ভাঙ্গিয়া সময়ে সময়ে ঐ মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরটীও ভূমিকম্পে ভগ্নপ্রায়। এখানকার পুরোহিতগণ রাওল নামে প্রসিদ্ধ, উঁহারা দাক্ষিণাত্যবাসী নম্বুরী ব্রাহ্মণ। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের সময় পুরোহিত এখানে উপস্থিত হন এবং কার্ত্তিকমাসে শীতের প্রারম্ভেই তিনি প্রায় সম্পত্তি মাটিতে পুঁতিয়া জোশিমঠে গমন করেন। এখানে আরও চারিটি মন্দির আছে। দেবসেবার জন্য গড়বাল ও কুমাউন প্রদেশের কতকগুলি গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানে প্রতিবৎসর উৎসবের সময় বহুলোক-সমাগম হয়। [বদরিকা দেখ।]

বদরীনারায়ণ (স্ত্রী) বদরীনাথ। বদরিকাশ্রমের অধিষ্ঠাতৃ-দেবমূর্ত্তি।

বদরীপত্র (পুং) বদর্য্যাঃ পত্রমিব আকৃতির্যস্য। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

বদরীপত্রক (স্ত্রী) বদরীপত্র-স্বার্থে কন্। নখী নামক গন্ধদ্রব্য।

বদরীপল্লব (পুং স্ত্রী) কোলিকোমলপল্লব, কুলের কচিপাতা।

বদরীবন, কাবেরী নদীর দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী একটী পুণ্যস্থান। এখানে কমলেশ্বর শিবমূর্ত্তি স্থাপিত। শিবপুরাণের অন্তর্গত বদরীবনমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

বদরীহাট, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন স্থান। মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১৭´ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৭´ পূঃ। ভাগীরথীবক্ষ হইতে বহু ক্রোশব্যাপী স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি মনে জাগিয়া উঠে। এখনও এখানে রাজপ্রাসাদ ও ভগ্নাবশেষ দুর্গের চিহ্ন লক্ষিত হয়। অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ও স্তম্ভগাত্রে পালি অক্ষরে খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় বৌদ্ধপ্রভাব সময়ে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। গৌড়ের পাঠানরাজ গিয়াসউদ্দীন্ নিজ নামে এই নগরের গিয়াসা-বাদ (গয়সাবাদ) নামকরণ করেন।

বদরীপাচন (স্ত্রী) বদরপাচনতীর্থ। [বদরপাচন দেখ।]

বদরীপ্রস্থ (পুং) নগরভেদ।

বদরীফলা (স্ত্রী) বদর্য্যাঃ ফলমিব ফলং যস্যাঃ। নীলশেফালিকা।

বদরীবণ (স্ত্রী) বদর্য্যাঃ বনং (বিভাষৌষধিবনস্পতিভ্যঃ। পা ৮।৪।৬) ইতি বিকল্পে ণত্বং। বদরীবন, বদরীআশ্রম।

বদরীবাসা (স্ত্রী) দুর্গা।

বদরীশৈল (পুং) বদরীবহুলঃ শৈলঃ পর্ব্বতঃ। হিমালয়পর্ব্ব-তৈকদেশ। বদরীবন, বদরিকাশ্রম।

বদল (আরবী) ১ বিনিময়, পরিবর্ত্তন, এক দ্রব্য দিয়া অন্য দ্রব্য লওয়া। ২ পুরস্কার, পারিতোষিক।

বদলাই (আরবী) কোন জিনিস বদলকরা।

বদলাবদলি (আরবী) অদলবদল, বদল্ করা, পরস্পরের আদানপ্রদান।

বদলী (আরবী) ১ বদল, পরিবর্ত্তন। ২ প্রতিনিধি।

বদাউন, উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। রোহিলখণ্ড-বিভাগের দক্ষিণপশ্চিমে অক্ষা° ২৭°৩৯´ হইতে ২৮°২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৯´১৫″ হইতে ৭৯°৩১´ পূঃ মধ্যে স্থাপিত। ভূপরিমাণ ২৯০১.৮ বর্গ মাইল।

গঙ্গার সৈকতবর্ত্তী স্থানসমূহের সহিত ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বনবিভাগ ব্যতীত অপর সকল স্থানই মনোরম। স্থানবিশেষের ভূমি চাষবাসের উপযোগী হইলেও অপরাপর স্থান বালুকা বা কঙ্করময়। এই জেলার পূর্ব্বদিকে রামগঙ্গা, পশ্চিমে গঙ্গা ও মধ্যভাগে সোত নামক নদী প্রবাহিত। এই সোত নদীর কূলেই বদাউন নগর স্থাপিত। এতদ্ভিন্ন এখানে অরিল, ভৈরবি, ভোইয়া ও নক্কানদী প্রবাহিত আছে।

এই জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মতে এই স্থানের পূর্ব্ব নাম বেদমাতা বা বেদমৌ ছিল। দিল্লীর তোমরবংশীয় নরপতি মহীপাল এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গস্থানে বর্ত্তমান বদাউন নগরের পশ্চিমাংশ গঠিত হইয়াছে। এখনও সেই প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মহীপাল এখানে 'হরমন্দর' নামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করান। মুসলমানগণ ঐ মন্দির নষ্ট করিয়া তদুপরে জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে ঐ মসজিদ মধ্যে প্রাচীন মন্দিরের দেবমূর্ত্তিসমূহ প্রোথিত রহিয়াছে।

অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ নামক জনৈক আহীররাজ ৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন।(১) তদ্বংশধরগণ প্রায় শতাব্দকাল এখানে রাজ্য করিয়াছিলেন।(২) গজনীপতি-মামুদের ভাগিনেয় সৈয়দ সলার মসাউদ গাজী ১০২৮ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড আক্রমণকালে এখানে আসিয়া বাস করেন; কিন্তু এখানকার হিন্দু নরপতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তিনি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে সিহাবউদ্দীনের প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ আইবক্ বদাউনদুর্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই যুদ্ধে কাতিহরের রাজপুত রাজা নিহত হন এবং অহিচ্ছত্রাপুরী মুসলমানগণের হস্তগত হয়। বদাউন নগর মুসলমানাধিকারে বিচার সদর বলিয়া পরিগণিত হয়। সামস্ উদ্দীন্ আলতমাস্ এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে ১২১০ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণার্থ গমন করেন। সম্রাট্ হইয়াও তিনি বদাউনের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ৬২০ হিজিরার উৎকীর্ণ জামি-মসজিদের শিলালিপিই তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার পাঁচ বর্ষ পরে তিনি নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রুকন্ উদ্দীন্ ফিরোজকে বদাউনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এখানকার জুম্মা-মসজিদ সামসি তাঁহারই আগ্রহে নির্ম্মিত হয়। শিল্পোন্নতির জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দে এই প্রদেশে কেবল বিদ্রোহ ও নরহত্যা সংসাধিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহবহ্নি মোগলশাসনের পূর্ব্বে আর নির্ব্বাপিত হয় নাই।

১৩১৫ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তা মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সম্রাট্ ফিরোজ খাঁ কিছুতেই তাঁহাকে বশে আনিতে পারেন নাই। অবশেষে একাদশ বর্ষ পরে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র মুবারক শাহ তুর্ক মহাবৎকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মালিক খুন্দন্ সৈয়দ রাজগণের অধীনতা উচ্ছেদ করেন। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আলম্ শাহ বদাউন নগর পরিদর্শনে আগমন করেন, এই সময়ে তাঁহার উজীর বহ্‌লোল লোদীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই সম্পত্তি ভোগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা হুসেন শাহ শর্কি এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বহ্‌লোল লোদী তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে দেন নাই। তিনি হুসেনকে পরাজিত করিয়া এই স্থান দিল্লীর শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। মোগলবংশের প্রতিষ্ঠার পর, হুমায়ুন এই প্রদেশে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অকবরের শাসন-সময়ে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বদাউন একটী স্বতন্ত্র সরকারে পরিগণিত হয় এবং কাসিম্ আলী খাঁ এখানকার জায়গীরদার নিযুক্ত হন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে অগ্নিতে বদাউন নগর ভস্মসাৎ হইয়া যায়। শাহজহান বিচার আদালত প্রভৃতি বদাউন হইতে বেরেলীতে লইয়া যান। রোহিলাগণের অভ্যুদয়ে বদাউন নগর আরও শ্রীহীন হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের নবাব মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ বদাউন নগর পর্য্যন্ত জেলার দক্ষিণাংশ নিজ দখলে আনিয়াছিলেন এবং রোহিলা-সর্দার আলী মহম্মদ বাকি অংশ অধিকার করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রোহিলাগণ ফরুখাবাদে নবাবকে পরাস্ত করিয়া সমুদায় প্রদেশ জয় করিয়া লয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মিরানপুর কাট্রায় হাফেজ রহমৎ পরাজিত হইলে এখানকার শাসনকর্ত্তা দুণ্ডি খাঁ অযোধ্যার উজীর সুজা উদ্দৌলার সহিত সন্ধি করেন, কিন্তু পরে উজীর তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজশাসনাধীন হয়। এই সময় হইতে সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মিরাটের বিদ্রোহসংবাদ পাইয়াই এখানকার সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়। আবদুল রহিম্ খাঁ তৎকালে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন; কিন্তু হিন্দু ও

(১) এখনও এই জেলায় আহীর জাতির প্রভাব অধিক। আহীরগণের অধিনায়ক অজয় পাল বুদ্ধ হইতে বুদাউন নগর স্থাপন কল্পনা করেন।

(২) ১২০০ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমানে এই গোলযোগের সময় বিবাদ বাধিয়া গেল। ঠাকুর-রাজগণের সহিত মুসলমানদিগের দুইটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। মালাগড়ের বালি-দাদ-দুর্গ পতনের পর বিদ্রোহ-সর্দার বদাউনে প্রত্যাগত হন; কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ফতেগড় অভিমুখে প্রস্থান করেন। ধণৌরের নিকট মুসলমানহস্তে আহীরগণ পরাজিত হয়েন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিরাজ মহম্মদ, সর হোপ গ্রান্টের হস্তে পরাজিত হইয়া বদাউনে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দলবল ইংরাজ-সৈনিকের করে বিধ্বস্ত হওয়ায়, মুসলমানগণ আর দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। তৎপরে এইস্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে।

বদাউন, সাহসবন ও বিল্‌সি এখানকার প্রধান বাণিজ্য-স্থান। নীল, চিনি ও পিত্তলের বাসনাদি এখানকার প্রধান ব্যবসা। কক্ষোরা নামক স্থানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে একটী মহামেলা হয়। ঐ সময় প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে। চাণ্ডপুর, স্থখেলা, লক্ষণপুর ও বাড়চিয়া নামক স্থানে এক একটী মেলা হয়। এখানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের কএকটী ষ্টেসন আছে।

২ বদাউন জেলার একটী তহসীল। গঙ্গার উত্তরতীরে অব-স্থিত। ভূপরিমাণ ৪৬৬ বর্গমাইল। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর এবং বিচার সদর। অক্ষা° ২৮°২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৯´ ৪৫´´ পূঃ। প্রাচীন বদাউন নগরের পার্শ্বে নূতন নগর স্থাপিত। প্রাচীন নগরাংশে দুর্গ ও সুরম্য অট্টালিকাদির ধ্বংসাব-শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানাধিকারে প্রায় চারি শতাব্দকাল বদাউন নগর কাতিহরের রাজধানী ছিল। ঐ সময় এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বল্‌বন্ যখন বদাউনে আগমন করেন, তখন এখানে মালিক কৈম শিরবাণি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবনে উন্মত্ত হইয়া নিজ ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছিল। ভৃত্যের বিধবাপত্নী সম্রাট্ বল্‌বন্‌কে এই কথা জ্ঞাত করাইলে, সম্রাট্ মুসলমান-শাসনকর্ত্তাকে নগরদ্বারের উপর লট্‌কাইয়া দেন।

এই নগরে বাসহেতু মোল্লা আবদুল্ কাদের বদাউনি আখ্যা প্রাপ্ত হন। ১০০৪ হিজিরায় এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। বদাউনি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদ্বারা নগর-ক্ষয় নিরীক্ষণ করিয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এখানে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা কুতব্ উদ্দীন্ চিস্তি বাস করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার জামি মসজিদের জীর্ণ সংস্কার করেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, এখানে অনেক সাধু ফকিরের কবর ছিল। ঐ সকলের মধ্যে অধি-কাংশই এখন লোপ পাইয়াছে। কেবলমাত্র সামসি ইদ্‌গার নিকটে বদরউদ্দীন্ শাহ বিলায়তের জিয়ারত ও কএকটী সমাধির অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। শাম্‌সি ইদ্‌গা ও জামি মসজিদই এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি। শামস্ উদ্দীন্ আল্‌তামস্ উহা নির্ম্মাণ করাইয়া যান। এরূপ প্রাচীন মুসলমান কীর্ত্তি ভারতের আর কোথাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়েও এখানে রাজকার্য্য ও বিদ্যাশিক্ষা পরিচালনের জন্য অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বদাউনি, ১ মুন্তখব-উল্ তবারিখপ্রণেতা বিখ্যাত মুসলমান-গ্রন্থকার। প্রকৃত নাম শেখ আবদুল-কাদির বদাউনি। তিনি রণস্তম্ভগড়ের নিকট তোড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বদাউনে বাস হেতু তিনি বদাউনি আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুলুকশাহ। নগরবাসী শেখ মুবারকের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহাকে নিজ সভায় আনয়নপূর্ব্বক আরব ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্ত নিয়োগ করেন। বদাউনি মুআজম্-উল-বুলদান্, জামি-উর্ রশীদী ও রামায়ণ অনুবাদ করেন। নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্ত তিনি নজাৎ উর্-রশীদ্ রচনা করিয়াছিলেন। এ ছাড়া তিনি মহাভারতের দুই পর্ব্বের অনুবাদ ও ৯৯৯ হিজিরায় কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি রাজকার্য্যে অবসর লইয়া বার্দ্ধক্যে শান্তিলাভার্থ বদাউনে গমন করেন। ১০০৪ হিজিরায় তথায় মুন্তখব্ উল্ তবারিখ্ প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। কবিতারচনায় জন্ত তিনি কাদিরি আখ্যা লাভ করেন। জন্ম ৯৪৭ হিজিরা, মৃত্যু ১০০৪ হিজিরা।

বদারিয়া, উঃ পঃ প্রদেশের এটা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম বুড়গঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত। ইহার অপর পারে সোরোন নগর, লৌহসেতুদ্বারা উভয়স্থানই সংযুক্ত। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় এই স্থানও নগর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বদাক্‌সান্, আফগান তুর্কিস্থানের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার অনতিদূরে অবস্থিত। কোকচা জাতির উপত্যকা-নিবাসও ইহার অন্তর্গত। ইহারা আমীরের অধীন। অক্ষা° ৩৫° ৫০´ হইতে ৩৮° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩০´ হইতে ৭৪° ২০´ পূঃ। এই বিস্তীর্ণ রাজ্য ১৩টী জেলায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ফৈজাবাদই সর্ব্বপ্রধান। এখানে চুনি প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর, তাম্র, গন্ধক ও সীসক প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে আরবীয় ভৌগোলিক-গণ এই স্থানের মণিরত্নাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ধান্যাদি নানা শস্য ও নানা সুমিষ্টফল উৎপন্ন হয়। বদক্‌শিয়াজাতি এখানকার অধিবাসী। আচার ব্যবহারে ইহারা কাফরিস্তান, শাগনান্ ও রোশানদিগের মত। ইহাদিগকে আর্য্যজাতির ইরাণীয় ও হিন্দু শাখার মধ্যগত বলিয়া বোধ হয়।

বদিয়া উল্-জমান্‌খাঁ, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূমের মুসলমান শাসনকর্তা। ইহার পিতার নাম আসদ্‌উল্লা। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সন ১১২৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহারই অধিকারে বীরভূমির ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা রাজস্ব স্থিরীকৃত হয়। ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনায়কতায় মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালার পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিবার জন্য কেন্দুয়া ডাঙ্গার (গজ মুশিদ) নিকটে ছাউনী করে। বদিয়া উল্‌জমান্ বর্দ্ধমান-রাজপ্রভৃতির সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কাঁটোয়া হইতে মেদিনীপুর পর্যান্ত তাড়াইয়া দেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র হয়। [বীরভূম দেখ।]

বদী (পারসী) ১ দুষ্টামী, দুশ্চরিত্র। ২ মহরমে ব্যবহৃত হোসেনের চিহ্ন। (হিন্দী) ৩ কৃষ্ণপক্ষ।

বদেশর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। চিতোরের দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্ব্বতমালার উপর স্থাপিত। ইহার চারিদিক্ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ইহার মধ্যস্থ উচ্চ পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে।

বদোসা, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৩১৭ বর্গ মাইল। এখানে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার শেষসীমা পড়িয়াছে। ২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহসীলের সদর। বাগাই নদীর বামকূলে অবস্থিত।

বদ্‌খৎ (পারসী) ১ যাহার হাতের লিপি অতিশয় খারাপ। ২ কদাচারী, পাজী।

বদ্‌খেয়াল (পারসী) মনে মনে দুরভিসন্ধি।

বদ্‌খেয়ালী (পারসী) দুষ্টলোক, যে বদ্‌খেয়াল করে।

বদ্‌খো (পারসী) ১ মন্দস্বভাব, দুষ্ট। ২ পরের অনিষ্টকারী।

বদ্‌জবান্ (পারসী) বেখাপ্ উত্তর, অসংলগ্ন উত্তর-কথন।

বদ্‌জবানী (পারসী) যে মন্দবাক্য বলে, যে অসংলগ্ন উত্তর দেয়।

বদ্‌জাৎ (পারসী) নীচ, দুষ্ট।

বদ্‌জাতী (পারসী) নীচত্ব, বজ্জাতের কার্য্য।

বদ্‌দোয়া (পারসী) অভিসম্পাত, শাপ দেওয়া।

বদ্ধ (ত্রি) বধ্যতেস্ম ইতি বন্ধ কর্ম্মণি-ক্ত। বন্ধনযুক্ত, বাঁধা। পর্য্যায়—সন্দানিত, মূর্ণ, উদ্দিত, সন্দিত, সিত, নিগড়িত, নদ্ধ, কীলিত, যন্ত্রিত, সংযত।

"বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এবাভিদৃশ্যতে।

তথা পাপান্নিগৃহ্নীয়াৎ ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্ ॥" (মনু ৯।৩০৮)

বদ্ধক (পুং) বন্দী।

বদ্ধগুদ (স্ত্রী) বদ্ধং গুদং পায়ুর্যেন। উদররোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যাহার অন্ত্রনাড়ী অন্ন, শাক, শম্বুকা বা বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহার মল দূষিত হইয়া সম্মার্জ্জনীক্ষিপ্ত তৃণাদির ন্যায় ক্রমান্বয়ে অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গুহ্যদ্বারে মলরুদ্ধ হয়, কখনও বা অতিকষ্টে অল্প অল্প বহির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে উদর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে বদ্ধগুদ হয়। (ভাবপ্র°) সুশ্রুতে লিখিত আছে, অন্ন বা উপলেপী (চট্‌চটে) দ্রব্যের বা সূক্ষ্ম অস্থিখণ্ডের সংযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, যদি অন্ত্র মধ্যে দূষিত মল সঞ্চিত হইয়া সোপানশ্রেণীর ন্যায় (অস্থিমালাক্রমে) নাড়ীমধ্যে অবস্থিতি করে ও তদ্দ্বারা মলাধারে পুরীষ বদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প নিঃসৃত হয় এবং হৃদয় ও নাভির মধ্যে উদরদেশ বৃদ্ধি ও বমনে বিষ্ঠার গন্ধ হয়, তাহা হইলে বদ্ধগুদরোগ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নি° ৭ অ°)

ইহার চিকিৎসা—এই বদ্ধগুদরোগ দুঃসাধ্য। এই রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া নাভির অধোদেশে বামভাগে লোমরাজী হইতে চারি আঙ্গুল অন্তরে উদরদেশ ভেদ করিয়া চারি আঙ্গুল পরিমাণে অন্ত্র সকল নির্গত করিবে। ঐ সকল অন্ত্রমধ্যে প্রস্তরখণ্ড বা শুষ্ক ও কঠিন মল প্রভৃতি যাহা কিছু পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা নির্ণয়পূর্ব্বক নির্গত করিয়া সেই সকল অন্ত্র, মধু ও ঘৃতের দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক উদরের উপরিভাগস্থ ব্রণের মুখ সীবন করিবে।

(সুশ্রুত চিকি° ১৪ অঃ)

বদ্ধজিহ্ব (ত্রি) যাহাদিগের জিহ্বা নাড়িতে কষ্ট হয়।

বদ্ধপুরীষ (ত্রি) যাহাদিগের মল বদ্ধ হইয়াছে।

বদ্ধাগ্নি (স্ত্রী) বদ্ধপাণি, মুষ্টি। ইহার পাঠান্তর 'বদ্ধাঞ্জি'।

বদ্ধফল (পুং) বদ্ধানি ফলানি যস্য। করঞ্জবৃক্ষ। (রাজনি°)

বদ্ধমুষ্টি (ত্রি) বদ্ধা দৃঢ়া দানাদিরহিতা বা মুষ্টির্যস্যেতি। ১ দৃঢ়মুষ্টি। ২ কৃপণ।

"সজীবমপার্থিবমুষ্টে সমস্তাস্তব ত্রপা নেমৃপবদ্ধমুষ্টেঃ।" (নৈষ° ৩।৮৫)

বদ্ধমূল (ত্রি) বদ্ধং মূলং যস্যেতি। দৃঢ়মূল উৎপাটনানর্হ মূল।

"বয়াবিপ্রকৃতস্তৈকস্মো রুক্মিণীং হৃতবা হরে।

বদ্ধমূলস্য মূলং হি মহদ্বৈরতরোঃ স্ত্রিয়ঃ ॥" (মাঘ ২।৩৮)

বদ্ধরসাল (পুং) বদ্ধো রসেন আবৃতঃ অতএব রসালঃ রসবান্। ত্রিবিধ রাজাম্রের অন্তর্গত অত্যুত্তম আম্র। পর্য্যায়—চক্রকলাম্র, গন্ধাম্র, সিতলাঞ্জক, বনেজ্য, মন্মথানন্দ, মদনেচ্ছাফল। ইহার কোমলফলগুণ কটু, অম্ল, পিত্ত ও দাহবর্দ্ধক। ইহার সুপক্ক ফলগুণ শীঘ্র, মধুর, পুষ্টি, বীর্য্য ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

বদ্ধবর্চস্ (ত্রি) মলরোধক।

বদ্ধবিট্‌ক (ত্রি) বদ্ধপুরীষ, যাহার মল বদ্ধ হইয়াছে।

বদ্ধবিণ্মূত্র (ত্রি) যাহার বিষ্ঠা ও মূত্র বদ্ধ হইয়াছে।

যদি কোনস্থলে একটী প্রাণিবধ করিলে বহুতর প্রাণীর রক্ষা হয়, তবে সে বধ পাপমধ্যে গণনীয় নহে।

"একস্য বধ নিধনে প্রবৃত্তে ইষ্টকারিণঃ।
বহূনাং রক্ষতি ক্ষেমং তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিধি)

ইহা ভিন্ন যাহারা স্বর্ণচোর, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরু-পত্নীগামী এবং আত্মঘাতী, তাহাদের বধও পাপজনক নহে।

"কনকস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্যস্তু তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিধি)

আততায়ি-শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রপাণি এবং ধন, ক্ষেত্র ও দারা এই সকল অপহরণকারীকে আততায়ী কহে।

বধক (ত্রি) বধ-কন্। ১ বধকর্ত্তা। ২ হিংস্র। ৩ ব্যাধি। ৪ মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসা°)

বধকৃৎ (ত্রি) বধং করোতি কৃ-কিপ্ তুক্। বধকর্ত্তা, হিংসক।

বধত্র (ক্লী) বধ করণে ক্ষমন্। অস্ত্র।

বধস্থলী (স্ত্রী) বধস্য স্থলী ৬তৎ। শ্মশান। (ত্রিকা°)

বধাঙ্গক (ক্লী) বধঃ অঙ্গমস্য কপ্। কারাগার। (ত্রিকা°)

বধার্হ (ত্রি) বধমর্হতীতি অর্হ-অণ্। বধযোগ্য, যাহারা বধ-দণ্ডের উপযুক্ত।

বধির (ত্রি) বধ্নাতি কর্ণমিতি বন্ধ-(ইষিমদিমুদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত, শ্রুতিশক্তিহীন, যাহারা একেবারে শুনিতে পায় না। চলিত কালা, পর্য্যায়—এড, কল, শ্রবণাপটু, উচ্চৈঃশ্রবা। (সংক্ষিপ্তসার) যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা মূক অর্থাৎ বোবা হইয়া থাকে। জন্মবধির ব্যতীতও অনেকে কর্ণরোগে অধিকদিন ভুগিয়া ক্রমে বধির হয়। ইহার লক্ষণ—

"যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে ॥" (মাধবনি°)

যে সময় বায়ু একা কিংবা কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবহ কর্ণস্রোতকে আবৃত করিয়া রোগীর শ্রবণশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বাধির্য্য জন্মে। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির এই রোগ হইলে অসাধ্য হয় এবং বহুদিন ধরিয়া বদ্ধমূল হইলে ইহা সকলের পক্ষেই অসাধ্য হইয়া থাকে। [বাধির্য্য দেখ।] যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা পিতৃধনের অধিকারী হয় না। "অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।" (মনু) যাহারা ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ ও জন্মবধির, তাহারা অনংশ অর্থাৎ অংশভাগী নহে।

বধিরতা (স্ত্রী) বধিরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাধির্য্য, বধিরের ভাব বা ধর্ম্ম, বধিরত্ব।

বধিরান্ধ (ত্রি) ১ বধির ও অন্ধ, যে কাণে শোনেনা, চক্ষুতেও দেখেনা। (পুং) ২ কশ্যপের পুত্র নাগভেদ।

বধিরিমন্ (পুং) বধিরস্য ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি চকারাদিমনিচ্। বধিরতা, বাধির্য্য।

বধূ (স্ত্রী) বধ্নাতি প্রেম্না বা বন্ধ-উ মলোপশ্চ অন্তঃস্থাদো বু বহতি সংসারভারং উহ্যতে ভর্ত্রাদিভিরিতি বা বহ-(বহের্ধশ্চ। উণ্ ১।৮৫) ইতি উ ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ স্নুষা। ৩ পৃক্কা। ৪ শারিবৌষধি। ৫ শটী। ৬ নবোঢ়া।

"ততঃ সবধ্বা সমস্ত্রাসমাগপ্রাগধ্বজদ্বারনিবারিতোজ্বলম্ ।"
(রঘু ৭।৩) ৭ ভার্য্যা।

বধূজন (পুং) বধ্বেব জনঃ। যোষিৎ।

"কিতিপ্রতিষ্ঠোঽপি মুখারবিন্দৈর্বধূজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার।"
(মাঘ ৩।৫২)

বধূটীশয়ন (ক্লী) বধূটীনাং শয়নমিব গূঢ়োঽদর্শনীয়ত্বাদিকারস্থানাঃ। গবাক্ষ, জানালা।

'বাতায়নং গবাক্ষঃ স্যাদ্বধূটীশয়নস্তথা।' (ত্রিকা°)

বধূটি, বধূটী (স্ত্রী) অল্পবয়স্কা বধূঃ অল্পার্থে টি, পক্ষে ঙীষ্। যথা বধূ (বধ্বা চঞ্চ ইতি বাচ্যং। পা ৫।১।২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা পক্ষে ঙীষ্। ১ পুত্রভার্য্যা। (জটাধর শব্দকোষ।) ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অল্পবধূ।

"নূতনজলধরকচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায় ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১)

বধূৎসব (পুং) বধ্বাঃ উৎসবঃ আর্ত্তবং। স্ত্রীদিগের রজোদর্শন।

বধূৎসবপ্রসব (পুং) বধ্বা উৎসব আর্ত্তবঃ স ইব প্রসবঃ পুষ্পাদির্যস্য। রক্তাম্লান, রক্তঝিণ্টী। (রাজনি°)

বধোদ্যত (ত্রি) বধায় উদ্যতঃ। মারণার্থ উদ্যুক্ত, আততায়ী শত্রু।

বধ্য (স্ত্রী) বধমর্হতি বধ-যৎ। ১ বধার্হ, বধের উপযুক্ত, বধযোগ্য। বন্ধ-কর্ম্মণি-ক্যপ্। ২ কারারোধ্য। আধারে-ক্যপ্। ৩ বধস্থান।

বধ্যপাল (পুং) বধ্যং কারাগারং পালয়তি পালি-অণ্, উপপদস°। কারাগৃহরক্ষক। (বিষ্ণুপু° ২১৬ অঃ)

বধ্যভূমি (স্ত্রী) হন-ভাবে বধ, বধ্যদেশঃ, বধস্য ভূমিঃ। শ্মশান, বধস্থান, যে স্থলে প্রাণদণ্ড হয়, ফাঁসি দিবার স্থান।

বধ্যোগ (পুং) ঋষিভেদ। ততো বিদাদিত্বাৎ গোত্রাপত্যে অঞ্। বাধ্যোগ, ঋষির গোত্রাপত্য।

বধ্র (ক্লী) বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। সীসক। (অমর)

"সীসং বধ্রক ভধ্রক যোগেষ্টং নাগনামকম্ ।" (ভাবপ্র°)